INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE ART. 174 OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, on Thursday, the 29th June, 1972 at 11 A. M.

PRESENT

Mr. Speaker (Shri Manindra Lal Bhowmick) in the Chair, Chief Minister, 4 Ministers, 3 Deputy Ministers, and 46 Members.

STARRED QUESTIONS

মিঃ স্পীকার :—অনারাবল মেম্বারস আজকে একটা বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজকে আমাদের লিস্ট অব বিজনেসে আমাদের ৪৮টি ষ্টার্ড কোয়েশ্চান আছে। আপনারা যদি অধিক সংখ্যক ষ্টার্ড কোয়েশ্চানের উপর সাপলিমেণ্টারী করেন, তাহলে আমি মনে করি অধিকাংশ প্রশ্নই আজকে পুট করতে পারবেন না, ফলে আন-এ্যানসারড থাকবে এবং আপনারা অনেকে ষ্টার্ড কোয়েশ্চান থেকে বঞ্চিত হবেন। আমি আশা করি সীমিত সংখ্যক আপনারা ষ্টার্ড কোয়েশ্চানের উপর সাপ্লিমেণ্টারী কোয়েশ্চান করবেন।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—আপনি যে বক্তব্য রাখলেন হাউসে সেই সম্পর্কে। মাননীয় মন্ত্রী ইনচার্জ যিনি থাকবেন, তিনি যদি উত্তর না দিয়ে কোন প্রশ্ন বাই-পাশ করেন, তাহলে বেশী সংখ্যক সাপ্লিমেণ্টারী করতে হয়। যদি মন্ত্রীরা ডাইরেক্ট উত্তর দিয়ে দেন, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা বেশী সাপলিমেণ্টারী কোয়েশ্চান করব না।

Mr. Speaker :—This should not be conditional.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অনেক মেম্বারের দুইটি তিনটি করে কোয়েশ্চান আছে, প্রথমটির উত্তর যদি মন্ত্রী মহোদয় না দেন, সময় নেন, তাহলে সেই মেম্বার যাতে তার পরের প্রশ্নের উত্তর পেতে পারেন, সেই সুবিধা দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ রাখব। যেমন এখানে অজয় বিশ্বাসের দুইটি কোয়েশ্চান আছে, নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর আছে দুইটি, অমরেন্দ্র শর্ম্মার আছে তিনটি, সমর চৌধুরীর আছে তিনটি, কালিপদ ব্যানার্জীর আছে তিনটি। প্রথমটির উত্তর যদি না আসে, তাহলে ঐ মেম্বারকে আরেকটা প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হউক পরবর্ত্তী মেম্বারকে না ডেকে।

STARRED QUESTION.

Mr. Speaker :—To-day in the List of Business are the following Questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Question. Shri Ajoy Biswas.

Shri Ajoy Biswas :—Question No. 1.

Shri S. M. Sen Gupta :—Question No. 1 Sir,

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে, কৃষি বিভাগে কতিপয় কর্মচারী ১৮ বৎসরের উর্দ্ধকাল যাবত চাকুরী করা সত্ত্বেও স্থায়ী বলিয়া ঘোষিত হয় নাই ;	হাঁ।
২। তাহা হইলে, এইরূপ কর্মচারীর নাম এবং ইহার কারণ কি ; এবং	এইরূপ কর্মচারীদের নাম এবং স্থায়ী ঘোষণা না করার কারণ যথাক্রমে— ক) শ্রীদিগ্বীজয় ভট্টাচার্য, টেকনিক্যেল এ্যাসিষ্টেন্ট (ইনফরমেশন) স্থায়ীত্ব ঘোষণার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় কিছু বিষয় সমাধা না হওয়া, খ) শ্রীরমেশ চন্দ্র অখণ্ড ফার্ম ওভারসিয়ার স্থায়ী করার জন্য যোগ্য বিবেচিত না হওয়া ; গ) শ্রীসমন্ত মিত্র, কামদার এবং ঘ) শ্রীপ্যারীমোহন দাশ, কামদার। যে প্রকল্পের আওতায় চাকুরী সেই প্রকল্প ভুক্ত পদ স্থায়ী না হওয়া।
৩। তাঁহারা কখন স্থায়ী হিসাবে ঘোষিত হইবেন বলিয়া আশা করা যায় ?	আইনানুগ ব্যবস্থাদি সম্পন্ন হইলে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হইবে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে অবশ্য কতকগুলি বিষয় যে আছে, সেগুলি পূরণ না করলে পারমানেন্ট করা যায় না, সেই বিষয়গুলি কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—কোন্ কেসের ব্যাপারে বলছেন ?

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :- শ্রীদিগ্বীজয় ভট্টাচার্য।

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—উনি যে পোষ্টে ছিলেন—যখন জয়েন করেছিলেন সেই পোষ্টটা ছিল টেম্পোরারী, তারপর তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে টেম্পোরারী পোষ্টে গেছেন, তারপর

তিনি আবার পদ পরিবর্তন করেছেন এবং প্রত্যেকটিই টেম্পোরারী পোষ্টে তিনি প্রবেশ করেছেন, এখন যেখানে আছেন সেটাও টেম্পোরারী ছিল। ১৯৬৮ সনে প্রথম তার কেসটা আছে সরকারের বিবেচনা করার জন্য। এর মধ্যে এই যে প্রসেস আছে, সেই প্রসেসের মধ্যে সি, সি, আর'এর প্রশ্ন আছে, সার্ভিস ভেরিফিকেশনের প্রশ্ন আছে, যার জন্য এখনও এটা কম্পলীট হয় নি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেসব বলেছেন- এটা কি ঠিক নয়, সেইগুলি বাদেও যেহেতু শ্রীদিগ্বিজয় ভট্টাচার্য টি, জি, ই,এর সাধারণ সম্পাদক, সেইজন্যই তাকে স্থায়ী করা হচ্ছে না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটা সত্য নয়।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে কতগুলি কণ্ডিশান থাকে, এবং তিনি বিভিন্ন টেম্পোরারী পোষ্টে ছিলেন বলে বলেছেন, তিনি কি জানেন যে তিন বার শ্রীদিগ্বিজয় ভট্টাচার্য প্রমোশান পেয়েছেন, এবং প্রমোশন পেতে গেলে পুলিশ ভেরিফিকেশন এবং যোগ্যতা থাকা দরকার সেই মাপকাঠিতেই তিনি প্রমোশান পেয়েছেন, কিন্তু পারমানেন্ট হওয়ার অযোগ্য তিনি কি করে হতে পারেন?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—সেটা ঠিক নয়, ডিপার্টমেণ্টে যে পোষ্টগুলিতে তিনি ছিলেন, সবগুলিই তিনি চেঞ্জ করেছেন, কোনটা লোয়ার স্কেলে, কোনটা হায়ার স্কেলে, এইভাবে জায়গা বদল করেছেন, যদিও সেম ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে তিনি জায়গা বদল করেছেন, তিনি করেছেন না সরকার করিয়েছেন?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—তিনি করেছেন, তাঁর ইচ্ছামতেই হয়েছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমার প্রশ্ন একজন এম্পলয়ী ইচ্ছামত কি করে বিভিন্ন জায়গায় নিজে যেতে পারে, সরকার তাকে বদলি না করলে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটা করতে পারেন, টেম্পোরারী পোষ্ট, পছন্দ না হলে আরেকটা পোষ্টের জন্য এ্যাপ্লাই করতে পারেন এবং যেতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৭২ স্যার।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৭২ স্যার।

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর Domestic Power (Light and Fans) Consumersদের ক্ষেত্রে security deposit 20·00 (কুড়ি টাকার পরিবর্তে motive power এর installation charge আরো ২০·০০ টাকা যোগ করে মোট ৪০·০০ (চল্লিশ) টাকা দেওয়া হচ্ছে কি?

২। Rate as per conditional supply অনুযায়ী I. K. W. এ security deposit 20·00 টাকার ক্ষেত্রে ৪০·০০ টাকা করে নেওয়ার কারণ কি?

উত্তর

১। না, বিদ্যুৎ সরবরাহ করার সর্ত্ত অনুযায়ী বিল আদায় ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির নিরাপত্তার (সিকিউরিটি) জন্য ২০ টাকা এবং মিটারের জন্য মিটার প্রতি অতিরিক্ত আরও ২০ টাকা নেওয়া হয়।

২। ১ নং উত্তরেই ইহার উত্তর দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—মোটিভ পাওয়ারের ক্ষেত্রে ইনস্টোলেশন চার্জ হল ২০ টাকা যেটা নেওয়ার কথা। সেটা ডোমিষ্টিক পাওয়ারের ক্ষেত্রেও নেওয়া হয়েছে। এই ব্যাপারে তদন্ত করে দেখা হবে কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মোটিভ পাওয়ারের চার্জ্জ কনস্হিউমারদের ক্ষেত্রে যে উদ্দেশ্য নেওয়া হয় সেটা আর একটা জনিষ। আমার মনে হচ্ছে প্রশ্নটার মধ্যে ঠিক জিনিষটা বলা হয় নাই। মোটিভ পাওয়ারের চার্জ্জ নেওয়া হচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার :—Shri Ajoy Biswas and Shri Amarendra Sharma.

Shri Ajoy Biswas :—Question No. 45.

Shri Sukhamoy Sen Gupta :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 45.

প্রশ্ন

১) আসাম থেকে বিদ্যুৎ (Bulk Electricity আনার জন্য তার (K. V. Lines) বসানোর ঠিকাদাররা কি কামানী কোম্পানীকে দেওয়া হয়েছে যদি দেওয়া হয়ে থাকে কাজ কতদূর অগ্রসর হয়েছে ;

২) এই কাজের জন্য ১৯৭২ইং ১৫ই মার্চ্চ পর্যন্ত মোট কত টাকা ঐ কোম্পানীকে দেয়া হয়েছে এবং

৩) এই কাজ কবে পর্যন্ত শেষ হবে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ কিছু ছোট খাটো কাজ যেমন প্লেট, এন্টিক্লাইমডিং ডিভাইজ ইত্যাদি বসানো ব্যতিরেকে কাজ সমাপ্ত হইয়াছে এই ছোট খা টো কাজগুলি শীঘ্রই সম্পূর্ণ হবে।

২) ৬৬,৭৭,৭১৪ টাকা ২৩ পয়সা।

৩) ১নং উত্তরে দ্রষ্টব্য।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন কামানী কোম্পানীতে কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে টেণ্ডার কল করা হয়েছিল না নেগোশিয়েশনে কাজ দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—টেণ্ডার কল করেই কাজ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে টেণ্ডার কল করা হয়েছিল তার মধ্যে কোন্ কোন্ কোম্পানী টেণ্ডার দিয়েছিল ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে এই কাজ কোন সালে শেষ হওয়ার কথা ছিল ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটা ১৯৭২ সালের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা ছিল।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই কাজের এষ্টিমেট কষ্ট কত ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটা একটা সেপারেট কোয়েশ্চান হবে মনে হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবুলু কুকী।

শ্রীবুলু কুকী—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১।

প্রশ্ন	উত্তর
১) অমরপুরের অম্পি থেকে নগরাই বাজার, পঙ্কু থেকে তেলিয়ামুড়া তুইসিন্দ্রাই পর্যন্ত কোন রাস্তা নিম্মাণের প্রস্তাব আছে কি না ?	১) না।
২) যদি থাকে, তবে ঐ রাস্তার কাজ কবে শুরু হবে ?	২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীবুলু কুকী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে অম্পি নগরাই বাজারে কিছু কাজ ১৯৭১ সনে ধরা হয়েছিল ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—প্রশ্নের সঙ্গে এর কোন সঙ্গতি আছে কিনা বুঝি না।

মিঃ স্পীকার—শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪১।

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪১।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিত বেকারদের কর্ম্মসংস্থানের ব্যাপক কোন প্রচেষ্টা সরকার করেছেন কি ?	হ্যাঁ।
২) তা করা হলে কি ধরণের ঐ প্রচেষ্টা ?	২) ত্রিপুরার কর্ম্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের এখন মোট তালিকাভুক্ত বেকারের সংখ্যা আনুমানিক ৩১,৪৬১ জন। সরকার এ বিষয়ে সদাজাগ্রত এবং দ্রুত সমাধানের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭০-৭১ সনে একটি ক্ষুদ্র ম্যান-পাওয়ার সংস্থা স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কি জানতে পারি এই যে অনুমান ৩২,৪৬১ জন বেকার, তাদের কি এই ম্যান পাওয়ার সংস্থার মারফতে কতদিনের মধ্যে কাজ দেওয়া সম্ভব হবে। যে সংখ্যা দিয়েছেন তাও আনুমানিক। এটাও যদি ধরি তাহলে কত দিনের মধ্যে - -

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস—সেজন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী—কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ?

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন বলতে পারেন কি ?

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস— ১) শিক্ষিত ডিপ্লোমা ও ডিগ্রিপ্রাপ্ত বেকারদের পূর্ত বিভাগে ও সরকার অন্যান্য বিভাগে চুক্তি কাজ কোন বাধ্যতামূলক টাকা জমা দেওয়া ছাড়া পাওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

২) ১৯৭১-৭২ সনে দোকান করিবার জন্য বেকার যুবকদের মধ্যে তৈরী ঘর বণ্টন করার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। উক্ত পরিকল্পনা রূপায়ণে ভবিষ্যতে মেলাভিত্তিক হইবার প্রস্তাব আছে।

৩) ত্রিপুরার বাহিরে চাকুরীতে ইন্টারভিয়্যু দেওয়ার জন্য যাতায়াতের খরচ বহন করিবার সরকারী পরিকল্পনা আছে।

৪) তাছাড়া কেন্দ্র পরিচালিত রুরাল ক্র্যাস প্রগ্রাম কার্য্যে রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে কিছু সংখ্যক গ্রাম্য বেকার উপকৃত হইতেছে এবং আরও হইবে।

৫) সরকার অধুনা একটি উচ্চ পর্য্যায়ের বোর্ড করিয়াছেন যাহার কাজ বিভিন্ন দপ্তরে অপূর্ণ ও সম্ভাব্য পদগুলির সুষ্ঠভাবে পূরণের ব্যাপারে সুপারিশ করা।

৬) বেকার যুবকদের মধ্যে অটো রিক্সা বা স্কুটার সরকারী সাহায্যে বিতরণের পরিকল্পনাও ত্রিপুরা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে পরিকল্পনার কথা বল্লেন তাতে আজ পর্য্যন্ত কতজন লোকের কর্ম সংস্থান হয়েছে বলবেন কি ?

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস—এটা এক্ষুনি বলা সম্ভব নয়।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ডাইরেক্টর অব ম্যান পাওয়ার যেটা হয়েছে বলে বল্লেন, সেটা হওয়ার পর ত্রিপুরা রাজ্যে কতজন বেকার লোককে চাকুরী দেওয়া হয়েছে, দয়া করে বলতে পারেন কি ?

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস—স্যার, আই থিঙ্ক দীস ইজ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—স্যার, উনি বল্লেন যে ব্যাপক কর্ম সংস্থানের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে এবং সেজন্য ম্যান পাওয়ার ডাইরেক্টরেট বলে একটা ডাইরেক্টরেট করা হয়েছে। কাজেই এই ডাইরেক্টরেট বেকারদের জন্য কি কি চাকুরীর ব্যবস্থা করেছেন, সেটা আমি জানতে চাই ?

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস—সেই সব ব্যবস্থার কথা আমি বল্লাম তো, এতে যদি খুশী না হন তাহলে সেপারেট কোয়েশ্চান করুন, তাহলে আমি জবাব দেব।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে সমস্ত ব্যাপক প্রচেষ্টার কথা আপনি এখানে বল্লেন, তার সাহায্যে কত জনের চাকুরী হতে পারে বলে আপনি আশা করেন বলতে পারেন কি ?

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস—এই সংখ্যা এক্ষুণি বলা সম্ভব নয়।

শ্রীঅনিল সরকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই পর্য্যন্ত কতজন বেকার যুবককে দোকান-দারী করার সুযোগ দিয়েছেন বলতে পারেন কি ?

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস—এই সংখ্যা এখন আমার কাছে নেই, আলাদা প্রশ্ন করুন তাহলে উত্তর দেব।

কুমারী লক্ষ্মী নাগ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সরকার থেকে যে সব বেকার যুবকদের ঘর দেওয়া হয়েছে দোকান করবার জন্য, তাদেরকে সরকার থেকে কোন আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস—দরখাস্ত করলে সেটা বিবেচনা করে দেখা হবে।

কুমারী লক্ষ্মী নাগ—বেকারদের মধ্যে মোট কতজন মহিলা বেকার আছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস—আলাদা প্রশ্ন করলে জানাব।

শ্রীনিরঞ্জন দেব—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে ৩১,৪৬১ জন বেকারের কথা বললেন তার মধ্যে গ্রামীন বেকার কতজন আছেন বলতে পারেন কি ?

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস—গ্রামীন বেকারের সংখ্যা জানতে চলে আলাদা প্রশ্ন করবেন, আমি উত্তর দেব।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে সংখ্যা দিলেন, তার মধ্যে কতজন শিক্ষিত বেকার আর কতজন আধা শিক্ষিত বেকার আছেন বলতে পারেন কি ?

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅনিল সরকার।

শ্রীঅনিল সরকার—কোয়েশ্চান নাম্বার—১১৫।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৫, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
1. Whether any Court case has been filed by PWD against Smt. Purnima Rani Paul, a contractor of the PWD ;	হাঁ।
2. If so, charges against her ?	সরকারী মাল বুঝিয়ে না দেওয়ার জন্য।

শ্রীঅনিল সরকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কি কি সরকারী মাল তিনি বুঝিয়ে দেননি, সেটা জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—পূর্ত্ত বিভাগের অনেক মাল আছে, সেগুলি ডেলিভারী নিয়ে তাদের ফিরিয়ে দেননি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, পূর্ত্ত বিভাগের যে মাল তিনি বুঝিয়ে দেনান, সেই মালের মূল্য কত জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—৩০,৭৮০ টাকা।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী—কোয়েশ্চান নাম্বার—১৫৩।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—কেয়েশ্চান নাম্বার—১৫৩, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) গত আর্থিক বৎসরে সাব্রুম মহকুমার মনুনদীর উপর জরুরী প্রয়োজনে যে এস, পি, টি ব্রীজের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা এখনও পর্য্যন্ত সমাপ্ত না হওয়ার কারণ কি ? এবং	কোন এস, পি, টি ব্রীজের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয়েছিল বলিয়া সরকার অবগত নয়।
২) উহার নির্ম্মাণ কার্য্য কবে পর্য্যন্ত শেষ হইবে ?	প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী—সে কি স্যার ? নদীর দুই ধারে রাস্তা করা হয়েছে, খুঁটি গাড়ানো হয়েছে অথচ বলছেন যে কোন নির্ম্মাণ কার্য্যই হয়নি, এটা কেমন কথা ? যা হউক, দুই পাড়ে রাস্তা হয়েছে এবং দুইটি খুঁটি পোতা হয়েছে, এটা ইনকোয়েরী করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এটা আপনারা সকলেই জানেন যে ইমার্জেন্সীর সময়ে মিলিটারী অনেক জায়গাতে তাদের প্রয়োজনে অনেকগুলি টেম্পোরারী ব্রীজ করেছিল। সেই ইমার্জেন্সী পিরিয়ডে না হয় সেখানে একটা ব্রীজ করা হয়ে থাকবে। কিন্তু সেখানে কোন পাকা ব্রীজ করার কথা ছিল না, এমন কি সেখানে আমাদের দিক থেকেও কোন ব্রীজ করার পরিকল্পনা ছিল না।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী—আমিও তো আমার প্রশ্নে জরুরী প্রয়োজনের কথাই বলেছি যাতে করে জনসাধারণের দুঃখের কথাটা সরকার বুঝতে চেষ্টা করেন। তাহলে আমি কি আশা করতে পারি যে এই বছরের মধ্যে ব্রীজটা করা হবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— প্রসেসটা কমপ্লিট হয়ে গেলেই কাজ আরম্ভ হবে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জি :— এস, পি, টি, ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— না পাকা।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, ব্রিজটির কাজ আরম্ভ হয়েছিল সেটির টাকা কি রাজ্য সরকারের টাকায় না কেন্দ্রীয় সরকারের টাকায় ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এটা মিলিটারী আমলে একটা ভেলিব্রিজ করা হয়েছিল টাকা দিল্লীর ...

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমি প্রশ্নটা বুঝাতে পারি নি। ব্রিজ রাজ্য সরকারের টাকায় হয়েছে না কেন্দ্রীয় সরকারের টাকায়।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— রাজ্য সরকারের কিছু সাহায্য আছে ত্রিজটার মধ্যে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— রাজ্য সরকারের।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— হ্যাঁ।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— প্রশ্ন নং ১৮৫

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— প্রশ্ন নং ১৮৫

প্রশ্ন	উত্তর
ক) কমলপুর মহকুমায় বন বিভাগ জনসাধারণের বিরুদ্ধে বিগত আর্থিক বৎসরে কয়টি মামলা রুজু করিয়াছেন ?	৩২ টি।
খ) বর্ত্তমানে বন বিভাগের ঐ মহকুমায় কয়টি মামলা চালু অবস্থায় আছে ?	৯ টি।
গ) এই মামলার মধ্যে আদিবাসী জুমিয়াদের বিরুদ্ধে মামলার সংখ্যা কত ?	২৯ টি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত— জুমিয়াদের বিরুদ্ধে ২৯টি মামলা আছে জুম কাটার জন্য এই মামলাগুলি রুজু হয়েছিল কি না ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— জুম চাষের জন্য এই মামলাগুলি করা হয়েছিল। ভারতীয় বন আইন ২৬(১)—২৩ ধারা অনুসারে কুলাই রিজার্ভ বনখণ্ডে জুম চাষ করার জন্য জঙ্গল আবাদ করার বিরুদ্ধে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত— এই মামলা গুলি কত বছর যাবৎ চলছে (গণ্ডগোল)

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস— গত বৎসরের (গণ্ডগোল)

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এই যে ২৯টি আদিবাসীদের বিরুদ্ধে মামলা হল সেই মামলাগুলির মধ্যে কয়টির শাস্তি হয়েছে এবং কয়টি চালু আছে।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ— ২৯টির মধ্যে ৬টি এখনও বিচারাধীন আছে। অবশিষ্ট ২৩টি মামলা কোর্ট কর্ত্তৃক নিষ্পত্তি হয়।

শ্রী কালীপদ ব্যানার্জি— কোর্টে কি (গণ্ডগোল) সাজা হয়েছে না ছেড়ে দিয়েছে।

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস— বিচার বিভাগে নিষ্পত্তি করা হয়।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন কুলাই রিজার্ভ এর জঙ্গল কাটার জন্য তাদের বিরুদ্ধে কেইস হয়েছে। আমি বলতে চাই প্রটেক্টেড ফরেষ্ট জুম চাষের চেষ্টা জন্য অ:হেতুক তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— প্রটেকটেড ফরেষ্ট কি না (গণ্ডগোল) আমার এখানে বলা হয়েছে রিজার্ভ। প্রটেকটেড কি না যদি প্রশ্ন করেন তাহলে আমি উত্তরে জানাব (গণ্ডগোল)

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট অহেতুক জুমিয়াদের জুম চাষের যে অধিকার যে জন্য জুমিয়ারা ঘরচুক্তি খাজনা দেয় ঘরচুক্তি খাজনা নেওয়া হয় তাদের কাছ থেকে তারা যাতে জুম চাষ করতে পারে সেজন্য তাদের বিরুদ্ধে কেইস তা হয় সেদিকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দৃষ্টি দিবেন কি না।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস — ঘরচুক্তি খাজনা দেওয়ার জন্য জুমিয়ারা জুম চাষ করতে পারে কি না আমার জানা নাই পরে এ বিষয়ে আমি জানাব।

Shri Sunil Chandra Dutta :— Tripura Tribal Limited House Tax, 1965 আইন বই আছে তাতে ২য় পৃষ্ঠায় আছে House Tax means the tax commonly known as 'Ghar Chukti' towards payable by the tribal inhabitants for practicing 'jhum' ইহা এই আইন বইয়ে আছে (গণ্ডগোল)

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— রিজার্ভ ফরেষ্ট পর্যায়ে হয় না প্রটেকটেড ফরেষ্টে এই রকম যদি হয় তাহলে আমি তদন্ত করে দেখব।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— যদি দেখা যায় যে এটা প্রটেকটেড ফরেষ্ট হয়েছে তাহলে এইভাবে আদিবাসীদের অযথা হয়রানি করার জন্য সরকার তাদের compensate বা তাদের যে সমস্ত উকিল খরচ হয়েছে সরকার থেকে তাদের মুক্ত করবেন কি না।

মিঃ স্পীকার :— No no (interruption) hypothetical question.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত -- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি জুম চাষ করার জন্য সরকার তরফ থেকে কোন বন নির্দিষ্ট আছে কি না ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস — I demand Notice

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত — আমি একটা clarification চাই আমার প্রশ্নটা এসেছে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন এটা রিজার্ভ কি প্রটেকটেড ফরেষ্ট তিনি ঠিক ভাবে বলতে পারেন না যদি প্রটেকটেড ফরেস্ট হয় তাহলে তারা এটা পাবে কি না সেই অর্থের দিকে হয় না কারণ উনি ঠিকভাবে বলতে পারছেন না এই কেইস প্রটেকটেড ফরেষ্ট অথবা (গণ্ডগোল)

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— না আমি বলছিলাম যারা ঘর চুক্তি খাজনা দেয় তারা প্রটেকটেড ফরেষ্ট জুম চাষ করতে পারে কি না আমি তদন্ত করে দেখব (গণ্ডগোল)

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :— তাহলে আমার এটা hypothetical হয় নাই স্যার।

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাশ :— আপনারা যদি বলেন তাহলে hypothetical হয় (গণ্ডগোল)

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— উনি বলেছেন তদন্ত করে দেখবেন তাহলে তাদের compensate করা হবে কি না। কাজেই আমার এটা ওটার সঙ্গে যুক্ত। It is not hypothetical.

শ্রীকালিপপদ ব্যানার্জি :— উনি বলেছেন তদন্ত করে দেখবেন। তদন্তের পরে যদি দেখা যায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছে তাহলে তার সুষ্ঠু ব্যবস্থা হবে কি না (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— He will enquire into the matter. (interruption)

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ :— আমার কাছে যদি complain আসে কোন জায়গার ব্যাপারে আমি সেটি তদন্ত করে দেখব (গণ্ডগোল)

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জি :— আপনি এখানেই বলেছেন তদন্ত করে দেখবেন আবার এখনই বলছেন যদি complain আসে। এখানে Hon'ble Member complain করেছেন (গণ্ডগোল)

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ :— আমি বলেছি তদন্ত করে দেখব এর পর আপনারা রিপিট করছেন কাজেই আমি বলব আপনারা এই জায়গার কথা বলছেন না অন্য জায়গার কথা (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার .— Hon'ble Member he will enquire into the matter.

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— আদিবাসীদের বিরুদ্ধে যে ২৯টি মামলা রুজু করা হয়েছিল তার মধ্যে মহিলার সংখ্যা কত ?

মিঃ স্পীকার :— প্রশ্নটি বুঝা গেল না। (গণ্ডগোল)

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— এই ২৯টি মামলার আসামীর মধ্যে উপজাতি মহিলার সংখ্যা কত।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— আলাদা প্রশ্ন হলে উত্তর দেব। এখানে প্রশ্নের মধ্যে মহিলার কথা উল্লেখ নাই। (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আসামীদের মধ্যে পুরুষও থাকতে পারে মহিলাও থাকতে পারে। Hon'ble Minister does not know the number of female victim. if any, (interruption)

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪৬।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪৬ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। সাব্রুমের গোবিন্দ মাঠের জমিতে বন্যা নিরোধ ও জল সেচের কোন কর্ম্মসূচী সরকার গ্রহণ করেছেন কি ?	আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নেই।
২। এই মাঠের বন্যা নিরোধ ও জলসেচের প্রয়োজন সম্পর্কে ঐ এলাকার কৃষকদের কাছ থেকে সরকারের নিকট কোন দাবী উপস্থিত করা হয়েছে কি ?	সরকার অবগত নহে।
৩। যদি হয়ে থাকে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ?	দুই নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই গোবিন্দ মাঠে খরায় প্রতি বছর কৃষকদের বহু ফসল নষ্ট হয়ে যায় কিনা।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— প্রতি বছর হয় কিনা, জানিনা, তবে মাঝে মাঝে হয়, আপাততঃ তার জন্য কোন পরিকল্পনা করা হয় নাই, ভবিষ্যতে ভেবে দেখা হবে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—জলসেচের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে অনুসন্ধান করে দেখছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা। শ্রীসুধন্বা দে বর্ম্মা।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১৮।

শ্রীকীতিশ চন্দ্র দাশ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১৮ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। চড়িলাম তহশীল এলাকায় রিজার্ভ ফরেষ্টের সীমানার ভিতরে ধান্য চাষোপযোগী কত পরিমাণ জমি আছে,	চড়িলাম তহশীল এলাকায় রিজার্ভ ফরেষ্ট এর ভিতর ধান্য চাষোপযোগী কোন জমি নাই।
২। ঐ জমিগুলি অনাবাদী না রাখিয়া খাদ্য উপাদানের ব্যবস্থা করার জন্য ত্রিপুরা সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা,	উপরোক্ত উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে না।
৩। যদি থাকে, তবে কিভাবে তাহা কার্যকরী করা হইবে ?	প্রশ্ন আসেনা।

মিঃ স্পীকার : —শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত। শ্রীসমীর বর্ম্মণ।

শ্রীসমীর বর্ম্মণ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪০২।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪০২ স্যার।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে আগরতলায় কর্মরত কোন কোন সরকারী আমলা ও কর্ম্মচারী সরকারী আবাসিক বাড়ীতে বাস করিতেছেন যদিও আগরতলায় তাহাদের নিজের বা তাহাদের স্ত্রীর নামে এবং অন্য আত্মীয়ের নামে নিজের বাড়ী আছে ;

২। যদি সত্য হয়, ইহার কারণ কি ;

৩। আমলা ও কর্ম্মচারীদিগকে আবাসিক বাড়ী দেওয়া সম্বন্ধে সরকারের নীতি কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, এইরূপ কয়েকটি ঘটনা আছে।

২। এরূপ ক্ষেত্রে আবাসিক বাড়ী দেওয়ার আইনগত কোন বাধা নাই।

৩। Allotment of Govt. Residences (General Pool in Delhi) Rules 1963 এর বিধান মানা হয়।

শ্রীসমীর বর্ম্মণ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি, ত্রিপুরাতে হাউসিং প্রবলেম আছে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে সরকার সচেতন।

শ্রীসমীর বর্দ্ধণ :—এই সমস্ত অফিসার এবং কর্মচারীদের কি নাম মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে ডিটেল অনুসন্ধান করে দেখা হচ্ছে।

শ্রীসমীর বর্দ্ধণ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যদি কোন সরকারী কর্মচারী বা আমরা নিজেদের বাড়ী থাকা সত্ত্বেও সরকারী আবাস দখল করে থাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি না যেহেতু অনেক সরকারী কর্মচারী বাড়ীর অভাবে থাকতে পারেন না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আইনের বাইরে হলে সেই সম্পর্কে বিবেচনা করা হবে।

শ্রীসমীর বর্দ্ধণ : -মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, সঠিক নিয়ম যদি না থাকে, তাহলে নিয়ম প্রনয়ন করা উচিত কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আমি আগেই বলেছি যে একটি নিয়ম অনুসারে সেটা করা হচ্ছে এখানে একটা নিয়ম প্রবর্ত্তন করার চেষ্টা করছি।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—যারা গভর্ণমেন্ট হাউসে আছেন, তারা যদি আবার নিজে-দের বাড়ী সরকারের কাছে ভাড়া দেন, তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটা কি ধরা হবে না যে এর দ্বারা তারা প্রফিট করছে এবং তার ভিতর দিয়ে এটা আইনের আওতায় আসে।

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত :—আইনগত কোন বাধা নাই বলেই তাদের এ্যালটমেন্ট করা হচ্ছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—সেইসব অফিসারদের বাড়ী সরকার ভাড়া নিচ্ছেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—সরকার প্রয়োজন হলে অনেক বাড়ীই নিতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪০৬।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪০৬ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) ইহা কি সত্য যে জগন্নাথপুর চা বাগানের কাজ বন্ধ থাকায় ঐ বাগানের শ্রমিকরা অর্দ্ধাহারে ও অনাহারে দিন কাটাইতেছে,	এমন কোন সংবাদ এই দপ্তরে নাই।
খ) যদি সত্য হইয়া থাকে, তবে অনাহার জনিত কারণে উক্ত বাগানের কোন শ্রমিকের মৃত্যু সংবাদ সরকার অবগত আছেন কি ?	প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কতদিন যাবত এই বাগান বন্ধ আছে এবং বন্ধ হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ :—পূর্ব্বেই বলা হয়েছে।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—এই নোটিশ পাওয়ার পর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অনুসন্ধান করে দেখেছেন কি এই বাগান বন্ধ আছে কি নাই ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ :—প্রশ্ন যা আছে, তার উত্তর দেওয়া হয়েছে।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—মাই কোয়েশ্চান ইজ ভেরী রিলিভেন্ট প্রশ্নের নোটিশ পাওয়ার পর উনারা অনুসন্ধান করে দেখেছেন কি না এই বাগান বন্ধ আছে কি খোলা আছে ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ :—আমি জানি উত্তর দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য জানতে চান, এই প্রশ্নের নোটিশ পাওয়ার পর খোঁজ নেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ :—প্রশ্ন পাওয়ার পরই উত্তর দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী বলছেন এই প্রশ্নের নোটিশ পাওয়ার পর তারা সেখানে খবর নিয়ে দেখেছেন।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :— তাহলে আমরা কি ধরে নেব যে ঐ বাগান চালু আছে ? অর্থাত জগন্নাথপুর চা-বাগান চালু আছে এবং সেখানে কাজ কর্ম চালু আছে ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ :— প্রশ্ন সেভাবে আসে নাই।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্নটা পরিষ্কার, বাগানটা বন্ধ আছে না চালু আছে ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ :— মূল প্রশ্নটা যেভাবে হয়েছে সেটা হচ্ছে—ইহা কি সত্য যে জগন্নাথপুর চা বাগানের কাজ বন্ধ থাকায় ঐ বাগানের শ্রমিকরা অর্দ্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাইতেছেন ? তার উত্তরে বলা হয়েছে অর্দ্ধাহারে, অনাহারে কাটাইতেছে না।

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :— এই বাগানটা বন্ধ আছে কি চালু আছে, এটা এই হাউসকে দয়া করে জানাবেন কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ :— ... (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— অর্ডার প্লীজ, অর্ডার প্লীজ..

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ :— মূল প্রশ্নটা হচ্ছে যে ইহা কি সত্য যে জগন্নাথপুর চা বাগানের কাজ বন্ধ থাকায় শ্রমিকরা অর্দ্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে ? আমি বলেছি যে অর্দ্ধাহারে অনাহারে কাটায় নাই।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— তাহলে বাগানটা চালু আছে এটাই বুঝতে হবে ?

শ্রীমনসুর আলী :— মাননীয় সদস্যদের বুঝা উচিত যে এই প্রশ্নটা পাওয়ার পরে এটা ডিপার্টমেন্টে গিয়েছে। তারপর উত্তর দেওয়া হয়েছে। এই কথা এমনিতেই আসে যে এই প্রশ্নটা পাওয়ার পর একটা রিপোর্ট গিয়েছে ডিপার্টমেন্টে।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :— আমি সাজেষ্ট করি মাননীয় চীফ মিনিষ্টার এটাতে হস্তক্ষেপ করুন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— যে হেতু বলা হয়েছে যে অনাহারে নাই, কাজেই এই প্রশ্নটা উঠে না, এটা হল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্য। যদি এটা সম্পর্কে সন্দেহ থাকে তাহলে বিশেষভাবে খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার :— বাগান খোলা আছে না বন্ধ আছে এটাই মাননীয় সদস্যের প্রশ্ন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— শ্রমিকেরা অর্দ্ধাহারে অনাহারে আছে কি নাই এটাই হচ্ছে মূল প্রশ্ন। বন্ধ থাকলেও অর্দ্ধাহারে অনাহারে থাকতে পারে, বন্ধ না থাকলেও অর্দ্ধাহারে অনাহারে থাকতে পারে। যেহেতু অর্দ্ধাহারে অনাহারে নাই সেজন্য এই প্রশ্ন উঠে না। যাই হোক এই সম্পর্কে খোঁজ করে দেখা হবে বন্ধ আছে কি নাই।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :— স্যার এই প্রশ্নটা ইভেড করে যাওয়া হয়েছে। সেই জন্য একটা শর্ট নোটিশ ডিসকাশনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। কারণ মন্ত্রী মহাদয় এটার উত্তর দিতে পারেন নাই।

মিঃ স্পীকার :— আপনি অনুগ্রহ করে নোটিশ দিন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— হাউসের সামনে বলা হয়েছে যে এটা সম্পর্কে খোঁজ করা হবে এবং হাউসকে জানানো হবে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— তাহলে আমি নোটিশ দেব না।

Mr. Speaker :— Shri Jitendra Lal Das.

Shri Jitendra Lal Das :— Question No. 435.

Shri Sukhamoy Sengupta :— Mr. Speaker, Sir, Question No. 435.

প্রশ্ন	উত্তর
১) সদর দক্ষিণ এলাকায় গোলাঘাটি বাজারকে বিজয় নদী (বুড়ি গাং) এর ভাঙগন থেকে রক্ষার কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কিনা ;	১) একটি পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।
২) যদি থাকে, তবে কবে থেকে কাজ সুরু হবে ?	২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রসঙ্গ উঠে না।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে সরকার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল কিনা যে এই নদীর জন্য এই বাজারটি বিপদাপন্ন অবস্থায় এবং ভাঙ্গন ত্বরান্বিত হয়ে পড়ছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এর তো উত্তর দেওয়া হয়েছে যে পরিকল্পনা আছে।

শ্রী মতিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন বর্ত্তমান আর্থিক বছরে এই কাজ আরম্ভ হবে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এখন কনষ্ট্রাকশন হওয়া আরম্ভ হলে এই সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে।

Mr Speaker :— Shri Hangshdhawj Dewan.

Shri Hangsdhawj Dewan :— Question No. 464.

Shri Kshitish Ch. Das :— Mr. Speaker, Sir, Question No. 464.

প্রশ্ন	উত্তর
ক) লালজুরী এবং উজান মাছমারা এলাকাতে বিগত ২ (দুই) বৎসর যাবত কতটা ফরেষ্ট কেইস ধর্মনগর কোর্টে চলিতেছে ?	ক) ১৫৬টি ফরেষ্ট কেইস ধর্মনগর কোর্টে পাঠান হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৫০টি এখনও চলিতেছে।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— বিগত দুই বৎসরে যে লালজুরী এবং উজান মাছমারা এলাকাতে ১০৬টি কেস শেষ হয়েছে; যেগুলি কোর্টে শেষ হয়েছে সেগুলি কিভাবে শেষ হয়েছে ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ :— ১৫৬টি মোকদ্দমার মধ্যে ১২৬টি অবৈধভাবে জুম চাষের জন্য এবং ৩০টি বে-আইনী দখলের জন্য রুজু হয়েছিল। জুম চাষের কেস ৯৯টি শাস্তি হয়েছে; ২৭টি বিচারাধীন, বে-আইনীভাবে দখলের কেস ৭টি শাস্তি হয়েছে, ২৩টি বিচারাধীন আছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— আমি জানতে চাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে যে জুম কাটাটা সরকার থেকে বে আইনী ঘোষণা করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ :— কোর্টের রায়ের উপর আমার বলার কিছু নাই।

শ্রী নিশিকান্ত সরকার :— জুম কাটার দরুণ ফরেষ্ট কেস দিয়েছেন। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই জুম কাটাটা বে-আইনী ঘোষণা করেছেন কিনা সরকার ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ :— কোর্টের রায় সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারব না।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— জুম কর্তন ছাড়া কৃষকেরা জমি আবাদ করার সম্পর্কে কেস হয়েছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ :— আমার জানা নাই। তবে এই সম্পর্কে যদি কোন রিপোর্ট আসে তবে আমি তদন্ত করে দেখব।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— ইহা কি সত্য যে যতক্ষণ পুনর্বাসন না দেওয়া হবে ততক্ষণ পর্যন্ত জুম কাটার অধিকার সরকার থেকে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ :— পুনর্বাসনের সংগে জুম কাটার অধিকার আছে কিনা আমার জানা নাই।

Mr. Speaker :— The Question hour is over. The Ministers may lay on the Table of the House the reply to the Unstarred Questions and also to Starred Questions which were not answered orally.

Mr. Speaker : To-day there are 24 Unstarred questions. The Ministers may lay on the Table of the House the reply to the Unstarred Questions and also to Starred Questions which were not answerd orally.

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— স্যার, আপনি যদি পারমিশান দেন, তাহলে গরম সম্বন্ধে দুই একটা কথা আমি বলতে পারি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আমি আপনাদের কষ্টের কথা নিজেও অনুভব করছি এবং সেজন্য আমি নিজেও ভুক্তভোগী।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :— স্যার, আমার কয়েকটা সাজেশান আছে। আমার যেটা মনে হচ্ছে এই হল ঘরটার চারিদিক ব্লক। তবে কি এক রকম পাখা থাকে বাতাস বাইর থেকে আনে, সেগুলির ৩টি এদিকে আর তিনটি অন্যদিকে লাগানো হলে আমার মনে হয় কিছুটা ভাল হবে। তারপরে পিছনের পাখাগুলি ঘুরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলেও ভাল হয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি যে প্রস্তাব করেছেন, এটা সম্পর্কে আমরাও চিন্তা করে দেখেছি। কিন্তু এটা করতে গেলে আমাদের টেপ রেকর্ডের কাজে বিঘ্ন হবে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত : - দ্যাট মাইট বি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— স্যার, আমাদের কোয়েশ্চান আওয়ার হচ্ছে, এক ঘণ্টা, এর মধ্যে অনেকগুলি কোয়েশ্চান আছে। তারপরে এই সব কোয়েশ্চানের ব্যাপারে অনেকগুলি সাপ্লিমেন্টারী হয়ে থাকে। অবশ্য আপনি আমাদের কসাস করেছিলেন যে যদি বেশী সাপ্লিমেন্টারী করা হয়, তাহলে বাকী যে সব প্রশ্ন থাকবে, সেগুলির উত্তর পাওয়া সম্ভব হবেনা কিন্তু স্যার, আমাদের রুলসে আছে এন্সার টু কোয়েশ্চান সেল বি রিলিভেন্ট অব কোয়েশ্চান। এই যদি হয় তাহলে আমরা যে কোয়েশ্চান করব, সেটার উত্তরও সুন্দর এবং সুষ্ঠু হওয়া দরকার। যেহেতু আমরা সেই রকম কিছু মন্ত্রীদের কাছ থেকে পাইনা, বাধ্য হয়ে আমাদের সাপ্লিমেন্টারী করতে হয় এবং সেজন্য অনেক বেশী সময়ও নষ্ট হয়ে যায়, কাজেই আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে, তাদের যেদিন কোয়েশ্চানের রিপ্লাই দিতে হবে, সেদিন যেন তারা আগের থেকে ভাল করে তৈরী হয়ে আসেন, আর তা না হয়তো সাপ্লিমেন্টারী অনেক বেশী হবে। এটা হচ্ছে আমার সাজেশান, স্যার।

Mr. Speaker :— General Discussion on Budget Estimate for 1972-73. will continue to-day for one hour only as decided yesterday. Now, I would call on Shri Jadupraśanna Bhattacherjee to raise his discussion.

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় ১৯৭২-৭৩ সালের যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন, আমি সেই বাজেটকে সমর্থন করছি। বাজেটকে সমর্থন করবার সাথে সাথে বাজেট সম্বন্ধে আমার কতগুলি বক্তব্য এখানে রাখছি। আমরা ১৯৭২-৭৩ সালের যে বাজেট এখানে পেয়েছি, আমরা যারা শাসকদল এর প্রতিনিধি এখানে এসেছি, আমরা নির্বাচনের সময়ে জনসাধারণের কাছে কতগুলি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এখানে এসেছি, এই বাজেট আমাদের সেই প্রতিশ্রুতির আংশিক প্রতিফলন মাত্র। এই বাজেটে আমরা জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করতে পারব না, তৎসত্বেও আমি এটাকে

সমর্থন জানাচ্ছি। এই বাজেটের মধ্যে আমাদের যে ঘাটতি বাজেট, আমাদের মূলধনের যে টাকা আমরা পেয়েছি, তারজন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল এবং তাদের থেকে যে এলোকেশন অব ফ্লাড বা বিন্যাস আমরা পেয়েছি, তা হয়তো বিতর্কমূলক হতে পারে। কিন্তু মূলধন অনুসারে যে এলোকেশন হয়েছে তা যদি মোটামুটিভাবে বা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিনা করতে পারি, তাহলে হয়তো আমাদের কিছুটা কাজ হবে। তবে যে প্রতিশ্রুতি আমরা নির্বাচনের সময়ে জনসাধারণের কাছে রেখে এসেছিলাম, এই বাজেটের মাধ্যমে সেটার আংশিক প্রতিফলন হবে। আবার এটাও ঠিক যে এই এক বছরের বাজেটের মাধ্যমে দেশের গরীবি হটাও বা সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তবে এই বছরের বাজেটের মধ্যে বিগত বছরের বাজেটগুলির থেকে একটা বিশেষত্ব রয়েছে। আমাদের যারা গরীব জনসাধারণ, যারা তপশিলী জাতি, যারা উপজাতি, যারা বর্গাদার এবং ছোট ছোট প্রান্তিক চাষী যারা রয়েছে, তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের চাষীদের, সর্বাপেক্ষা নিম্ন আয় সম্পন্ন লোকদের জন্য এখানে কতগুলি পরিকল্পনা রয়েছে, সেগুলিকে সার্থক করতে হলে বেসিক কণ্ডিশানগুলি ফুলফিল করতে হয়, সেগুলি অতীতের বাজেটে ছিল না, এবারের বাজেটে অবশ্য সেগুলি রয়েছে। আমরা দেখছি যেমন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন যে ত্রিপুরার জন্য কাগজের কল পরিকল্পনা আছে, পাট কলের পরিকল্পনা আছে, হয়তো ঐ সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর এইসব উক্তির মধ্যে কিছুটা ভুল রয়েছিল। একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে আর একটা প্রস্তাব করা হয়েছে এই কথা বলার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। পরিকল্পনা যদি নেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে সেটা বাজেট থাকবে, আর পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি, সেটা বাজেটে থাকেনি। একটা প্রস্তাব শুধু সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কাছে রাখা হয়েছিল, সেটা আমরা বাজেটে থাকলে বুঝতে পারি যে সেই প্রস্তাব বাস্তবে সম্ভবপর কিনা, কাগজের কল তৈরী করা, তার ফিজিবিলিটি সম্বন্ধে সার্ভে করার জন্য কিছুটা খরচ প্রায় ১০ হাজার টাকার মত এই বাজেটে ধরা হয়েছে। এগুলি হচ্ছে প্রিলিমিনারী কণ্ডিশান, কোন ইণ্ডাষ্ট্রি করতে হলে, কোন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হলে, এই সমস্ত তথ্য আমাদের এখানে থাকা উচিত ছিল। সেগুলি অবশ্য অন্য বৎসরের বাজেটে ছিল না কিন্তু এবারের বাজেটে রয়েছে। এটাই আমাদের আশার কথা যে এই সংসদ তথ্য বা ডাটা যদি আমাদের হাতে তাহলে আমরা আমাদের গরীব জনসাধারণের উন্নতির জন্য পরিকল্পনাগুলিকে রূপ দিতে পারব। তারপর রয়েছে যারা ভূমিহীন, যারা বর্গাদার, যারা স্বল্প আয় বিশিষ্ট প্রান্তিক কৃষক তাদের জন্য হয়তো এই বাজেটে একটা অর্থ বরাদ্দ রয়েছে, কিন্তু আমি জানি কোন পরিকল্পনা শুধু অর্থ বরাদ্দ দিয়ে কার্য্যকর হতে পারে না। একটা পরিকল্পনা পূর্ণাঙ্গ হতে প্রথমে তার পার্শ্ববর্তী জিনিষগুলি ফুলফিল হওয়া দরকার। আমরা জানি প্রান্তিক কৃষক, বর্গাদার, ভূমিহীন কৃষকদের জন্য অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু সেটা তাদের জন্য ব্যয় করা যাবে না। এর মূলে রয়েছে আমাদের যে ভূমি সংস্কার আইন, সেটার সুষ্ঠু রূপায়ণ হয়নি। এই আইন আমাদের কৃষক বর্গাদার যারা, স্বার্থের অনুকূলে হয়নি। কাজেই ভূমিহীন, বর্গাদার এবং প্রান্তিক কৃষকদের জন্য আমরা যে বাজেট করছি, তা দেখলে দেখব যে গত সেটেলমেন্টের সময়েও তাদের কোন রাইট জমিতে

এষ্টাব্লিষ্ট হয়নি। যে কৃষকদের জমিতে রাইট এষ্টাব্লিষ্ট হয়নি, যে বর্গাদারদের জমিতে রাইট এষ্টাব্লিষ্ট হয়নি। সেই বর্গাদার ভূমিহীন জুমিয়া কেউ কোন সরকারী কৃষিঋণ পাবে না কৃষি গ্রেন্ট পাবেনা। কাজেই যত গ্রেন্টের টাকাই থাক না কেন যত লোণের টাকাই বরাদ্দ থাক না কেন তাদের উপকার করার যে Preliminary condition তা যদি প্রতিষ্ঠিত করা না যায় বা প্রতিষ্ঠিত না হয় land reforms act যদি প্রতিষ্ঠিত না হয় ততদিন সম্ভব হবে না। কাজেই এই পরিকল্পনা সার্থক হত যদি সংগে সংগে আমরা land reforms actর জন্য এই বিধান সভার এই সেশনে যদি সংগে সংগে আনয়ন করতে পারতাম তাহলে আমরা যে টাকা বরাদ্দ রেখেছি তাদের উপকার জন্য সেই টাকার সুষ্ঠু ব্যবহার হত। আমি দেখেছি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে land reforms actর সংশোধন বাজেট সেশনের সংগে সংগেই এসেছে। আপনারা যারা খবরের কাগজের খবর রাখেন তাঁরা নিশ্চয়ই দেখেছেন বিহারে বাজেট সেশনের সঙ্গে সঙ্গেই বিহারে land reforms actর সংশোধনী বিল এনেছেন আসামেও এনেছেন বিভিন্ন রাজ্যে আনা হয়েছে কিন্তু আমরা একটু পিছনে পড়ে আছি। আমরা যদি এই সেশনে আনতে পারতাম ভূমি সংস্কার সংশোধনী আইন তাহলে আমরা কৃষকদের ভূমিহীন বর্গাদার জুমিয়াদের সম্পর্কে জমিতে অধিকার দিতে পারতাম এবং তাদের বরাদ্দকৃত টাকায় তাদের উপকার হত। সেই কথাই আমি বলতে চাই শুধু টাকার বরাদ্দ থাকলেই হবে না সেই টাকা utilise করার জন্য নজর দিতে হবে এবং একটা পরিকল্পনা শুধু টাকার বরাদ্দ দিয়েই হয় না তার আনুসাঙ্গিক যেসমস্ত requisite সেটি fulfil না হলে কোন পরিকল্পনাই রূপায়ন সম্ভব হবে না। এবং সেই factorগুলিকেও একটি পরিকল্পনা করার আগে আমাদের ভেবে চিন্তে করার দরকার আছে। কৃষি সম্পর্কে এখানে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। কৃষকদের পরিকল্পনা রূপ দেওয়ার ব্যাপারে আমি দেখেছি সমতল অঞ্চলের কৃষকদের জনাই নজর দেওয়া হয়েছে বেশী এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ভূমির শতকরা ২৭।৩০ ভাগ মাত্র সমতল অঞ্চল আর ৭০।৭৫ ভাগ হল টিলা ল্যাণ্ড। কিন্তু আমাদের এই বাজেটে land reclamation এর যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা রয়েছে এই টিলাভূমি রিক্ল্যামেশনের কোন পরিকল্পনা এতে নেই। এবং আমি জানি ত্রিপুরায় টিলা ল্যাণ্ডের যদি utilisation না হয় এই টিলা ল্যাণ্ডকে যদি করতে না পারি তাহলে আমরা আমাদের উৎপাদন পারাতে বাড়াতে না। আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হবে না। শিল্পের ব্যাপারে বলা চলে ত্রিপুরার বেকার সমস্যার কথা চিন্তা করে ত্রিপুরার শিল্পায়নের কথাগুলি বিশেষ চিন্তা করা দরকার। এমন কতগুলি শিল্পায়নের ব্যবস্থা রয়েছে যেগুলি দীর্ঘদিন সময় সাপেক্ষ। কাগজের মিল, প্লাই উড ইণ্ডাষ্ট্রী চট মিল আর প্রত্যেকটি রূপ দিতে হলে ৫।৬ বছর প্রয়োজন আছে এবং এই সমস্ত পরিকল্পনা রূপ দিতে হলে আমাদের নিজস্ব রিসোর্সে কুলোবে না বাইরের থেকে আনতে হবে skilled labour আনতে হবে mill machinery আনতে হবে তার সংগে রয়েছে একটা সার্ভে করার প্রয়োজনীয়তা তারপর একটি পরিকল্পনা তৈরী হল। তারপর আসে land requisition which will require at least one year সেখানে এক বছর যাবে ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিশান করার জন্য তারপর আসবে মিল মেশিনারী এইগুলি estab-

lished হবে তারপর expert তারপর skilled labourer তারপর কাচা মাল দিয়ে উৎপাদন হবে। পুঁজি নিয়োগ থেকে আরম্ভ করে উৎপাদন করার যে দীর্ঘ সময় এই দীর্ঘ সময় আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। চটকল, কাগজের কলের ব্যাপারেও তাই। কাজেই ত্রিপুরার জরুরী যে সমস্যা বেকার সমস্যা সেই বেকার সমস্যার যদি আশু সমাধান করতে হয় তাহলে দীর্ঘ মেয়াদী শিল্পের পরিকল্পনা যেমন আমাদের থাকবে খুব স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনাও আমাদের প্রয়োজন। স্বল্প মেয়াদী বলছি সেগুলিকেই যেগুলির রিসোস রয়েছে আমাদের হাতে, ম্যান পাওয়ার আমাদের হাতে শুধু সামস্যা একটু ট্রেনিং নিয়ে আমরা কাজ চালিয়ে যেতে পারব। সেজন্যই আমি বলছি আমাদের প্রচুর টিলাভূমি রয়েছে সেই টিলাভূমিকে ঠিকভাবে যদি utilise করতে পারি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে তাহলে আমরা বহু সংখ্যক বেকারের কর্মসংস্থান করতে পারব। আমি জানি গ্রামাঞ্চল যারা বেকার রয়েছে সেই বেকারদের কর্ম সংস্থানের সুযোগ আসতে পারে। আমরা যদি প্রত্যেকটি ডিভিসনে একটি করে Agri. Farm—State sponsored Agri. Farm করি এবং সেই বেকারদের এগ্রি ট্রেনিং দিই যেমন লেম্বুছড়ায় এগ্রি, ট্রেনিং সেণ্টার আছে এবং এগ্রি, কলেজ করি এবং যারা হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ বা আই, এ, বা বি, এস, সি, পাশ তাদের যদি আমরা এগ্রি, ট্রেনিং দিয়ে আমরা প্রত্যেকটি সাবডিভিশনে এগ্রি. ফার্ম, হর্টিকালচার ফার্ম করি গ্রামের শিক্ষিত যুবকদের নিয়ে যারা কৃষকের ঘর থেকে শিক্ষিত হয়েছে তাদের সেই সব ফার্মে নিযুক্ত করি আর ট্রাইবেল যারা নিজেদের ট্রাইবেল পরিবেশে কাজ করতে অভ্যস্ত তারা হর্টিকালচারের কাজে নিযুক্ত করি উপযুক্ত ট্রেনিং দিয়ে পাহাড় অঞ্চলে ১৮ মুড়া, বড়মুড়া রেঞ্জে কি কি হর্টিকালচারের প্লান হতে পারে আমরা বাইরে থেকে এক্সপার্ট এনে একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা যদি আমরা করি তাহলে এতে বেকার সমস্যার সমাধানে সহায়ক হবে।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য—সেই কথাই আমি বলতে চাই আমাদের অনেকগুলি পরিকল্পনা আছে সে গুলিকে ঢেলে সাজানো দরকার। আমি আর ৫ মিনিট সময় চাই যেমন এখানে কিছু আগে শুনেছি বন বিভাগের কথা আমরা বাজেটে বন সম্প্রসারণের জন্য...

মিঃ স্পীকার—২ মিনিট...

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য—যে টাকা বরাদ্দ করা আছে বন বিভাগের প্রতি। যেহেতু ত্রিপুরার জনসাধারণের অধিকাংশ সেই কারণে আমি দেখেছি বনের স্বার্থ এমন indiscriminitely ট্রাইবেল এলাকা রিজার্ভ করা হয়েছে এই রিজার্ভের ফলে যে সমস্ত ট্রাইবেলদের অসুবিধা হচ্ছে। একটা এলাকা রিজার্ভ করা হয়েছে এই অঞ্চলের যারা উচ্ছেদ হবে ট্রাইবেল যারা জুম করে খায় তারা কি করে বাঁচবে তার কোন বিকল্প পরিকল্পনা সরকার এতদিন নেন নি বলেই আজকে সেই ট্রাইবেলদের টেষ্ট রিলিফ দিয়ে বাঁচাতে হচ্ছে দাদন দিতে হচ্ছে এবং আপনারা জানেন ট্রাইবেলরা এক এলাকার লোক আর এক এলাকায় গিয়ে বাস করতে পারে না। রিয়াংদের নিজস্ব এলাকা রয়েছে চাকমাদের নিজস্ব এলাকা রয়েছে।

এক এলাকার রিয়াং চাকমা এলাকায় গিয়ে জুম চাষ করতে পারে না। সেই জন্য এক এলাকার ট্রাইবেলদের উচ্ছেদের আগে তাদের জন্য বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করা বা চিন্তা করা সরকারের উচিত ছিল। সেই জন্যই আজকে এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে বিকল্প ব্যবস্থা ছিল না। সেই জন্যই আজকে এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে বিকল্প ব্যবস্থা ছিল না বলেই। কাজেই এই কথাই বলতে চাই এই বাজেটকে আমি সমর্থন করি কিন্তু এই বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ রয়েছে অন্যান্য বারের মত এই টাকা যাতে ফেরত না যায় সেজন্য আমি মন্ত্রী পরিষদের কাছে অনুরোধ রাখব। সেটির সুষ্ঠু রূপায়ন যদি হয় এবং একটা টাইম লিমিটের মধ্যে সেটির রূপায়নের ব্যবস্থা যেন এ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে দিয়ে করানো হয়। সবশেষে আমি বলতে চাই এই আমাদের মেশিনারীর কথা। আমি এটাকে জগন্নাথের রথের সংগে তুলনা করতে চাই কারণ সে নিজে চলতে জানেনা এটা ডেমোক্রেটিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এটা আমলাতন্ত্র এল ঠিক ভাবে চলতে জানে না এটাকে চালাতে হয় এবং সেই চালাবার দায়িত্ব নিতে হবে যারা জনপ্রতিনিধি এবং মন্ত্রী পরিষদকে। মন্ত্রী পরিষদ এই রথকে টেনে নিতে হবে রশি ধরে আর জনতাকে এই রথের চাকায় হাত মিলাতে হবে এবং দুয়ের সমন্বয়ে যদি আমরা এই রথকে চালাতে না পারি তাহলে একে ঠিক ভাবে চালানো যাবে না। কারণ এই এ্যাডমিনি-স্ট্রেশনের যে চেহারা যে অবস্থা আমরা এই বাজেটে দেখেছি গাড়ী ঘোরা দালান পাকা বহু ব্যবস্থা আমরা করেছি...

মিঃ স্পিকার—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে...

শ্রীযত্নপ্রসন্ন ভট্টাচার্য—তাদের সন্তুষ্ট করেছি তাদের কাজ দেখিয়ে জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করার দায়িত্ব তারাই নিক সেই কথাই আমি বলব এবং এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—আমি বড়মুড়ায় তৈল খনন করছে সেটি বন্ধ হওয়ার ব্যপারে আমি Calling Attention দিয়েছিলাম সেটি হাউসে এল না কেন সেটি আমি জানতে চাই। এই সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজকেই আমি দিয়েছিলাম ১০ | ১৫ মিনিট আগে..

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—স্পীকার সাহেব আসলে উনার কাছ থেকে জানতে পারবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—শ্রীঅনিল সরকার। মাননীয় সদস্য আপনি ১০ মিনিট বলবেন।

শ্রীঅনিল সরকার—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ২৩শে জুন মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন আমি আশা করেছিলাম বাজেট পেশ করার আগে ত্রিপুরার জন-সাধারণের কাছে যে মাত্রায় তাঁরা নিজেদের প্রচার প্রপাগাণ্ডা করেছেন যে মাত্রায় তেল খরচ করে জনসংযোগ করার চেষ্টা করেছেন ভেবেছিলাম এই বাজেটে অন্ততঃ পক্ষে সেই জন জীবনের স্বার্থে আসবে। বাজেটের মধ্যে যে জিনিষটা লক্ষ্য করা যায় তারাও বলেছেন এই বারের বাজেট ৮ মাসের জন্য হলেও প্রায় ৬ কোটি টাকার মত বেশী বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু যার মধ্যে একটি জিনিষ লক্ষ্য করা যায় যে নন প্ল্যানে ২৬·৮৫ লক্ষ

টাকা আর এই নূতন মন্ত্রী সভা যে প্ল্যান করেছেন না হয় ৯ ১০ লক্ষ টাকা, তার মধ্যে নীট ঘাটতি হল ৫.২৫ লক্ষ টাকা অর্থাৎ তারা মাত্র ৪ কোটি টাকার বাজেট করেছেন। তার মধ্যে নীট ঘাটতি হচ্ছে ৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা অর্থাৎ তারা মাত্র চার কোটি প্ল্যান করেছেন, অথচ এই প্ল্যানের ভিত্তিতে বাজেট বক্তৃতায় অর্থ মন্ত্রী যে মাত্রায় উচ্ছাস এবং আশা আকাংখা প্রকাশ করেছেন, মনে হয় যে এই অংক তুলনায় অনেক বেশী এবং আমি এইটুকু বলতে চাই গত ২৫ বছর যাবত বিধানসভা বা টেরীটরী কাউন্সিলে যে সব বাজেট পাশ করা হয়েছে, সেই বাজেটের সংগে এই ৬ কোটি টাকার একটা ফারাক ছাড়া কার্যতঃ আর কোন ফারাক নাই। প্রথমতঃ আমি যদি লক্ষ্য করি যে বাজেট যাদের স্বার্থে হওয়া দরকার—ত্রিপুরা জনগণের মধ্যে বেশীর ভাগই হচ্ছে কৃষক, শতকরা ৮৫ ভাগ হচ্ছে কৃষক, তার জন্য এই বাজেটে যা বরাদ্দ করা হয়েছে, আমরা যেইটুকু আশা করেছিলাম সেই তুলনায় কিছুই নয়। তাদের প্ল্যান হচ্ছে ১৯ লক্ষ ২১ হাজার টাকা, সেচের জন্য পরিকল্পনা আছে ১০ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা কিন্তু ত্রিপুরার জলসেচের যে অবস্থা, এটা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য অথচ ভারতবর্ষের এমন কোন রাজ্য আছে কি, যেখানে নদী, নালায় অল্প খরচে বাঁধ দিয়ে সারা বৎসর জল পাওয়া যায়, সামান্য অর্থ খরচ করে বাঁধ দিয়ে তিন ফসল করা যায়? দিনের পর দিন আমাদের জমির উপর প্রেসার বাড়ছে, তাতে অন্ততঃ পক্ষে আমরা আশা করেছিলাম এই মন্ত্রী সভা অন্ততঃ পক্ষে জলসেচের সুযোগ বাড়াবেন এবং কৃষকরা যাতে অধিক ফসল ফলাতে পারে সেজন্য চেষ্টা করবেন। কিন্তু এই কৃষি ক্ষেত্রে সরকারের নজর সবচেয়ে কম। আমরা আশা করেছিলাম প্রাক্তন মন্ত্রী সংস্থা যে সাড়ে সাত কাণি জমির খাজনা মকুব করার জন্য প্রস্তাব এইবিধান সভায় পাস করেছিলেন, অন্ততঃ পক্ষে এই মন্ত্রী সভা সেই সম্পর্কে এই সেশনের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেবেন, কিন্তু অর্থ মন্ত্রীর বাজেট ভাষণের মধ্যে এই সাড়েসাত কানি জমির খাজনা মকুবের কোন প্রস্তাব আমরা দেখতে পাই নাই। আসাম থেকে বিদ্যুৎ এবং সেখানে যে টাকা খরচ করছেন, সেই টাকাটা যদি জল সেচের কাজে ব্যবহার করতে পারতেন তাহলে কৃষকরা উপকৃত হত। আজকে আমরা দেখতে পাই যে কৃষকদের মাথাপিছু মাত্র ৯ টাকা ১০ পয়সা খরচ করছেন, কিন্তু সংগে সংগে আমরা দেখছি যে জন সাধারণকে ঠেকাবার জন্য যে পুলিশ বাহিনী সেখানে ধরা হয়েছে ২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা এবং সেখানে মাথাপিছু ধরা হয়েছে ১১০০ টাকা অথচ যারা ত্রিপুরা রাজ্যের কল কারখানা, ক্ষেত খামার ইত্যাদি জীবনী শক্তি সঞ্চার করতে পারে তাদের জন্য মাথাপিছু ধরা হয়েছে মাত্র ৯.১০ পয়সা আজকে তারা কৃষকের চেয়ে পুলিশের দিকেই নজর দিয়েছে বেশী। এবং সেটা আজকে ২৫ বছর পরে যখন স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন হচ্ছে, প্রধান যে ম্যান পাওয়ার সেই কৃষক তার প্রতি দৃষ্টি না রেখে তাদের পুলিশ বাহিনীর প্রতি নজর দিয়েছে বেশী।

শিক্ষার কথা বলেছেন। আজকে বড় প্রশ্ন, বড় সমস্যা ছাত্রদের সবচেয়ে বেশী দাবী হচ্ছে যে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হউক। আমরা জানি কাশ্মীরে পোষ্ট গ্রেজুয়েট পর্যন্ত এডুকেশনকে অবৈতনিক করা হয়েছে, কিন্তু ত্রিপুরায় আজকে ২৫ বছর যাওয়ার পরও ছাত্রদের দাবী করতে হচ্ছে। যেখানে উনারা বলেছেন যে ২০০ প্রাথমিক স্কুল

করছেন সে রকম বিনা পয়সার পড়ানোর যে দাবী, সেইদিকে উনারা নজর রাখছেন না। তাহারা বলছেন এডুকেশনকে ফিলটার করার চেষ্টা করছেন, শিক্ষাকে কিভাবে সংকুচিত করা যায়, সেইদিকে তাদের লক্ষ্য, শিক্ষাকে সম্প্রসারণের কোন চেষ্টা নাই। ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের দাবী এখানে তিনটি কলেজ চাই, খোয়াই, ধর্মনগর, উদয়পুর। কিন্তু সেই দাবী পূরণের কোন চেষ্টা আমরা বাজেটে দেখতে পাচ্ছিনা উপজাতিদের শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে শতকরা ২০ জন ছাত্র উপজাতিদের মধ্যে স্কুলে যায় এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে যায় ৬টি আর তপশীলি জাতি শতকরা ১০ জন ছাত্র প্রাইমারী স্কুলে যায় এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে যায় মাত্র সাতটি। গত বক্তৃতায় আমরা দেখেছি যে ডাউন ট্রডন পিপলসদের কথা সেখানে এনেছিলেন যেহেতু তপশীলি জাতি এবং উপজাতি সমাজের মধ্যে যারা নীচু তলার মানুষ তাদের কথা তারা বলেছেন। কিন্তু এবার আমরা লক্ষ্য করছি সেইদিকে তাদের নজর নেই। ১৯৭৬ সনে আমি যখন ছাত্র ছিলাম, রেশনের চাউল ছিল ১৮ টাকা, তখন টেরিটোরী কাউনসিলের মেম্বরদের বেতন ছিল ১০০ টাকা, যে ছাত্র বাইরে থেকে পড়াশুনা করত তাদের ষ্টাইপেণ্ড ছিল ২৭ টাকা। কিন্তু আজকে বিধানসভা হয়েছে, বিধানসভার সদস্যদের মাহিনা বেড়েছে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দর বেড়েছে, কিন্তু ছাত্রদের স্টাইপেণ্ড সেই ২৭ টাকাই রয়েছে। তাহলে কি করে এই শিক্ষার উন্নয়ন ক্ষেত্রে অন্ততঃপক্ষে ডাউন ট্রডন মানুষ যারা আছে তাদের উন্নতি হবে ? এই ডাউন ট্রডন পিপলরা এই বাজেটে নিগলেকটেট হয়ে গেছে। শিল্প ক্ষেত্রে ত্রিপুরা আজকে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ত্রিপুরার বেকার সমস্যা হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। আজকে সাড়ে একত্রিশ হাজার বেকার ত্রিপুরায়। সেই বেকার সমস্যা সমাধান করার জন্য সরকার কি পরিকল্পনা নিয়েছেন আমরা জানিনা। ওরা বলছেন যে বেসরকারী উদ্যোগে শিল্প যাতে হয়, তার উদ্যোগ করছেন, পাটকল করা হবে, এটা একটা জগা খিচুরী ছাড়া আর কিছু নয়। ত্রিপুরায় রেল লাইন হওয়ার কথা। ধর্মনগর থেকে আগরতলা রেল লাইন আনার জন্য মাপ জোখ হয়েছে এবং তার জন্য প্রায় পাঁচ কোটি টাকা খরচ হয়েছে, কিন্তু তার পর রেল মন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন রেল লাইন হবে না। কিন্তু এবার আবার আমরা শুনতে পাচ্ছি যে আগরতলা থেকে সাবরুম পর্যন্ত রেল লাইন করার জন্য মাপ জোখ স্বরু করা হবে। এই ২৫ বছর ধরে ত্রিপুরাবাসীকে কেবল রেল লাইনের ধাপ্পা দিয়েই চলেছেন। আবার তারা নূতন ধাপ্পা দিচ্ছেন। কারণ পাট কল এখানে হতে পারেনা, রেল লাইন না হলে। আজকে বাংলাদেশ হয়েছে, আজকে বাংলাদেশের রাজনীতি কোথায় যায়, আমরা জানিনা। কারণ সেটা ফরেন কানট্রী তার উপর আমাদের শিল্প, কল কারখানা, আমাদের অর্থনীতি ডিপেণ্ডেণ্ট থাকতে পারেনা। ২৫ বছর পাকিস্তানকে আমরা দেখেছি, আজকে সেটা বাংলাদেশ রাষ্ট্র হয়েছে, তার উপর আমাদের অর্থনীতিকে ডিপেণ্ডেণ্ট রাখা যায় না। কাজেই আজকে ত্রিপুরার স্বার্থে এবং বলা হয়েছে যে সুপারিশ করা হয়েছে। যে রাজ্য শিল্পে অনুন্নত, সাংস্কৃতিতে অনুন্নত, সেখানকার উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বেশী করে টাকা বরাদ্দ করে যাতে সেখানে শিল্প গড়ে উঠে, কিন্তু সেখানে আমরা দেখছি ত্রিপুরাকে কেন্দ্র বঞ্চিত করেছে এবং আজকে সেই বঞ্চনার চীৎকার উঠেছে। এই ধরণের বাজেট আরও হয়েছে এইটুকু আমি

বাজেট সম্পর্কে বলতে চাই যে ত্রিপুরার মানুষের ব্যাকওয়ার্ডনেসের সুযোগ নিয়ে, তাদের রাজনৈতিক চেতনার অভাবের সুযোগ নিয়ে, এখানে যেসব আমলা, যেসমস্ত অফিসার, দুর্নীতিপরায়ণ ঠিকাদার, যারা এখানকার বাজেটকে ব্যবহার করে তাঁদের রোজগারের জন্য, আমরা জানি তারা কিছুদিন এখানে চাকুরী করার পরই তাদের বাড়ীতে নিয়ন বাতি যায়, গাড়ী হয়ে যায়, দিল্লী বোম্বে বাড়ী করা হয়। কিন্তু ত্রিপুরাকে একসপ্লয়েট করে তাদের এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা করে, তারাই এই বাজেট যে পেশ করেছেন, সাড়ে ছয় কোটি টাকার বাজেট তা দেখে খুশী হবেন। যারা এই রাজ্যকে লুট করে, তাদের লুটবার সুবিধা আছে, যারা ত্রিপুরাকে লুটপাটের অংগ বলে মনে করে, তারাই এই বাজেট দেখে খুশি হবেন, কিন্তু ত্রিপুরার সাড়ে পনের লক্ষ লোক, গরীব মানুষ, মেহনতি মানুষ, কৃষক, শ্রমিক, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ এর খুশি হওয়ার কোন কারণ নেই।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে বলেছেন, সেই সম্পর্কে আমি এই দাবী করতে চাই, বাজেটে যে টাকা ধরা হয়েছে, সেটা যাতে ঠিক ঠিকভাবে খরচ করা হয়। কেননা আমি জানি পাঁচ দিন আগে আমি জি, বি, হাসপাতালে গিয়েছিলাম, সেখানে যে ডায়েট দেওয়া হয়, এই ডায়েট একটা রোগীর পক্ষে খাওয়ার উপযুক্ত নয়। আমি জানি পাঁচ দিন আগে জি, বি, হাসপাতালে যে ডায়েট দেওয়া হয় ঐ ডায়েট রোগীর পক্ষে খাওয়ার উপযুক্ত নয় এবং সেজন্য তারা ধর্মঘট করেছে। আমি দেখেছি সাড়ে বার হাজার টাকা মেডিসিন সেনট্রাল ষ্টোর থেকে ব্ল্যাক হয়ে গেছে। একটা রোগী যখন হাসপাতালে যায় তখন তাকে একটা লাল রংএর মিক্‌চার আর সস্তায় দুটি ট্যাবলেট ছাড়া বাকী সবকিছু তাকে বাজার থেকে কিনতে হয়। ২৫ বছর পরে যদি একটা কল্যাণ রাষ্ট্রে এই হয়, আমরা জানি ইন্দিরা গান্ধী সমাজবাদের কথা বলেন। একটা সমাজবাদী রাষ্ট্রের কথা আমি উল্লেখ করছি। আমরা জানি কিউবার কথা। ১৯৫৮ সনে সেখানে বিপ্লব হয়েছে। ১৯৫৮ সনের পর প্রতি ১১,০০০ জনের জন্য সেখানে একজন ডাক্তার আছে। কিন্তু আমাদের এখানে প্রতি ৫০,০০০ জনের জন্য একজন ডাক্তার এবং ১১ লক্ষ মানুষের জন্য একটা নাম মাত্র চিকিৎসালয়। অথচ আমি জানি এ রাজ্যে একটা বিরাট সংখ্যক—

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর পাঁচ মিনিট চাই।

শ্রীবাজুবান রিয়াং – মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সময় যখন ভাগ করা হয়েছে, সেই অনুযায়ী আমাদের অপোজিশান ব্লক আরও ১৫ মিনিট পাওয়ার কথা। তিন দিন জেনারেল ডিসকাশন হওয়ার কথা। তার মধ্যে ছিল আমাদের ৪ ঘন্টা তারপর আরও এক ঘন্টা বাড়ানো হল ডিবেটের সময় গতকাল। সেই অনুসারে আমাদের আরও ১৫ মিনিট পাওয়ার কথা। আমি অনুরোধ করব তাকে যেন আরও সময় দেওয়া হয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— পাঁচ মিনিট দেওয়া হল।

শ্রীঅনিল সরকার :—ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত চিকিৎসা কেন্দ্র আছে সেখানে ডাক্তার নাই। অথচ আমার দেশের সাড়ে ছয় হাজার ডাক্তার আছে আমেরিকায়, আড়াই হাজার ডাক্তার আছে বৃটেনে। তারা শহরের মধ্যে থাকতে বেশী পছন্দ করেন। তাই আমি অনুরোধ করব ওদেরকে শহরের মধ্যে না রেখে গ্রামের মধ্যে ডিসেনট্রেলাইজড করে দিন। কারণ গ্রামের মানুষই হল আমাদের অর্থনীতির বুনিয়াদ। তারা আজকে সবচেয়ে বেশী বঞ্চিত হচ্ছে। সবচেয়ে দুঃখের যে ব্যাপার সেটা হল দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। ১৯৬৯ সনে যেটার দাম ছিল ১০০ টাকা ১৯৭০ সনে সেটার দাম হয়েছে ১২৮ টাকা। অথচ ১৯৬৭-৬৮ সালে মাথা পিছু ১৫ টাকা রোজগার যারা করে তাদের সংখ্যা হল শতকরা ৫৭ জন। আর প্রকৃত আয় ১৯৭৯ সনে যেটা ছিল ১০০ টাকা আজকে সেটা দাঁড়িয়েছে ৯৬ টাকা। এই পরিস্থিতিতে মন্ত্রী সভার যেটা নাকি সবচেয়ে বেশী জরুরী ছিল যে দ্রব্যমূল্য প্রতিরোধ করার তার কোন আশ্বাস নাই। একটা মানুষকে একটা রাস্তার খুটির সঙ্গে বেঁধে তার উপর বন্যার জল যেন ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। এই ভাবে হু হু করে জিনিষপত্রের দর বাড়ছে। আজকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন গরীবি হঠাবেন। কিন্তু ২৫ বছরেও এ দেশে গরীবি হটছে না বরং ভিখারী বাড়ছে। কাজেই সমাজবাদের একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। এক, জমি, কলকারখানা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় যাবে। ওরা বলছেন ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করেছেন। হিটলারও শতকরা ৮০ ভাগ কলকারখানা জাতীয় করণ করেছিল। কিন্তু হিটলার সমাজতন্ত্র কায়েম করতে পারেন নি। কাজেই আজকে যেখানে আমরা ২৫ বছরের রজত জয়ন্তী করার জন্য সারা ভারতবর্ষে মহা উদ্যোগ চালাচ্ছি, আজকে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ কায়েম করতে ঢাক ঢোল পেটাচ্ছি তখন নিশ্চয়ই আমরা আশা করব যে যেটা নাকি বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ, এ রাজ্যের যারা পিলসুজ, তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য একটা বাজেট করা উচিত ছিল। কিন্তু এই বাজেট যা হয়েছে, অর্থমন্ত্রী খুশি হতে পারে, তিনি উৎফুল্ল হতে পারেন এই কথা বলে যে গত বছরের বাজেটের চেয়ে এবার আমি ছয় কোটি টাকা বেশী রেখেছি, কিন্তু আসলে এটা হল নূতন বোতলে পুরাতন মাল ছেড়েছেন। তবে বোতলের সাইজটা একটু বড়, ছয় কোটি টাকা বেশী এবং এই বাজেটের মধ্যে যত বেশী আশ্বাস বিশ্বাসের কথা বলেছেন সেই তুলনায় কার্যকরী হবে কিনা জানি না এবং এর আগের মন্ত্রীসভা ও এই ধরণের অনেক কথা বলেছেন, তারাও বলে যাচ্ছেন ঢাক ঢোল পেটাচ্ছেন। কিন্তু আমরা চাই বাজেটের মুরগী যেন শুধু না খেয়ে মরে না, যেন কিছু খেতে পারে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker :— I would now call on Shri Madhusudan Das. পাঁচ মিনিট বলবেন।

শ্রীমধুসূদন দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে বাজেট ভাষণের উপর বলার জন্য যে আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিয়েছেন তার জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই এবং আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট সভায় পেশ করেছেন সেই বাজেট আমি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করছি এবং এই বাজেটে বিভিন্ন খাতে যে টাকা ধরা হয়েছে সেই টাকা যাতে নাকি

সরকারী অফিসার এবং কর্মচারীরা ঠিক ঠিকভাবে খরচ করেন সেই দিকে যেন মন্ত্রীসভা নজর রাখেন সেই অনুরোধ করি। আমি দেখলাম যে শিক্ষা খাতে বাজেটে সব চাইতে বেশী টাকা রাখা হয়েছে। যে শিক্ষা বিভাগে পেঁচার বাসা সবচাইতে বেশী সেই পেঁচার বাসাতে এত টাকা রাখার কি যুক্তি আছে আমি জানি না। আর এই টাকা সুষ্ঠু ভাবে যায় যদি আমরা না করতে পারি তাহলে সাধারণ মানুষ আমাদিগকে ক্ষমা করবে না এতে কোন সন্দেহ নাই। আমার এই ধরণের মন্তব্যের জন্য আমি দুই একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আমার এই বক্তব্যের কোন সত্যাসত্য আছে কিনা এইরকম সন্দেহ উপস্থিত হলে উনি যেন তদন্ত করে দেখেন। সদর 'এ' বিভাগে ইনসপেক্টরেটের অধীনে কতগুলি সিনিয়ার বেসিক স্কুল আছে। সেই স্কুলগুলি কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ঝড়ে সেটা নিজের চোখে না দেখলে তারা বিশ্বাস করতে পারবেন না। আমি এই ব্যাপারে শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন অফিসারের নিকট অনেক অনুরোধ, আবেদন নিবেদন করেছি। শেষ পর্য্যন্ত যখন নাকি আমার আবেদন করার পরে শিক্ষামন্ত্রী গেলেন, তিনি কয়েকজন ডেপুটি নিয়ে বিভিন্ন স্কুল দেখতে গেলেন এবং যা তিনি দেখেছেন তাতে তিনি খুব মর্মাহত হয়েছেন। এই যে ডিপার্টমেন্টের অফিসাররা আছেন, শুধু শিক্ষা বিভাগের নয়, বিভিন্ন বিভাগের অফিসাররা অর্থের অপব্যয় করছেন এবং এটা তার একটা জাজ্জ্বল্যমান প্রমান। এই ধরণের আরও অনেক আছে, যেমন স্বাস্থ্য বিভাগের রোগীর সুস্থ হয়ে উঠা একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সেই স্বাস্থ্য বিভাগের যিনি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তাঁকে আমি অনুরোধ করব যে স্বাস্থ্য বিভাগের সুব্যবস্থার জন্য অ্যাম্বুলেনস থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় ব্যবস্থা তিনি যেন এই বাজেটের মধ্যে করেন। তারপর কৃষিক্ষেত্রে যেখানে নাকি ত্রিপুরার লোক কৃষিজীবি, হয়ত কারো ভূমি আছে, কারো ভূমি নাই, তথাপি তারা কৃষিজীবি সেখানে কৃষিক্ষেত্রে যেসব ব্যবস্থা সরকার থেকে করা প্রয়োজনীয় বলে আমি মনে করি সেটা যাতে তারা কাজে প্রমাণিত করেন এই জন্য আমি কৃষিমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে অনেক সময় দেখা যায় যে জলের অভাবে কৃষি নষ্ট হয়ে যায় এবং কৃষকরা তখন সরকার থেকে টাকা নিয়ে কৃষি করার চেষ্টা করে। তার ফলে ঐ টাকা যখন সুদ মেটনোর সময় আসে তখন হয়ত তারা এক কানি বা দুই কানি জমি বিক্রী করে সুদ মেটানোর চেষ্টা করে। কাজেই আমরা যাতে সেইদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখি যাতে কৃষকেরা কো-অপারেটিভের মাধ্যমে ঋণ পেতে পারে সেইদিকে আমাদের দৃষ্টি থাকা উচিত। বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করব যে সরকার যে সমস্ত বিভিন্ন স্কীম করেছেন সেই সমস্ত স্কীমের কাগজগুলি যাতে সুষ্ঠুভাবে হয়। বিভিন্ন বিভাগের অফিসাররা অনেক সময় নিজেদের খামখেয়ালী মত কাজ করে এবং অন্যান্যদের সেই কাজের কুফল ভোগ করতে হয়। কাজেই আমি অনুরোধ করব যে সরকারের যে সমস্ত ভাল অফিসার আছেন তারা যেন সেইদিকে নজর রাখেন যাতে সরকারী টাকার অপব্যয় হতে না পারে। আর একটি কথা হল সরকার যেসব সরকারী কর্মচারীদের কারণে অকারণে ছাঁটাই এর নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন এই সমস্ত সরকারী কর্মচারীদের পুনর্নিয়োগ করার জন্য আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করছি যে সরকার যেন বিশেষভাবে বিচার বিবেচনা করে যাদের ক্ষেত্রে খুব গুরুতর অভিযোগ বা অপরাধ নাই

সেইসব ক্ষেত্রে পুনরায় বিচার বিবেচনা করবেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

প্রাক্তন সরকার যে সব সরকারী কর্মচারীদের কারণে হউক আর অকারণে হউক ছাঁটাইয়ের নোটিশ দিয়েছিলেন, আমাদের বর্তমান সরকার সেই সব সরকারী কর্মচারীদের পুনরায় কাজে নিয়োগ করবার জন্য অনুরোধ করব, বিশেষ করে যাদের ক্ষেত্রে তেমন কোন গুরুতর অভিযোগ নেই, তাদের যেন আবার সরকারী কাজে নিয়োগ করা হয় তার আহ্বান জানিয়ে, আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত : —মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এখানে বাজেট সম্পর্কে কিছু বলার দরকার। কারণ ১৯৭২-৭৩ সনের বাজেট এই অধিবেশনে উত্থাপন করা হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা যে সেন্টিমেন্ট প্রকাশ করেছেন, এ হাউসে বাজেট সম্পর্কে এবং ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে আমরা সচেতন। আমরা জানি আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যা কি? এই ত্রিপুরার সমস্যা কত বিরাট সেই সম্পর্কে আমরা সচেতন এবং মাননীয় সদস্যদের সংগে আমিও এই ব্যাপারে এক মত: কিন্তু বাস্তবটাকে দেখার যে চোখ, সেখানে হয়তো দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা তফাৎ থাকতে পারে। কারো কারো হয়তো রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই জিনিষটাকে লক্ষ্য করেছেন, আবার কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে বাস্তব দিকটা দেখেছেন এবং সেইভাবে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। এমনিভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির থেকে এই বাজেটকে আলোচনা করেছেন। তাই আমি এই সম্পর্কে বিশেষ কিছু আলোচনা করতে চাই না। তবে সদস্যদের আমি এই কথা বলতে পারি যে ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে আমরা সচেতন। আমরা এখানে আলোচনা করছি যে আমরা একটা পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্য্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এই বাজেটকে এই অধিবেশনে পেশ করেছি। এই পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের কথার সংগে সংগে মাননীয় সদস্যদের কেউ কেউ যে আশা প্রকাশ করেছেন, যেভাবে এটাকে দেখেছেন তার সংগে আর একটি কথারও যোগ আছে। এই পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের দায়িত্ব অনেক বেশী। আমরা যে অধিকার ভোগ করতে চলছি, তার জন্য আমরা কতটুকু দায়িত্ব পালন করতে পারব, তার দিকে আমাদের কিছুটা নজর দেওয়ার দরকার। সেজন্য অনেক সময় দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ ঘটে যায়। পূর্ণাঙ্গ রাজ্য এসেছে এটা আপনারা জানেন, কিন্তু ইউনিয়ন টেরিটরী থাকাকালীন সময়ে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করতে হত। আজকে আমরা যখন বলব, আমরা পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্য্যাদা পেয়েছি, তখন আমরা দাবী করতে পারি এবং চাইতে পারি, কিন্তু সংগে সংগে যাদের কাছে চাইব, তারা যদি আমাদের বলে যে তোমাদের দিকে তাকাও, তোমরা কতটুকু দায়িত্ব পালন করছ, সেদিকটা লক্ষ্য কর। এই প্রশ্নটাকে আর একভাবে বিচার করতে হবে যে আমরা সেদিকে কতটুকু লক্ষ্য করতে পারি। আর সেই সম্পর্কে আমরা সজাগ বলেই আজকে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে, সেই বাজেটের মধ্যে কোন কর ধার্য্য করা হয়নি। আমরা ত্রিপুরাকে জানি এবং ত্রিপুরার মানুষকে জানি। আমরা কতটুকু তাদের কাছ থেকে পেতে পারি, না পারি সে সম্পর্কেও আমরা সচেতন বলে কোন নূতন কর ধার্য্য করা হয়নি। আমরা জানি যে ত্রিপুরার সমস্যা এত বিরাট এবং এই সমস্যার সমাধান এক

দিনে করা যাবে না এটা একটা সদইচ্ছার কথা নয় বা এটা একটা বক্তৃতার কথাও নয়, এটা হচ্ছে কাজের মধ্য দিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আজকে আমরা যে বাজেট পেশ করেছি, সেটা হল এক বছরের বাজেট। আজকে মাননীয় সদস্যদের অনেক বক্তব্যের মধ্যে এটা হয়তো পরিষ্কার হয়েছে, আমি তাদের আগ্রহটা বুঝি, তাদের বেদনাটা বুঝি, কিন্তু তাদের সেই বেদনার সংগে সংগে এই কথাটা ভাবা দরকার যে এটা মাত্র এক বছরের বাজেট, যে সন্দেহ নিজেরা করছেন যে এত টাকা বাজেটে ধরা হয়েছে এত টাকাটা কি ঠিকঠিকভাবে খরচ করা হবে না এটা ফেরৎ যাবে? এই প্রশ্নটা টাকার অংক বড় হলে হয় না এবং টাকার অংক দিয়ে বিচার করা হয় না। আসলে সেটা কতটুকু কার্য্যকর হচ্ছে, তার উপরই নির্ভর করে আমাদের ভবিষ্যতের ইতিহাস। তাই আজকে যদি কোন সদস্যদের মনের মধ্যে থাকে যে এক বছরের মধ্যেই ত্রিপুরার সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, তাহলে আমি জানিনা হয়তো তার মধ্যে ভগবান আছেন। ভগবান আছেন, এই কথাটা বলি এই কারণে যে আমরা ভগবানকে বিশ্বাস করি। এবং তিনি এই কথাটা বলতে পারেন। কাজেই আমরা বাস্তবকে দেখি না, এই কথা যদি বলা হয়, তাহলে আমি বলব যে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বাস্তবকে বিকৃত করে এখানে দেখানো হচ্ছে, কারণ মাননীয় সদস্যদের কারো কারো বক্তব্যের মধ্যে সেই উচ্ছাস প্রকাশ পেয়েছে, সেই আবেগ প্রকাশ পেয়েছে। তাই তাদের সংগে বাস্তবের সম্পর্কটা খুব কম। কিন্তু তারা সেখানে সমাধানের পথ যে কি হতে পারে, সেই সম্পর্কে কিছুই বলেন নি। আমি এই কথা বলছি, এই হাউসের মধ্যে মাননীয় সদস্যরা যে সব কথা রেখেছেন, যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, যেভাবে বিচার করেছেন এবং আলোচনা করেছেন, তাতে আমরা উপকৃত হয়েছি যাতে করে আগামী দিনের বাজেটে আমরা তাদের সেই সব জিনিষ রিফ্লেক্ট করতে পারি। কিন্তু একটা বিষয় আজকে যে বাজেট হয়েছে সেই বাজেট দিয়ে কাজের মাধ্যমে যদি আমরা কাজ করতে চাই, তাহলে করতে পারি এবং সেখানে সবার সমর্থন ও সহযোগিতা চাই। এবং তা যদি আমরা পাই তাহলে বলতে পারি যে ত্রিপুরার আগামী দিনের অর্থাৎ ভবিষ্যতের বুনিয়াদের একটা টুকরো গড়ে উঠতে পারে, এটা আমাদের দেখা দরকার যে একটা জায়গায় আমাদের সুরু করতে হবে যেখান থেকে আমরা আগামী দিনের স্বপ্ন দেখব যে ত্রিপুরাকে আমরা গড়ে তুলছি এবং ত্রিপুরার সমস্যার সমাধান আমরা করতে চাই। তারপরে ত্রিপুরাতে শিক্ষার বিস্তার যা কিছু হয়েছে, তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা শিক্ষার দিক দিয়ে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পিছিয়ে নেই, বরং আমরা বেশ কিছুটা এগিয়ে আছি সে প্রাইমারী এডুকেশান হউক আর সেকেণ্ডারী এডুকেশান হউক. আমরা এটুকু বলতে পারি। আর যদি বলা হয় কৃষি সম্পর্কে, তাহলে আমি বলব যে আমরা এই ক্ষেত্রে কিছু পিছিয়ে আছি। তার কারণ হচ্ছে, আমরা এতদিন পর্য্যন্ত যে চিন্তার মধ্যে ছিলাম যে সোসাল সার্ভিস আমরা বাড়িয়ে যাব, যেহেতু স্কুল কলেজের যে দাবী উঠেছিল কিন্তু তার সংগে সংগে উৎপাদনের যে মেসিনারী সেটা তৈরী না হবার জন্য সেখানে একটা বিরাট গেপ পড়ে গিয়েছে। যার ফলে আমাদের খাদ্য সমস্যাটা আরও জটিল আকার ধারণ করেছে। সেজন্য আমি বলছিলাম যে আমাদের একটা জায়গায় সুরু করতে হবে সেখানে

নাকি আমাদের গেপ পড়েছে, সেটাকে আমরা যেন ফিল্ড আপ করতে পারি। কয়টা প্রাইমারী স্কুল আছে বা কলেজ আছে এই প্রশ্ন উঠতে পারে আমি জানি। প্রাইমারী এডুকেশনে আজ আমরা অন্যান্য অনেক অগ্রসর যেসব ষ্টেট আছে ভারতবর্ষে তাদের চাইতে আমরা অনেক এগিয়ে আছি এবং আমি বিশ্বাস করি সেই প্রতিশ্রুতি জনসাধারণকে দিয়েছিলাম যে free primary education করব তবে compulsory করতে হবে কি না কারন যেভাবে এগিয়ে চলছে প্রাইমারী এডুকেশন কাজেই এটা করতে হবে কি হবে না সেই প্রশ্ন আজকে আমি বলতে পারছি না। কিন্তু আমি জানি যেভাবে এগিয়ে চলেছে প্রাইমারি এডুকেশন এবারের বাজেটেও দেখবেন যে প্রাইমারী এডুকেশন খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ইউনিভার্সিটি বা অন্যান্য হায়ার এডুকেশনের প্রশ্ন সেই সম্পর্কে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন আমি জানি আজকে যে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন আমরা হয়েছি সেই বিপযয় থেকে যদি বাঁচতে হয় ত্রিপুরাকে যদি সাজাতে হয় আমাদের ছেলে মেয়েদের ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে আমাদের নিজস্ব ধারায় চিন্তা করতে হবে এবং সেজন্য ইউনিভার্সিটি গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা আছে সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ডেরও দরকার আছে। সেখানে আমরা আমাদের নিজেদের মত করে আমাদের ছেলেমেয়েদের ভাগা গড়ে তুলার চেষ্টা করতে পারি অন্তত পক্ষে। সেজন্য এর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। ইণ্ডাষ্ট্রী সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়েছে আমি বিশেষ কিছু বলতে চাই না এই সম্পর্কে তার কারন হল যে এই সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়েছে এই হাউসে। চটকল সম্পর্কে আপনারা কাগজে দেখতে পারেন যে আমরা advertisement দিয়েছি এবং পাটকল করা যায় কি না সে সম্পর্কেও। এটা ভাওতাবাজীর কোন প্রশ্ন নয় ভাওতা দেওয়ার জন্য কেউ আসিনি আমরা এখানে। আমরা জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে এসেছি কাউকে ভাওতা দিতাম তাহলে জনসাধারণ এই বিধানসভায় আমাদের নির্বাচন করে তাদের প্রতিনিধি করে পাঠাতেন না। জনসাধারণ জানে কারা তাদের বন্ধু,কাদের দিয়ে কাজ হবে জানে বলেই আমাদের তাদের রায় দিয়ে ক্ষমতায় বসিয়েছে। কাজেই যে সমস্যা আমরা দেখছি এটা এই ত্রিপুরায় যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে আমরা সবাই মিলে কাজ করে যদি এই সমস্যার সমাধান করে ত্রিপুরাকে সুষ্ঠু একটা বুনিয়াদের উপর দাঁড় করাতে পারি তার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। আমাদের এই ত্রিপুরায় আদিবাসী যারা আছেন তাদের সম্পর্কে অনেক স্কীম হচ্ছে এবং বেকারদের সম্পর্কেও অনেক স্কীম হচ্ছে এবং সেই সম্পর্কে বাজেট আলোচনার সময় আপনারা হয়তো কিছু কিছু ইংগিতও পেয়েছেন আরও কাটমোশান এবং ডিমাণ্ডের মধ্যে আলোচনা হবে। শুধু পরিকল্পনার প্রশ্ন নয় আমাদের বাজেটের প্রশ্ন নয় এমন অনেক টাকা আছে যেটি সেণ্ট্রাল থেকে এসেছে যেটি এমপ্লয়মেণ্টের জন্য দিচ্ছে সেগুলি এই বাজেটের মধ্যে আসেনি হয়তো। এই ধরণের আরও নূতন স্কিম সেণ্ট্রাল থেকে করা হচ্ছে যেটির অংশ আমরা পেয়ে যাই এইভাবে বহু স্কীম হচ্ছে যার ফলে আমরা মনে করি এই unemploymentর যে question যেটি আজকের দিনে সবচেয়ে বড় বলে আমরা অনুভব করি তার সমাধানের জন্য যতদিকে এ্যাভিনিও আছে সবগুলিকে আমাদের দেখতে হবে এবং সেখানে কাকে কাকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করলাম কাকে কাকে

বেকায়দায় ফেললাম তা নয় এটা আমাদের সকলের সমস্যা ত্রিপুরার সমস্যা। আজকে আমরা গণতান্ত্রিক দেশের মধ্যে রয়েছি এবং জানি অনেকে অন্যান্য দেশের ইতিহাস টেনে আনবে অন্যান্য দেশের example দেবেন কিন্তু আমি বলব সেখানে গণতন্ত্রের কি চেহারা আর এখানে কি চেহারা এই contioversy এর মধ্যে আমি যেতে চাই না। সমাজতন্ত্রের যে দৃষ্টিভংগি তারও বোধ হয় তফাত আছে। সেই তফাতের জন্য হয়তো তাদের দৃষ্টিভংগির সংগে আমাদের দৃষ্টিভংগি মিলছে না। কিন্তু আমি যেটি চাইছি এটা একটা পরীক্ষা এই পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে সমস্ত ভারতবর্ষ চলছে। আজকে আমরা কিউবার কথা উল্লেখ করতে পারি,আমরা রাশিয়ার কথা উল্লেখ করতে পারি, আমেরিকার কথা উল্লেখ করতে পারি সেখানে কি কোন দিনও উঠবে না যে ভারতবর্ষ একটি নতুন পথ দেখিয়েছে। ভারতবর্ষ নতুন সমাজতন্ত্রের পথ দেখিয়েছে। আমরা যে মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে পারি এই ভারতবর্ষের এই গৌরবের দিন কি কোন দিন আসবে না। আমরা কি কেবল অন্যজনের example দিয়েই যাব আমাদের নিজেদের কি চিন্তা করবার কিছুই নাই। অনেকে অনেক ভাবে কথা বলেছেন এখানে একটু সামলে সাবধানে কথা বলার দরকার আছে তার কারণ হল আপনারা জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছেন এটা মাঠের বক্তৃতা যদি হয় তাহলে আমার কিছু বলার নাই যদি এটা এসেম্বলির বক্তৃতা হয় তাহলে আমাদের constructive দিক থেকে চিন্তা করতে হবে। আমার বক্তব্য অন্য কিছু নয় আমার এই কথা আমি ছাড়া এখানে ট্রেজারি বেঞ্চের যারা আছেন আমরা মনে করি ভারতবর্ষে যে পরীক্ষা চলছে সেই পরীক্ষা দিয়ে সমস্ত পৃথিবীর মত পাল্টাতে বাধ্য করবে। তাঁরা বলবে ভারতবর্ষ এই নতুন পথ দেখিয়েছে। তারা বলবে এই ভারতবর্ষের দিকে তাকাও সেদিন কিউবার কথা আসবে না রাশিয়ার কথা আসবে না আমেরিকার কথা আসবে না সেদিন আসবে ভারতবর্ষের কথা। সেজন্য বলছি সেই দিকে এগিয়ে আসুন। অযথা বাধার সৃষ্টি না করে সেই দিনকে এগিয়ে আসার জন্য আমাদের সকলের চেষ্টা করতে হবে। আমাদের রিসোর্স কম আমরা জানি আমরা সচেতন আমাদের মানুষ গরীব। আমি অবশ্য বিশ্বাস করি সেই অবস্থার সঙ্গে চিন্তা করে আমাদের অর্থ মন্ত্রী যেভাবে বাজেট করেছেন সেজন্য তাঁকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। যে সমস্যার দিকে বিচার বিবেচনা করে এই বাজেট পেশ করেছেন এবং এই বাজেটের মধ্য দিয়ে যে বক্তব্য রাখতে চেয়েছেন সেটি সাধারণ মানুষের কথাই হয়েছে। হয় তো তার মধ্যে অনেক সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত নেই এমন হতে পারে। আমরা আগেই বলেছি যে এটা এক বছরের বাজেট এবং সমগ্র ত্রিপুরার মানুষের সমস্যা সমাধানের ইংগিত এই এক বছরের বাজেটের মধ্যে থাকে না। আজকে অন্যান্য দেশের দিকে তাকান সেখানে planning হয় ৫, ৭, ১০ বছরের planning হয় যে planning এর মধ্য দিয়ে আগামী ৫ বছর ১০ বছর পরে কি হবে। এই এক বছরের প্লেনিং নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। আর যারা মনে করেন এই ১০ বছরের কাজ এক বছরের মধ্যে করবেন তাদের একটু ঘুরে আসতে অনুরোধ করব যেই সব দেশের কথা তারা উল্লেখ করেছেন। কাজেই আজকে এক বছরের বাজেটে সমগ্র ত্রিপুরার সমস্যা সমাধানের ইংগিত যদি তাঁরা খোঁজেন তাহলে তারা নিশ্চয়ই নিরাশ হবেন। তাতে আমাদের

কিছুই করার নেই। যারা এই ত্রিপুরার আগামী দিনের নতুন বুনিয়াদ গড়ে তুলার ইংগিত আছে কি না তারা দেখবেন এই বাজেটের মধ্য দিয়ে অনেক কিছুই করার আছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বেশী সময় নিতে চাই না আমার বক্তব্যের কথাটা বলতে চাই আজকের এই ত্রিপুরার যে সব সমস্যার সমাধানের জন্য আমরা এখানে এসেছি সেজন্য আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করে যাব এবং যে প্রতিশ্রুতি আমরা জনসাধারণকে দিয়েছিলাম সেই প্রতিশ্রুতি পুরণের জন্য আমাদের যতটুকু চেষ্টা করার দরকার আছে সম্পূর্ণ চেষ্টা আমরা করে যাব এবং আমি জানি যেভাবে জনসাধারণ আমাদের উপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন আমি জানি আগামী দিনে আজকে কাজের মধ্য দিয়েই আগামী দিনের আস্থা আমরা স্থাপন করতে পারব। সেই বিশ্বাস আমাদের আছে। এই দৃষ্টিভংগির সংগে যারা একমত নন তাদের অনুরোধ করব আসুন অন্ততঃ ত্রিপুরার মানুষের দিকে চেয়ে ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থার দিকে চেয়ে সমস্যার দিকে চেয়ে ত্রিপুরার জটিল অবস্থার দিকে চেয়ে যতটুকু কাজ করার আছে যতটুকু এগিয়ে আসা যায় আমরা এক সংগে চলি। আমরা চেষ্টা করি এই আমার বক্তব্য।

মিঃ ডিপুটী স্পীকার :—Now I call on Hon'ble Finance Minister to give the reply.

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, আমি এই সভায় ১৯৭২-৭৩ সালের যে বাজেট পেশ করছি সেই বাজেটে আমি জানি সমস্ত ত্রিপুরার সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। আজ ত্রিপুরার সমস্যা সমাধানের জন্য যে বাজেট পেশ করেছি এখানে আমরা যদি শুধু বিরোধীতা করবার জন্যই বিরোধীতা না করি তাহলে আমি বলব আজ আমার এই প্রচেষ্টা থেকে আরও এগিয়ে ত্রিপুরাকে উন্নত সুন্দর করতে পারবে। এই আশা নিয়ে আমি এগিয়ে যাচ্ছি এবং আজকে যা পাওয়া গিয়াছে তার কিছুটা সমাধান করে তারপর ভবিষ্যতের জন্য আবার প্রস্তুত হব তাহলে নিশ্চয়ই আমরা এগিয়ে যেতে পারব এবং শুধু বিরোধীতা করলেই চলবে না বাজেটে যে অর্থ পাওয়া গেছে আপনারা জানেন ত্রিপুরার আয় মাত্র ২·২৬ কোটি টাকা তারপর আজকে বাজেট তৈরী হয়েছে ৩৫·৯৮ কোটি টাকার। তাকে যদি আজকে সুন্দর ভাবে আমরা খরচ করে ত্রিপুরাকে সুন্দর ভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করি তাহলে সমগ্র ত্রিপুরার মংগল হবে। আজ আপনাদের অনেকেই বলেছেন বাজেটে বরাদ্দ টাকার কথা বলেছেন ত্রিপুরার বাজেট অসম্পূর্ণ। আমি আপনাদের অনুরোধ করব আপনারা ত্রিপুরার এই বাজেটের মধ্যে প্রবেশ করুন এবং যদি দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন ১লা এপ্রিল থেকে ২০শে জুলাই পর্যান্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে যে খরচের পরিমাণ ধরা হয়েছিল এটাই বর্তমান বাজেটে ধরা হয়েছে। মানে পুরো বছরের বাজেটেও এখানে প্রতিফলিত হয়েছে। তারপর কেউ হয়তো বলবেন প্রিভি পার্সের জন্য টাকা ধরা হয়েছে যদিও প্রিভি পার্স আমাদের দেশ থেকে উঠে গিয়েছে। কিন্তু নীতির প্রশ্নে আমি একটি কথা বলতে চাই ইন্দিরাজী যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তিনি ঠিকই তা তুলে নিয়েছেন। কিন্তু পলিটিক্যাল পেন্সান নামে একটা খাত আছে তা তো বন্ধ হয় নাই। তাদের জন্য যে টাকাটা দেওয়া হবে সেই টাকাটা এই হেডেই ধরা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন রেলের জন্য কোন ব্যয় বরাদ্দ নাই। কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি রেল লাইন আমাদের ত্রিপুরাতে আনতে।

কিন্তু তার জন্য বরাদ্দ ত্রিপুরার বাজেটে রাখতে হবে না। তার বরাদ্দ দেবে সেন্ট্রাল থেকে আজকে ফেমিন রিলিফ এই হেড সম্পর্কে আপত্তি জানিয়েছেন কোন কোন মাননীয় সদস্য কিন্তু Constitution এ আছে Comptroller of Auditor General President এর আদেশ বলে হেড অব এ্যাকাউন্টস এর নামে ঠিক করে দেন। রাজ্য সরকারের এ ব্যাপারে করনিয় কিছুই নাই। যদি প্রস্তাব দেন এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে আনা যেতে পারে। কোন কোন মাননীয় সদস্য গত রিভাইজড বাজেটের ফিগার দেওয়া হয় নাই বলে অভিযোগ করেছেন কিন্তু আপনারা জানেন গত বছর রিভাইজড বাজেট বলে কিছুই হয়নি। এবং প্রেসিডেন্টের আদেশ বলে বছরের বাকী সময়ের জন্য ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছিল। তারপর আজকে উনারা যে অভিযোগ করেছিলেন যে আজকে কৃষি খাতে যে সমস্ত টাকা পয়সা খরচ হয় সেই সমস্ত গরীব কৃষকদের ভাগ্যে গিয়ে জোটে না। সেই কথা দিয়ে গেল্ল আমরা পুলিশ বাজেটের টাকা কমিয়ে দিতে পারি এবং তাকে আমরা উন্নতিমলক কাজে ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু দেশের শান্তির জন্য, শৃঙ্খলার জন্য আজকে কতিপয় লোক আছে যারা উশৃঙ্খলাকে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে, সেই সমস্ত শান্তিভংগকারীদের পুলিশ হামলা করতে যায় এবং যারা নাকি এদেশের সম্পত্তি এদেশে পার করে দিতে চায় তারাই শুধু পুলিশকে ভয় পাবে। যারা উন্নতি চায়, মঙ্গল চায়, তাদের তো পুলিশকে ভয় পাওয়ার কিছু থাকতে পারে না। তারা বি, এস, এফ, এর কথা বলেছেন। কিন্তু তাদের জানা উচিত যে আমরা ত্রিপুরা ষ্টেটের টাকা দিয়ে বি, এস, এফ কে পালন করি না। সেটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট টাকা দেন এবং বর্ডার রক্ষার জন্য এই বি. এস, এফ, এর প্রয়োজন আছে। এবং সেটা আমরা ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছি। কারণ যারা নাকি দেশ হিতৈষী, যারা নাকি, জনসাধারণের দরদী, আমরা জানতে পেরেছি যে তারা গোপনে সেখানে যাচ্ছে এবং গোপনে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করছে। সুতরাং আপনারা যদি বলেন যে বর্ডার রক্ষার জন্য পুলিশের প্রয়োজন কি তাতে আমরা একমত হতে পারিনা। তাই আজকে সব দিকে বিচার বিবেচনা করে আজকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন তাকে আমরা কার্যে পরিণত করবার জন্য আমরা সবাই মিলে মিশে যে ক্ষুদ্র বাজেট পেশ করেছি আশা করি এই বিধানসভার সমস্ত মেম্বাররা তাকে গ্রহণ করবেন। গ্রহণ আপনারাও করেছেন। যখন আপনারা সমালোচনা করেছেন তখনি গ্রহণ করেছেন। কারণ আপনারা জানেন এই সমালোচনার মাধ্যমে আপনারা কিছু পেতে চান, আপনাদের পেতে হবে। তাই আপনারা গ্রহণ না করলে আপনারা সমালোচনা করতে পারেন না। তাই সবাই যে এটাকে গ্রহণ করেছেন সেজন্য আপনাদের আমি ধন্যবাদ জানাই এবং আমি আবার বলব যে সমস্ত গ্র্যান্ট-গুলিকে এই সভায় সমর্থন করে আমাদের কাজ করবার সুযোগ দিন। এক বছর পরে আপনারা কি সমালোচনা করেন আমরা দেখব। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—General discussion on Budget Estimate for 1972-73 is over. The House stands adjourned till 2 P. M.

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বাজেটের দফাওয়ারী আলোচনার আগে আমি একটা বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, সেটা হল, আমি আজকে ১০টা থেকে

২৫ মিনিটের সময়ে একটা কলিং এটেনশানের নোটিশ দিয়েছিলাম যে ৩০শে জুন বড় মুড়ায় খনিজ তৈল খনন কার্য্যে উদ্বোদনের তারিখ ঠিক হওয়া সত্বেও তাহা বাতিল করার কারণ সম্পর্কে। কিন্তু সেটা এই হাউসে না আসার কারণ সম্পর্কে আমি এখন পর্যন্ত কিছুই জানতে পারলাম না।

মিঃ স্পীকার :—এটা এমন একটা বিষয় যে আমাদের রাজ্য সরকারের কনসার্ণ নয়। কাজেই এটা এই হাউসে আলোচনা হতে পারে না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—কিন্তু আমরা জানি যে এটা ত্রিপুরা রাজ্যের স্বার্থের সংগে জড়িত, যেখানে নাকি ত্রিপুরা রাজ্যের কয়েক হাজার বেকারের কর্ম্ম সংস্থান হতে পারে।

মিঃ স্পীকার :—আপনি আমার চেম্বারে আসুন তাহলে আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলব।

As the General Discussion on Budget Estimates is over, I am now going to the next item of the Business. To-day, in the List of Business 8 Demands viz. Demands Nos. 6—Stamps, 7—Registration Fees. 8—Parliament, State/ Union Territory Legislature, 9—General Administration, 10—Administration of Justice, 34—Miscellaneous, 13—Misc. Department & 24—Misc. Social & Development Organisations are to be disposed of.

Members have received the List of Business along with the APPENDIX showing Demands to be moved by the Finance Minister and the Cut Motions to be moved by the Members. Now, the Finance Minister will move his demends standing in his name one by one when called by me and as soon. as the Finance Minister has moved his demands I shall take all the cut motions to be moved and there will be discussion on the demands and the cut motions. Thereafter when the debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Finance Minister to move the Demand Nos. 6 & 7 to-gether Demands Nos. 8.9, & 10—together and Demand Nos. 34, 13 & 24—together respectively and I shall have one general debate on these demands as they are of allied nature, of course I shall dispose of the demands separately.

Now, I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand Nos. 6 Stamps & 7—Registration Fees together.

Shri Debandra Kishore Choudhury :—Mr. Speaker Sir, on the recommendatian of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 62,000 [inclusive of the sum of Rs. 12,000 authorised by the President under sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act 1971, for the period from the 1st April 1972 to the 20th July,] 1972, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973, in respect of Demand No. 6—Stamps.

ii) Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,85,000 [inclusive of the sum of Rs. 69,000 authorised by the President under sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-Organisation) Act 1971 for the period from the 1st April 1972 to the 20th July, 1972,] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973. in respect of Demand No. 7—Registration Fees.

Mr. Speaker :— There is one cut motion on Demand for Grant No. 6. I would request the Hon'ble member Shri Niranjan Deb to discuss on ষ্ট্যাম্প ডিউটি বাড়ানোর ক্ষেত্রে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে। মাননীয় সদস্য আপনি ৫ মিনিট বলুন।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এই ডিমাণ্ডের উপর আমার কাট মোশানটা হচ্ছে ষ্ট্যাম্প ডিউটি বাড়ানোর ক্ষেত্রে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে। আমরা দেখছি যে এই বাজেটের মধ্যে যদিও ষ্টাম্প এবং রেজিষ্ট্রেশান ফি বাড়ানো হয়নি, তবু আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে দেখব যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য যখন কেন্দ্রীয় সরকারের আওতায় ছিল, তখন আমাদের এখানে স্টাম্প ও রেজিষ্ট্রেশান ফির যে হার ছিল তার উপরে আসাম ষ্টাম্প ডিউটি এ্যাক্ট এ্যাকৃষ্টেণ্ড করে আগে যে যে ষ্টাম্পের দাম ছিল ১ টাকা আজকে সেটা করা হয়েছে ২০ টাকা। আগে রেজিস্ট্রেশান ফি জুডিসিয়ারী যেটা ছিল ২ পারসেন্ট এখন সেটাকে করা হয়েছে ১৫ পারসেন্ট, জুডিসিয়াল ষ্টাম্প যেটা ছিল ২॥ টাকা সেটা হয়েছে ৭৫ টাকা। জুডিসিয়ারী ষ্টাম্প ফর হাই কোর্ট যেটা ছিল ২ টাকা সেটা হয়েছে ৬ টাকা। লোয়ার কোর্টের ষ্টাম্প যেটা ছিল ২০ পয়সা সেটা করা হয়েছে ১ টাকা। এদিকে আজ আমরা এই বাজেটে স্ট্যাম্প এবং রেজিষ্ট্রেশান দিক দিয়ে আমরা শুল্ক বাড়াইনি কিন্তু আমরা দেখি যে আসামের সঙ্গে আমাদের এই ত্রিপুরা সংযুক্ত হওয়ার পর আমরা দেখছি আসাম কোর্ট ফি এ্যাক্ট চালু হওয়ার পর আমরা দেখছি আমাদের এখানে অনেকগুণ ষ্ট্যাম্প এবং রেজিষ্ট্রেশন ফি অনেক বেড়ে গিয়েছে। আজ আমরা দেখি কোর্টে কাওলা করতে গেলে বা জমি খরিদ বিক্রি করতে গেলে আমাদের নানা রকম ট্যাক্স দিতে হয়। বিগত বিধান সভায় তৎকালীন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে ট্রাইবেলদের ষ্টাম্প দিতে হয় না কিন্তু তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে আমি মনে করি। অবশ্য আইনের ধারাতে আছে proper application দিলে রেহাই পাওয়া যায় কিন্তু তাও সম্বন্ধ নয়। Proper application দিয়ে Stamp fee মাপ চাইতে গিয়ে আমরা দেখেছি যা রেহাই পাবে তার চেয়ে ৪ গুণ খরচ হয়। কাজেই আমরা বিশেষ করে দেখতে পাচ্ছি গরীব অংশের লোকরাই আজকে ষ্ট্যাম্প ডিউটি দিচ্ছে এবং তারা হয়রানি হচ্ছে। ফুডের বেলাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিচার ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাচ্ছি। সিভিল কোর্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি মামলা ১০—১৫ বছর পর্যন্ত চলে। এইভাবে এক একটা মামলাকে যদি বিচার বিভাগ আটকে রাখে তাহলে এটা খুব ভাল বলে মনে করি না। আমরা যদি আর একটু দেখি সেই পুরানো দিনের কথা ......

মিঃ স্পীকার :— Hon'ble member your time is over.

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— আর দুই মিনিট সময় দিন স্যার।

মিঃ স্পীকার :— ১ মিনিট বলুন। কাইগুলি আপনি এক মিনিট বলুন।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— আমরা যদি সেই পুরানো ইতিহাসের দিকে চাই তাহলে আমরা দেখি বর্ত্তমান এই ভারতবর্ষে আমাদের এই ষ্ট্যাম্প বা চিঠি পত্রের প্রচলন করেছিল ১৫৪৫ খৃঃ শের শাহের আমলে সেদিন যে রকম আমাদের ষ্ট্যাম্প ডিউটির সুবিধা ছিল সেই সুযোগ -সুবিধা থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। দিনের পর দিন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সেই ষ্ট্যাম্প ট্যাক্স বেরেই যাচ্ছে। এতে অধিকাংশ, আমাদের যারা গরীব জন সাধারণ, তারাই শুধু হয়রান হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আশা করি আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— আচ্ছা স্যার আমি শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— Thank you. Hon'ble member Shri Sunil Ch. Dutta.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধীপক্ষের মাননীয় সদস্য শ্রীনিরঞ্জন দেব যে কাট মোশান এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করছি এবং যে ডিমাণ্ড করে ষ্ট্যাম্প সম্পর্কে আমাদের মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় রেখেছেন আমি তার সমর্থন করি। ষ্ট্যাম্প ডিউটি গত বছরেই বাড়ানো হয়েছে এবং সেই ডিউটি এখনও চলে আসছে। ষ্ট্যাম্প ডিউটি যে হারে বেরেছে তা পার্শ্ববর্তী রাজ্যের তুলনায় একই হারে বেড়েছে। এবং তার কারণ হল এই ত্রিপুরায় যে ভূমির দাম এতকাল ছিল তার চেয়ে ৫ গুণ ১০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে কাজেই এই যে বৃদ্ধি এটা অসঙ্গত নয় আর বর্ত্তমান বাজেটে এক পয়সাও এই ক্ষেত্রে বাড়ানো হয়নি। কাজেই কেন এই কাট মোশান আনা হয়েছে আমি তা বুঝতে পারলাম না। এর কোন যৌক্তিকতা আছে তাও আমি স্বীকার করি না। রিফিউজি রিলিফের ক্ষেত্রে যে ষ্ট্যাম্প ডিউটি ধরা হয়েছে সেটি কেন্দ্রীয় সরকার করেছেন বাংলাদেশের যুদ্ধের স্বাধীনতা যুদ্ধের সহায়তার জন্য এবং এক কোটি উদ্বাস্তু আমাদের দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাদের সাহায্যের জন্য temporarily একটা কিছুদিনের জন্য করা হয়েছে এটা কিছুদিন পরে উঠে যাবে। সুতরাং এটাকে স্ট্যাম্প ডিউটি বলা চলে না। আর জমি ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে যে স্ট্যাম্প ব্যবহার হয় সেটি এক বছর পূর্বেই বাড়ানো হয়েছে এবং সেটি ঠিকই আছে বর্ত্তমান বাজেটে বৃদ্ধি করা হয় নাই। এবং যেটুকু বৃদ্ধি হয়েছে সম্পূর্ণ বাস্তব অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখেই বৃদ্ধি করা হয়েছে। কাজেই এই কাটমোশানের আমি বিরোধীতা করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী demand for Grant No. 6 and demand for Grant No. 7 এই হাউসের সামনে উপস্থিত করেছেন তা আমি সমর্থন করছি। এবং বিরোধী পক্ষ যে কাটমোশান এনেছেন স্ট্যাম্প ডিউটি বাড়ানোর ক্ষেত্রে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে বিরোধী পক্ষ বলেছেন যে আমরা স্ট্যাম্প ডিউটি বাড়িয়ে

দিয়েছি আমি বলব বিরোধী পক্ষ যে কথা বলেছেন তা ঠিক নয়। এই ষ্ট্যাম্প ডিউটি বাড়ানো হয়েছে ১৯৭১ সালে। কাজেই আমি তার বিরোধীতা করছি। সুতরাং আজকে তারা নুতন করে যে কথা বলছেন তা তখনই বলতে পারতেন কিন্তু তা তখন তারা বলেন নাই। আজকে নূতন করে বলছেন তাঁরা কাজেই আমি বলব এটার কোন যৌক্তিকতা নাই। তারা বিরোধিতা করার জন্যই বিরোধীতা করছেন। ষ্ট্যাম্প ডিউটি বাড়ানো হয়েছে যখন আমাদের ইউনিয়ন টেরিটরি ছিল তখন ১৯৭১ সালে Assam Court Fee Act and Stamp Act এখানে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচলিত হয় তারপর আমরা সেই স্ট্যাম্প ডিউটি ত্রিপুরায় দিয়ে আসছি। আমাদের ত্রিপুরার যে সমস্ত জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে আমাদের জমি জমার মূল্যও বাড়ছে। শুধু স্ট্যাম্পই পূর্ব্বের মূল্য থাকবে এটা হতে পারে না। সুতরাং ষ্ট্যাম্প ডিউটিও সেই তুলনায় বাড়াতে হবে এবং সেই জন্য ষ্ট্যাম্প ডিউটিও বাড়ানো প্রয়োজন। এদিক দিয়ে রেজিষ্ট্রেশন ফি সম্পর্কে বলেছেন মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য বলেছেন যে ষ্ট্যাম্প ফি বাড়ছে সেই কথা স্বীকার করতে পারি না। রেজিষ্ট্রেশন ফি যে রকম ছিল সেই রকমই আছে সুতরাং বিরোধীতা করার জন্যই তারা বিরোধীতা করছেন। সুতরাং এই কাটমোশানের বিরোধীতা করে এবং বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা। মাননীয় সদস্য তিন মিনিট সময় নেবেন। তিন মিনিট।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :— বেশী সময় নেবনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, ষ্ট্যাম্প ডিউটি বাড়ানো যে উচিত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে মনে করেছেন সেই প্রসঙ্গে আমি এই কথা হাউসের কাছে জিজ্ঞাসা করতে চাই আমরা যে কয়টি বাজেট আলোচনা করেছি তার মধ্যে উভয় পক্ষই এই কথা স্বীকার করেছেন যে এই ত্রিপুরায় কৃষকরা জনসংখ্যার দিক থেকে একটা বিরাট অংশ এবং তাদের অবস্থা দিনের পর দিন আরও শোচনীয় হয়ে পড়ছে। কাজেই এই ষ্ট্যাম্পের মূল্য বৃদ্ধিতে গরীব কৃষক যারা তাদের উপরই চাপ পড়বে বেশী। তাদের উপরই অনেক ক্ষেত্রে এই সব মূল্য বৃদ্ধির চাপ পড়ে এই জন্যই আমি এটাকে ন্যায় সঙ্গত মনে করতে পারি না। আমাদের পক্ষের কাট মোশান আনা হয়েছে সেটি আমরা ঠিকই করেছি।

Mr. Speaker :— Now discussion on Demand Grant No. 6 & 7 is over. First I am putting the Cut Motion on Demand No. 6 moved by Shri Niranjan Deb to vote.

The question before the House is that the demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—

স্ট্যাম্প ডিউটি বাড়ানোর ক্ষেত্রে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে।

The Cut Motion was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 6 to vote.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 62,000 [inclusive of the sum of Rs. 12,000 authorised by the President under sub-section (1) of Section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation)

Act, 1971, for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of Payment during the year ending on the 31st day of March, 1973, in respect of Demand No. 6, Major Head '14'—Stamps.

The demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :— Now there is no Cut Motion Demand No. 7. Now I am putting the Demand to vote.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 2,85,000 inclusive of the sum of Rs. 69,000 authorised by the President under sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971, for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of Payment during the year ending on the 31st day of March, 1973, in respect of Demand No. 7 Major Head "15"— Registration Fees.

The demaad was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker—Now I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand Nos. 8—Parliament, State/Union Territory Legislature, 9—General Administration and 10—Admidistration of Justice together.

Shri D. K. Choudhury—Demand No. 8. Mr. Speaker Sir. on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 15 66.000 exclusive charged expenditure of Rs. 31,000 [inclusive of the sum of Rs. 6,14,000 exclusive charged expenditure of Rs. 10,000 authorised by the President under sub-scetion (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisatoin) Act 1971, for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972,] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March. 1973, in respect of Demand No. 8 Major Head '18'—Parliament, State/Union Territory Legislature.

Demand No. 9, Mr. Speaker Sir. on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,11,39,000 exclusive charged expenditure of Rs. 4,16,000 [inclusive of the sum of Rs. 23,09,000, exclusive of charged expenditure of Rs. 84,000 authorised by the President under sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act 1971, for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 9, Major Head '19' General Administration.

Demand No. 10—Mr. Speaker. Sir. on the recommendation of Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 13.11,000 exclusive of charged expenditure af Rs. 4,56,300 [inclusive of the sum of Rs. 3,25,000 exclusive of charged expenditure of Rs. 59,000 authosised by the President under sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act 1971. for the period from 1st April, 1972 to the 20th July, 197 2,] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973, in respect of Demand No. 10, Major Head '21' Administration of Justice.

Mr. Speaker—There is one Cut Motion of Shri Sudhanya Deb Barma on Demand No. 8 that the Demand be reduced to Re. 1/— to discuss on—

গত সাধারণ নির্বাচনে শাসকদলের বিভিন্নভাবে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ সম্পর্কে।

Now I call on Shri Deb Barma to move his cut motion.

শ্রীসুধন্ব দেব বর্ম্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার গত নির্ব্বাচনে কংগ্রেস সংখ্যা গরিষ্ঠতা কিভাবে লাভ করেছে. কিন্তু এই সংখ্যা গরিষ্ঠতা কি ভাবে লাভ করেছে তা সর্ব্বজন বিদিত। অনেক জায়গায় আমরা জানতে পেরেছি যে পুলিশের দ্বারা সন্ত্রাস স্বষ্টী করে ব্যালাট বাক্সে কারচুপির ভিতর দিয়ে সরকারী ক্ষমতা দলীয় সার্থে ব্যবহার করে এবং সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করে এই কংগ্রেস দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। আমি কতকগুলি ঘটনা এই হাউসের সামনে তুলে ধরছি যেগুলি এই কাটমোশানের পক্ষে যায় এবং এই সমস্ত ঘটনার ভিতয় দিয়ে প্রমাণ করতে পারব কিরকম অবস্থা স্বষ্টি হয়েছিল গত নির্ব্বাচনের সময়। আমরা জানতে পারি যে অম্পিনগর ভোটারসরা পোলিং স্টেশনে হাজির হয়েছিল বেশ কিছু সংখ্যক, তারপর দেখা গেল ঠিক একটার সময় সেখানে এক ডজন পুলিশ এবং সি, আর, পি, যে সমস্ত রাস্তা দিয়ে ভোটারসরা আসছিল, সেখানে জমায়েত হয় এবং ঘোরাফেরা করতে থাকে এতে করে স্থানীয় পাহাড়ী এবং ট্রাইবেলদের মধ্যে একটা পেনিকের স্বষ্টি হয় এবং আতংকগ্রস্ত হয়ে যায় এবং সেখানে তারা যেতে চায় না, যার ফলে ভোটারের সংখ্যা সেখানে কমে যায়। আগরতলা মুখ্যমন্ত্রার কনষ্টীটিউয়েনসীতে তিন নং কেন্দ্রে সেখানে অনেক যুবক কর্মীকে এ্যারেষ্ট করা হয় এবং সেখানে একটা পেনিকের স্বষ্টি করার চেষ্টা করা হয়, মুহুরীপুর হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সি, আর. পি, নামানো হয়, এবং স্থানীয় লোকের মধ্যে আতংকের স্বষ্টি করা হয় যাতে ভোট আইন সংগত উপায়ে না হয়। সি, আর, পি, সেখানে নামনো হয় এবং এই নির্বাচনে কংগ্রেস যাতে জয় লাভ করতে পারে, সেই জন্য স্থানীয় লোকের ভিতর আতংক স্বষ্টি করার চেষ্টা করা হল, প্রচারের ভিতর এমন কথা বলা হল, যে কংগ্রেসকে যদি ভোট না দেওয়া হয়, তাহলে এখানে বাংলাদেশে যা ঘটেছে, সেইরূপ ঘটনার স্বষ্টি করা হবে, ইয়াহিয়া খাঁ যা করেছে, ত্রিপুরাতেও সেইরকম স্বষ্টি করা হবে, সীমান্ত এলাকা জালিয়ে দেওয়া হবে, সেই রকম প্রচার চালিয়েছিল। আমরা দেখেছি খোয়াই এবং মুহুরীপুর গুণ্ডা প্রকৃতির একদল

লোক হামলা সৃষ্টি করে, যাদের মনে করে কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দেবেনা মার্কসবাদীর পক্ষে ভোট দেবে, সেখানে তারা আতংকের সৃষ্টি করে, পুলিশের দৃষ্টিতে আনার চেষ্টা করা হলেও সেখানে পুলিশ এগিয়ে যায়নি, সেই সন্ত্রাসকে বজায় রাখার জন্য।

মিঃ স্পীকার —মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীসুধন্ব দেব বর্মা—কয়েক মিনিট স্যার।

আমরা দেখেছি যে এই হাউসে সীমান্ত এলাকায় পাক গুলিতে যে ক্ষতিগ্রস্ত লোক তাদের কি পরিমাণ সাহায্য দেওয়া হয়েছে কতজনকে সাহায্য দেওয়া হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা তার উত্তর দিতে পারেন নাই। অর্থাৎ কংগ্রেস দেখাতে চায় যে আমরা কত ভাল।

Mr. Speaker :— Hon'ble Member, your time is over.

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :— এক মিনিট স্যার। আমরা দেখেছি এই হাউসে, যে সীমান্ত এলাকায় পাক গুলিতে কতজন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন তার উত্তর মন্ত্রীরা দিতে পারেন নি এবং কতজনকে সাহায্য দেওয়া হয়েছে এটাও বলতে পারেন নি। অথচ আমরা লক্ষ্য করেছি ইলেকশানের সময় কিছু কিছু লোককে টাকা দেওয়া হয়েছে যাতে কংগ্রেসের ভোট আসে। অথচ আমরা যখন প্রশ্ন করেছিলাম তখন মন্ত্রীরা তার উত্তর দিতে পারেন নি. তারা নোটিশ ডিমাণ্ড করেছেন। তখন কোন ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্য দিলেন আমরা জানি না। অথচ সেখানে টাকা বিলি হয়েছিল।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই কাটমোশনের বিরোধিতা করছি এবং যে ডিমাণ্ড আছে তাকে সমর্থন করছি। মাননীয় সদস্য সুধন্ব বাবুর প্রতি আমার ব্যক্তিগত যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকা সত্বেও তিনি যে অম্পির ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন, অম্পি থেকে যে মাননীয় সদস্য এসেছেন মাননায় বুলু কুকী তিনিও এই হাউসের একজন অ্যাসেট। আমি বলছি এই জন্য যে কংগ্রেস তখন বাইরে ছিল না, তখনও রাষ্ট্রের শাসনে ছিল। এবং আমরা অত্যন্ত গর্ব্বের সংগে বলতে পারি ত্রিপুরার মানুষ আমাদের নিরপেক্ষভাবে ভোট দিয়েছেন এবং গত বছর মার্চ হলেও টাকা পয়সা বিলি কোথাও হয় নাই। আমিও একজন প্রার্থী ছিলাম। কিন্তু আমি দেখিনি কোথাও টাকা পয়সা বিলি হয়েছে। বলা হয়েছে মুহরীপুরের কথা যে একটা ডাকাতি হয়েছে এবং তাকে কেন্দ্র করে পুলিশকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ডাকাতি হলে পুলিশ যাবেই। তা না হলে ত্রিপুরার মানুষ বাঁচবে কি করে? তার অর্থ কি এই যে ভোটারকে ধমক দেওয়া হয়েছে যে তোমরা ভোট দিতে পারবেনা সি, পি, এম, কে? আমি আগেই বলেছি যে সুধন্ববাবু শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি দলের নীতির জন্য এই কাটমোশন এনেছেন। তা না হলে তিনি এই কাটকোশন আনতেন না।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল শ্রীনরেশ রায়।

শ্রীনরেশ রায় :— স্পীকার, স্যার, এই বাজেট এর উপর যে কাটমোশন এসেছে তার বিরোধিতা করছি। বিরোধিতা করি এই জন্য যে আমার একটা কথা স্বভাবতই মনে হয়ে

গেল যে যখন আমরা স্কুলে পড়তাম তখন গ্রামারে একটা শব্দ পড়েছিলাম—সেটা হল শিব রাত্রির সলতে। যখন বংশে বাতি দেবার কেউ থাকে না তখন একজন যদি কোন ক্রমে বেঁচে থাকে তাহলে তাকেই বলা হয় শিব রাত্রির সলতে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় স্পীকার, স্যার. পয়েন্ট অব অর্ডার। এখানে কাটমোশন সম্পর্কে বলার কথা। ভোটে কারচুপি হয়েছিল কিনা। কিন্তু তিনি বলছেন—

মিঃ স্পীকার :— দিস ইজ নট পয়েন্ট অব অর্ডার।

শ্রীনরেশ রায় :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বক্তৃতার আরম্ভেই যদি শরীরে জ্বালা ধরে তাহলে শিব রাত্রির সলতে কথা আর বলতে পারছি না বক্তৃতা দেব কি? উনি যখন এই কথা বলেছেন যে কোন একটি পোলিং সেন্টারকে সি. আর, পি, দিয়ে ঘেরাও করে সমস্ত ভোটারকে এমনভাবে নাজেহাল করে ছেড়ে দিয়েছে যে মানুষ যেন সি, পি, এম, এর বাক্সে একটি ভোটও দেয় নাই। তা যদি সত্য না হয় তাহলে এই সমস্ত শিব রাত্রির সলতের মত একবার জ্বলে একবার নিভে, এটাই এর প্রমাণ নয় কি? দুই নম্বর কথা একটা জিনিষ আমরা দেখলাম যে তারা বলেছেন যে স্কুল দিয়ে ইলেকশন পাশ করেছে। কোথায় স্কুল হয়েছে? সিপাইজলা, সুতারমুড়া, সেকেরকোট থেকে যে পাশ করলো উনাকে কে দিয়েছিল স্কুল? মাননীয় একজন মেম্বার বলেছেন যে যখন নাকি ইলেকশান হয় তখন ত্রিপুরাতে প্রেসিডেন্ট রুল ছিল। সুতরাং কংগ্রেস সরকার স্কুল দেয় নাই। আপনাদের রক্ষা করার জন্য হয়ত আর কেউ স্কুল দিয়েছে আপনারা ইলেকশান জেতার জন্য। সুতরাং এই জ্বালা, এই বিক্ষোভ তারা হাউসে দেখাচ্ছেন কাটমোশনের মাধ্যমে। তাতে তারা জনসাধারণকে দেখাতে চান যে আমরা এক একজন সাংঘাতিক মানুষ। কিন্তু মানুষ জানে যে শিব রাত্রির সলতে আর কোন থানে নাই। একমাত্র এইখানে আছে। আর একটা কথা হল যে পুকুরের ঘাটলা আছে। সেই ঘাটলার মধ্যে দেখতাম একজাতীয় মাছ কাঠের ফাঁকের মধ্যে থাকে। তাদের বলা হয় বালিয়াজুরি মাছ। সে এমন জায়গায় থাকে যে কাঠের এদিকেও নয়, ওদিকেও নয়। এখানে এইরকম বালিয়াজুরি আছে দুয়েকজন। তারা হলেন সমর্থক। সমর্থিত প্রার্থী নির্দল, মানে বালিয়াজুরি। এই যদি হয় (রেড লাইট) আমি এখুনি শেষ করে দিচ্ছি। সুতরাং বিরোধিতা করে তারা যে কেন সরকারের কার্যকলাপকে বাধা দিয়ে মনের জ্বালা জুড়াচ্ছেন বুঝি না। এইভাবে বাধা না দিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত না করে তারা যেন সরকারের সংগে সহযোগিতা করেন এই অনুরোধ করে আমি কাটমোশনের বিরোধিতা করে এবং ডিমাণ্ডের পক্ষে বক্তব্য রেখে আমার কথা শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার শ্রীবুলু কুকী।

শ্রীবুলু কুকী :— অনারেবল স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য সুধন্য দেববর্মা যে কাট-মোশনটা এনেছেন এই কাটমোশনের সমর্থনে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই। আমার পূর্বে বহু বক্তা কাটমোশনের উপর বলেছেন। তবে রুলিং পার্টির তরফ থেকে এটাকে অন্যভাবে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। তবে আমি জানি যে নির্বাচনে দুর্নীতি হয়েছে। তাতে

প্রশাসনের ক্ষমতা কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তার কতগুলি নজীর আমরা উল্লেখ করতে চাই। তারা বলেছেন যে সুষ্ঠু নির্ব্বাচন হয়েছে। কিন্তু আমরা বলি সুষ্ঠু নির্ব্বাচন হয় নি। কারণ তাদের ক্ষমতার বলে তারা জিতেছেন এবং আমি জানি যখন হাওয়াই বাড়ীতে নির্ব্বাচন হয় তখন দীর্ঘদিন ধরে কয়েকটা এলাকায় জলের কল চেয়েও পায়নি। কিন্তু নির্ব্বাচনের কয়েকদিন আগে, দুই দিন আগে বি,ডি,ও এর মারফতে সেখানে কংগ্রেসের প্রার্থী টিউবওয়েল বসিয়ে দিল। তাদের কনভিনস্ করা হয় যে তোমরা যদি এইভাবে কংগ্রেসকে ভোট দাও তাহলে তোমাদের জলের কল দেব। এইভাবে যেখানে কংগ্রেস সমর্থিত নির্দ্দল প্রার্থী ছিল সে আমার কাছে অভিযোগ করেছে যে কংগ্রেসের প্রতি কেন্দ্রে ১৫ হাজার, ৩০ হাজার টাকা দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। কিন্তু আমি কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থী বলেই আমাকে মাত্র ৭টি হাজার টাকা দিয়েছে। কাজেই আমি ঠিকভাবে নির্ব্বাচন পরিচালনা করতে পারি না এবং দেখা গেছে তারা প্রতিটি জায়গার মধ্যে এবং ভোট কেন্দ্রে টাকা বিলি করেছে। এইভাবে টাকা দিয়ে জনসাধারণকে ভোট দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। আমি জানি যে নথরাই এলাকায় যে ভাবে ভোট নেওয়া হয়েছে, তা গণতন্ত্রের পক্ষে একটা লজ্জাকর ব্যাপার। সেখানে বেলা ১১।১২ টার সময়ে যখন মানুষ ভোট দেওয়ার জন্য ভোট কেন্দ্রে আসতে শুরু করল, যেহেতু তারা জানে সে জায়গায় আমাদের সমর্থন বেশী, কাজেই সেখানে সরকারী প্রসাশন পুলিশ এবং সি, আর, পি, প্রভৃতি মোতায়ন করতে আরম্ভ করল। ফলে সেই অঞ্চলের মানুষ ভয়ে ভোট দেওয়ার জন্য ভোট কেন্দ্রে আসার সাহস পর্য্যন্ত করল না। তারা যে শুধু এ অঞ্চলেই এই ধরণের কাণ্ড করেছে তা নয়, তারা ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বত্র এই ধরণের কাণ্ড করেছে। আর তারা এখানে বলছে, আমরা এসব কিছু করি নাই। এর চাইতে লজ্জাকর ব্যাপার আর কি হতে পারে, আমার জানা নেই। এই বলে আমি আমার কাট মোশানকে সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য শেষ করলাম।

শ্রী অভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই হাউসের সামনে মাননীয় সদস্য সুধন্য দেববর্মা মহাশয় যে কাট মোশান উত্থাপন করেছেন, আমি সেটাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে দুই একটি কথা বলতে চাই। উনি যে কাট মোশান এখানে এনেছেন, গত সাধারণ নির্ব্বাচনে শাসকদলের বিভিন্ন ভাবে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ সম্পর্কে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা কথা ঠিক যে যারা দুর্নীতি করে অভ্যস্ত, তাদের চরিত্রগত দুর্নীতি নিয়েই ব্যস্ত থাকে, যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল ফাঁকা বুলি আওড়িয়ে মানুষের কাছ থেকে ভোট আদায় করা যায় তাদের পক্ষেই বলা সোজা যে আমরা দুর্নীতি করি না, আমরা সাধু হয়ে গেছি। কাজেই গত সাধারণ নির্ব্বাচনে কারা পোষ্টার ছাপানোর ব্যাপারে টাকা দিয়েছিল এবং সেই পোষ্টারের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের বুলি দেশ ব্যাপী ছড়িয়েদিয়েছিল, যেটা নাকি লোক সভাতেও উঠেছিল। সেই রকম আমরা ত্রিপুরা রাজ্যেও দেখলাম যে বিভিন্ন ভাবে, যেমন নির্ব্বাচনী রাস্তা, নির্ব্বাচনী টিউব-ওয়েল এবং নির্বাচনী জামা কাপড় বিলি বন্টন ব্যবস্থা ইত্যাদি আমরা জানি যে শরণার্থীরা চলে যাওয়ার পর কিছু কিছু জামা কাপড় উদ্বৃত্ত রয়ে গিয়েছিল এবং সেগুলি ঐ ঠিক নির্বাচনের সময়ে গরীব দুঃখী আর প্রাক্তন সৈনিকদের পরিবারদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এগুলি

ব্লক অফিসগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গাতে বিলি বন্টন করা হয়েছিল। কাজেই এই সব হচ্ছে শাসকগোষ্ঠির কাজ। অথচ তারাই এখানে বলছে যে আমরা এই সব কিছু করিনি আর আমরা নিরপেক্ষ ভাবে এসেছি বলে তারা খুব হল্লা করছে। কিন্তু নির্ব্বাচনের ফলাফলটা বের করে হিসাব করে দেখেন না কেন, ১৮ জন আর ৪১ জনের মধ্যে পার্থক্যটা কি আছে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅনিল সরকার—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বাজেটের মধ্যে উল্লেখ করা আছে যে ত্রিপুরার সমস্যা যেটা নাকি ক্রমশ বিস্ফোরণমুখ হয়ে আছে সেটা হচ্ছে বেকার সমস্যা। কিন্তু এই বেকার সমস্যাকে সমাধানের জন্য, ত্রিপুরার ম্যানপাওয়ারকে ব্যবহার করে আগামী দিনের সুন্দর ত্রিপুরা গড়ে তোলার কোন সুষ্ঠ পরিকল্পনা এই বাজেটের মধ্যে নেই। তারা অবশ্য বলছেন যে যারা বেকার তাদের জন্য কিছু দোকান দিবেন, তাঁদের জন্য কিছু পেট্রলের ডিপোর লাইসেন্স দিবেন। কিন্তু ৩১ হাজার যেখানে বেকার তাদের মধ্যে কতজন দোকানদার হতে পারে এবং ৩১ হাজার দোকানদার হলে তাদের জন্য কত খদ্দার লাগে, সেই সম্পর্কে কোন কাণ্ডজ্ঞান যারা বাজেট পেশ করেছেন, তাদের আছে বলে আমার মনে হয় না। অথচ এই ত্রিপুরা রাজ্যের লোক সংখ্যা মাত্র ১৬½ লক্ষ। আমরা জানি সারা পৃথিবীর মধ্যে একটা সমাজতান্ত্রিক দেশ আছে অষ্ট্রেলিয়া যার লোক সংখ্যা হচ্ছে ১৫ লক্ষ। সেখানে একটিও বেকার নেই এবং সেখানে সমস্যা বলতেও কিছু নেই। আজকে গত ২৫ বছর ধরে আমরা সমাজতন্ত্রের কথা বলে আসছি, অথচ সেই সমাজতান্ত্রিক দেশের লোকজনের জন্য চাকুরী একটা এভিনিয়্যু এখানে নেই। এই ত্রিপুরা রাজ্যে য বাঁশ আছে, তা দিয়ে একটা কাগজের কল হতে পারে, ত্রিপুরাতে বিদ্যুৎ শক্তিকে ঠিকমত ব্যবহার করলে, এখানে বেশ কয়েক হাজার বেকার লোকের চাকুরী হতে পারে, ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে পারে সেই ডম্বুর প্রকল্পের মাধ্যমে এবং এটার কাজ যদি শেষ হয়, তাহলে বেশ কয়েক হাজার লোকের চাকুরী হতে পারে। কিন্তু সেটা হচ্ছে না, কারণ এই ডম্বুর প্রকল্প এন, পি, সি, সির একটা লুঠের কারখানা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগে শুনেছি এই প্রকল্প শেষ করতে ৩ কোটি টাকা লাগবে, এখন দেখছি ৬ কোটি টাকায় এর কাজ শেষ করা যাবে না। আবার শুনছি যে ১০ কোটি টাকারও বেশী লাগতে পারে। এর সম্পর্কে একটা কথা শুনছি, সেটা হল এই এন, পি, সি, সি নাকি ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে কিছু গাছ কেটে নিয়েছে এবং সেজন্য ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট তাকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করেছে। কিন্তু এন, পি, সি, সি, নাকি এই জরিমানাকে ৫ হাজার টাকা করে দেওয়ার জন্য ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টকে বলেছে। তখন তারা জানতে চেয়েছে ৩ হাজার টাকার পরিবর্তে যদি ৫ হাজার টাকা করা হয় তাহলে তাদের কি লাভ হবে? তখন তারা বলেছেন যে ৫ হাজার টাকা করে দিলে, তারা ত্রিপুরা সরকারের কাছ থেকে ফিফটিন পার্সেণ্ট করে কমিশন আদায় করতে পারবে। কাজেই এই ধরণের ষড়যন্ত্র সারা ভারতেই চলছে এবং আমাদের এই ডম্বুর প্রজেক্টও এই ষড়যন্ত্রের একটা উৎস। এখান থেকে কি ভাবে বছর বছর মুনাফা লুঠ করে নেওয়া যাবে তার ফন্দি খোঁজা হচ্ছে অথচ ত্রিপুরা রাজ্যের বেকারদের স্বার্থের জন্য কিছুই করা হচ্ছে না। তারপরে আছে রেল লাইন, এটা নাকি লাভজনক নয়। অথচ এই

রেল লাইন না হলে ত্রিপুরা রাজ্যে এই যে বলা হচ্ছে পাট কল হবে, কাগজের কল হবে অর্থাৎ শিল্প হবে এগুলি শুধু কথার কথা, আসলে এখানে কিছুই হবে না। হবে না এই কারণে যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি না হলে, এগুলি হতে পারে না। তাই ত্রিপুরা রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করতে হলে প্রথমেই রেল লাইন করতে হবে। কাজেই বাজেটের মধ্যে যে সব উক্তি আছে, সেগুলি শুধু জনসাধারণকে ধাপ্পা দেওয়ার জন্যই আছে। আমরা এও জানি যে ত্রিপুরার মুখ্য মন্ত্রী এক সময়ে বলেছেন তিনি নাকি সুপারীর উপর দাঁড়িয়ে আছেন, কাজেই সুপারীর উপর দাঁড়িয়ে থাকলে যে অবস্থা হয়, তারও সেটা হবে এবং তার পক্ষে এটা বলা স্বাভাবিক। আজকে যেখানে নাকি ৩১ হাজার বেকার, সেখানে আমরা দাবী করব যে ত্রিপুরা রাজ্যের যেখানে যেখানে শহর এবং বড় বড় বাজার আছে, সেখানে এ্যামপ্লয়মেন্ট এ্যাকচেঞ্জ খোলা হউক যাতে করে ত্রিপুরা রাজ্যের বেকারদের সেখানে নাম রেজিষ্ট্রি করতে সুবিধা হয়। কেন এই কথা বলছি. তার কারণ হল বেকারেরা ত্রিপুরা রাজ্যের এক একটা পরিবারের পক্ষে অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ঐ সব বেকারদের পক্ষে আগরতলা বা বিভিন্ন মহকুমা শহরে এসে নাম রেজিষ্ট্রি করা সম্ভব নয়। কাজেই আমি যেটার কথা বল্লাম, সেটা যদি করা হয় তাহলে গ্রামাঞ্চলে যে সব শিক্ষিত এবং আধা শিক্ষিত বেকার আছে, তাদের পক্ষে নাম রেজিষ্ট্রি করা অত্যন্ত সহজ হবে। তারপরে যেটা নাকি আমি বলতে চাই, সেটা হল প্রসাশনের মধ্যে যে সব দুর্নীতি আছে সেগুলি দূর করবার জন্য কোন সরকারী ব্যবস্থা নেই। এই প্রশাসন সম্পূর্ণরূপে আমলাদের উপর নির্ভরশীল। এই আমলারা জনসাধারণের স্বার্থ যতটুকু দেখে তার চাইতে বেশী দেখে তাদের নিজেদের স্বার্থ। কাজেই এই বাজেটে ত্রিপুরার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ রয়েছে, তার মধ্য থেকে এই আমলারা তাদের নিজেদের রুজি-রোজগার করে নিতে ব্যস্ত থাকে। এই ব্যাপারে হাজার হাজার অভিযোগ উঠছে এবং অডিট রিপোর্টেও সেই অভিযোগের কথা বলা আছে। কাজেই যে সব আমলারা এদিক সেদিক করে টাকা নিয়েছে, সেই টাকা তারা আর ফেরত দেন না। কাজেই এখানে সুষ্ঠ এবং স্বাস্থ্যকর প্রশাসন বলে কিছু নেই। গত ২৫ বছর ধরে বাজেটের মধ্যে যে সব টাকা রাখা হয়েছে, সেগুলির কিছু কিছু বোয়ালে খেয়ে ফেলেছে। কাজেই এই যে দুর্নীতি চলছে এটাকে বন্ধ করবার মত কোন ব্যবস্থাই সরকারের তরফ থেকে নেওয়া হচ্ছে না, সেজন্য আমি নীতিগত ভাবে এই কাটমোশানটা এনেছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ডিমাণ্ড নাম্বার নাইনের উপর যে অর্থ বরাদ্দ চেয়েছেন এটা আমরা নীতিগতভাবে মেনে নিতে পারি না। তাই আমি এখানে একটা কাটমোশান রেখেছি, সেটা হল—

"Use of Govt. vehicles and excess expenditure in furniture etc."

আমি বলতে চাই কারণ ত্রিপুরার রাজ্য তথা ভারতের সমস্ত মন্ত্রী মহোদয়েরা আজকার সমাজ-তন্ত্র গঠন করার জন্য যে আত্মত্যাগ করার ইচ্ছা এবং বর্ত্তমান অবস্থা অনুযায়ী নিজেরা বিলাস ব্যসনকে ত্যাগ করে সাধু সন্ন্যাসীর বেশ নিয়ে এসেছেন সেটি আজকে এই বাজেটের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এখানে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী. মহোদয়দের জন্য বাড়ী ঘরের জন্য যে

furniture সেগুলি তৈরী করার জন্য ৫০ হাজার টাকা রাখা হয়েছে। কাজেই আজকে মন্ত্রী মহাশয়রা যদি ভাল গদি মোড়া খাট চেয়ার এবং অন্যান্য বিলাস সামগ্রীর ব্যবস্থা না হয় তাহলে উনাদের ঘুম হবে না। কিন্তু আমাদের দেখতে হবে ত্রিপুরা রাজ্যে এমন সব লোক আছে যাদের ঝড় বৃষ্টি তুফানে মাথা গুজবার মত স্থান তাদের নেই পেটের ক্ষুধা মেটাবার জন্য দুমোঠো অন্নের জন্য রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করতে হচ্ছে এই দেশের মন্ত্রী মহোদয়েরা বাড়ী ঘরের furniture তৈরী করবার জন্য বাজেটে রেখেছেন ৫০ হাজার টাকা আর গাড়ী ঘোড়ায় চড়ে ত্রিপুরায় সমাজতন্ত্র গঠন করার জন্য আছে ১৩৫ হাজার টাকা। সুতরাং এই প্রসঙ্গে এই কথাই মনে পরছে যে এই ত্রিপুরা রাজ্যে একটি জীপ গাড়ীর মধ্যে ৩০/৪০ জন passanger বসে এবং সেই passanger দের over load ধরবার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের পুলিশ বাহিনী খাতা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আর সেই রাজ্যের মন্ত্রী মহাশয়রা সারা ত্রিপুরা রাজ্য ঘুরবার জন্য ৮ মাসের বাজেট করেছেন মাত্র ১৩৫ হাজার টাকা। কাজেই এটা আজকে দেখতে হবে আমাদের ত্রিপুরায় আমরা সমাজতন্ত্রের দিকে চলেছি না ত্রিপুরা রাজ্যে তথা ভারতে যারা ঐ শাসন গদিতে আজ আছে ক্ষমতা হাতের মধ্য নিয়ে তাঁরা আজকে বিলাস ব্যসনের মধ্যে তাদের দেশের সমাজতন্ত্র দেখেছে। আজ সমাজতন্ত্রে একটা ব্রিজের জন্য আগরতলা শহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে সেই দেশের মন্ত্রী মহাশয়েরা গাড়ী হাকাইবার জন্য এই ৮ মাসের জন্য বাজেটে রেখেছেন ১৩৫ হাজার টাকা। ইহাই কি সমাজতন্ত্র। তাই বলতে চাই সমাজতন্ত্রের নাম করে যে ব্যবস্থার কথা তারা ঘোষণা করেছেন এই বাজেটে তাতে এটাই প্রমাণ করছে যে এর সবটাই ফাঁকা এর ভিতর কিছুই সারবস্তু বলতে নাই।

Mr. Speaker :— Now I will request Hon'ble Member Shri Bajuban Riyan to move his Cut Motion.

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand No. 9, item No. 3 তে আমার Cut Motion হচ্ছে Management in 59 existing M. T. Colonies and 10 Tribal Rest Houses. (তারপর উনি উনার মাতৃ ভাষায় বক্তৃতা করেছেন)।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার...

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বাংলায় বলছি।

মিঃ স্পীকার :— You are speaking in...

Shri Bajuban Reang :— I am speaking in both language...

Mr. Speaker :— In...

Shri Bajuban Reang :— In all languages which are permissible in this House.

Mr. Speaker— Which one..

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে যে ভাষায় এই হাউসে বক্তৃতা করা চলে..

মিঃ স্পীকার— No, no, only regional languages in permissible and English is permissible and no other language...

Shri Bajuban Reang :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসে অনেকেই রিয়াং ভাষায় বক্তৃতা করেছেন...

মিঃ স্পীকার :— দিয়েছেন এবং বলা হয়েছে অনুগ্রহ করে বাংলায় অথবা ইংরেজিতে তরজমা করে দিবেন তাহলেই আমাদের প্রসিডিংসে উঠবে নইলে উঠবে না।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমিও তাহলে বাংলায় তরজমা দেব।

মিঃ স্পীকার :— আপনি বাংলায় অথবা ইংরেজিতে তরজমা করে দেবেন তাহলেই উঠবে নইলে উঠবে না।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে ৫৯টি কলোনী এবং ১০টি ট্রাইবেল রেষ্ট হাউস আছে এটা মেন্টেইন করার জন্য যে টাকা রাখা হয়েছে সেটি entirely "B" item এ যত টাকা রাখা হয়েছে তার চেয়ে অনেক কম আমাদের এই মূল বাজেটের ১১১—১১২ পৃঃ যদি আমরা দেখি এখানেই গত আর্থিক বছরের তুলনায় এবারের বাজেট অনেক বেড়েছে। গত আর্থিক বছরে ছিল ৫ ৬ হাজার এবার হয়েছে ১৬·৯১ হাজার। কিন্তু এই টাকা ডিষ্ট্রীবিউশান যদি করি তাহলে আমরা কি দেখি Pay and establishment সেখানেই রাখা হয়েছে ৪·১০ হাজার টাকা। আর ৫৯টি মডেল ট্রাইবেল কলোনীর উন্নয়ন খাতে ব্যয় হয় সেখানে রাখা হয়েছে ৩·৫০ হাজার টাকা এর অর্থ হচ্ছে উন্নয়ন খরচের চেয়ে establishment এর খরচ বেশী হচ্ছে। এষ্টাব্লিশমেন্ট খাতে যে খরচ রাখা হয়েছে সেই খরচ যদি আরও একটু বিশ্লেষণ করে আলোচনা করি বিস্তৃত ভাবে তাহলে আমরা দেখি যে সেটি হচ্ছে ১১২ পৃঃ for meeting the cost of petrol and other contingencies.—গাড়ী ভাড়া বাবত আর ট্রাইবেল রেষ্ট হাউস মেনন্টেন করা হবে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে যে টাকা রাখা হয়েছে তাতে আমার মনে হয় এটা উন্নয়ন খাতের চেয়ে walfare of the inmates of 59 Colonies না হয়ে welfare of establishment means welfare of কতিপয় মানুষ। অর্থাৎ যে সব কর্মচারী তাদের শ্রম শক্তি এই ৫৯টি মডেল ট্রাইবেল কলোনীর উন্নয়নের জন্য তাদের মেন্টন করার জন্য খরচ বলে মনে হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই যে ৫৯টি মডেল কলোনীতে যে সব উপ-জাতি জুমিয়া, উপজাতি ভূমিহীন তাদের পুনর্বাসন পেয়েছিল আজকে যদি আমরা দেখি এই সব কলোনীর প্রায় ৫০ শতাংশ পরিবার অন্যত্র চলে গিয়েছে কোন কোনটিতে আরও বেশী। আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি সেটি হচ্ছে বিশ্রামগঞ্জ কলোনী সেখানে ১৫৬টি পরিবার পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল এবং সেই ১৫৬টি পরিবারের মধ্যে বর্তমানে আছে ৪২টি পরিবার। বাকী পরিবারগুলি গেল কোথায় এদের কি পাখা হয়েছিল বলে উড়ে গেল, না এই কংগ্রেস সরকারের সমাজ কল্যানের জোয়ারে এরা ভেসে গেল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আরও একটি কথা এই সব ভূমিহীন এলটিদের জমিতে বর্তমানে অনেক অফিস হয়েছে—কৃষির অফিস, রেশম শিল্পের অফিস, স্কুল, পূর্ত্ত বিভাগের অফিস এই সব জায়গাতে হয়েছে। কিন্তু এইখানে একটি প্রশ্ন আইনে আছে কারও জায়গা যদি কেহ দখল করে সেই জায়গার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ তাকে দিতে

হয়। কাজেই এই সব জুমিয়া ভূমিহীনদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য এই হাউসের কাছে আবেদন রাখছি। এই যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে বিশ্রামগঞ্জ মডেল ট্রাইবেল কলোনীর ২০টি পরিবারের যে জায়গা দখল করে তাদের ক্ষতি করা হয়েছে সেই ক্ষতিটা কি compensate করা হয়েছে? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই কলোনীতে ২২টি পরিবার।

মিঃ স্পীকার :— Hon'ble Member your time is over.

Shri Bajuban Reang :—আর একটু সময় দিন।

মিঃ স্পীকার :—এক মিনিট

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—এই কলোনীর ২২টি পরিবারের জন্য জি, সি, আই, শিট দেওয়া হয়েছিল সেই টিনগুলি গভর্ণমেন্ট থেকে নীলামে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেই বিক্রয়লব্ধ টাকা কি হল জানি না। বোধ হয় কোন অসাধু কর্মচারীই হয়তো সেই টাকাটা পকেটস্থ করেছে। তবে সেই টাকাটা যাদের পাওয়া উচিত ছিল তারা সেই টাকাটা পায় নি এটা আমি জানি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শুধু এটা নয় এই ৫১টি কলোনীর মধ্যে জলাইয়া, করবুক, লেবাছড়া এই কলোনীগুলি আছে সেই কলোনীগুলিতে কিছু খাস জমি ছিল সেই খাস জমি নিয়ে ভারত সরকারের পরীক্ষামূলক একটি স্কীম আছে যেটি অমরপুর পাইলট প্রজেক্ট স্কীম নামে একটি স্কীম চালু করা হয়েছে কিন্তু বর্ত্তমানে ত্রিপুরা সরকার চিন্তা করেছেন সেটি ভুল হয়েছে। এইরূপ ভাবে যে experiment করা হচ্ছে তার কোনটাই সফল করতে পারছেন না তাঁরা। ফলে তাদের দুঃখ কষ্ট দিনের পর দিন বেরেই যাচ্ছে। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কিছুদিন আগে জলাইয়া কলোনীতে আমি নিজের চোখে যা দেখেছি এবং আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যখন সেখানে গিয়েছিলেন তখন উনি বলেছিলেন যে তাদের সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে। আমি আবার উনাকে অনুরোধ করব উপজাতিদের কল্যানের জন্য যে দায়িত্বভার উনি নিয়েছেন আমি আশা করব সেই ব্যাপারে উনি যথাযথ ব্যবস্থা করবেন। আমি রেষ্ট হাউসের সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে আমি এই কথা বলতে চাই।

ত্রিপুরাতে প্রত্যেকটি সাবডিভিশনে একটি করে ট্রাইবেল রেষ্ট হাউস রাখা হয়েছে কিন্তু সেগুলির যে দুরবস্থা সে সম্পর্কে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সেগুলির উপযুক্ত উন্নয়ন করা সম্পর্কে কারণ সেগুলি মানুষের বাস করার উপযোগী নয়। কিন্তু সেগুলির কারণ হচ্ছে, মানুষ বাস করার মত উপযোগী নয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা সাবডিভিশন্যাল হেড কোয়ার্টারে যান, তাঁদের মংগলের জন্যই বলব যে উনারা সরকারী বাস ভবনে না থেকে ট্রাইবেল রেষ্ট হাউসে অবস্থান করুন। কারণ কংগ্রেস মন্ত্রী বাহাদুররা গেলে পরে রাস্তাঘাট ভাল হয়ে যায়, যদি তাঁরা সেই সমস্ত রেষ্ট হাউসে যান, তাহলে সেইসব রেষ্ট হাউসেরও উন্নতি হবে।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—আর একটু সময় স্যার। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, দশটি মহকুমায়, দশদিন দশ রাত্রি কাটিয়ে আসুন এ' সব রেষ্ট হাউসের মধ্যে এবং সেইসব রেষ্ট হাউসের যে

দুরবস্থা তা দেখে আসুন এবং সেই অবস্থা থেকে মুক্ত করুন। আর একটি বিষয় আমি এখানে উল্লেখ করছি ডিরেক্টরেট অব মেন পাওয়ার সম্পর্কে। ডিরেক্টরেট অব ম্যান পাওয়ার, প্ল্যানিং এণ্ড এমপ্লয়মেণ্টের হেডে যে টাকা রাখা হয়েছে, সেই টাকা দ্বারা বেকারের কিছু হবেনা এবং বেকার—অর্থাৎ শ্রম শক্তি যে আছে সেই শ্রম শক্তির হিসাব এই সরকারের নেই বলেই আমি মনে করি। ত্রিপুরাতে বলা হয়েছে ৩১ হাজার ৫০০ বেকার রয়েছে এই সরকারের এই শ্রম শক্তি-কে কাজে লাগাবার মত ব্যবস্থা নাই। এই সাড়ে একত্রিশ হাজার বেকারের শ্রম শক্তিকে যদি ত্রিপুরার উন্নতি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হত, তাহলে ত্রিপুরার উৎপাদন বাড়তো কিন্তু ত্রিপুরা সরকারের সেই হিসাব নাই। আমি আশা করব এই ত্রিপুরা সরকার এর একটা ব্যবস্থা করবেন। এবং আমার এই কাট মোশান এই হাউসে গৃহীত হবে এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Now I call on Shri Ajoy Biswas to move his Cut Motion. মাননীয় সদস্য আপনাকে আমি অনুরোধ করব আপনার বক্তব্য সংক্ষেপে রাখার জন্য।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি ডিম্যাণ্ড নম্বর ৯ এর উপর দুইটি কাট মোশান এনেছি, সেইগুলি ত্রিপুরার প্রায় ৩০ হাজার কর্মচারীর স্বার্থ জড়িত আছে সুতরাং আমাকে অন্ততঃ ১৫ মিনিট সময় দিতে হবে। আমি এই ব্যাপারে ভাল করে বলতে চাই কারণ এটা খুবই ইম্পোরটেণ্ট, এর মধ্যে এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন জড়িত আছে। কাজেই আমি আশা করব আমাকে পনের মিনিট সময় দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনাকে আমি ম্যাক্সিমাম দশ মিনিট সময় দিতে পারব।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—আচ্ছা স্যার, আমি চেষ্টা করব।

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি ডিম্যাণ্ড নাম্বার—৯ এর উপর দুইটি কাট মোশান এনেছি তার মধ্যে একটি হচ্ছে—Retrenchment and other repressive measures against the employee আর একটি হচ্ছে—'তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর, সরকারী কর্মচারীদের বেতন হারের বৈষম্য ও বিভিন্ন দাবী দাওয়া মেটাতে সরকারের ব্যর্থতা।'

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার কর্মচারীদের একটা মূলগত সমস্যা হচ্ছে তাদের বেতন সম্পর্কে এবং বেতনের হার এর বৈষম্য সম্পর্কে। ত্রিপুরার সরকারী কর্মচারীদের বেতন সম্পর্কে বলতে গেলে ত্রিপুরার সরকারী কর্মচারীরা বিশেষ করে পশ্চিম বঙ্গের বেতন এবং ভাতা পেয়ে থাকেন কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা জানেন কি না আমি জানিনা, কিসের ভিত্তিতে, কেন পশ্চিম বঙ্গের বেতন হার, সেখানকার এ্যালাউন্স এখানকার কর্মচারীরা পাচ্ছেন। সেই সম্পর্কে আমি এখানে দ্বিতীয় পে কমিশনের যে রিপোর্ট, তার কিছু উদ্ধৃতি দিতে চাই। **Report of the Commission of Enquiry on emoluments and conditions of services of Central Government Employees—1957-59 Union Territory** সম্পর্কে বলেছেন—

'Those employed under the Tripura and Manipur Administration should continue to be remunerated at the West Bengal and Assam rate respectively. But we consider that if the arrangement is toward without causing justified dissatisfaction among the employee concerned. Any increase in pay and allowances, sanctiond in West Bengal and Assam should be made available to them promptly, ১৯৫১ থেকে ১৯৫৯ সালের দ্বিতীয় কমিশনের স্পষ্ট রায় হচ্ছে কেবল পশ্চিম বংগের ভাতা এবং বেতন পাবেন তাই নয়, যখনই বেতন এবং ভাতা বৃদ্ধি হবে, সংগে সংগে—প্রমৃপটলি সেটা ত্রিপুরা এবং আসামে চালু করতে হবে। পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার এই সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেটা আমি এই সভা পেশ করতে চাই। কেন্দ্রীয় সরকারের মিঃ এ, ভি, পাণ্ডে জয়েণ্ট সেক্রেটারী টু দি গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া, তার কাছ থেকে একটা চিঠি এসেছে, সেটা হচ্ছে ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩ সাল, সেখানে বলা হচ্ছে প্রেসিডেণ্ট তিনি তাঁর ক্ষমতা বলে সংবিধানের ৩০৯ ধারা সংশোধন করেছেন এবং সংশোধন করে তিনি বেতন এবং ভাতা সম্পর্কে যে রুল করেছেন, সেই রুলটা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরা সরকারকে জানিয়েছেন। সেখানে জানানো হয়েছে Provided further that in case of person appointed to the services and post under the Administrative control of the Administrators of Himachal Pradesh, Manipur and Tripura, if they are drawing pay or scales of pay admissible to corresponding categories of employees of the Punjab and Assam and West Bengal Government respeetively, it shall be competent for the Administrator to revise the rate of scales of pay from time to time so as to bring them at per with the rates or scales of pay which may be sanctioned by the Punjab or Assam or West Bengal as the case may be from time to time for the corresponding categories of employees. এখানে এই রুলে স্পস্ট বলা হয়েছে যে সমস্ত কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল আছে, সেখানকার এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর তাঁকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে পে-স্কেলে যদি এ্যানমলীজ থাকে তাহলে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর তিনি সেটা সংশোধন করতে পারবেন। কিন্তু ঘটনায় আমরা কি দেখছি—সেকেণ্ড পে কমিশন যে রায় দিয়েছেন, সেটা মেনে নেওয়া হয়েছে, রাষ্ট্রপতি যে রুল করে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের হাতে ক্ষমতা দিয়ে দিলেন যে পে এবং ভাতা সংশোধন তিনি করতে পারেন, তার জন্য কেনে রেফার করার দরকার নেই, কিন্তু আজকে আমরা কি দেখলাম ১৯৫৯ থেকে আজ অবধি ত্রিপুরার কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কি ঘটেছে? আমরা দেখেছি ১৯৬১ সালে নূতন বেতন হার যে ত্রিপুরায় চালু করা হল, সেই চালু করার সময় তিন হাজার থেকে চার হাজার সরকারী কর্মচারীর বেতনের হার, তারা যে পোষ্টে কাজ করছে, পশ্চিম বংগে যে হার তার থেকে কম বেতন চালু করা হল। আমি এখানে কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি যেমন ধরুন ওয়ার্ক এ্যাসিস্টেণ্ট—ওয়েস্ট বেংগলে আছে ১২৫-২০০, এখানে করা হল ১০০-১৪০ টাকা। ইউ, ডি, এ্যাসিস্টেণ্ট তার বেতন ছিল ২০০-৩০০, ঐ ১৯৬১ সালে চালু করা হল ১৫০-২৫০ টাকা। এইরকম প্রচুর উদাহরণ আমি দিতে পারব এবং এই প্রসঙ্গে আমরা দেখলাম যে পরবর্তী সময়ে এই সঙ্গেও আমরা দেখলাম সরকার দীর্ঘ ১২ বছরের মধ্যেও এই সমস্যার সমাধান করতে পারলেন না।

যেমন ধরুন ওয়ার্ক অ্যাসিসটেন্ট—ওখানে আছে ১২৫-২০০ টাকা, এখানে করা হল ১০০-১৪০। সেখানে ইউ, ডি, ক্লার্ক, তার বেতন ওখানে ছিল ২০০-৩০০ টাকা। এখানে ৬১ সালে চালু করা হল ১৫০-২৫০ টাকা। পরবর্ত্তী ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত থাকা সত্বেও এই সরকার দীর্ঘ ১০/১২ বছর পরে এই সমস্যার সমাধান করতে পারলো না। এটা সরকারের অপদার্থতা অথবা সরকারী কর্ম্মচারীদের বঞ্চিত করতে চায় কোন্‌টা আমরা বলব জানি না। দ্বিতীয়তঃ ১৯৭০ সালে নূতন একটা বেতন হার পশ্চিম বঙ্গে চালু হল। মন্ত্রী মহোদয়েরা খবর নিবেন যে ১৯৭০ সালে আমরা পূর্ণরাজ্য পাই নি। তারা বেতন কমিশন বসাবেন বলেছেন। বেতন কমিশন সম্পর্কে আমার বক্তব্য নাই। কিন্তু ১৯৭০ সায়ল যখন চালু হল বেতন পশ্চিম বঙ্গে সেই বেতন হার তারা দিতে বাধ্য। কিন্তু আজকে আপনারা পে কমিশন বসাতে চেয়েছন ঐ যে ১৯৭০ সালের পে পশ্চিমবঙ্গে চালু হয়েছে ডি এ, সি, এ, মার্জ করে নূতন স্কেল চালু হয়েছে সেটা ফাঁকি দেবার জন্য নূতন বেতন হারের কথা বলছেন। যদি ১৯৭০ সালের বেতন হারের অসামঞ্জস্য সংশোধন না করেন তাহলে ৩০,০০০ কর্ম্মচারীর ক্ষেত্রে আপনারা আরও অন্যায় করবেন এবং ত্রিপুরার কর্ম্মচারীদের যে বিক্ষোভ আছে সেটা কখনই দমিত হবে না। এটা আমার এই সমস্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট। আমি আর একটা কথা উল্লেখ করছি যে ওয়ার্ক চার্জড কর্ম্মচারীর ক্ষেত্রে (রেড লাইট) কি ঘটনা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেষ করছি। আমরা সমাজতন্ত্রের দিকে চলেছি। মানুষের আয় বাড়বে। কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে কি ঘটনা হয়েছে? তারা ক্লাস ফোরের মত ১৫০ টাকা বেতন পেত। এক তুঘলকী রাজত্বের একটা অর্ডারে তাদের ৬০ টাকা যে বেসিক, তাদের পে স্কেল অ্যালাউন্স ইত্যাদি উঠিয়ে দেওয়া হল এবং তাদের ডেইলী ৪ টাকা রেটে বেতন দিতে বলা হল. তারা পাচ্ছিল ১৫০ টাকা। কিন্তু এর ফলে তাদের বেতন ১২০ টাকা হয়ে গেল। ওওার্ক চার্জড কর্ম্মচারীরা পার্মানেন্ট হতে পারে না ৩০ বছর চাকরী করার পরও। সে পেন্‌সন পায় না, গ্র্যাচুয়িটি পায় না। আমরা দেখেছি যে চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের জন্য চোখের জল পড়ে, যখন নূতন বেতন হার চালু হল, পে কমিশনের রায়ে আছে যে ৩০ পারসেন্ট স্পেশাল কমপেন্‌সেটরী অ্যালাউন্স তাদের দিতে হবে। ত্রিপুরার অর্থমন্ত্রীও স্বীকার করেছেন যে ত্রিপুরার কস্ট অব লিভিং দিল্লী কলিকাতার থেকেও বেশী। কিন্তু ৩০ পারসেন্ট দেওয়া তো দূরের কথা যে সাড়ে সাত টাকা ঐ চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারীরা পেতেন সেই সাড়ে সাত টাকা কেটে নেওয়া হল। আড়াই টাকা বেতন তাদের কমে গেছে। এই হচ্ছে রাজত্ব। রিভিশন হওয়ায় তাদের বেতন কমে গেল। বদলী নীতির কথা যদি বলি, এক একজন মৌরসী পাট্টা নিয়ে ২০।২২ বছর ধরে বসে আছে। এটা শাসক গোষ্ঠীর একটা দুর্নীতি। একটা নিজস্ব যে দৃষ্টিভঙ্গী সেই ধরণের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সৃষ্টি করার জন্য এটা করছে। এটা দূর করবেন না আপনারা। এটা আমরা জানি যে আপনাদের স্বার্থে এটা আপনারা দূরে করতে পারেন না। আপনাদের দুর্নীতিকে ঢাকবার জন্য এটা আপনাদের করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ আমরা দেখেছি যে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা নূতন দাবী করেছেন। তারা চেয়ারে বসার দাবী করেছেন। এটা তাদের দাবী করে নিতে হচ্ছে। তারা বার বার মন্ত্রীদের কাছে গেছে। আজও মন্ত্রীসভা থেকে

সাকু লার দেওয়া হল না যে দরিদ্র কর্মচারী, তাদেরও সম্মান আছে, তাদের চেয়ার দেওয়া হোক। এই সিদ্ধান্ত তারা নিতে পারেন নি। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আমরা দেখেছি চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বাড়ীতে খাটানো হচ্ছে। আমি এই মন্ত্রীসভার সামনে বলছি যে ফরেষ্ট খবর নিন যে বাড়ীতে অন্ততঃ ১৫ জনকে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের অফিসাররা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দিয়ে রান্না করান, তাদের দিয়ে কাপড় কাচান। কাজেই এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ১০।১২ বছর অপেক্ষা করেও তাদের দাবী মেটে নি। উপরন্ত তাদের উপর ব্যাপকভাবে ছাঁটাই সাস্পেন্‌শান চলছে। ভবেশ দাস, সমন্বয় কমিটির সভাপতি সে ২২ বছর চাকরী করার পর সে ছাঁটাই হয়ে যায়। একটা অপরাধ তার যে সেই ৩০,০০০ কর্মচারীর নেতৃত্ব দিয়েছে। তাদের সমস্যা নিয়ে সে সঠিক পথে নেতৃত্ব করে গেছে। আমি ভাত দেব না, কিন্তু কিল মারার গোঁসাই। সুতরাং আমি দাবী করছি যে, যে রিপ্রেশান করা হচ্ছে, যে অত্যাচার করা হয়েছে সেগুলি যেন অবিলম্বে তুলে নেওয়া হয় এবং তাদের যে সমস্যা সেগুলির যদি অবিলম্বে সমাধান না করা হয় তাহলে কর্মচারীদের যে ক্ষোভ আছে, সেই ক্ষোভ মিটবে না বরং কর্মচারীরা আরও ব্যাপকভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করবে। এই কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য।

শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা আমার দল সম্পর্কে যে ডিস্‌টটেড ফ্যাক্ট দিয়েছেন সেই সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। মিঃ স্পীকার, স্যার, আমাদের পোষ্টার সম্পর্কে যা বলা হয়েছে এবং এই কথাও বলা হয়েছে যে কংগ্রেস থেকে ৫ লক্ষ টাকার যে পোস্টারিং করা হয়েছে সে সম্পর্কে লোকসভায় যে কথা হয় সেই সম্পর্কে সভা কক্ষে যে তথ্য দেখানো হয় লোকসভার স্পীকারের নিকট সেগুলি দেখে সি, পি, এম, সদস্যরা এবং বিরোধী দলের সদস্যরা মাথা তুলতে পারেন নি। আর আজকে তারাই বলছেন হে ইলেকশনের সময়ে কংগ্রেস কারচুপি করেছে। আজকে পশ্চিমবঙ্গে গোঁসা করে বিধানসভা—

শ্রীবুলু কুকী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, উনি যে বক্তৃতা দিচ্ছেন তিনি বুড়া আঙ্গুল দেখাচ্ছেন।

শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য :—আমি দেখাইনি স্যার, ওরা যে হাত নাড়ছেন সেটাই আমি দেখাচ্ছি।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—পয়েন্ট অব অর্ডার। আপনি তো রুলিং দেন নি স্যার।

মিঃ স্পীকার :—দিস্ ইজ নট এ পয়েন্ট অব অর্ডার।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—এটা স্যার, হাতকে ঘোড়ানো অনেকের অভ্যাস থাকে।

শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য :—আজকে কেরালাতে আমরা জানি কেরেলার সি, পি, এম, সরকার যে নাকি শ্রমিকদের স্বার্থের কথা বলে চীৎকার করে, তারা সেখানকার নারকেলের ছোলার দড়ির যে ইণ্ডাষ্ট্রি আছে বিড়লার, তার থেকে ১ কোটি টাকা আদায় করেছিল,

তাদেরই দলের সার্থে। তারপরে কেরালায় চাউলের যে কেলেঙ্কারী, সেই কেলেঙ্কারীর ঠিক জবাব আজ পর্য্যন্তও তারা দিতে পারেন নি। সেখানেও তারা কোটি কোটি টাকা উপার্জন করেছে। মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে কেরেলা ছেড়ে আমরা যদি পশ্চিমবঙ্গের কথা ধরি, তাহলে যুক্তফ্রন্টের আমলে জ্যোতি বাবু তাঁর দলের জন্য কি করেছেন? সেখানেও তারা কোটি কোটি টাকা আদায় করেছেন, জোর জবরদস্তি করে তাদের দলের স্বার্থের জন্য এবং তাদের দলকে স্বক্রিয় করে তোলার জন্য, সেই টাকা কার টাকা? সেটা ঐ টাটা বিড়লার টাকা। কিন্তু আজকে আমাদের হাসি পায় তারা যখন বলে যে কংগ্রেস ৫ লক্ষ টাকার পোষ্টার দিয়ে নির্বাচন পরিচালনা করেছে। স্যার, এটা অত্যন্ত অসত্য কথা, তাই আমি তাদের এই কথার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কাজেই যে যুক্তির কোন ভ্যালু নেই, সেই কথা বলে যাতে হাউসের সময় নষ্ট না হয়, সেজন্য আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে বলা হয়েছে যে পশ্চিম বঙ্গের সি, পি, এম, মন্ত্রীসভার উপমুখ্য মন্ত্রী জ্যোতিবাবু রোলস্ রয়েল কার ছাড়া চলতেন না।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—স্যার, উনি এখানে জ্যোতিবাবুর কথা উল্লেখ করছেন, কিন্তু আমাদের এই হাউসে কন্‌বেন্‌সান আছে যে যদি কেউ এখানে প্রেজেন্ট না থাকে, তাহলে তার সম্পর্কে কোন কিছু উল্লেখ করা যাবে না।

মিঃ স্পীকার :—হি ইজ নট মেকিং এ্যানি চার্জ এগেন্‌ষ্ট জ্যোতি বাবু।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—স্যার, পশ্চিম বঙ্গের জনসাধারণ এই সি, পি, এম, দলকে মন্ত্রীসভায় দুই দুইবার বসিয়ে ছিল এই আশা নিয়ে যদি তারা কিছু ভাল কাজ করতে পারে। কিন্তু সেই কাজ তারা তাদের থেকে পায় নি। তাই পশ্চিম বঙ্গের মানুষ তাদেরকে গদীতে বসিয়ে যে ভুল করেছে, এখন তারা তাদের সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করছে। এক সময়ে সি.পি,এম বলেছিল যে তারা পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসকে কবর দিবে এবং কংগ্রেসের জন্য তারা যে কবর খুঁড়েছিল সেই কবরে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারন ঐ সি. পি, এমকে ফেলে দিয়ে মাটি চাপা দিয়েছে, যার থেকে তার আর বের হবার কোন উপায় নেই। মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে সারা ভারতবর্ষ তথা আমাদের ত্রিপুরার অবস্থা লক্ষ্য করে দেখুন যে ১৯৫২ সালের নির্বাচন থেকে সুরু করে আজ পর্য্যন্ত ধাপে ধাপে জনসাধারণ এই কথাটা বুঝতে পেরেছে এবং বুঝতে পেরেছে বলে আজকে তাদের অবস্থাটা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। এত কিছুক্ষণ আগে আমাদের অজয় বাবু শ্রমিক কর্ম্মচারীদের নিয়ে অনেক মেকী কান্না, অনেক নাকি কান্না এই হাউসের সামনে জুড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি বলতে চাই তাহলে তিনি কি এম, এল, এ, হওয়ার জন্য ঐ শ্রমিক এবং কর্ম্মচারী দরদী সেজে ছিলেন। তিনি শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থে কোথায় বৃহত্তর আন্দোলন করেছিলেন, আর এখন যা করছেন সেটা শুধু তার মুখের বড় বড় ফাঁকা বুলি ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই আজকে উনার এম, এল, এ হওয়ার পর, শ্রমিক কর্ম্মচারীদের হয়ে কোথায় তিনি কাজ করছেন, সেটা আমাদের বলার দরকার আছে। মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে সি, পি, এম, যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, তাতে তারা তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য গণতন্ত্রের মোখস নিয়েছে এবং তারা যে গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না,

এই প্রমাণও আমরা পেয়েছি তাঁদের বিভিন্ন কাজকর্ম্মের মাধ্যমে। কাজেই এই দেশে গণতন্ত্রে অবিশ্বাসী যে দল থাকে, তাকে কখনও তারা সমর্থন করতে পারে না এবং অদূর ভবিষ্যতে ভারতবাসী তথা ত্রিপুরাবাসী আজকে তারা যে জায়গায় বসে আছে, এখান থেকেও তাদের ইলিমিনেট করে দেবে গণতন্ত্রের প্রতি যারা অবিশ্বাস করে এবং গণতন্ত্রকে যারা হত্যা করবার জন্য ষড়যন্ত্র করে, তাদেরকে দল হিসাবে জনসাধারণ নিশ্চিহ্ন করে দেবে, কেন না এই ক্ষমতা জনসাধারণের রয়েছে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ৮নং এবং ১০নং ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা করতে চাই।

মিঃ স্পীকার :—এর মধ্যে তো আপনার কোন কাট মোশান নেই।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :— তা নেই, কিন্তু এগুলির উপর আমি আলোচনা করতে চাই। স্পীকার স্যার, ৮নং ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা করতে গিয়ে আমি প্রথমেই একটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে এই হাউসের প্রসিডিংস সম্পর্কে। আমরা গত সেসানেও লক্ষ্য করেছি যে আমরা যে সব বক্তব্য এখানে রাখছি, সেগুলি ট্রেন্সকিপ্ট হয়ে যথাসময়ে আমাদের কাছে যায় না, সেগুলি যায় ২০/৩০ দিন পর। আর আমরা যারা দূরে থাকি, সেগুলি যখন ডাকে যায় তখন আরও অনেক সময় পরে যায়, যার ফলে সেগুলি কারেকশান করতে আমাদের অসুবিধা হয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আমাদের এ্যাসেম্বলী প্রসিডিংস সম্পর্কে যদি কিছু আপনার বলার থাকে, তাহলে আপনি অনুগ্রহ করে আমার চেম্বারে আসুন এবং তখন আমি আপনাকে সব কিছু বুঝিয়ে বলব। কিন্তু ইট সুড নট বি ডিস্কাসড ইন দি হাউস।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ডিমাণ্ড নাম্বার এইটের উপর আলোচনা করছি। আমার মনে হয় যদি এগুলি ২/১ দিনের মধ্যে আমাদের কাছে পাঠানো হয়, তাহলে আমাদের পক্ষে সংশোধন করতে অসুবিধা থাকে না। স্যার, একটা জিনিষ এখানে লক্ষ্য করার আছে, সেটা হল আমরা যখন বক্তৃতা দেই, তার ২ | ১ দিনের মধ্যে যদি সেটা আমাদের কাছে পাঠানো হয়, তাহলে যথারীতি আমরা সেটাকে কারেকশান করে পাঠিয়ে দিতে পারি। কিন্তু যদি সেই জিনিষটা একমাস ১॥ মাস পরে পাঠানো হয়, তাহলে আমরা বক্তৃতার সময়ে কি বলেছি, সেটা স্মরণ রাখা সম্ভব নয় এবং সেই কারণে যথাযথ কারেকশান করাও সম্ভব নয়। কাজেই এটা যদি আমাদের কাছ থেকে কারেকশান করিয়ে নিতে হয়, তাহলে বক্তৃতা দেওয়ার ২ | ১ দিনের মধ্যে পেলে ভাল হয়। তাছাড়া এখানে রিপোর্টার সংখ্যা যেটা দেখছি, তাতে আমাদের বক্তৃতাগুলি ঠিকমত ট্রেন্সক্রিপ্ট হয়ে অত অল্প সময়ের মধ্যে পাওয়ার সম্ভব নয়। কাজেই এই রিপোর্টার সংখ্যা আরও বাড়ানো দরকার, যাতে করে আমরা যথাসময়ে প্রসিডিংস পেতে পারি এবং আমাদের বক্তব্যগুলি সংশোধন করতে পারি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি এই ব্যাপারে এখানে আলোচনা না করে আমার চেম্বারে আসুন, আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলব।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—স্যার, ৮নং ডিমাণ্ডের উপর আরও ২/১টি কথা বলার আছে পেস্কেল এনা-মলী টেপ রেকর্ডাদের। তারা যাতে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পেতে পারে, সেজন্য মাননীয়-ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় ও মাননীয় স্পীকার মহাশয় দৃষ্টি রাখবেন বলে আমি আশা করি। তারপরে ১০নং ডিমাণ্ড সম্বন্ধে আমি বলতে চাই, বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে বিভিন্ন মামলার নিষ্পত্তি হতে অনেক দেরী হয় এবং অনেক সময় ৫ | ৬ বছর বা আর বেশী সময় মামলার নিষ্পত্তি হতে লেগে যায়। আর সেসান কোর্টে যে সব মামলা যায়, সেগুলি কবে নিষ্পত্তি হবে, সেই সময়ের হিসাব অনেক সময় আমরা পাই না। আমরা দেখলাম যে ধর্মনগর কোর্টের একটা কেস, যেটা ট্রেজারী কেস সেটা ১০ বছর পার হয়ে যাওয়ার পর এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। অবশ্য মহামান্য বিচারক যারা আছেন, অনেক সময়ে বিশেষ করে এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের সঙ্গে জড়িত থাকাতে সময়মত বিচার কার্য্য পরিচালনা করতে পারেন না এবং এতে অনেক সুবিধা হয়। যার ফলে এ্যাকৃজিকিউটিভ থেকে জুডিসিয়ারীকে পৃথক করে নিতে হবে। আমার সাজেশান এইটুকু রাখতে পারি যে যদি এ্যাকৃজিকিউটিভ থেকে জুডিসিয়ারীকে পৃথক না করা হয়, তাহলে বিচারক যারা আছেন, তারা অনেক সময়ে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেন না। কারণ এ্যাডমিনিষট্রেটর হিসাবে যিনি এরেষ্ট করাচ্ছেন তিনি যদি আবার সেটার বিচার করেন, তাহলে নিরপেক্ষতা বিঘ্নিত হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়ে যায়। বাজেট ভাষণে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন এই সেপারেশণ যাতে একটা ডিষ্ট্রীক্টে চালু করা যায়, সেজন্য পরিকল্পনা আছে, কিন্তু কবে এটা চালু করা হবে, সেই সম্পর্কে কোন সময় সীমা বেধে দেওয়া হয়নি। তাছাড়া অন্য কোন ডিষ্ট্রিক্টে চালু করার কোন পরিকল্পনা নিয়েছেন কিনা, সেটুকুও বাজেটে উল্লেখ করা হয়নি। একটা জুডিসিয়ারী ডিষ্ট্রীক্ট সম্পর্কে এর আগে সরকার পক্ষের দুইজন সদস্য উল্লেখ করেছেন এবং সেটা আমিও আবার উল্লেখ করছি যে যেখানে তিনটি ডিষ্ট্রীক্ট হয়ে গিয়েছে সেখানে মাত্র একটা জুডিসিয়েল ডিষ্ট্রীক্ট রাখার ফলে জনসাধারণের অসুবিধাগ্রস্থ হয়ে পড়ছে, কাজেই অবশিষ্ট ডিষ্ট্রীক্টগুলিতে যাতে জুডিসিয়ারী ডিষ্ট্রীক্ট করা যায় তাহলে মানুষের পক্ষে অনেক সুবিধা হয় এবং সেই সঙ্গে বিচারকার্য্য অনেকটা ত্বরান্বিত হবে বলে আমার মনে হয়। আমি এই সাজেশানগুলি রেখে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Hon'ble Chief Minister.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নং ৮ এবং ৯ এর উপর যে সব কাট মোশান আনা হয়েছে আমি তার বিরোধীতা করছি। কাট মোশান আনতে গিয়ে যতটা উষ্মা তারা প্রকাশ করেছেন ততটা কাজের কথা বলেছেন কিনা সেটি হাউসই বিচার বিবেচনা করবেন। তারা বলেছেন নির্বাচনে দুর্নীতি সম্পর্কে কিন্তু এটা হাউসের সামনে বলা সম্ভব যেহেতু সেই অধিকার রয়েছে। কিন্তু দুর্নীতি হয়েছে কিনা কোর্টে তার কোন চেলেঞ্জ করা হয় নাই অন্তত আমার জানা নাই যে দুর্নীতি চলেছে। কিন্তু যেহেতু হাউসে যা খুসী বলার অধিকার দেওয়া আছে সেই জন্য তারা দুর্নীতি সম্পর্কে এখানে বক্তৃতা করতে পারেন। কাজেই যেটি আইন সম্মত উপায়ে প্রতিকার করা সম্ভব ছিল সে পথে কেন যাননি কারণ সুস্পষ্ট।

কারণ এটা মুখের কথা এটা কার্যত কোন দুর্নীতি হয়নি। জম্প কাট মোশান যেগুলি এসেছে মাননীয় সদস্য অনিল বাবু এ্যাম্প্লয়মেন্ট সম্পর্কে বলেছেন এ সম্পর্কেও বহু আলোচনা হয়েছে। এমপ্লয়মেন্টের পোর্শানে যেটা আছে আমি জানি এ্যাম্প্লয়মেন্টের পোর্শানে যে সব অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে সেই অর্থ বরাদ্দ করায় প্রয়োজন ছিল। এবং সেই এ্যাম্প্লয়মেন্ট পোর্শানের জন্য Director of Manpower Planning & Employment এর যা function ইতিমধ্যে সুরু করেছেন তারা। ছোট্ট একটি ইউনিট নিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে। সেই ইউনিটের কাজ হল বেকারদের help করা কোথায় কোন চাকুরী আছে কোথায় কি প্রশিক্ষণ করা যায় যাতে সেই সমস্ত বেকার শিক্ষিত যুবকদের উপযুক্ত কাজে নিয়োগ করা যায় বা নিয়োগ করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া যায়। এবং আজ আমরা দেখছি সেই অফিস থেকে বেকার গ্রেজুয়েট ইঞ্জিনীয়ারদের টেণ্ডার দিয়ে রাস্তাঘাট করার জন্য সুবিধাজনক শর্তে কাজ পাওয়া ইত্যাদি নানারকম কনসেশান এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবং তার ফলে প্রায় ১৮ লক্ষ টাকার কাজ এই বেকার যুবকদের মাধ্যমে করানো হয়েছে।

শ্রীঅনিল সরকার :— কতজনকে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— যদি জানতে চান তাহলে আমি জানাতে পারব। ১৮ লক্ষ টাকার কাজ ৫ জন ৬ জন ৭ জন এইরূপ গ্রুপ করে করে দেওয়া হয়েছে। তাতে আমার ধারনা তাতে চাকুরী হয়তো পায়নি তারা সেকথা ঠিক কিন্তু এই ইঞ্জিনীয়াররা কাজ পায়নি সেটি ঠিক নয়। এবং বিভিন্ন দিক থেকে বেকার যুবকদেরও নানা রকম প্রশিক্ষণ করার জন্য দোকান ঘর তৈরী করে দিয়ে আমরা বেকার যুবকদের বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য করার সুবিধা করা হচ্ছে এবং তাদের কাছে স্কিম চাওয়া হচ্ছে কিভাবে তাদের উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু সবাই যদি কেবল সরকারী চাকুরী চায় এবং সরকারী চাকুরী সীমাবদ্ধ সেটি আপনারাও জানেন। কাজেই যেভাবে Director of Manpower Planning & Employment বেকারদের help করতে চাইছেন সেটি হয়তো খুব বেশী নয় আজ পর্যন্ত কিন্তু হেল্প করার জন্য তারা যথেষ্ট করে চলেছেন। Employment Exchange সম্পর্কে বলা হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই জানেন যে Employment Exchange এটি শুধু আজকে আগরতলায় নয় সেটি বোধ হয় না জেনেই বলেছেন অথবা জেনেও স্বীকার করেন নি সেটি প্রত্যেকটি সাবডিভিশনেই আছে বেকারদের নাম রেজিষ্ট্রী করার সুবিধার জন্য। তাছাড়া পোষ্টেও যাতে নাম রেজিষ্ট্রী করা যায় সেই সুবিধাও আজ করা হয়েছে। কাজেই কেন যে এই কথা বলা হয়েছে আমার জানা নেই। Administration এ corruption বন্ধ করার সম্পর্কে আমি বলছি Administration এ একটি Vigilence Cell আছে সেখানে বেনামী দরখাস্ত আসে প্রায় ৭০০ বেনামী দরখাস্ত—সবই বেনামী দরখাস্ত—সেজন্য এই সব দরখাস্তের ব্যাপারে কোন তদন্ত করার কোন পথ থাকে না। তথাপি Vigilence Department থেকে যতটুকু সম্ভব সেগুলির মধ্য থেকে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে এবং এ্যাকশান নেওয়া হচ্ছে। কাজেই ভিজিলেন্সের ব্যাপারে বলা হয়েছে আরও টাকা ধরা হল না কেন এবং আমরা যদি আরও টাকা ধরি তাহলে বলা হবে এত টাকা ধরা হল কেন। কাজেই এক দিকে বলবেন দুর্নীতি বন্ধ করার কথা আবার

বলেছেন এত টাকা খরচ হচ্ছে কেন। কাজেই কোন পথে যাব সেটি আমরা বুঝতে পারছি না। ডিক্টেটরশিপে এটা চলতে পারে কাজেই সেই দিক থেকে প্রশ্নটা বিচার করা উচিত হবে এই যেন যাতে আরও কার্যকর হতে পারে আরও বড় হতে পারে সেই সম্পর্কে আমাদের আরও ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা এই ব্যাপারে সচেতন দুর্নীতি বন্ধ করার ব্যাপারে সচেতন। মাননীয় সদস্যকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যদি আমাদের মধ্যেও কেউ থাকেন দুইখান থেকে টাকা নিচ্ছেন বেতন বাবত বা অন্য কোন রকমে সেই সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকা দরকার। যেখানে বেকার সমস্যা রয়েছে শ্রমিকদের জন্য দরদে উথ্‌লে উঠে সেখানে যদি দুইটি চাকুরী নিয়ে বসে থাকেন কেউ দুই জায়গা থেকে বেতন ড্র করেন তাহলে সেটি নিশ্চয়ই শোভন হবে না। আমি বলছি না যে এ কথা অন্যায্য নিশ্চয় পাওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু আজকের দিনে যখন দরদ প্রকাশ করতে যাব তখন নিশ্চয়ই আমাদের বলতে হবে আমাদের এটার দরকার নাই। আমি বিরোধী দলের ক্ষোভের কথা বুঝি যে পয়েন্টের মধ্যে আমি যেতে চাইছিলাম না। তাদের ক্ষোভের কথা আমি বুঝি এবং তারা বহু চেষ্টা করেছিলেন ক্ষমতায় আসার জন্য। পশ্চিম বঙ্গের জনতা দেখেছেন যে ক্ষমতায় এলে তারা কি পর্যায়ে যায়। যে কথা আমাদের বন্ধু সদস্য বলেছেন কাদের রোলস্ রয়েল গাড়ী ছাড়া চলে না আমি দেখেছি এতে লাভ কোথায় সেটিআমি জানি কিন্তু জনসাধারণ তাদের বিশ্বাস করে দিচ্ছে না তারা জানে ওখানে গেলে তারা ছারপোকার মত ছুটে আসে ওখানে গেলে এরা দুই হাতে গিলবে। কাজেই জনসাধারণ তাদের সরিয়ে দেয় যত ধাপ্পা বা সে জন্য যত বড় বড় কথাই বলা হোক না কেন কাজেই আজকের দিনে চিৎকারই তাদের সম্বল আমি জানি। কাজেই এই সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই না। পে স্কেল সম্পর্কে কর্মচারীদের উপর অন্যায় করা হচ্ছে এই সম্পর্কে মাননীয় সদস্য দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দৃষ্টি আকর্ষণ করার আগেই আমরা পে কমিশন করেছি। গভর্ণমেন্ট থেকে পে কমিশন করা হচ্ছে এবং সেই পে কমিশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে যদি এই পে স্কেলের মধ্যে কোন রকম অসাম্য থাকে কোন রকম discripency থাকে সেটি যেমন দূর করব এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে পে স্কেল কি হওয়া উচিত সেটিও দেখার জন্য এই পে স্কেল কমিশন। কাজেই এদের চাৎকারই সম্বল আমরা জানি পে স্কেল কর্মচারীদের ব্যাপারে অন্যায় করা হয়েছে বলে মাননীয় সদস্য দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছেন। আমরা পে কমিশন করেছি গভর্ণমেন্ট থেকে পে কমিশন করা হচ্ছে। পে স্কেলের মধ্যে যদি অসাম্য থাকে, ডিস্ক্রীপেনসী থাকে এবং ত্রিপুরার পরিপ্রেক্ষিতে কি হওয়া উচিত সেটা দেখার জন্য, সেটা দেখা হচ্ছে না তা নয়। এখন আমরা পূর্ণ রাজ্য পেয়েছি, এখন ইউনিয়ন টেরিটোরি নয়, কাজেই আমরা পশ্চিম বঙ্গের রুল ফলো করব, নিজস্ব কিছু করতে পারব না, তাহলে মাননীয় সদস্য পূর্ণ রাজ্যের কথা বলবেন না, আবার ইউনিয়ন টেরিটোরীর জন্য দাবী তুলুন। পশ্চিম বঙ্গের বাইরেও এটা করা যেতে পারে, পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদার কথা বলছেন, সেইজন্যই পে কমিশন আমরা করেছি, ত্রিপুরার ৩০ হাজার কর্মচারীর ভাগ্য নির্দ্ধারণ করার জন্য ত্রিপুরার জীবন যাত্রার মান, কষ্ট অব লিভিং অনুযায়ী তাদের পে স্কেল হওয়া উচিত সেইজন্যই পে কমিশন আমরা করতে যাচ্ছি, তাই অনেক ক্ষেত্রে তার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি না। যে কাট মোশান এনেছেন সেটা অনর্থক তার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker—Now discussion on Demand Nos. 8, 9, 10 is over. There is one Cut Motion on Demand No. 8.

I am puting to vote the Cut Motion moved by Shri Sudhanwa Deb Barma first.

The question before the House is that Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—

'গত সাধারণ নির্ব্বাচনে শাসকদলের বিভিন্ন ভাবে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ সম্পর্কে।

The Cut Motion was put to voice vote and lost.

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা ডিভিশন চাইছি।

Mr. Speaker :— I am taking the decision of the House again.

The Motion was put to voice vote again and lost.

Now I put the Demand No. 8 to vote.

The Question before the House is that a sum not exceeding Rs. 15,66,000 exclusive charged expenditure of Rs. 31,000 [inclusive of the sum of Rs. 6,14,000 exclusive charged expenditure of Rs. 10,000 authorised by the President under sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act 1971, for the period from the 1st April. 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973, in respect of Demand No. 8, Major Head 18-Parliament, State/Union Tereitory Legislature.

The Demand was put to voice vote and passed.

There are as many as 7 Cut motions on Demand No. 9.

I am puting to vote all the Cut Motions moved by Shri Anil Sarker, Shri Abhiram Deb Barma, Bajuban Riyan and Shri Ajoy Biswas.

Now question before the House is that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—

"Checking the grwoing unemployment problem and demand for provision of new avenue for the unemployed."

The Motion was put to voice vote and lost.

Now I am puting to vote the motion moved by Shri Anil Sarker.

Mr. Speaker :— The question before the House is that the demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—

"Absence of scope for registering names of the unemployed in the sub divisional towns."

The Cut Motion was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that the demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—

"Eradication of corruption in the Administration."

The Cut Motion was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker :— Now I am putting to vote the Cut Motion moved by Shri Abhiram Deb Barma.

The question before the House is that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—

"Use of Government vehicles and excess expenditure in furniture etc."

The Cut Motion was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker :— Now I am puting to vote the Cut Motion moved by Shri Baju Ban Riyan.

The Question before the House is that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—

"Management in 59 existing M. T. colonies and 10 Tribal Rest Houses."

The Cut Motion was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker :— Now I am puting to vote the Cut Motion moved by Shri Ajoy Biswas. The question before the House is that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on

"Retrenchment and other repressive measures against the employees."

The Cut Motion was put voice vote and negatived.

Mr. Speaker :— Now I am putting to vote the Cut Motion moved by Shri Ajoy Biswas. The question beforc the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের বেতন হারের বৈষম্য ও বিভিন্ন দাবী দাওয়া মেটাতে সরকারের ব্যর্থতা।

The Cut Motion was put to voice vote and negatived.

Mr. Speaker :— Now I am puting the Demand No. 9 to vote.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 1,11,39,000 exclusive charged expenditure of Rs. 4,16,000 [inclusive of the sum of Rs. 23,09,000, exclusive of charged expenditure of Rs. 84,000 authorised by the President under sub-section (i) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-orgainsation) Act 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972]. be granted to defry the charges which will come in

course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 9. Major Head '19'—General Administration.

The Demand was put to voice vote and passed,

Mr. Speaker :— Now there is no Cut Motion on tha Demand No. 10. I am puting the Demand to vote.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 13,11,000 exclusive ot charged expenditure of Rs. 4.56,000—[inclusive of the sum of Rs. 3,25,000 exclusive of charged expenditure of Rs. 59,000 authorised by the President under sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re organisation) Act 1971, for the period from 1st April. 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1973, in respect of Demand No. 10, Major Head '21'—Administration of Justice.

The Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :— Now I would call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand Nos. 34, 13 & 24 together.

Shri D. K. Choudhury :— Demand No. 35.—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 3,56,03,000 [inclusive of the sum of Rs. 1,49,95,000 authorised by the President under sub section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re organisation) Act 1971, for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March' 1973 in respect of Demand No. 34—Miscellaneous.

Demand No. 13.— Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 11,52,000 [inclusive of the sum of Rs. 5,17,000 authorised by the President under sub.section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisatiun) Act 1971, for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July 1972], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 13—Miscellaneous Department.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 3,56,03,000 [inclusive of the sum of Rs. 1,49,95,000 authorised by the President under Sub-Section (1) of Section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971, for the period from the 1st April, 1972 to 20th July, 1972] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973, in respect of Demand No. 34— (Major Head '—71— Miscellaneous')

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 11,52,000 [inclusive of the sum of Rs. 5,17,000 authorised by the President under sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act 1971, for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March. 1973 in respect of Demand No. 12 (Major Head— '26' Miscellaneous Department).

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,17,76,000 [inclusive of the sum of Rs. 28,86,000 authorised by the President under Sub-section (1) of Section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July 1972], be granted to defry the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973, in respect of Demand No. 24 (Major Head—'39' Miscellaneous, Social and Development Organisations).

Mr. Speaker—Now, there are as many as 17 cut motions on these demands. Shri Bajuban Reang is to move his cut motion first.

শ্রীবাজুবান রিয়াং—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৪ এর উপর পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে এবং পঞ্চায়েত শাসন ব্যবস্থা চালু করার নীতি সম্পর্কে আমার একটা কাট মোশন আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাটমোশনের স্বপক্ষে বলতে গিয়ে বলতে চাই যে গত ২৩শে জুন মাননীয় অর্থ মন্ত্রী তার ভাষণে যা বলেছেন সেটা অসত্য কিনা আবার মাননীয় অর্থ মন্ত্রীকে চিন্তা করে দেখার জন্য অনুরোধ করছি। উনার ভাষণের বাংলা কপির শেষ লাইনে শেষ পৃষ্ঠায় আছে, 'এসব মোকদ্দমা চালনার জন্য তাহাদিগকে ক্ষমতা দেওয়ার ব্যাপারে হাই কোর্টের রেজিস্ট্রারকে অনুরোধ করা হয়েছে।' মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি যতটুকু জানি ১৯৬১ সনে ত্রিপুরার পঞ্চায়েতরাজ আইন এবং নিয়ম ত্রিপুরায় চালু হওয়ার পর থেকে ১৯৬৭ সনে পঞ্চায়েত রাজের যে একটা গেজেট নোটিফিকেশন দিয়ে ন্যায় পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, ঐ ক্ষমতা বলে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে এখানে উল্লেখ করেছেন ফৌজদারী, দেওয়ানী এবং রাজস্ব সংক্রান্ত মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য রেজিস্ট্রারকে যে অনুরোধ করেছেন এটা আমার মনে হয় ক্ষমতার অপব্যবহার অথবা কখন কি আইন হয় সেটা তারা অনেক সময়ে ভুলে যান। যদি ভুল হয়ে থাকে তা হলে সংশোধন করা ভাল। ভুল থেকে গেলে এটা বড়ই দুঃখের কথা। আপনার অনুমতি নিয়ে আমি পড়ছি—Cognigence of cases. "Sub-Section (a) After a Nyaya Panchayt has been established for any area no court except as otherwise provided in this act shall take congnigence of any case triable by such Nyaya Panchayt". আর এই আইনটাকে কার্যকরী করার জন্য ত্রিপুরার সরকার ২২।৯।৫৭ তারিখে ত্রিপুরার একস্ট্রা অর্ডিনারী গেজেটের ইস্যুতে Notification

No. F7(1) Panchayat/163 dated 17. 9. 67. এই অর্ডার মূলে আমার মনে হয় অর্থমন্ত্রী যে কথার উল্লেখ করেছেন সেটা অবান্তর। প্রয়োজন নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বক্তব্য হচ্ছে পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দেওয়া দরকার। এটা খুব ভাল কথা এবং আমরা অনেকদিন থেকে বলে আসছি এবং এই পঞ্চায়েতকে শক্তিশালী করার জন্য এবং পঞ্চায়েতর মাধ্যমে গ্রামের সমস্যা সমাধানের জন্য পঞ্চায়েতকে শক্তিশালী করা দরকার। আমরা অর্থমন্ত্রীর বাজেট ভাষণে এবং মূল বাজেটে দেখেছি প্রত্যেক গাঁও সভাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করার জন্য কিছু টাকা রাখা হয়েছে। তবে এই টাকার অংক দিয়ে ত্রিপুরার যে ৪৪৯টা গাঁও সভা আছে, এই গাঁও সভাগুলির প্রত্যেকটা উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারবে কিনা আমার সন্দেহ আছে অবশ্য সরকার বলতে পারেন হতে পারে। (রেড লাইট) আমাকে আরও পাঁচ মিনিট সময় দিন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। গাঁও সভার সংখ্যা হচ্ছে ৪৪৯ টা আর ৪৪৯ টা গাঁও সভাকে গ্র্যাণ্ট ইন এড দিয়ে তাদের উন্নয়নমূলক খাতে খরচ করার জন্য দেওয়া হয়েছে ৮১,৫০০ টাকা এবং উন্নয়ন খাতে যে খরচ হবে, কি কি খাতে খরচ হবে তাও উল্লেখ করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা বড় দুঃখের কথা মাননীয় মন্ত্রীরা বক্তৃতার সময় গালভরা বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। কিন্তু বাজেটের ৫৩৩ পৃষ্ঠায় ৪৪৯ টা গাঁও-সভাকে টাকা দিয়ে উন্নয়নের কথা আছে। সেটা কিভাবে দেওয়া হবে? এখানে লেখা আছে —"Grant-in-aid towards special assistance to Panchayats for Establishment charges and office contingencies etc."

এখানে লেখা আছে গ্রেণ্ট ইন এইড টুওয়ার্ডস স্পেশাল এ্যাসিষ্টেন্ট ফর পঞ্চায়েত এ্যাণ্ড ইটস এষ্টাব্লিষ্ট মেন্ট চার্জ্জ ফর অফিস কন্‌টিজেন্‌সী ইত্যাদি। হিসাব করে দেখলে এই ৮১ হাজার টাকায় কয়টা পড়বে। আমার মনে হয় প্রত্যেক গাঁ সভার অফিস চালানোর এষ্টাব্লিষমেণ্ট, সেটাও সম্ভব হবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে পঞ্চায়েত রাজ আইন ১৯৬১ সন থেকে চালু হয়েছে সেই ১৯৬১ থেকে আজ পর্যন্ত যতটুকু খরচ হয়েছে সেটা যদি আমরা হিসাব করে দেখি, তাহলে এই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে হয়তো গ্রামের উন্নয়ন করা যেত। কিন্তু এই কংগ্রেস সরকার সেই ১৯৪৭ সন থেকে গদী দখল করে আছে এবং তাদের শাসনের নীতি এত দুর্বল এবং তাদের সেই দুর্বলতার ফলে তারা পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দেওয়ার দিক থেকে নিজে-দের ইক্যুইপ্ট করতে পারছে না। আমরা জানি যে গ্রাম প্রধানরা নির্বাচিত হন এবং পঞ্চা-য়েতে যারা সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করেন, তারা আপ্রান চেষ্টা করেন যাতে গ্রামের উন্নতি হয় এবং তারা যদি সেই ক্ষমতা পেত এবং তাদের যদি প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করা হত, তাহলে তারা একটা করতে পারত। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি, এই পঞ্চায়েত প্রধানরা কেন, কংগ্রেস রাজত্বে কংগ্রেসীরা মন্ত্রীরা যখন পাঁঠা খান, তখন সেই পাঁঠা কেটে সেই পাঁঠার ঠেঙ্গ খাওয়া ছাড়া তাদের আর কোন কাজ নেই। এমন কি ব্লক উন্নয়নের খাতে যে টাকা খরচ করা হয় সেই ব্লকের টাকা ভিলেজগুলিতে খচর করা হয় —যেমন ধরুন বাজেটে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার হেডে একটা টাকা ধরা হয়, বিনামূল্যে ট্রাইবেলদের মধ্যে বীজ ধান ইত্যাদি বিতরণ করার জন্য তারপরে আছে টি, ডি, ব্লকের মাধ্যমে ট্রাইবেল এরিয়াতে রাস্তা করার জন্য, কিন্তু ট্রাইবেলরা সেই সব খবর রাখেন না। তাই আমি অন্তত: দুঃখের সহিত এই সরকারকে অনুরোধ করছি

আপনার গাঁও সভাকে ক্ষমতা দিয়ে, অর্থ সাহায্য করে গ্রামের সর্বাঙ্গিন উন্নতির জন্য চেষ্টা করছেন, ভাল কথা, কিন্তু বাজেটে এত কম টাকা ধরেছেন? অথচ ভোটের সময়ে আমি দেখব টাকা যথেষ্ট রয়েছে। আমি জেনারেল ডিস্কাশনের সময়ে দেখেছি সরকার পক্ষের অনেক সদস্য এই পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দেওয়ার জন্য এবং পঞ্চায়েতকে আরও অধিক অর্থ সাহায্য দেওয়ার জন্য বক্তব্য রেখেছেন এবং তারাও আমার সঙ্গে এই ব্যাপারে একমত হয়েছেন। কিন্তু ভোটাভোটির সময়ে তারা কি করেন, সেটা আমি একটু দেখতে চাই, এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস:—মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৪ এবং ২৪ এর উপর আমার অনেকগুলি কাট মোশান আছে এবং সেগুলির আলোচনা করার জন্য আমি আপনার কাছে কিছু বেশী সময় চাইছি। আশা করি আপনি আমাকে সেই সময় দিবেন। আমার কাট মোশানগুলি হচ্ছে—

১) পৌর সভার নির্ব্বাচন ও নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে সরকারী নীতি সম্পর্কে, ২) ডিসপ্রেস্‌ড গল্‌ড স্মীথদের সাহায্য দানের ক্ষেত্রে বৈষম্য সম্পর্কে, ৩) আগরতলা শহরের রাস্তা, ড্রেন, জল ও অন্যান্য পৌর সুযোগ সুবিধার অভাব সম্পর্কে, ৪) ছাঁটাই পেইড ভলানটিয়ার্স ও রিলিফ কর্ম্মচারীদের পুনঃ নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতার প্রতিবাদ, ৫) বাংলাদেশের শরনার্থীদের ত্রাণ কার্যে অফিসার ও আমলাদের ব্যাপক দুর্নীতির সুযোগ গ্রহণ সম্পর্কে এবং ৬) হরিজনদের সর্বাঙ্গিন কল্যাণের ক্ষেত্রে সরকারের নীতি সম্পর্কে।

আমি প্রথমে পৌর সভার নির্বাচন সম্পর্কে বলছি যে আজকে যিনি মুখ্য মন্ত্রী, তিনি হয়তো স্মরণ করবেন যে খুব বেশী দিনের কথা নয়, বছর খানেক আগে আমরা এই নির্ব্বাচনের জন্য পৌর সভার দর্জ্জায় তাকে ধর্ণা দিতে দেখেছি। কিন্তু তিনি যখন নির্ব্বাচিত হলেন, যখন নরম গদীতে তিনি বসলেন, তখন তার মতটা পাল্‌টাতে গেল এবং আমরা দেখছি যে গত বছর ধরে এই আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচন হচ্ছে না। আমি জানি না ভারতবর্ষের পৌর সভার ইতিহাসে, বিশেষ করে এই রকম একটা স্বয়ং শাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ১৪ বৎসর ধরে নির্ব্বাচন হয় নি। এটা হয়তো ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি ছাড়া আর কোথাও দেখা যাবে না। তাতে আমার মনে হয় কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রের প্রগতি এই ত্রিপুরাতে এসে ঠেকে গিয়েছে। সুতরাং এই যে পৌর সভার নির্বাচন, এটা আমি মনে করি যে এই নির্বাচন না করা যেমন অগণতান্ত্রিক তেমনি পৌর সভার হাতে যদি ক্ষমতা হস্তান্তরিত না করা হয় তাহলে নিশ্চয় আজকে গণতন্ত্রের যত বুলিই বলি না কেন, যত বড়াই করি না কেন, এটাই প্রমাণ হবে যে মুখে তারা গণতন্ত্রের কথা বললেও আসলে তারা অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহন করতে পাকাপুক্ত। এই পৌর সভার নির্বাচনের ব্যাপারে আজকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই পৌর সভার উন্নয়নের ব্যাপারে আমরা দেখব যে এই পৌর সভার মধ্যে ৯১টি রাস্তা আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি নিজেও মিউনিসিপ্যালিটি এলাকা নির্বাচিত এবং আমি ভাল করে জানি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও এই আগরতলা শহরের নির্বাচন কেন্দ্র থেকে নির্ব্বাচিত। তিনি অবশ্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন গত নির্বাচনে ফেস করার সময়ে, এই

শহরের ড্রইন এবং রাস্তাগুলির যে অবস্থা, চলুন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় স্পীকারকে বলছি যে গত ২৫ বছরের মধ্যে অন্যান্য রাজ্যে যে সমস্ত নতুন শহর হয়েছে, সেগুলির রাস্তা-ঘাটের অবস্থা আমরা দেখে আসি, আর আমাদের এটাতো হচ্ছে একটা রাজধানী, ত্রিপুরায় ১৬ লক্ষ মানুষের বাস, তার যে একটা রাজধানী, সেটা কি নরক কুণ্ড হয়ে আছে। সেটা আমরা তুলনামূলক ভাবে দেখতে পাব। স্যার, খুব বেশী দূর যেতে হবে না, পশ্চিম বঙ্গে আমরা যদি যাই, তাহলে দেখব সেখানে যে সব ছোট ছোট শহরগুলি আছে, সেগুলির যে সব গলি রাস্তা আছে, সেগুলিও পাকা হয়ে গেছে এবং পীজ হয়ে গেছে। আর এই পৌর সভার যে ৯৯টি রাস্তা আছে, আমি চেলেঞ্জ করে বলতে পারি যে ১০।১২ বছর, এতেও হবে না আজ অবধি পাকা বা পীজ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়নি। আর আমরা নাকি এখানে একটা রাজ্যের রাজ-ধানীতে বাস করছি। আর যদি বলি ড্রেইনের কথা, তাহলে শতকরা ৮০টি ড্রেইন হচ্ছে ওপেন ড্রেইন, এখনও সেগুলির পাশ দিয়ে যখন চলতে হয়, তখন মুখে রুমাল দিয়ে চলতে হয়। এখানে শতকরা ৮০টি ড্রেইন এখনও পাকা হয় নি এবং সেগুলিতে সব সময়ে পোকা অবর্জ্জনা নোংরায় গিজ গিজ করছে। আমরা দেখছি জল, জলের ক্ষেত্রে যদি দেখি, আমি স্যার ১ নং কেন্দ্র থেকে দাঁড়িয়েছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, চলুন আমার সেই সব কেন্দ্রে যেখানে প্রায় ৫।৬ হাজার অধিবাসী বাস করেন, সেখানে আপনি যদি রিক্সা করে যান, গাড়ী তো সেখানে চলবে না, হয়তো মন্ত্রী মহাশয়দের অসুবিধা হবে, সেখানে যদি রিক্সা নিয়ে যাই, সেই রিক্সা ঘুরিয়ে আনা যাবে না, রাস্তার অবস্থা এই রকম। সেখানে ৫।৬ হাজার মানুষ এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে আছে। নিয়ন আলোর রাস্তার দিয়ে মন্ত্রীদের গাড়ীগুলি যখন যায়, তখন ভিতরে কি অবস্থা, সেটা তাদের চোখে না পড়া স্বাভাবিক। যারা ঐ অঞ্চলে আছে বর্ষার সময়ে বৃষ্টির জল তাদের বাড়ীর উপরে উঠে যায়। আর যারা পৌর সভার অধিবাসী তারা জানে এবং অদ্ভুত কথা শুনে। আমাদের এখানে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী বলেছেন যে টাকার কোন অভাব নেই। আর যখন পৌর সভার এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর এবং ইঞ্জিনীয়ার বা অন্য কোন অফিসার তাদের কাছে যান, আমি নিজেও ডেপুটেশান দিয়েছি অনেককে নিয়ে তারা বলে যে দেখছি দেখে আসি। তারা গেল গাড়ী নিয়ে এবং দেখেও এলেন এই অবস্থা যাত্রা, এই আলো নেই, রাস্তা নেই। কাজেই এখানে রাস্তা হবে না ড্রেইন হবে না এবং আলো হবে না, কিছুই হবে, না। তারপরও বলবেন যে টাকার অভাব সেজন্য আমরা কিছু করতে পারছি না, এখন যাও পরে দেখি কিছু করতে পারি কিনা। অবশ্য বলছেন যে টাকার কোন অভাব নেই, কিন্তু পৌর সভার কথা বললেই টাকার অভাব হয়। সেখানে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার, এ্যাক্জিকিউটিভ অফিসার গিয়ে যদি একবার দেখে আসেন, তাহলে সেখানে কাজ থাকলেও পরে তারা আর সেখানে যান না। তারপর আমরা যদি আলোর কথা বলি, অবশ্য মন্ত্রী মহাশয়রা গাড়ী করে চলাফেরা করেন, রাস্তায় বেরুতে হয় না কিন্তু যদি একটা দিন রাস্তায় বের হয়ে দেখেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে শতকরা ৫০টি রাস্তায় রাত্রে কোন আলো থাকেনা বা জলে না। ফলে সেখানে বিভিন্নভাবে ছিনতাইর কাজ বেড়ে চলছে এবং আমি একটা কথা এখানে বলতে পারি, সেটা হচ্ছে আগরতলা পৌর সভার সম্পর্কে একটা গল্প আমার জানা আছে যে ২৫ বছর পর উন্নতির দিক থেকে এই পৌর সভার তার সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে বিশেষ কতগুলি অঞ্চল আছে, যেগুলি এত নিম্নে পড়ে আছে যে আজকে সেখানে একটা সাংঘাতিক অবস্থা চলছে যেটা নাকি অন্যান্য শহরের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে অর্থাৎ পৌরবাসীদের কোন সুযোগ সুবিধা এখানে নেই। আমি পরবর্ত্তি ক্ষেত্রে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে ছাটাই Paid volunteers দের সম্পর্কে। আমার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ কাজ করেন না এটা ঠিক নয় উনারা তিন মাস হল এসেছেন এই তিন মাসে আর কিছু না করুন এই তিন মাসে উনারা ৪ হাজার রিলিফ কর্ম্মচারীকে ছাটাই করে-ছেন। আমার বলতে ইচ্ছা করে এই মন্ত্রী সভা বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য নয় বেকার

বারানোর জন্যই এই মন্ত্রীসভা। কারণ এই মন্ত্রী সভা এই তিন মাসের মধ্যে ৪ হাজার কর্ম্মচারীকে ছাঁটাই করেছেন। এটা এই মন্ত্রী সভার অপদার্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি দেখেছি পশ্চিমবঙ্গে রিলিফ কর্ম্মচারীদের 'মে' মাস অবধি তারা চাকুরী করছে সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছেন। পশ্চিমবংগে যদি রিলিফ কর্ম্মচারীরা 'মে' মাস অবধি কাজ পায় এখানকার রিলিফ কর্ম্মচারীরা মার্চ মাসেই ছাঁটাই হয় কি করে। কাজেই একই কাজ করে পশ্চিমবংগের রিলিফ কর্ম্মচারীরা যদি 'মে' মাস অবধি কাজ পেল এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রায় ৪৩ লক্ষ টাকা সেংসান হল আর এই মন্ত্রী সভার অপদার্থতার জন্য ত্রিপুরার রিলিফ কর্ম্মচারীদের 'মার্চ' মাসেই ছাঁটাই হয়ে গেল সেজন্য আমি দাবি করছি ঐ ছাঁটাই রিলিফ কর্ম্মচারীদের বিকল্প ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আমি দেখেছি বাংলাদেশের ব্যাপারে ত্রিপুরায় একটি লুটপাতের রাজত্ব চলেছিল। আমি এটাকে লুটপাট সমিতি বলব। এই লুটপাট সমিতিকে কংগ্রেস থেকে মন্ত্রীদের এবং আমলাদের লুটপাটের সুযোগ করে দিয়েছে এবং তার জন্য কোন তদন্ত করার ব্যবস্থা করা হবে না। অডিট রিপোর্টে দেখা গেছে সেই দিঘল, এটা আমার কথা নয় সেই রিপোর্টের কথা রঞ্জিত দিঘল, এস, ডি, ও ছিলেন কমলপুরে সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জি, এস, ডি, ও, ...

মিঃ স্পীকার ঃ— Hon'ble Member, you should not mention the name of any officer who are not present...

Shri Ajoy Biswas :— আগে প্রচুর কথা হয়েছে স্যার,...

Mr. Speaker :— No. no this is against the rule...

শ্রীঅজয় বিশ্বাস— আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, আমি দেখেছি সেখানে ৪ জন প্রাক্তন এস, ডি, ও, সম্পর্কে অডিট রিপোর্টে বলেছেন যে বিনা টেণ্ডারে হাজার হাজার টাকার মাল নেওয়া হয়েছে কোন টেণ্ডার কল করা হয়নি। আমি দেখেছি, অবাক হবেন স্যার, একটা কাঁঠালের দাম তিন টাকা দেওয়া হয়েছে। অডিট থেকে ধরা হয়েছে। সেই কাজ প্রথমে দেওয়া হয়েছিল একটা কাঁঠালের জন্য ৭ পয়সা কিন্তু পরে তাকে কাঁঠালের জন্য কে, জি, হিসাবে দেওয়া হয়েছে—৬৫ পয়সা করে কে, জি, সেই হিসাবে একটি কাঁঠালের দাম পড়েছে তিন টাকা। আমি দেখেছি অন্তত ২৫ হাজার ঘর করা হয়েছিল কিন্তু সেইসব ঘরে কোন লোক বাস করেনি। সেজন্য অডিট থেকে ধরা হয়েছে। আমি দেখেছি যখন বাংলাদেশ থেকে ইভাকুয়ী যারা এসেছিল এখানে তখন তাদের থেকে লিখিয়ে নেওয়া হয়েছিল যে তাদের দেওয়া হয়েছে ১·১৬ পয়সা যা তাদের জন্য ধার্য ছিল কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাদের দেওয়া হয়েছিল ৬০ পয়সা করে। তাই আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এই ১৬,০০০ টাকা অডিট রিপোর্টে ধরা হয়েছে সেই টাকাটা কার পকেটে গিয়েছে। এটা আমার বক্তব্য নয় আমি মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই ঐ সব এস, ডি, ও,রা যারা বাংলাদেশের সংগ্রামের সহায়তার নাম করে বাংলাদেশ থেকে গাড়ী কিনে আনল আর কিছুদিন পরে দেখছি এখানে অনেক বাড়ী উঠেছে সেগুলি কার টাকায়। আমি সেজন্য তদন্তের দাবি করছি।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে আর এক মিনিট সময়ের মধ্যে আমার বক্তব্য শেষ করছি। হরিজনদের সম্পর্কে আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি হরিজনদের জন্য গ্র্যান্ট দেওয়া হয় সুযোগ দেওয়া হয় কিন্তু সেটি তাদের হাতে পৌঁছায় না। কেন্দ্র থেকে টাকা হরিজন সেবক সংঘের হাতে দেওয়া হয় কিন্তু আজকে হরিজনদের

প্রতি চরম অবহেলা করা হচ্ছে এবং তাদের জন্য কেন্দ্র থেকে যে গ্র্যান্টের টাকা আসে সেই টাকা হরিজনদের কল্যাণে ব্যয় করা হচ্ছে না। আমি সেজন্য এর তদন্তের দাবি করছি। এই বলে আমি আমার কাট মোশান মুভ করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নং ২৪ এর উপর মাননীয় সদস্য শ্রীঅজয় বিশ্বাস যে কাট মোশান এনেছেন আমি সেটির বিরোধিতা করছি। মিউনিসিপ্যালিটির কতগুলি ডিফিক্যালটি তিনি দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন বিভিন্ন ড্রানেজ হচ্ছে না ইলেকটেড বডি হচ্ছে না বিভিন্ন বিষয় দেখিয়ে এই কাট মোশান তিনি এনেছেন। এটা ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের এ্যাকসেপটেড প্রিন্সিপল যে লোক্যাল সেল্‌ফ গভর্ণমেন্টের যে সব প্রিন্সিপল সেগুলি জনসাধারণের হাতে তুলে দেওয়া কিন্তু সেজন্য আইন অনুযায়ী কতগুলি ব্যবস্থাও রয়েছে। এখানে মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়ার মধ্যে আগরতলা শহরের ভিতর যে সমস্ত অধিবাসী বসবাস করছেন তারাও মিউনিসিপ্যালিটি আইন অনুসারে বিভিন্ন সুযোগ পেতে পারে। আমি দেখেছি আগরতলা শহরে মিউনিসিপ্যালিটি যে এরিয়া এখানে মোটামোটি ভাবে স্থিরকৃত আছে এই এরিয়াগুলিতে যে সমস্ত লোক বাস করছে তাদের মধ্যে অধিকাংশই নিম্ন আয় সম্পন্ন লোকের বাস। যদি এখানে ইলেকটেড বডি বা fulfledged Municipality করা হয় তাহলে যে ট্যাক্‌স পরবে তখন অনেকেই হয়তো বলবেন আমরা fulfledged Municipality চাই না এত কর আমরা দিতে পারব না। তখন যদি আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি চালাতে হয় তাহলে এবং আমরা যদি ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট থেকে অর্থ সংস্থানের আশ্বাস পেতাম আমরা তখনই ইলেক্‌টেড বডি বা fulfledged Municipality start দিতে পারতাম। অন্যথায় আমাদের যে ফাণ্ডের প্রয়োজন সেই ফাণ্ডের সংস্থান যদি করদাতাদের কাছ থেকে আমরা আদায় না করতে পারি ততদিন পর্যন্ত আমরা পূর্ণ মিউনিসিপ্যালিটি বা ইলেক্‌টেড বডির হাতে তুলে দিয়েই তাহা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে আমি মনে করি না। আর দ্বিতীয় কথা তিনি বলেছেন হরিজনদের কথা আর তিনি রিলিফের কথা বলেছেন সেখানে একটা লুটুপুটির একটা সমিতি আছে তা যদি সত্য হয় তাহলে আমি বলব মাননীয় সদস্যকে উনি হরিজনদের সংগে মিশেছেন তাদের দুঃখ কষ্টের কথা তিনি জানেন আর হরিজনদের তার উপর বিশ্বাস আছে যদি হরিজনদের গ্র্যান্টের টাকা না দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে আমি বলব কোর্ট আছে সেখানেই এর নিস্পত্তি হতে পারে। আর রিলিফ কর্ম্মচারীদের মধ্যে যেসব কর্ম্মচারী দুর্নীতির দায়ে লিপ্ত রয়েছে সেটি গভর্ণমেন্টের নোটিশে এসেছে এবং গভর্ণমেন্ট সেখানে ইনকোয়ারী পুলিশ মারফত চালাচ্ছেন।

এই সমস্ত রিলিফের কর্ম্মচারী, করাপশান এবং দুর্নীতিতে যারা লিপ্ত হয়েছে, সেটা গভর্ণমেন্টের নোটিশে এসেছে, এবং এনকোয়েরী চলছে, পুলিশ এনকোয়েরী, সেই রিপোর্ট যখন পাওয়া যাবে, সেই সমস্ত দোষী কর্ম্মচারী যারা আছে, তারা সাজা পাবে, আমরা চাই যে সমস্ত দুর্নীতিপরায়ণ কর্ম্মচারী আছে তারা যাতে সাজা পায়। দেশের জরুরী অবস্থায়, দেশের কর্ম্মচারীরা এই ধরণের কাজ করবে উনারা যেমন সেটা সমর্থন করেন না, আমরাও সমর্থন করি

না, সেই দুর্নীতি দূর করতে হবে। দেশের যখন জরুরী অবস্থা তখন দেশের একদল আত্ম-সর্বস্ব কর্মচারী লুটপাট করবেন, উনারা যেমন সেটা সমর্থন করেন না, সেই দুর্নীতি দূর করতে হলে যে সমস্ত গণসংস্থা ও সংগঠন গড়ে তুলা দরকার এবং প্রতিকারের জন্য যা যা করণীয় দরকার, সেই সুষ্ঠু পথে যদি আমরা এগিয়ে যাই, তাহলে আমরা এই দুর্নীতি দূর করতে পারব। তাঁরা যে এখানে কাট মোশান এনেছেন তার বিরুদ্ধে বিরোধিতা করে, মেইন মোশানকে সমর্থন করছি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, মহোদয়, এখানে যে ডিম্যাণ্ড ফর গ্র্যান্টস পেশ করা হয়েছে, তা আমি সমর্থন করছি এবং তা সমর্থন করতে গিয়ে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। একটি হচ্ছে যে রাইস এণ্ড প্রকিউরমেণ্ট, বছর বছরই এখানে প্রকিউরমেণ্ট করা হয়, সেটা আমরা যখন অডিট রিপোর্ট দেখি, সেখানে দেখা যায় তার হিসাব-এর মধ্যে যেভাবে এ্যাকাউন্ট করা উচিত, সেইগুলি পূর্ণভাবে তৈরী হয় না। আমার এখানে বিশেষভাবে বক্তব্য হচ্ছে আমরা বিরাট বিরাট টাকার অংক ব্যয় করে এই চাউল গোলাজাত করি এবং প্রকিউরমেণ্ট করা হয়, কিন্তু অডিট হিসাবে দেখা যায় টাইম্‌লি তার হিসাব দেওয়া হয় না এতে মানুষের মনে সন্দেহ জাগে, আমাদের মনেও সন্দেহ জাগে নিশ্চয় এর মধ্যে কোন কারচুপি আছে, কাজেই এই সমস্ত লোকের মনের সন্দেহ দূর করার জন্যও বটে এবং এ্যাকাউন্টস পরিস্কার হওয়ার জন্যও বটে এই যে প্রফরমা এ্যাকাউন্ট টাইম্‌লি যাতে হয়, তার ব্যবস্থা করা দরকার। কারণ এটা কমারশ্যাল এ্যাকাউন্টের মত, লক্ষলক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে অথচ তার চার পাঁচ বছরের কোন এ্যাকাউন্ট নাই। কাজেই এখন আমাদের নুতন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে, যাতে এই এ্যাকাউন্টসগুলি ঠিক ভাবে হয়, সেইদিকে নূতন মিনিষ্ট্রি দৃষ্টি দেন, সেইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করব। অরেকটি বিষয় হচ্ছে যে প্রকিউরমেণ্ট অব এসেনশ্যাল কমডিটিজ ফর বিল্ডিং অব বাফার ষ্টক, এটা যখন প্রথম চাইনীজ এগ্রেশন হয় সেই সময় এটা করা হয়েছিল, তখন থেকে এই বাফার ষ্টকের প্রয়োজন হয় এবং বিভিন্ন সময় এটা নিয়ে নানারকম আলাপ আলোচনা হয়েছে। আজকে পরিবর্ত্তীত পরিস্থিতিতে এটার প্রয়োজন আছে কিনা, সেটা এ্যাসেম্বলীর সভ্য এবং কর্মচারীদের নিয়ে মন্ত্রীদের রিভিউ করা উচিত। এটার নিয়ম হচ্ছে নো প্রফিট নো লস বেসীসে এটা বিক্রী করবে। কিন্তু এতদিন এটাতে কি প্রফিট হল না লস হল, তার কোন হিসাব নেই, তার উপর কোন ষ্টেটমেণ্ট এই এ্যাসেম্বলীতে করা হয় নাই, আমার অন্ততঃ চোখে পড়ে নাই। এই মাল কি হচ্ছে, এটা কি জনসাধারণের কাছে বিক্রী করা হচ্ছে, কি মাল আসছে, কি না আসছে, তার কোন হিসাব আমরা জানিনা। সেইরকম কোন ষ্টেটমেণ্ট এই এ্যাসেম্বলীতে মন্ত্রী মহোদয়রা করেননি। বর্ত্তমানে যদি সেটা কনটিনিউ করা হয়, তাহলে আমি বলব যে এই মালগুলি ছাড়ার আগে এ্যাসেম্বলীতে জানানো দরকার কি কি মাল ছাড়া হবে, কখন ছাড়া হচ্ছে এবং তার যে রিপোর্ট সেটা এই এ্যাসেম্বলীতে দেওয়া উচিত কারণ এখানে জনপ্রতিনিধি যাঁরা আছেন, তারা জানতে পারবেন যে এটা কি জনস্বার্থে ছাড়া হচ্ছে না ব্যবসায়ীদের জন্য ছাড়া হচ্ছে। কারণ পরবর্তী সময়ে হয়তো এর উপর পোষ্টমরটেম আলোচনা হতে পারে, কিন্তু এর মধ্যে যা ঘটার ঘটে গেছে, যা ত্রুটি

হওয়ায় তা এই সময়ের মধ্যে ঘটে যায়, কোন কোন জায়গায় হয়তো আলাপ আলোচনার পর সরকার অনুসন্ধান চালাবেন, কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে যা সর্বনাশ হওয়ার তা হয়ে গেছে, কাজেই আমি বলব যে নুতন মন্ত্রী সভা হয়েছে, নুতন উদ্যোগে নিয়ে কাজে নেমেছেন, সেইজন্য আমি বলব যে এই বাফার ষ্টক রাখার প্রয়োজন আছে কিনা, সেটা নতন করে রিভিউ করে দেখুন, সবদিক থেকে এটার প্রয়োজনীয়তা যদি থাকে তাহলে টাইম টু টাইম কখন সেই মাল ছাড়া হবে না হবে, তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য এ্যাসেম্বলীর মেম্বারদের নিয়ে একটা কমিটি থাকুক, তারা সেটা বিচার বিবেচনা করে, বাজারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সেটা যাতে ছাড়া হয়, শুধু একজন কর্মচারীর হুইমসের উপর সেটাকে না রেখে একটি কমিটি করা হউক। সেই কমিটি কখন মাল আনতে হবে এবং কখন মাল ছাড়তে হবে সেই সম্পর্কে উপদেশ দেবেন।

পঞ্চায়েত রাজ ইন্‌ষ্টিটিউশন সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আছে যেহেতু আলাদা একটা নোটিশ আমি দিয়েছি, সেইহেতু সেখানেই আমি বলব। এখানে আমি এই সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমার অপজিশন মেম্বার যে বলেছেন যে যারা পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার পক্ষে, তারা উনার কাট মোশান যে এসেছে তা সমর্থন করবেন। কিন্তু আমি সেই সম্পর্কে একমত নই। কিন্তু পঞ্চায়েতের হাতে যে ক্ষমতা দিতে দেরা হয়েছে, তার জন্য আমি ব ' ব্য রেখেছি. আবারও বলব যে তাদের হাতে অতি তাড়াতাড়ি ক্ষমতা দেওয়া হউক, সেই দাবী আমি রাখি, এবং উনার যে কাট মোশান তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই, তা আমি সমর্থন করি না। তাছাড়া আরেকটি বিষয়ের উপর আমি বলছি, সেটা হচ্ছে কন্‌ট্রিবিউশন টু-ওয়ার্ডস আপকীপ অব পাবলিক প্লেস অব ওয়ারশিপ এখানে আমরা দেখছি যে গত বছর থেকে এখানে কিছু টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে, এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে এই টাকার অংক বৃদ্ধি করেছেন, তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাব যে উনি এর উপর দৃষ্টি দিয়েছেন। কিন্তু এই বিষয়ে আমার বিশেষ বক্তব্য হচ্ছে যে এই যে পাবলিক প্লেস অব ওয়ারশিপ, ভারতের বিভিন্ন জায়গায় এইগুলি স্টেটিউটরী বোর্ডের দ্বারা পরিচালনা করা হচ্ছে, এর আগেও আমি বক্তব্য রেখেছিলাম যে এখানে সেইরকম একটা ষ্টেটিউটরী বোর্ড হওয়া প্রয়োজন। হয়তো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম কন্টিব্রিউশন আছে, বিশেষ ভাবে উদয়পুর মাতার বাড়ীতে, চৌদ্দ দেবতার বাড়ী, এইগুলি যাতে ষ্টেটিউটরী বোর্ডের আওতায় আনা যায়, সরকার একটু এই বিষয়ে আশা করি দৃষ্টি দেবেন। বিশেষ করে ল মিনিষ্টার যিনি আছেন, তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করব তিনি যদি দৃষ্টি দেন তাহলে হয়তো এই বিষয়ে সুব্যবস্থা হতে পারে। আজকে যে জিনিষটা হচ্ছে, বর্তমানে দেখা যায়, যে বিশেষ করে উদয়পুর মায়ের বাড়ীতে যে বিভিন্ন রকম কাজ হচ্ছে, মেলা হচ্ছে, সরকার থেকে তার কাজকর্ম করে দেওয়া হয় এবং তা দেওয়া উচিতও। কিন্তু যে আয় হয়, সেই আয় সম্পূর্ণ পুরোহিতের কাছে যায়, কিন্তু তার স্টেটাস কি, জানা দরকার। মহারাজার আমল থেকে সে বেতন ভোগী কর্মচারী মাত্র, তাদের কোন পারিবারিক সম্পত্তি এটা নয়, সরকার থেকে এখনও তারা বেতন ভোগ করছেন। তার যে আয়, সমস্ত পয়সা সমস্ত মায়ের তহবিলে জমা হওয়া উচিত, এবং সেই পয়সা দিয়ে তাঁর পূজা হওয়া উচিত। লোকেরা এসে মায়ের যে প্রনামী দেয়, দর্শনী দেয়, আর পূজারী যারা আছে. তারা ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়ে যায়,

যারা পূজা দিতে আসে, তারা অনেক পয়সা দেয়, সরল আদিবাসী যারা আসে, তাদের থেকে বেশী করে আদায় করা হয়, কখনও কখনও চার, পাঁচ টাকা করে তাদের কাছ থেকে রাখা হয়, কিন্তু এই মন্দিরগুলির পরিচালনা করছেন কে, সরকার থেকে এইগুলি পরিচালনা করা হয়, কিন্তু যারা ভক্তরা সেখানে পূজা দিতে আসেন, তাদের কাছ থেকে যা নিয়ম বিধি আছে, তার থেকে বেশী পয়সা আদায় করা হয়। সাধারণতঃ কিছু দিয়ে যে প্রসাদ পাবে, সেই ব্যবস্থা নেই, তাদের থেকে অনেক অর্থ তার জন্য রাখা হয়। কাজেই বর্ত্তমানে যাতে একটা নির্দিষ্ট রেট রাখা হয়, এবং তার থেকে যে প্রফিট হয়, সেটা যাতে দেবতার তহবিলে জমা হয়, সেই ব্যবস্থা করা উচিত।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য সংক্ষেপ করুন।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—মায়ের বাড়ীতে অনেক দোকান আছে, অনেক সম্পত্তি আছে, আমি বিস্তারিত ভাবে বলতে চাই না, এই সম্পত্তি লুটপাট করে খাচ্ছে, কতকগুলি দোকান সেখানে করেছে, তাদের আয়ের এক পয়সাও মায়ের পূজার জন্য দেয় না। তারা এখানে একটা মনোপলি বিজনেসের মত করছে, তারা লাভ করছে, অথচ তার এক পয়সাও মায়ের বাড়ী যাচ্ছে না, কাজেই সরকার যদি কোন ফাণ্ড করে, ট্রাস্ট বডি নাও যদি করেন, ঘর তুলে যদি সেগুলি ভাড়া দিতেন, তাহলেও কিছুটা লাভ মায়ের বাড়ীর হত, যেহেতু এই পূজা পরিচালনা করছেন সরকার, এটা দায়িত্ব বর্ত্তাচ্ছে সরকারের উপর। যথেষ্ট লোক প্রণামী দিচ্ছে, এইসব টাকা এবং মায়ের যে সম্পত্তি সেটা জাতীয় সম্পত্তি না হলেও, ট্রাস্টের সম্পত্তিতে রূপায়িত করা দরকার এবং সেটা জনস্বার্থে ব্যয় করা উচিত। আমরা দেখেছি তিরোমালাইতে যে মন্দির থেকে আয় হয়, তার দৈনিক আয় তিন চার লক্ষ টাকা, তারা সেই আয় থেকে মেডিক্যাল কলেজ করছেন, ইউনিভারসিটি চালাচ্ছেন। তার যে অর্থ সেগুলি জনসাধারণের জন্য ব্যয় করছেন এবং সেটা হয়ত আর একবারও আমি বলেছিলাম। দ্বিতীয়বার বলতে হয়। একটা দেব মন্দির থেকে যে কত অর্থ আয় হতে পারে সেটা আমরা জানি না যে ভক্তেরা কত অর্থ দেয় এবং যারা জানেন যে তিরুপতি তিরুমালাইর মন্দির আছে, সেখানে তাদের দৈনিক আয় প্রায় ৩।৪ লক্ষ টাকা হয় এবং তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা আছেন এমনভাবে তারা অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছেন যে মাসের ৮ তারিখের মধ্যে সমস্ত অ্যাকাউন্ট তারা জার্নেলি করে পত্রিকাতে বের করেন। এমনভাবে তারা পরিচালনা করছেন। তাহলে বাইরে থেকে যারা আসবে তারা অন্ততঃ দেখতে পারবে যে মায়ের মন্দির সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং এক কালে একটা ঘর ছিল। সেটা ভেঙ্গে পড়ে গেছে এবং এর টাকাও আছে। কিছু কিছু টাকা জমানো। কাজেই আমি আবেদন করব যে আমার মাননীয় আইন মন্ত্রী মহোদয় যদি দয়া করে এদিকে নজর দেন তাহলে এই কাজটা করা সম্ভব হবে এবং এর দ্বারা সরকারও একটা সরাসরি দায় থেকে বাঁচবেন এবং মন্দিরের বাইরে যে সম্পত্তি আছে সেই সম্পত্তির আয় দিয়েই সেটা বাঁচানো পারবে এবং সরকারের তহবিল থেকে ভবিষ্যতে আর কোন অর্থ এখানে দিতে হবে না। যাই হোক আমার সময় খুব কম। এই জন্য এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার—শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এ ডিমাণ্ডের সমর্থনে আমি ডেভেলাপমেণ্ট মিনিষ্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। নগর ও গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা, টাউন অ্যাণ্ড কাণ্ট্রি প্ল্যানিং তাতে অর্থ মন্ত্রী তাঁর বক্তৃতাতে বলেছেন, পেজ নাম্বার ২০—'উদয়পুরের জন্য মাষ্টার প্ল্যান তৈরী, ধর্ম্মনগর, কৈলাশহর, খোয়াই, বিলোনীয়া এবং সাব্রুমের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা—এই সমস্ত কর্ম্মসূচী বর্ত্তমান বছরে হাতে নেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে"। এখানে মেমোরেণ্ডাম এক্সপ্ল্যানেটরী অব দি বাজেট ফর ১৯৭২-৭৩, পেজ নাম্বার ৬৩তে বলা হয়েছে'—

"Town and country Planning including Basic Survey Maps" provided for expenditure on pay and allowances of the Town Planner, Assistant Planner and other staff connected with the Town and Country Planning Organisation which deals with the development of Udaipur, Dharmanagar, Kailashahar, Khowai and Belonia Towns. Cost of articles and Drawing and Survey Equipments maintenance charges of jeeps and purchase of other miscellaneous contingent articles including office stationeries are also booked under this minor head." বাজেট ভাষণে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন সাব্রুমের কথা। কিন্তু এখানে এই সাব্রুমের কথাটি নেই। কেন এইরকম হল আমি জানি না। আশা করি মাননীয় ডেভেলাপমেণ্ট মিনিষ্টার নিশ্চয় তার জবাব দিবেন। আর পঞ্চায়েতের উপর যে কাট মোশন এনেছেন মাননীয় বাজুবান রিয়াং আমি এটার বিরোধিতা করছি। পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার আমরা জেনারেল ডিস্কাশনে বলেছি। একটা প্রশ্ন এসেছে এবং প্রশ্নের যে উত্তর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিয়েছেন তাতে তিনি বলেছেন যে বিল তৈরী হচ্ছে, ল-' ডিপার্টমেণ্ট সেটা খুঁটিয়ে দেখছেন। সেজন্য আমরা আশা করছি সামনের সেসানেই এটা আসবে এবং ক্ষমতা কিভাবে দেবেন সেটা তখন আমরা জানব। সুতরাং যে কাটমোশন এখানে আনা হয়েছে তার কোন প্রয়োজন নাই। আমরা এমনিতেই বলি যে পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দেওয়া হোক। তার কাটমোশন গৃহীত হলেই যে পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দেওয়া যাবে কিনা এটা আমি বুঝতে পারি না। এর কোন নিয়ম নাই। পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দেওয়ার জন্য স্পেসিফিক বিল এই হাউসের সামনে আসছে। সুতরাং এই কাটমোশনের কোন সার্থকতা নাই এবং যে ডিমাণ্ড এনেছেন এই ডিমাণ্ডকে আমি সমর্থন করি। এই বলেই আমি বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার ঃ—অনারেবল মিনিষ্টার ক্ষিতীশ চন্দ্র দাস।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস ঃ— মাননীয় স্পীকার, স্যার এই যে কাটমোশন এসেছে গাঁও পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দেওয়া সম্পর্কে আমি তার বিরোধিতা করছি। কারণ পঞ্চায়েতের জন্য নূতন করে বিল আনা হচ্ছে এবং সেই বিলে এখন যেভাবে পঞ্চায়েতের ব্যবস্থা আছে তার থেকে আরও নজর দেওয়া হয়েছে যাতে পঞ্চায়েতের উপর আরও বেশী ক্ষমতা দেওয়া যায়, সেইভাবে একটা বিল সরকার হাউসের সামনে আনবেন বলে বিবেচনা করা হয়েছে। সেটা আইন দপ্তরের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। কাজেই এই সম্পর্কে যে কাট মোশণ এনেছেন সেটার আমি বিরোধিতা করছি। সরকারের ইচ্ছা আছে যাতে পঞ্চায়েতের উপর আরও বেশী ক্ষমতা দেওয়া যায়। পৌর সভার নির্বাচন ও প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর,

এই সম্পর্কেও সরকার কিভাবে নির্বাচন করা যায় তার জন্য একটা বিল আনছেন। সেটা গত মন্ত্রী সভার সময়ে বিলটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছিল। এখন ত্রিপুরার পূর্ণ রাজ্যের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সেইভাবে বিলটা পাঠানো হয়েছে। কারণ আইনগত প্রশ্ন আছে। সেজন্য একটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। পূর্ণ রাজ্য হওয়ার ফলে কেন্দ্র থেকে এখানে পাঠিয়েছে এবং আমরা আশা করি আগামী সেশানে হয়ত এই বিলটা আসতে পারে। তখন আমরা বিবেচনা করে দেখব কিভাবে পঞ্চায়েতের নির্বাচন এবং পৌরসভার নির্বাচন হবে এবং এই জন্য যে কাটমোশন এনেছেন আমি তার বিরোধিতা করছি এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেটে যে অর্থ ধরেছেন তার পক্ষে এবং কাটমোশনের বিপক্ষে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Now, I would request Shri Bhadramani Deb Barma to move his cut motion.

শ্রীভদ্রমনি দেববর্ম্মা —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার মাতৃ ভাষায় বলতে চাই।

মিঃ স্পীকার :—আপনি মাতৃ ভাষায় বলুন, কিন্তু বাংলা বা ইংরেজীতে তর্জ্জমা করে দিবেন। আর তা না হলে আপনার বক্তৃতা প্রসিডিংস রেকর্ড করা সম্ভব হবে না।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—স্যার, এই জন্য একজন লোক রাখুন না কেন ? অনেক বেকার আছে, তাদের একজনকে রাখলে চাকুরী হবে।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :—স্যার ত্রিপুরী ভাষায় শিক্ষা প্রাপ্ত অনেক লোক আছে, তাদের এক-জনকে রাখেন না কেন ?

মিঃ স্পীকার :—আপনাদের পার্টি অফিস থেকে এটার তর্জ্জমা করে দিলে আমরা প্রসি-ডিংসে ঢুকিয়ে দিতে সুবিধা হবে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, লেংগুয়েজ সম্পর্কে যে রুল্স আছে সেই সম্পর্কে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মিঃ স্পীকার .— মাননীয় সদস্য, রুলস আমার জানা আছে। ইউ নীড নট কোট দীস রুল।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—স্যার, মেম্বারদের মাতৃ ভাষায় বলার অধিকার আছে। রুল্সে আছে যে মাদার টাংে বলতে পারে এবং বলার অধিকার আছে।

মিঃ স্পীকার :—আমি তো বলছি, উনি যে বক্তৃতা করবেন, সেটা যদি বাংলা বা ইংরাজীতে তর্জ্জমা করে দেন, তাহলে আমরা সেটা প্রসিডিংসে রাখতে পারব।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :—স্যার, এই রকম যদি হয়, তাহলে আমিও আমার মাতৃ-ভাষাতে বক্তৃতা দেব।

মিঃ স্পীকার :—আপনি যদি সেটার বাংলা অথবা ইংরেজী তর্জ্জমা দেন তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—স্পীকার স্যার, আপনি তো আমাদের উপর একটা বাড়তি কাজ

চাপিয়ে দিচ্ছেন কেননা রুলসে আছে—"The business in the Legislative Assembly shall be transacted in the official language or languages of the Union Territory or Hindi or English.

Provided that the Speaker of the Legislative Assembly or person acting as such, as the case may be, may permit any member who cannot adequately express himself in any of the languages aforesaid to address the Assembly in his mother tongue".

Mr. Speaker—Please take your seat.

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—প্রসিডিংস কি দিবেন না দিবেন, সেটা আমরা উল্লেখ করছি না। আমরা হাউসের কাছে দাবী রাখছি যে এটা হাউসের দায়িত্ব, গভর্ণমেন্টের দায়িত্ব এবং এ্যাসেম্বলী সেক্রেটারিয়েটের দায়িত্ব কিন্তু আমরা আমাদের মাতৃ ভাষায় বক্তব্য রাখব, এই অধিকার আমাদের দেওয়া আছে এবং আমাদের এই অধিকারের মর্য্যাদা রাখবেন বলে আমি আশা করি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, প্রত্যেক মেম্বারই তার মাতৃভাষায় বক্তব্য রাখতে পারেন। এই বিষয়ে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমি বলছি যারা ত্রিপুরী বা রিয়াং ভাষায় বক্তব্য রাখবেন সেটা যদি বাংলা অথবা ইংরেজী ভাষায় তর্জমা করে দেওয়া হয়, তাহলে প্রসিডিংসে থাকবে। আবার ঠিক তেমনি ভাবে কেউ যদি মগ ভাষায় বক্তৃতা দেন, তাহলে তার তর্জমা তাকে দিতে হবে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এখানে হিন্দী, ইংরেজী এবং বাংলায় আমাদের বক্তব্য নোট নেওয়ার জন্য ষ্টেনো রাখা হয়েছে। কিন্তু আমার মাদার টাঙ্গে নোট নেওয়ার জন্য কেন আলাদা ষ্টেনো নেওয়া হবে না? এটা কি আমাদের উপজাতীয় ভাষাকে অপমান করবার জন্য?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি এখানে যেটা বলতে চাইছেন, এটা ঠিক নয়।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—আমরা এটা সবাই স্বীকার করি যে মাতৃভাষায় বলাটা গৌরবের বিষয়। কিন্তু আজকে যদি কেউ এখানে তাঁর মাতৃভাষায় বক্তৃতা রাখেন, তাহলে আমরা যারা এখানে আছি, তারা সেটা বুঝতে পারব না এবং সেই কারণে উনার যদি কোন অভিযোগ থাকে, তাহলে সেটার উত্তর ও দিতে পারব না। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত সেটার জন্য কোন বন্দোবস্ত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত যদি এভাবে বলতে দেওয়া হয়, তাহলে মাননীয় সদস্য-দের কেউ কিছু বুঝতে পারবেন না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, উনারা যদি আপনার সংগে বসে এই ব্যাপারে একটা কিছু ঠিক করেন, তাহলে আমার মনে হয় ভাল হয়। কিন্তু এভাবে অযথা সময় নষ্ট করাটা উচিত নয় বলে আমি মনে করছি।

মিঃ স্পীকার :—আমি তো রাজী উনাদের সংগে এই বিষয়ে আলোচনা করতে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—স্যার, এখানে এমন কোন নিয়ম নেই যে বক্তৃতা আমরা লিখে পড়ব। কাজেই আমরা আমাদের বক্তৃতায় কখন কি বলব, সেটা আমাদের ঠিক ভাবে মনে

রাখা সম্ভব নয়। যদি আজকে হাউসের মধ্যে লিখে পড়বার নিয়ম থাকতো, তাহলে হয়তো সেটা সম্ভব হত। কিন্তু তা যে নেই ?

শ্রীমধুসূদন দাস :—স্যার, মাননীয় সদস্য যে এভাবে বক্তৃতা করে যাচ্ছেন, তার উদ্দেশ্যটা কি, আমি বুঝতে পারছি না। কিন্তু কোন সদস্য যদি এই রকম ভাষাতে তার বক্তব্য রাখেন, এবং সেটা যদি অন্যরা বুঝতে না পারে তাহলে অনেকটা অসুবিধার সৃষ্টি হবে ...

(গণ্ডোগোল)

স্যার, আমি এইটুকু বলতে চাই, যে উনি যে তার মাতৃভাষায় বক্তৃতা দিতে চাইছেন, সেটা যদি সংগে সংগে তর্জমা না করে দেন, তাহলে আমাদের অন্যান্যদের পক্ষে সেটা বুঝতে অসুবিধা হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, আমি একটু আগে যে সাজেশান রেখেছি, আপনি তাতে একমত কিনা ?

মিঃ স্পীকার :—আমি বলেছি তো যে মাননীয় সদস্য কালিপদ ব্যানার্জি মশাই যে প্রস্তাব দিয়েছেন, আমি তার সংগে একমত এবং এখন যদি তারা রাজী হন তাহলে আমি এই বিষয়ে আলোচনা করতে পারি।

শ্রীসুধন্বা দেববর্মা :—স্যার, ব্যাপারটি হচ্ছে উনি বাংলা ভাষা জানেন না, অথচ তাঁর মাতৃ ভাষায় বলতে পারেন। কাজেই উনাকে যদি তার মাতৃ ভাষায় বলতে অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলেই তিনি তাঁর বক্তব্য রাখতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :—আই এলাউ হিম টুক স্পীক।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—আপনি যদি আপনার মাতৃ ভাষায় বলেন, তাহলে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু মাননীয় স্পীকার যেটা বল্‌লেন যে একজন যদি সংগে সংগে সেটার ট্রান্‌সলেট করে দেন তাহলে আমাদের সবার বুঝার পক্ষে সুবিধা হয়।

বিরোধী পক্ষের থেকে—স্যার, এটা সম্ভব নয়।

শ্রীভদ্রমনি দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, (ত্রিপুরী ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছেন, কিন্তু বাংলা বা ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতার কোন তর্জমা দেওয়া হয় নাই)।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা। আপনার Cut Motion move করুন।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা :—Demand for Grant No. 13—ত্রিপুরার মহকুমা শহর গুলিতে এবং গুরুত্বপূর্ণ বাজার সমূহে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা সম্পর্কে—ত্রিপুরা রাজ্যের বড় বড় মহকুমা শহরগুলি—বিলোনীয়া, সাবরুম, সোনামুড়া, উদয়পুর শহরগুলিতে কোন অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা না থাকায় প্রত্যেকটি বাজার প্রায়ই অগ্নিতে ভস্মিভূত হয় এবং সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকার জনসাধারণের ব্যবসায়ীদের সম্পত্তি নষ্ট হয়। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আজ এই ২৫ বছর পরেও কংগ্রেস সরকার জনসাধারণের এবং ব্যবসায়ীদের তাদের বহু পরিশ্রমে ফলে তাদের এই সম্পত্তি বিভিন্ন স্থানে অগ্নি কাণ্ডের ফলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কাজেই তাদের এই সম্পত্তি যাতে ভবিষ্যতে বিনষ্ট হয়ে না যায় দেশের মানুষের যাতে দুঃখ কষ্টের হাত থেকে রক্ষা

করা যায় সেজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করব ত্রিপুরার বিভিন্ন মহকুমা শহরগুলিতে যেন অতি সত্বর অগ্নি নির্বাপক ইউনিট স্থাপন করেন। যাতে জনসাধারণের আর অগ্নি কাণ্ডের ফলে তাদের আর দুঃখ দুর্দশার হাতে পরে কষ্ট বৃদ্ধি না হয়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনার বক্তব্যের উদ্দেশ্য আমি বুঝিয়ে দিতে চাই। কাট মোশান আনার যে উদ্দেশ্য যে ভাবে কাট মোশান আনা যায় সেই ভাবে এলে এই হাউসকে কনভিন্‌স করতে পারতেন উনাদের অপজিসন দিয়ে তাহলে আমরাও উনাদের কাছ থেকে কিছু সারাংশ নিতে পারতাম। আমরা কেবল শুনেছি সরকার এই করতে পারে নি সেই করতে পারে নি। কিন্তু সরকার যা করেছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের পলিসি সম্পর্কে উনারা পাল্‌টা সাজেশান যদি ঠিক ভাবে রাখতে পারতেন তাহলে সেইসব যুক্তিগুলি আমরা গ্রহণ করতে পারতাম। মাননীয় সদস্য নৃপেন বাবু মাদ্রাজ চলে গেছেন। উনি যদি থাকতেন তাহলে হয়তো এইরকম হত না। মাননীয় বাজুবন রিয়াং পুরানো সদস্য উনি অনেক দিন এ্যাসেম্বলিতে আছেন, উনার কাছ থেকেও আমরা আরও পাল্‌টা কনষ্ট্রাকটিভ সাজেশান আমরা পেতে পারতাম, কিন্তু সেই রকম কোন সাজেশান উনি রাখতে পারেন নি! এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—এখনও আমাদের একটি ডিমাণ্ড আরম্ভ হওয়ার বাকি। আপনাদের যদি এই গরমের মধ্যে কষ্ট স্বীকার করে থাকতে রাজি হন তাহলে আমি হাউস আরও এক ঘনটা বাড়াতে পারি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—কাল হলেই ভাল হয় (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—The House stands adjourned till 11—00 A. M. on Friday, the 30th June, 1972.

PAPERS LAID ON THE TABLE
ANNEXURE—'A'

STARRED QUESTION NO. 2
By—Shri Nripendra Chakraborty

প্রশ্ন

. কি সত্য যে, আগরতলা শিখা, কালীঘাট ও অন্যান্য বি
শ্রমিকদের মজুরী এখন থেকে হ্রাস করে দেওয়া হচ্ছে;

২) যদি সত্য হয়, তার কারণ ?

৩) এই মজুরী হ্রাস বন্ধ করতে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

উত্তর

১) যতদূর জানা যায় কালীঘাট বিড়ি ফ্যাক্টরী এবং শিখা বিড়ি ফ্যাক্টরী নামে দুইটি বিড়ি ফ্যাক্টরী সম্প্রতি মজুরী হার হ্রাস করিয়াছে।

১) মালীক কর্ত্তৃক উপস্থাপিত কারণ সমূহ :—

ক) আবগারী শুল্কের হার বৃদ্ধি।

খ) ত্রিপুরার বাহির হইতে আমদানীকৃত বিড়ির মূল্য ত্রিপুরায় প্রস্তুত বিড়ির মূল্য অপেক্ষা কম।

গ) বিড়ির পাতার উচ্চ মূল্য।

৩) যেহেতু বর্তমান প্রচলিত মজুরীর হার সরকার কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত ন্যূনতম মজুরীর হার অপেক্ষা বেশী, সেই হেতু এই ব্যাপারে আইনতঃ সরকারের করণীয় কিছুই নাই।

STARRED QUESTION No. 19.

By Shri Amarendra Sarma.

QUESTIONS

১) আগরতলা ছাড়া ত্রিপুরার অন্য কোন সহরে মিউনিসিপ্যালিটি গঠনের কোন পরিকল্পনা কি সরকারের আছে ?

২) যদি থাকে তবে তাহা কবে কার্য্যকরী হবে ?

ANSWERS

১) না।

২) এই প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 21.

By Shri Amarendra Sarma.

প্রশ্ন

১) ১৯৬৯ এর অক্টোবর মাসে ধর্মনগর শহরের কোন কোন রাস্তার পার্শ্বে Retaining wall দিয়ে রাস্তা প্রশস্ত করার জন্য estimate তৈরী হয়েছিল তার বিবরণ ;

২) ঐ wall তৈরীর কাজ কতখানি অগ্রসর হয়েছে ;

৩) যদি ঐ wall তৈরীর পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়ে থাকে তার কারণ ?

উত্তর

১) শহরের একমাত্র পেয় জলের দীঘির পূর্ব ও উত্তর পার ১৪ ফুট ভরাট করার জন্যে এবং কিসারী টেঙ্কের পূর্ব পার আনুমানিক ১৪ ফুট ভরাট করার জন্য শক্ত পাকা দেওয়া রিটেইনিং ওয়াল সহ পাকা খুঁটি দিয়া তারের বেড়া দেওয়া ইত্যাদির প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছিল।

২) কাজ আরম্ভ হয় নাই।

৩) শহরের পেয়জলের দীঘির জল সাময়িক বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় প্রস্তাবটি গৃহীত হইতে পারে নাই।

STARRED QUESTION NO. 37.
By Shri Nripendra Chakraborty

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী রিক্সা শ্রমিকদের জন্য আগরতলা শহরে নূতন রিক্সার লাইসেন্সের জন্য ত্রিপুরা সরকারের চীফ-সেক্রেটারীর (১৯৭১-এ) নিকট কোন আবেদন করেছেন কি ?

২) যদি করে থাকেন ত্রিপুরা সরকার কি সেই আবেদনে কোন প্রকার কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) সেই আবেদনের প্রত্যুত্তরে আবেদন কারীকে ৮।৭২। ১২ ইংরেজী সনের চিঠিতে সরকারের সিদ্ধান্তের কথা জানানো হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 46.
By Shri Ajoy Biswas

প্রশ্ন

১। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির জন্য Election Rules তৈরী করা হয়েছে কোন্ সালে ?

২। এই শহরে মিউনিসিপ্যালে নির্ব্বাচন এত দিন না হওয়ার কারণ কি ? এবং

৩। তথায় মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনের জন্য সরকার নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করবেন কি ?

উত্তর

১। ১৯৬২ সালে।

২। ১৯৩২ সালের পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপ্যাল আইন যাহা বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় চালু আছে আছে তাহা নির্ব্বাচন উপলক্ষে ভোটার তালিকা প্রণয়নের জন্য সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন। পশ্চিম বঙ্গেও এই আইন এই কারণে সংশোধিত হইয়াছে। ত্রিপুরা সরকার এই জন্য সংশোধনী বিল তৈয়ার, করিয়া ত্রিপুরা বিধান সভায় তাহা উপ-স্থাপনের পূর্বে ভারত সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠাইয়া ছিলেন। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আইন ও বিচার মন্ত্রালয়ের সঙ্গে আলোচনাক্রমে বিলটা রদবদল করিয়া ১৯৭২ইং সনের জানুয়ারী মাসে ত্রিপুরা সরকারের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং ত্রিপুরার নবগঠিত বিধান সভায় উহা উপস্থাপিত করিবার পরামর্শ দিয়াছেন নুতন বিধান সভায় এই বিল উপস্থাপন করার ব্যবস্থা গ্রহন করা হইতেছে। এই সংশোধনি বিল পাশ হইলে পর নির্ব্বাচনের কাজ আরম্ভ করা হইবে। এতদিন পর্য্যন্ত এই কারণে নির্ব্বাচনের কাজ আরম্ভ হয় নাই।

৩। উপরোক্ত কারণে সরকারের পক্ষে নির্ব্বাচনের জন্য নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করা বর্ত্তমানে সম্ভব নয়।

STARRED QUESTION NO. 52.
By Shri Samar Choudhury.

প্রশ্ন

১। Tripura Shops Establishment Act, 1970 ত্রিপুরার কোন্ কোন্ শহরে ও বাজারে চালু করা হয়েছে ?

২। যদি সব শহরগুলিতে ও বাজারগুলিতে এই আইন চালু না করা হয়ে থাকে তবে তার কারণ, এবং

৩। এই আইন কার্যকরী করার জন্য Labour Inspector এর সংখ্যা কি বাড়ানো হয়েছে ?

উত্তর

১। আগরতলা পৌর এলাকা, ধর্মনগর টাউন, কৈলাশহর টাউন, খোয়াই টাউন, উদয়পুর টাউন ও বিলোনীয়া টাউন।

২। সোনামুড়া, সাবরুম, অমরপুর ও কমলপুর এলাকায় অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক দোকান কর্মচারী থাকায় ঐ সমস্ত এলাকায় উক্ত আইনটি এখনও চালু করা হয় নাই।

৩ এই নতুন আইন চালু করার জন্য ৩ (তিন) জন লেবার ইন্সপেক্টার এর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে।

STARRED QUESTION NO. 64.
By Shri Purna Mohan Tripura.

প্রশ্ন

১। কৈলাশহরে মনু—ছামনু রাস্তাটির Up-gradation এর পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ? এবং

২। ইহা কি সত্য যে মনু—ছামনু রাস্তাটি কাচা হওয়ার ফলে গাড়ী ভাড়া অনেক বেশী ও সারা বৎসর সেই রাস্তায় গাড়ী চলাচল করা সম্ভব হয় না ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। রাস্তাটি কাচা বলিয়া শুধু সুদিনে (ফেয়ার ওয়েদার) গাড়ী চলাচল করিতে পারে। সেইজন্য এই রাস্তায় গাড়ী চলা সরকারীভাবে এখন স্থির হয় নাই।

STARRED QUESTION NO. 73
By Shri Nishi Kanta Sarker

প্রশ্ন

১। জামজুরি হইতে গঙ্গাছড়া পর্য্যন্ত রাস্তা অদ্যাপি তৈরী না হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১। কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা না পাওয়ায়।

STARRED QUESTION No. 74
By Shri Nishi Kanta Sarkar,

প্রশ্ন

১। গর্জি হইতে উত্তর মহারাণী পর্য্যন্ত রাস্তা অদ্যাপি না হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১। রাস্তাটি নির্ম্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জরীপের কাজ শেষ হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে এই রাস্তার জন্য একটি এষ্টিমেট পূর্ত্ত বিভাগের পরীক্ষাধীন আছে। এষ্টিমেট তৈরী হওয়ার পর কাজটি আরম্ভ করা যাইতে পারে কিনা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা যাইবে।

STARRED QUESTION No. 91
By Shri Nishi Kanta Sarkar

প্রশ্ন

উদয়পুর পশু চিকিৎসালয়ের জন্য কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই জমি একোয়ার করিয়া রাখা সত্ত্বেও অদ্যাপি ঐ হাসপাতালের সম্প্রসারণ ও ষ্টাফ কোয়ার্টার না হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

উদয়পুর পশু চিকিৎসালয়ের যে স্থানে সম্প্রসারণ কার্য্য হইবে সেই স্থানের মৃত্তিকা অদ্যাবধি পাকা কাজ করিবার পক্ষে প্রয়োজনীয় ধারণ ক্ষমতা হয় নাই। কর্ম্মচারীদের বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য যে পরিমাণ ভূমির দরকার তাহা বর্ত্তমান স্থানে নাই। সেহেতু অন্যত্র ভূমি বন্দোবস্ত পাওয়ার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 107
By Shri Jatindra Kumar Majumder.

প্রশ্ন

১। জিরানীয়া ব্লকের দুধ পাতিল মাঠে Lift Irrigation এর ব্যবস্থা করতে আর কত সময়ের প্রয়োজন ?

উত্তর

১। লিপ্ট ইরিগেশনের ব্যবস্থা করা টেকনিকেল কারণে সম্ভব নয়।

STARRED QUESTION NO. 116
By Shri Anil Sarkar

প্রশ্ন

১। সরকার পরিচালিত ফিসারী ফার্ম্ম যে স্থানে আছে তাহার নাম;

২। কোন ফিস্ রিসার্চ লেবরেটরী আছে কিনা; থাকিলে, তাহার সঙ্গে এই ফিসারী ফার্ম্মগুলির এবং সীড মাল্টিপ্লিকেশন ফার্ম্ম, যদি থাকে, তাহার সম্পর্ক কি ?

উত্তর

সরকার পরিচালিত ফিস্ ফার্ম যে স্থানে আছে তাহার নাম নিম্নরূপ :—

	স্থান		মহকুমা
ক)	আগরতলা	—	সদর
খ)	লেবুছড়া	—	,,
গ)	গনকী	—	খোয়াই
ঘ)	উদয়পুর টাউন	—	উদয়পুর
ঙ)	রাজধর নগর	—	,,
চ)	কমলাসাগর (বাগমা)	—	,,
ছ)	চন্দ্র সাগর (চন্দ্রপুর)	—	,,
জ)	হীরাপুর	—	,,
ঝ)	অমরপুর টাউন	—	অমরপুর
ঞ)	আভাঙ্গা	—	কমলপুর
ট)	কুমার ঘাট	—	কৈলাশহর
ঠ)	করমছড়া	—	,,
ড)	ধর্মনগর টাউন	—	ধর্মনগর
ঢ)	পানি সাগর	—	,,
ণ)	চোরাইবাড়ী	—	,,

এই রাজ্যে কোন ফিস্ রিসার্চ লেবরেটরী নাই ; প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 122

By Shri Anil Sarkar.

QUESTIONS

1. Whether there is a Veterinary Hospital at Abhoynagar, Agartala, Udaipur and Belonia ;

2. if so, number of out-door and in-door patients in these Hospitals during 1970-72 (upto April) ?

ANSWERS

1. Yes, there is one Veterinary Hospital at Abhoynagar (Agartala) and one at Udaipur ; but there is no Veterinary Hospital at Belonia.

2. 13,809 patients in Abhoynagar Hospital.
18,925 patients in Udaipur Hospital.

STARRED QUESTION NO. 143.

By Shri Jatindra Kr. Mazumder

QUESTIONS

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কতটি Stockman Centre আছে এবং ঐ গুলোর কতটিতে প্রজনন ব্যবস্থা আছে ?

২। ঐ সকল Centreএ কি কি ঔষধ পাওয়া যায় ?

৩। Stockman রা কি Surgery তে trained.

ANSWERS

১। বর্তমানে মোট ২২টি (বাইশ)টি Stockman Centre আছে, ঐ সকল কেন্দ্রে প্রজনন ব্যবস্থা রাখা যায় না।

২। সকল কেন্দ্রে সাধারণত এতদসঙ্গে দেয় তালিকা মতে ঔষধগুলি পাওয়া যায়।

৩। না।

LIST OF MEDICINES AVAILABLE IN THE VETERINARY INSTITUTIONS.

1. Megnesium sulphate.
2. Pot-Permangate.
3. Acid Boric.
4. Starch (Anylum).
5. Zinc Oxide.
6. Borax.
7. Ammen Carb.
8. Sodibicarb.
9. Ammen Chlor.
10. Kaolin.
11. Calcium lectate.
12. Sodi Salicylas.
13. Pot. Nitrate.
14. Sulphanilamids Powder.
15. Turpentive Oil,
16. Detol.
17. Lint. Terebinthas.
18. Tr. Ginger.
19. Tr. Gentian.
20. Tr. Catealine.
21. Tr. Iodine.
22. Tr. Benzine Co.
23. Calboral inj.
24. Destrose and Sodium Chloinde inj.
25. Penicillin inj.
26. Vasadin inj.
27. Water for inj.
28. Tr. Hyoscyamus.
29. Locula 10x, 30x
30. Aqua distillata.
31. Spirit Ether Nitresi.
32. Spirit Ammon Arcmat.
33. Sulphaguanidine Tab.
34. Sulphadimidine Tab.
35. Creta Proparata.
36. Pulv. Chiretta.
37. Pulv. Ginger.
38. Aqua Ptychotis.
39. Iodine cryslats.
40. Vaseline.
41. Acid Salicylic Ointment.
42. Embazine.
43. Phenovis.
44. Plaster of Parise.
45. Pot. Citrate.
46. Acid Carbolic.
47. Tr. Card. co.
48. Entersguanidine Tab.
49. Compron Tab
50. Mifex inj.

STARRED QUESTION NO. 195

By Shri Samar Choudury.

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া মহকুমায় তেলকাজলা তুরুশীলে উৎলা ডেপা এবং গোমতী নদীর মাঝে বাঁধ এবং গাঙ্গাইল তৈরী এবং পাইপ স্লুইস গেট ব্যবস্থার জন্য মোট কতটাকা খরচ করা হয়েছে এবং কোন বৎসর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে ?

২। ইহার ফলে কত পরিমাণ জমি বন্যার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে ?

৩। ইহা কি সত্য যে ঐ দুইটি গেইট এবং বাঁধ নির্মানের অব্যবহিত পরেই স্লুইস গেটের ব্যবস্থাগুলি নষ্ট হওয়ার ফলে অদ্যাবধি পূর্বের মত ৫০০ একরের অধিক পরিমাণ কৃষি জমি পতিত পড়ে আছে ?

৪। যদি তাহা সত্য হয় তবে সরকার এ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং ঐ বাঁধ ও স্লুইস গেট প্রস্তুতকারী কন্ট্রাক্টারের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন কি না ;

৫। যদি না করে থাকে তাহার কারণ ?

উত্তর

১। ৫৫,৮৮১ টাকা। স্লুইস গেটের কাজ ১৯৬৯ ইং সনে এবং বাঁধের কাজ ১৯৭০ইং সনে শেষ হইয়াছে।

২। প্রায় ৩০০ একর জমি।

৩। না।

৪। এবং ৫। প্রসঙ্গ উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 198

By Shri Samar Choudhury.

১। সোনামুড়া মহকুমায় প্রত্যেক ফরেষ্ট বীট অফিস হতে ১৯৭২ সনে কত সংখ্যক ফ্রি পারমিট দেওয়া হয়েছে ?

২। ইহা কি সত্য যে প্রতি ফ্রি পারমিটে ফরেষ্টার ও রেঞ্জাররা ফ্রি পারমিট গ্রহিতাদের কাছ থেকে উক্ত সময়ে তিন টাকা করে সংগ্রহ করেছেন ?

৩। ফ্রি পারমিটের জন্য কত দিনের সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে ?

৪। ফ্রি পারমিটে কি কি বনজ সম্পদ দেওয়া হয় ?

উত্তর

১। ক) যাত্রাপুর বীট ৪৫০টি। খ) কাকরী বীট ২৫০টি।
গ) নিদয়া বীট ১৭৭টি। ঘ) বৈদ্যনাথ প্ল্যানটেশন সেণ্টার ৫০টি।
ঙ) ধনপুর বীট ২৭১টি। চ) আশাবাড়ী বীট ২৫০টি।
ছ) কলমচোরা বীট ২৫০টি। জ) কমলনগর প্ল্যানটেশন সেণ্টার ২০০টি।
ঝ) হরিনাচেপা পেট্রল অফিস ১৫০টি। ঞ) মতিনগর বীট ১০০টি।
ট) সোনামুড়া বীট ৪০০টি। ঠ) বক্সনগর প্ল্যানটেশন সেণ্টার ২০০টি।

মোট— ২,৭৪৮টি।

২। সত্য নয়।

৩। ১৫ (পনর) দিন।

৪। ক) সাধারণ শ্রেণীর কাঠের খুঁটি ১২´ (৩·৬৫৭ মিঃ) লম্বা ৩´ বেড় (০·৯১৪ মিঃ) ও বাবস্থ অবস্থার গাছ ৬´ (১·৮২৮ মিঃ) লম্বা ও ১´ (০·৩০৪ মিঃ) ব্যাস বিশিষ্ট।

খ) জ্বালানি কাঠ। গ) ছন। ঘ) বাঁশ। ঙ) বেত। চ) লাঙ্গল ইত্যাদির জন্য সাধারণ জাতীয় গোল গাছ ৫ ঘন ফুট। ছ) অন্যান্য সাধারণ জাতীয় বনজ বস্তু প্রয়োজন অনুসারে।

STARRED QUESTION NO. 252.

Shri Bidya Chandra Deb Barma.

প্রশ্ন

১। কল্যাণপুর কলোনী হতে যে রাস্তা কুঞ্জবন স্কুল হইয়া সর্বাং স্কুল পর্যন্ত গিয়াছে উক্ত রাস্তা সংস্কারের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি পরিকল্পনা থাকিয়া থাকে তাহা হইলে এই বৎসর উক্ত রাস্তাটি সংস্কার করিবেন কি ?

উত্তর

১। এরূপ কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই ;

২। ১নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 253.

By—Shri Bidya Chandra Deb Barma.

প্রশ্ন

১। খোয়াই চেবরী গুদারা হইতে যে রাস্তাটি আমপুরা বাজার হইয়া হাজারী বাড়ী গিয়াছে উক্ত রাস্তাটি এই বৎসর সংস্কার করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি, এবং

২। যদি পরিকল্পনা থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে অতিসত্বর উক্ত রাস্তা সংস্কার করিবেন কি ?

উত্তর

১। এরূপ কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই ;

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠেনা।

STARRED QUESTION NO. 254.

By—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে কল্যাণপুর খোয়াই রাস্তা হইতে কুঞ্জবন মোকার হইয়া যে রাস্তা গুংবার হাওয়র হইয়া ছনখলা বাজার গিয়াছে ঐ রাস্তার একটি পাকা পুল দেওয়া হইয়াছে ও কিছুদূর পর্য্যন্ত ইট পাতা হইয়াছে অথচ বাকী অংশে কোন পুল নাই ;

২) যদি তাহা সত্য হইয়া থাকে, তবে উক্ত রাস্তার বাকী অংশ কি সম্প্রসারণ ও পাকা করা হইবে না।

৩) যদি না করা হইয়া থাকে, তাহার কারণ ?

১) খোয়াই—তেলিয়ামুড়া রাস্তা হইতে কুঞ্জবন পর্য্যন্ত পূর্ত্ত বিভাগের রাস্তা এবং এই অংশে ইট পাতার কাজ আরম্ভ হইয়াছে, কোন পাকা পুল দেওয়া হয় নাই ;

২) এরূপ কোন পরিকল্পনা আপাততঃ পূর্ত্ত বিভাগের নাই।

৩) রাস্তার বাকী অংশটুকু জায়গা ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ত্ত বিভাগের রাস্তার মান অনুযায়ী হইলে পর, বিষয়টি বিবেচনা করা হইবে।

STARRED QUESTION NO. 302.

By—Shri Abhiram Deb Barma.

প্রশ্ন	উত্তর
১) এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের (C. N. V.) Act, 1959 এর আওতায় কোন আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে কি ?	হঁ্যা।
২) ১৯৭০-৭১ এবং ৭২ সনের মে মাস মধ্যে যে যে নিয়োগ কর্ত্তা এই আইনের বিধি লঙ্ঘন করিয়াছেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে কি ?	২) বিধি ভঙ্গের এমন কোন নজির সরকারের গোচরিভূত নহে এ জন্য কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয় নাই।
৩। যদি লওয়া হইয়া থাকে তবে ঐ সকল শাস্তি প্রাপ্ত নিয়োগ কর্ত্তাদের নাম ?	৩) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 315.

By—Shri Bulu Kuki, M. L. A.

প্রশ্ন

১) সরকার কোন সংস্থাকে ১৯৫২ সালের এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আইনের বিধান হইতে রেহাই দিয়েছেন কি না ;

২) যদি দিয়া থাকেন, তবে সেই সমস্ত সংস্থার নাম ;

৩) ১৯৫২ সালের এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আইনের বিধান সমূহ ১৯৭১ সালে কোন সংস্থা লঙ্ঘন করিয়াছে কি না ;

৪) যদি করে থাকে, তবে সেই সংস্থা সমূহের নাম ?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) হঁ্যা।

৪) সঙ্গীয় ষ্টেটমেন্টে দেওয়া হইল।

৩১৫ নং ষ্টার্ড প্রশ্নের ৪নং আইটেম অনুযায়ী ষ্টেটমেন্ট।

১) হরেন্দ্রনগর চা বাগান।
২) বিনোদিনী চা বাগান।
৩) দুর্গাবাড়ী চা বাগান।
৪) লক্ষীলোঙ্গা চা বাগান।
৫) তুফানিয়ালোঙ্গা চা বাগান।
৬) কলকলিয়া (উত্তর) চা বাগান।
৭) মোহনপুর চা বাগান।
৮) কালাছড়া চা বাগান।
৯) সীমনাছড়া চা বাগান।
১০) ব্রহ্মকুণ্ড চা বাগান।
১১) কৃষ্ণপুর চা বাগান।
১২) মালাবতী চা বাগান।
১৩) হরিশনগর চা বাগান।
১৪) মেখলীবন্ধ চা বাগান।
১৫) তীর্থময়ী এলোমিনিয়াম প্রডাক্টস্।
১৬) ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ডেভেলাপমেণ্ট সিণ্ডিকেট।
১৭) আগরতলা ইলেকট্রিক সাপ্লাই।
১৮) লুধুয়া চা বাগান।
১৯) লীলাগড় চা বাগান।
২০) খোয়াই চা বাগান।
২১) কল্যাণপুর চা বাগান।
২২) গারদটীলা চা বাগান।
২৩) দারংটীলা চা বাগান।
২৪) প্যারীছড়া চা বাগান।
২৫) সরলা চা বাগান।
২৬) মহেশপুর চা বাগান।
২৭) ধর্ম্মনগর চা বাগান।
২৮) হালাইছড়া চা বাগান।
২৯) দেবাস্তল চা বাগান।
৩০) জগন্নাথপুর চা বাগান।
৩১) নটিংছড়া চা বাগান।
৩২) সোনামুখী চা বাগান।
৩৩) রাংরুং চা বাগান।
৩৪) সরোজিনী চা বাগান।
৩৫) মুক্তিছড়া চা বাগান।
৩৬) মনুভেলী চা বাগান।
৩৭) কালীশাসন চা বাগান।
৩৮) মেঃ অখিল চন্দ্র ঘোষ।

STARRED QUESTION No.—319

By—Shri Sudhanwa Deb Barma.

প্রশ্ন

১। চড়িলাম হইতে লাটিয়াছড়া হইয়া হীরাপুর পর্য্যন্ত রাস্তা তৈয়ার করার পরিকল্পনা ত্রিপুরা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১। আপাতত: এইরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

STARRED QUESTION NO—320

By—Sri Sudhanwa Deb Barma & Sri Niranjan Deb

প্রশ্ন

১) লালসিং মুড়া বাজার রাস্তায় রাঙ্গাপানীয়া ছড়ার উপর একটা পুল নির্ম্মাণ করিবার জন্য ত্রিপুরা সরকার অর্থ মঞ্জুর করিয়াছেন কিনা ?

উত্তর

১) পূর্ত্ত দপ্তরকে এই কাজের জন্য অর্থ মঞ্জুর করা হয় নাই।

STARRED QUESTION NO—351
By—Shri Chandra Sekhar Dutta.

প্রশ্ন

১) নলুয়াছড়াতে লিফ্ট ইরিগেশন মেসিন কখন গিয়াছে ?

২) এই মেসিন ঐ ছড়াতে বসাইতে ও জল সেচের কাজ আরম্ভ হইতে কতদিন লাগিবে ?

উত্তর

১) ১৯৭১ ইং সালের মার্চ মাসে।

২) স্থানীয় জনসাধারণ সরকারের মনোনীত জায়গায় পাম্প হাউস নির্মাণের বাধা দেওয়ার ফলে কাজ আরম্ভ করিতে পারা যায় নাই। সুতরাং ছড়াতে কখন মেসিন বসাইতে পারা যাইবে বা কখন জলসেচ আরম্ভ হইবে তাহা এখন বলা সম্ভব নহে।

STARRED QUESTION NO—352
By—shri Chandra sekhar Dutta

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে আবাদী জমির পরিমাণ কত ?

২) কত জমিতে এ পর্য্যন্ত জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে ?

উত্তর

১) আনুমানিক ২,৪০,০০০ হেক্টার (১৯৭০-৭১ ইং পর্য্যন্ত)

২) আনুমানিক ২২,১৭০ হেক্টার (১৯৭০-৭১ ইং পর্য্যন্ত)।

STARRED QUESTION NO—355
By—shri Chandra sekhar Dutta

প্রশ্ন

১) গত ১৮ই মে ঘূর্ণি ঝড়ে পূর্ত বিভাগের আগরতলাস্থিত যে অফিস বাড়ীটি বিধ্বস্ত হইয়াছে তাহা ভাড়া করা বাড়ী কিনা ?

২) এই বাড়ী যে নিরাপদ নয় সে সম্পর্কে সরকার পূর্বেই অবহিত ছিলেন কিনা ;

৩) এই বাড়ী বিধ্বস্ত হওয়ার কারণ সম্পর্কে সরকার তদন্ত করিতে রাজী আছেন কিনা ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) না।

৩) পূর্ত বিভাগ এই ব্যাপারে তদন্ত করিতেছেন।

STARRED QUESTION NO—368
By—Shri Kalipada Banerjee

প্রশ্ন

ক) সাব্রুম মহকুমায় আদিবাসী জুমিয়াদের আবাদী ও দখল করা কি পরিমাণ জমি বন বিভাগ রিজার্ভ করিয়া রাখিয়াছে ;

খ) জুমিয়া পুনর্বাসনের প্রয়োজনে ঐ জমি রিজার্ভ মুক্ত করিয়া তাদের দেওয়া হইবে কি না ; এবং

গ) এ সম্পর্কে আদিবাসী কল্যাণ দপ্তর বন বিভাগকে অনুরোধ জানাইয়াছেন কি না ?

উত্তর

ক) সাব্রুম মহকুমায় আদিবাসী জুমিয়াদের আবাদী ও দখল করা কোন জমি বন বিভাগ রিজার্ভ করিয়া রাখে নাই।

খ) উপরোক্ত উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নই উঠে না,

গ) অতিরিক্ত জেলা শাসক ও কালেক্টার (আদিবাসী কল্যাণ) ৯৮.২২ হেক্টার ২৪২.৭০ একর) ভূমি হাবরাতলী মৌজা (টৈক্কাতুলসী রিজার্ভ) হইতে ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধ জানান।

STARRED QUESTION NO—369

By—Shri Kali Pada Banerjee

প্রশ্ন

১) ১৯৭০-৭১ ও ১৯৭১-৭২ সালে সাব্রুম ব্লকে flood protection এর জন্য কতগুলি ক্ষুদ্র বাঁধ ও বড় বাঁধ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে;

খ) এই নির্ম্মাণ কার্য্যে মোট কতটাকা ব্যয় করা হইয়াছে; এবং

গ) তাহার ফলে কত কৃষক উপকৃত হইয়াছেন ?

উত্তর

ক) প্রশ্নে উল্লিখিত সময়ে পূর্ত্ত বিভাগ সাব্রুম ব্লকে কোন বন্যা নিরোধ বাঁধ নির্ম্মাণ করে নাই।

খ) এবং (গ) 'ক' প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 407

By—Shri Subal Chandra Biswas.

প্রশ্ন

ক) কৈলাসহর হইতে ফটিকরায় Via দলুগাঁও বাজার এর রাস্তাটি কবে নাগাদ মটর চলার উপযুক্ত হইবে ?

খ) বর্ত্তমানে উক্ত রাস্তা মেরামতের কাজ হচ্ছে কি না ?

উত্তর

ক) রাস্তাটি সুদিনে মটর চলাচলের উপযোগী ছিল। কৃষ্ণনগরের নিকটে রাস্তার কিছু অংশ নদীর দ্বারা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় এখন গাড়ী চলাচল বন্ধ আছে।

খ) হ্যাঁ।

STARRED QUESTION NO. 408

By—Shri Subal Chandra Biswas

প্রশ্ন

ক) কৈলাসহর ভগবাননগর হইতে ডেওবাজার Via দেবস্থল রাস্তার নির্মাণের জন্য টাকা বরাদ্দ হইয়াছে কি না ?

খ) হয়ে থাকলে উক্ত রাস্তা কবে নাগাদ হওয়ার আশা করা যায় ?

উত্তর

ক) না।

খ) ১ নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রসঙ্গ উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 466

By—Shri Hangshadhwaj Dewan.

প্রশ্ন

ক) ইহা কি সত্য পেচারথলে একটি পশু চিকিৎসালয় খোলার জন্য সরকার থেকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

খ) হ্যাঁ। সেখানে একটি পশু চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 467

By Shri Hangshadhwaj Dewan

প্রশ্ন

১। পেচারথল বাজারের সন্নিকটে বোলনালার উপর বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্ম্মাণের জন্য সরকার বর্ত্তমান বৎসরে অর্থ বরাদ্দ করিয়াছেন কি ?

উত্তর

২। না।

STARRED QUESTION NO. 478

By—Shri Jitendra Lal Das.

প্রশ্ন

১। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার খয়মুখ রাস্তা হইতে মুহুরীপুর বাজার পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে তাহা পুনঃ সংস্কার করানোর ব্যাপারে বর্ত্তমান বৎসরে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না ;

২। যদি থাকে তবে কবে থেকে কাজ আরম্ভ হবে ;

৩। যদি না থাকে কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, একটি পরিকল্পনা বিবেচনাধীন আছে।

২। কাজের অনুমোদন দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে। কাজ শীঘ্রই আরম্ভ করা হইবে।

৩। এ প্রসংগ উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 479.

By—Shri Jitendra Lal Das

প্রশ্ন

১। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বড় পাথারী হইতে মৌচ্ছা হইয়া কাকড়াবন পর্য্যন্ত যে রাস্তা করানো হইয়াছিল সেই রাস্তা পুনঃ সংস্কার করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না ;

২। যদি থাকে তবে কবে থেকে কাজ শুরু হবে ;

৩। যদি না থাকে তবে ইহার কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। প্রথম পর্য্যায় ০—৪ মাইল রাস্তায় কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

৩। এ প্রসংগ উঠে না।

ANNEXURE 'B'

UNSTARRED QUESTION NO. 27

By—Shri Nripendra Chakraborty

প্রশ্ন

১। গোমতা হাইডেল প্রজেক্ট সম্পর্কে এন পি সি সির সাথে ত্রিপুরা প্রশাসনের ১৯৬৮ ইং সালের চুক্তিতে যে সকল ব্যয় কে actual cost বলা হয়েছে, সে সকল ব্যয় বাবদ এ পর্য্যন্ত কত টাকা খরচ হয়েছে, তার item ভিত্তিক বিবরণ।

২। প্রজেক্টের কাজের কোন item complete করা হয়েছে কিনা ; হলে ঐ item সমূহের বিবরণ ?

উত্তর

১। ১৯৭২ ইংরেজীর মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত এন পি সি সি কে কৃত কার্য্যের জন্য ১৮৯·৩৪ লক্ষ এবং এষ্টাব্লিশমেন্ট বাবদ ২৩·৮৯ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

২। না।

UNSTARRED QUESTION NO. 30

By—By Shri Nripendra Chakborty and Shri Niranjan Deb

প্রশ্ন

১। বাঁশ, ছন, কাঠ ও অন্যান্য বনজ সম্পদের উপর বর্তমানে যে হারে Royalty আদায় করা হয়, তার item ভিত্তিক বিবরণ ;

২। এই হার কবে থেকে চালু করা হয়েছে এবং কার আদেশ বলে চালু করা হয়েছে ;

৩। এই হার যদি পূর্ব্বেকার হার থেকে বেশী হয়ে থাকে, তার কারণ ?

উত্তর

১। বিভিন্ন বনজ বস্তুর Royalty হারের item ভিত্তিক বিবরণ সহ ২ টি Gazette Notification এতদসংগে দেওয়া গেল। ০·৬১ মিটার ও ততোধিক বেড়ের (mid girth) কাঠের উপর ১৮-১২-৭১ ইং তারিখে ত্রিপুরা গেজেটে

প্রকাশিত ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট এর ১৪-১২-৭১ ইং ১৪-১২-৭১ ইং তারিখের F 5-2/For-71/48740 নং স্মারকলিপিতে উল্লেখিত মাশুলের হার প্রযোজ্য। ০·৬১ মিটারের নিম্ন বেড়ের কাঠের উপর ও অন্যান্য বনজ বস্তুর উপর ২৫-১১-৬৮ ইং তারিখে ত্রিপুরা গেজেটে প্রকাশিত ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্ট এর ২২-১১-৬৮ ইং তারিখের F.11-15/For-68/30277 নং বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত মাশুলের হার প্রযোজ্য। ২২-১১-৬৮ ইং তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত মাশুলের হারের উপর শতকরা ৫০ টাকা অতিরিক্ত মাশুল আদায় করা হয়।

২। F 11-15/For-68/30277 নং বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত হার ২৫-১১-৬৮ ইং তারিখ হইতে ত্রিপুরা প্রশাসকের অনুমত্যানুসারে এবং F 5-2/For-71/48740 নং স্মারকলিপিতে বর্ণিত হার ১৫-৯-৭১ ইং তারিখ হইতে ত্রিপুরার উপরাজ্য পালের অনুমত্যানুসারে চালু করা হইয়াছে।

৩। কেবল ০·৬১ মিটার ও ততোধিক বেড়ের (Mid girth) কাঠের মাশুলের হার বাড়ান হইয়াছে। অন্য কোনও বনজ বস্তুর মাশুলের হার চলতি হার হইতে বাড়ান হয় নাই। কাঠের বাজার দরের সংগে সামঞ্জস্য রাখিয়া ও D-Dy S & D এর হারের সংগে সমতা রক্ষা করিয়া ঐ হার বাড়ান হইয়াছে।

Published in the
EXTRAORDINARY ISSUE OF TRIPURA GAZETTE
Agartala, Monday, November 25, 1968 A.D.

ত্রিপুরা সরকার
বন বিভাগ।

No. F. 11-15/For-68/30277. Dated, Agartala, the 22nd November, 1968.

বিজ্ঞপ্তি

ত্রিপুরার বৃক্ষ ও অন্যান্য বনজবস্তুর মাশুল অনেক বৎসর যাবত একই হারে আদায় হইতেছে, কিন্তু ইতিমধ্যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে কাঠ ও অন্যান্য বনজ বস্তুর মূল্যও যথেস্ট বর্দ্ধিত হইয়াছে। সুতরাং বৃক্ষ ও অন্যান্য বনজবস্তুর মাশুলও বর্দ্ধিত করা যুক্তিযুক্ত বটে। অতএব বর্তমান প্রচলিত হার পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন ক্রমে এ রাজ্যের সমস্ত বন বিভাগের জন্য নিম্নলিখিত হার ধার্য্য করা গেল। উক্ত বর্দ্ধিত হার ত্রিপুরার সর্বত্র এই বিজ্ঞপ্তি ত্রিপুরা গেজেটে প্রকাশের তারিখ হইতে প্রবল গণ্য হইবে। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সংগে সঙ্গে মাশুলের হার সংশ্লিষ্ট গত ৩০ | ৫ | ৫১ ইং তারিখের ১ নং সারকুলার ও অপরাপর সারকুলার বিজ্ঞপ্তি ও আদেশ বাতিল গণ্য হইবে।

ত্রিপুরার প্রশাসকের অনুমত্যানুসারে,
আর, কে, দেববর্ম্মা
সেক্রেটারী,
ত্রিপুরা সরকার।

বৃক্ষের শ্রেণী বিভাগ

বিশেষ প্রথম শ্রেণী

সেগুন, প্যাডক, শাল, আগর (ধুপ) নাগেশ্বর, গর্জ্জন, চম্পা, মেহগনি' শিশু ও সুন্দি (তিল ও মরিচা)।

প্রথম শ্রেণী

জারুল, গামাইর, চাম্বল, করই, বাতা ও বন্ধি বা পোমা।

দ্বিতীয় শ্রেণী

হলুদচাকি, চেগারাশি, কাঁঠাল, জাম, রক্তেনা, গর্জ্জন, সিধা, কনাক, খেমটা, সোনাল, নেউর, কালিবক্সল, কাজিকারা, শিমুল, বনকদম ও ইউক্যালিপ্টাস।

তৃতীয় শ্রেণী

মরই, মেরা, জিনারী, কুত্ত´া, পিঙ, আওয়াল, উরি আম বা জকি, সুতরং, কাইমলা রামডালা, নাগুতি, কাঁটাকুই, কুমা, বাজনা, হরিতকী ও করিশ।

চতুর্থ শ্রেণী

উদাল, কদম ও অন্যান্য জাতীয় বৃক্ষ।

বৃক্ষের মাশুলের হার

মাটি হইতে ১·৩৭ মিঃ (৪´—৬´´) উর্দ্ধে ছালের উপর বৃক্ষের বেড়ের পরিমাপ ০·৯১ মিঃ (৩´—০´´) এবং তদূর্দ্ধ। মাশুল প্রতি ঘনমিটারের হার (৩৫·৩২ ঘনফুট)

শ্রেণী		বেড় ০·৯১ মিঃ (৩´—০´´) হইতে ১·৩৭ মিঃ (৪´—৬´´) এর ন্যূন।	বেড় ১·৩৭ মিঃ (৪´—৬´´) ও তদূর্দ্ধ।
বিশেষ	১ম	টাকা ৩৫·৩২ (টাকা—১·০০ প্রতি ঘঃ ফুঃ)	টাকা—১০·৬৪(টাকা২·০০প্রতি ঘঃফুঃ)
	১ম	টাকা ২৬·৪৯ (টাকা—০·৭৫ প্রতি ঘঃ ফুঃ)	টাকা—৫২·৯৮(টাকা১·৫০ ,, ,,)
	২য়	টাকা ১৭·৬৬ (টাকা—০·৫০ প্রতি ঘঃ ফুঃ)	টাকা—৩৫·৩২(টাকা ১·০০ ,, ,,)
	৩য়	টাকা ১৭·৬৬ (টাকা—০·৫০ প্রতি ঘঃফুঃ)	টাকা—২৬·৪৯ (টাকা ০·৭৫ ,, ,,)
	৪র্থ	টাকা ১০·৬০ (টাকা—০·৩০ প্রতি ঘঃফুঃ)	টাকা—২১·২০ (টাকা ০·৬০ ,, ,,)

পোল (Pole) (বাড়ন্ত অবস্থার গাছ)

মাটি হইতে ১·৪১ মিঃ (৪′—৬″) উর্দ্ধে ছালের উপর বৃক্ষের বেড়ের পরিমাপ ০·৯১মিঃ (৩—০) এর কম।

শ্রেণী	যে কোন দৈর্ঘের কর্ত্তিত প্রতি অংশ		প্রতি (৩′—০″) ০·৯১ মিঃ ও তদংশ		
	০·৩০ মিঃ ন্যূন বেড়	০·৩০মিঃ হইতে ০·৪৫মিঃ ন্যূন	০·৪৫মিঃ হইতে ০·৬০মিঃ ন্যূন	০·৬০মিঃ হইতে ০·৭৬মিঃ ন্যূন	০·৭৬মিঃ হইতে ০·৯১মিঃ ন্যূন
	১ ফুট ন্যূন বেড়	১·০০″ হইতে ১·৬″ ন্যূন	১·৬″ হইতে ২′০″ ন্যূন	২·০″ হইতে ২·৬″ ন্যূন	২′ ৬″ হইতে ৩′০″ ন্যূন
বিশেষ ১ম	টাকা ০·৪০	টাকা ০·৮০	টাকা ০·৪০	টাকা ১·০০	টাকা ১·৩৫
১ম	টাকা ০·৩৫	টাকা ০·৭০	টাকা ০·৩৫	টাকা ০·৭৫	টাকা ১·০৫
২য়	টাকা ০·৩০	টাকা ০·৬০	টাকা ০·৩০	টাকা ০·৫০	টাকা ০·৭০
৩য়	টাকা ০·৩০	টাকা ০·৬০	টাকা ০·৩০	টাকা ০·৫০	,, ০·৭০
৪র্থ	,, ০·২০	,, ০·৪০	,, ০·২০	,, ০·৩০	,, ০·৪৫

জ্বালানী কাষ্ঠ ও কয়লা

ক্রমিক	বনজবস্তুর নাম	পরিমাণ ও সংখ্যা	মাশুল	মন্তব্য
১।	জ্বালানী কাঠ	প্রতি কুইন্টল (১০০ কিঃ, গ্রাঃ)	টাকা ০·৬৫ (টাকা ০·২৪ প্রতি মণ)	১·৮২মিঃ (৬′·০″ অনধিক লম্বা ফাপা, বক্র বা অন্য কোন দোষ যুক্ত এইরূপ কাষ্ঠ খণ্ডই জ্বালানী কাষ্ঠ আখ্যাত হইবে।
		প্রতি ঘন মিটারের স্তুপ (০·০৫৬৬ ঘঃ মিঃ—৩৭·৩২৪ কিঃ গ্রাঃ)	টাকা—৪·০০	
২।	জ্বালানী কাঠ	ক) প্রতি মাথার বোঝা বা দৈনিক পারমিট (পুরুষ)	টাকা ০·১৫	
		প্রতি মাথার বোঝা দৈনিক পারমিট (মহিলা ও শিশু)	টাকা ০·১০	

ক্রমিক নম্বর	বনজ বস্তুর নাম	পরিমাণ ও সংখ্যা	মাশুল	মন্তব্য
		খ) প্রতি ভার বা দৈনিক পারমিট (পুরুষ)	টাকা ০·২৫	
		প্রতি ভার বা দৈনিক পারমিট (মহিলা ও শিশু)	টাকা ০·১২	
		গ) প্রতি গরুর গাড়ী	টাকা ১·৭৫	
		ঘ) প্রতি মহিষের গাড়ী	টাকা ২·০০	
		ঙ) প্রতি দেড় টন ট্রাক বা তদংশ	টাকা ১০·০০	
		চ) প্রতি তিন টন ট্রাক বা তদংশ	টাকা ২০·০০	
		ছ) মাসিক পারমিট (মাথা বোঝা (বা/ভার)	টাকা ৬·০০	
		জ) সাপ্তাহিক পারমিট (মাথা বোঝা বা ভার)	টাকা ১·১৫	
৩।	কাঠ কয়লা	প্রতি কুইন্টল (১০০ কিঃ গ্রাঃ)	টাকা ২·০০	
		বাঁশ।		
১।	মুলি, কাইথ্যা	প্রতি শত	টাকা ২·০০	মাটি হইতে উর্দ্ধে ০·১৫২ মিটার (৬") মধ্যে কাটিতে হইবে।
২।	বরুয়া, বারি, মাখাল, পেচা কাটাউরা, বাড়িয়াল	প্রতি শত	টাকা ১২·০০	
৩।	বরাক বাঁশ	প্রতি শত	টাকা ২০·০০	
৪।	রোপাই, ওয়াই	প্রতি শত	টাকা ৩·৫০	
৫।	ডলু, মৃত্তিঙ্গা, কাটা বাঁশ	প্রতি শত	টাকা ২·৫০	
৬।	অন্যান্য বাঁশ (৭৬·২০ মি. মি·(৩") ও ন্যূন বেড়)	প্রতি শত	টাকা ০·৭০	
৭।	বাঁশ সাপ্তাহিক পারমিট (কাঁধে; ভারে বা মাথা বোঝা)	—	টাকা ২·০০	
৮।	লগ্গি বা চইড় (নৌকার)	প্রতি শত	টাকা ১২·০০	

ছন

১।	ছন (১·৮২ মি=৬´-০´´ ও তন্নিম্ন বেড়ের)	প্রতি বোঝা	টাকা	০·৩৫
২।	ছন (১·৩৭ মিঃ=৪´-৬´´ তন্নিম্ন বেড়ের)	প্রতি বোঝা	টাকা	০·৩০
৩।	চেঙ্গাছন (১·৩৭ মিঃ= ৪´ ৬´´ ও তন্নিম্ন বেড়)	প্রতি বোঝা	টাকা	০·১২
৪।	ছন সাপ্তাহিক পারমিট	মাথা বোঝা বা ভাড়	টাকা	২·০০

বেত ও নল খাগড়া

১।	জালি, সুন্দি, রাইচাঙ্গ, চাক্কা (৪·৫৭ মিঃ= ১৫´-০´´ ও তন্নিম্ন)	প্রতি গোট	টাকা	০·০৩	বেতের মুড়াসহ উৎপাটন করা নিষিদ্ধ।
২।	গল্লাক বেত (ঐ)	প্রতি গোট	টাকা	০·০৫	
৩।	কেরাক বেত (ঐ)	প্রতি গোট	টাকা	০·৩০	
৪।	ইরাক, বাতা, মৈদা, (০·৯১৪ মিঃ=৩´-০´ বা তন্নিম্ন বেড়ের বোঝা)	প্রতি বোঝা ১০০ গোটি	টাকা	০·২০	
৫।	নল খাগড়া, হুগলা (১·৩৭ মিঃ=৪´-৬´´ বা তন্নিম্ন বেড়ের বোঝা)	প্রতি বোঝা	টাকা	০·১৫	
৬।	মোত্রা (১·৩৭ মিঃ= ৪´-৬´´ বা তন্নিম্ন বেড়ের বোঝা)	প্রতি বোঝা	টাকা	০·৩৫	১টি মাদুরের উপযুক্ত।
৭।	বাঁশের বা নলের বেত (০·৯১ মিঃ=৩´-০´´ নিম্ন বেড়ের বোঝা)	প্রতি বোঝা	টাকা	০·২০	
৮।	মোত্রার বেত (১·৩৭ মিঃ=৪´-৬´´ ও তন্নিম্ন বেড়ের বোঝা)	প্রতি বোঝা	টাকা	১·০০	

ক্রমিক নম্বর	বনজবস্তুর নাম	পরিমান ও সংখ্যা	মাশুল	মন্তব্য
		বালি, নুড়ি পাথর, পাথর ইত্যাদি		
১।	পাথর, নুড়ি পাথর ও মোরাম	প্রতি ঘন মিটার (৩৫·৩২ ঘঃ ফুঃ)	টাকা ২·৮২ (টাকা ৮·০০ প্রতি শত ঘঃ ফুঃ)	
২।	বালি	প্রতি ঘন মিটার	টাকা ১·০০	
		অন্যান্য বনজবস্তু		
১।	আউস	প্রতি কিলোগ্রাম	টাকা ০·১০	
২।	অনন্তমূল	ঐ	,, ০·০৩	
৩।	অশ্বগন্ধা	ঐ	,, ০·০৩	
৪।	আম আদা	ঐ	,, ০·০৩	
৫।	আলকুশী বীজ	ঐ	,, ০·১০	
৬।	আল বেল	ঐ	,, ০·০৩	
৭।	ইছবগুল	ঐ	,, ০·১০	
৮।	ইন্দ্রজব	ঐ	,, ০·১০	
৯।	একাঙ্গী	ঐ	,, ০·১০	
১০।	কটকী	ঐ	,, ০·০১	
১১।	কটফল	ঐ	,, ০·৩০	
১২।	কন্টকারী	ঐ	,, ০·১০	
১৩।	কাকর চিনি	ঐ	,, ০·১০	
১৪।	কাক জঙ্ঘা	ঐ	,, ০·০৩	
১৫।	কাল মেঘ	ঐ	,, ০·০৩	
১৬।	কুচিলা গোটা	ঐ	,, ০·১০	
১৭।	কুর	ঐ	,, ০·০৩	
১৮।	ক্ষরী কাকলী	ঐ	,, ০·১০	
১৯।	কেশিয়া	ঐ	,, ০·০১	
২০।	ক্ষীর বাদারী	ঐ	,, ০·০৩	
২১।	গজ পিপ্পলী	ঐ	,, ০·১০	
২২।	গণ্ডকী	ঐ	,, ০·০৩	
২৩।	গাম্ভারী ছাল	ঐ	,, ০·০৩	

ক্রমিক নম্বর	বনজবস্তুর নাম	পরিমাণ ও সংখ্যা	মাশুল		মন্তব্য
২৪।	গুরুচী	ঐ	,,	০·০১	
২৫।	গোক্ষুর	ঐ	,,	০·১০	
২৬।	গোরক্ষ চাকুলী	ঐ	,,	০·১০	
২৭।	ঘণ্টকর্ণ মূল	ঐ	,,	০·০৩	
২৮।	ঘিলা	ঐ	,,	০·১০	
২৯।	চিরতা	ঐ	,,	০·০১	
৩০।	চৈলতা	ঐ	,,	০·০১	
৩১।	ছালানী	ঐ	,,	০·০৩	
৩২।	জটামাংসী	ঐ	,,	০·১০	
৩৩।	জয়ফল (গোটা)	ঐ	,,	০·১০	
৩৪।	ঝিন্টি	ঐ	,,	০·১০	
৩৫।	ঝুরি	ঐ	,,	০·১০	
৩৬।	টেরী গোটা	ঐ	,,	০·১০	
৩৭।	তালমুলী	ঐ	,,	০·১০	
৩৮।	তিত লাউ বীজ	ঐ	,,	০·১০	
৩৯।	তেজ পাতা	ঐ	,,	০·০২	
৪০।	তেজবল	ঐ	,,	০·১০	
৪১।	তোকমা	ঐ	,,	০·১০	
৪২।	তোপচিনি	ঐ	,,	০·১০	
৪৩।	ত্রিশিরা	ঐ	,,	০·১০	
৪৪।	থৈকল	ঐ	,,	০·০৩	
৪৫।	দণ্ডীমুল	ঐ	,,	০·১০	
৪৬।	দারুচিনি	ঐ	,,	০·১০	
৪৭।	নাগকেশর (নাগেশ্বর ফুল)	ঐ	,,	০·১০	
৪৮।	নাগেশ্বর বীজ	ঐ	,,	০·১০	
৪৯।	নিমাগ্নী (ফল)	ঐ	,,	০·১০	
৫০।	নির্মালী	ঐ	,,	০·০৩	
৫১।	পচা পাতা	প্রতি কিলোগ্রাম	টাকা	০·১০	
৫২।	পারুল ছাল	ঐ	,,	০·০৩	
৫৩।	পিঠালী	ঐ	,,	০·১০	
৫৪।	পোমরা	ঐ	,,	০·১০	
৫৫।	বচ	ঐ	,,	০·১০	

ক্রমিক নম্বর	বনজ বস্তুর নাম	পরিমাণ ও সংখ্যা		মাশুল	মন্তব্য
৫৬।	বালা	ঐ	,,	০·১০	
৫৭।	বিরঙ্গ	ঐ	,,	০·১০	
৫৮।	বৃদ্ধদারক	ঐ	,,	০·১০	
৫৯।	বংশলোচন	ঐ	,,	০·৮০	
৬০।	ভুমি কুষ্মাণ্ড	ঐ	,,	০·০২	
৬১।	ভেলা গোটা	ঐ	,,	০·১০	
৬২।	মঞ্জিষ্ঠা	ঐ	,,	০·০৩	
৬৩।	মাজুফল	ঐ	,,	০·৯০	
৬৪।	মুড়া মাংসী	ঐ	,,	০·১০	
৬৫।	মুরচিয়া	ঐ	,,	০·১০	
৬৬।	রক্তচিতা	ঐ	,,	০·০২	
৬৭।	যষ্টিমধু	ঐ	,,	০·০১	
৬৮।	রাখাল শশা	ঐ	,,	০·১০	
৬৯।	রিঠা	ঐ	,,	০·১০	
৭০।	রুদ্রাক্ষ	ঐ	,,	০·১০	
৭১।	রুমী মস্তকী	ঐ	,,	০·১৫	
৭২।	রেড় চিনি	ঐ	,,	০·১০	
৭৩।	লতা কস্তুরী	ঐ	,,	০·১০	
৭৪।	লাল্‌কা	ঐ	,,	০·১০	
৭৫।	লোধ	ঐ	,,	০·১০	
৭৬।	শিল আদা	ঐ	,,	০·০৩	
৭৭।	শ্যামলতা	ঐ	,,	০·০১	
৭৮।	সোমরাজ	ঐ	,,	০·০১	
৭৯।	শুট	ঐ	,,	০·০৩	
৮০।	সংজরাট	ঐ	,,	০·১০	
৮১।	আকন্দ	ঐ	,,	০·০৩	
৮২।	ধুতুরা	ঐ	,,	০·০৩	
৮৩।	চন্দ্রমা (সর্পগন্ধা)	ঐ	,,	১·০০	
৮৪।	মুসা	ঐ	,,	০·০৩	
৮৫।	দ্রোণ	ঐ	,,	০·০৩	
৮৬।	ব্রাহ্মী	ঐ	,,	০·১০	
৮৭।	স্বত কাঞ্চন	ঐ	,,	০·১০	

ক্রমিক নম্বর	বনজবস্তুর নাম	পরিমাণ ও সংখ্যা	মাশুল	মন্তব্য
৮৮।	ভৃঙ্গরাজ	ঐ	,, ০.১০	প্রতি বৎসর ১লা এপ্রিল ১২% মুল্যানুসারে বর্দ্ধিত হইবে।
৮৯।	বিশলত	ঐ	,, ০.০১	
৯০।	সোনালছাল	ঐ	,, ০.০৩	
৯১।	গোরগুন	ঐ	,, ০.১০	
৯২।	লক্ষণা	ঐ	, ০.১০	
৯৩।	জঙ্গী হরতকী	ঐ	,, ০.১০	
৯৪।	অর্জুন ছাল	ঐ	,, ০.০৩	
৯৫।	আমলকী	ঐ	,, ০.০৩	
৯৬।	ওলট কম্বল (অশুস্ক)	ঐ	,, ০.০৫	
৯৭।	কুর্চির ছাল	ঐ	,, ০.০৩	
৯৮।	চাউল মুর্গার বীজ	ঐ	,, ০.১০	
৯৯।	পিপুল (অশুষ্ক)	ঐ	,, ০.৪৫	
১০০।	বহেরা (ঐ)	ঐ	,, ০.০৩	
১০১।	মোম	ঐ	,, ০.২২	
১০২।	শতমুল	ঐ	,, ০.০৩	
১০৩।	হরিতকা	ঐ	,, ০.০৩	
১০৩।	মধু	ঐ	,, ০.২৫	
১০৫।	অশোক ছাল	ঐ	,, ০.০৩	
১০৬।	লতা ও গুল্ম নানাজাতীয় অশুস্ক	ঐ	,, ০.০১	
১০৭।	ঘাস	ঐ	,, ০.০১	
১০৮।	সুপারী গাছ, চামি, ওরা	প্রতি গোট	,, ০.৫০	
১০৯।	ঐ অশুস্ক	প্রতি কিলোগ্রাম	,, ০.০২	
১১০।	ভাব	প্রতি গোট	,, ০.০৯	
১১১।	অর্জুন ফুল	ঐ	,, ০.০৮	
১১২।	ওম পাতা	প্রতি শত	,, ০.০৯	
১১৩।	কুমিরা পাতা	প্রতি হাজার	,, ০.১০	
১১৪।	আগর	বন সংরক্ষক (কনসারভেটর) কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইবে।	বন সংরক্ষক (কনসারভেটর) কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইবে।	প্রতি বৎসর ১লা এপ্রিল মুল্যানুসারে ১২% বর্দ্ধিত হইবে।

ক্রমিক নম্বর	বনজবস্তুর নাম	পরিমাণ ও সংখ্যা	মাশুল	মন্তব্য
	অন্যান্য বনজবস্তুর দ্বারা নির্মিত			
১।	কুলা, ডালা, চাল্‌নী, ধুচনী, লাই	প্রতি গোট	টাকা ০·০৭	
২।	মোত্রার চাটি			
	ক) ১·২২ মিঃ—৪´-০ এর ন্যুন দৈর্ঘ্য	প্রতি গোট	,, ০·১২	
	খ) ১·২২ মিঃ—৪´-০" উর্দ্ধ দৈর্ঘ্য	ঐ	,, ০·২০	
৩।	হগলার চাটি	ঐ	,, ০·০৭	
৪।	নলুয়া বা নলের চাটি	ঐ	,, ০·১০	
৫।	বাঁশের পাতলা বা ছাতি	প্রতি গোট	টাকা ০·০৫	
৬।	ডোল বা টাইল ১·৩৭ মিঃ = ৪´-৬" ও তদূর্দ্ধ দৈর্ঘ্য।	ঐ	,, ০·২০	
৭।	ঐ ১·৩৭ মিঃ এর নিম্ন দৈর্ঘ্য	ঐ	,, ০·১০	
৮।	বাঁশের ধারি ১·৩৭ মিঃ—৪´-৬" বা তদূর্দ্ধ দৈর্ঘ্য	ঐ	,, ০·১০	
৯।	ঐ ১·৩৭ মিঃ = ৪´-৬" এর নিম্ন দৈর্ঘ্য	ঐ	,, ০·০৬	
১০।	বাঁশের পেটারা	ঐ	,, ০·১২	
১১।	বেতের পেটারা	ঐ	,, ০·২৫	
১২।	পল বড় ০·৭৬ মিঃ (২´—৬") ও তদূর্দ্ধ ব্যাস	ঐ	,, ০·১২	
১৩।	ঐ ছোট ০·৭৬ মিঃ এর নিম্ন ব্যাস	ঐ	,, ০·০৭	
১৪।	বাঁশের মোড়া	ঐ	,, ০·১২	
১৫।	বাঁশের মোড়া পৃষ্ঠ যুক্ত	ঐ	,, ০·২৫	
১৬।	পুরা, ঝাপি, সেউত	ঐ	,, ০·০৩	
১৭।	হচা, হজা	ঐ	,, ০·১০	
১৮।	পারন, মেরা	ঐ	,, ০·১২	
১৯।	ডরি, ঠিকা	ঐ	,, ০·০৫	

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের মাশুল সমজাতীয় পণ্যের সমহারে আদায় হইবে।

বিশেষ কারণে যে কোন বস্তুর মাশুলের হার উপরিউক্ত মাশুলের শতকরা অনধিক ৫০·০০ টাকা বৃদ্ধি বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা বন সংরক্ষকের (কনসারভেটরের) থাকিবে।

UNSTARRED QUESTION NO. 42.

By—Shri Ajoy Biswas

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার চা বাগান সমূহের নাম ও রেজিষ্টার্ড লেবারের বাগান ভিত্তিক সংখ্যা ?

উত্তর

	চা বাগানের নাম		রেজিষ্টার্ড লেবারের সংখ্যা
১।	হরিশনগর	চা বাগান	৫৫
২।	মালাবতী	,,	১০
৩।	মেখলী পাড়া	,,	১৬৮
৪।	নৃপেন্দ্র নগর	,,	৯
৫।	আদরিণী	,,	৩৩
৬।	হরেন্দ্রনগর	,,	১৩৮
৭।	দুর্গাবাড়ী	,,	৮
৮।	বিনোদিনী	,,	৩৯
৯।	লক্ষ্মীলোঙ্গা	,,	৮২
১০।	তুফানিয়া লোঙ্গা	,,	২৭
১১।	ফটিকছড়া	,,	১৭২
১২।	গোপাল নগর	,,	২৭
১৩।	কলকলিয়া (উঃ)	,,	৭
১৪।	কলকলিয়া (দঃ)	,,	২
১৫।	মোহনপুর	,,	৫১
১৬।	কালাছড়া	,,	৬১
১৭।	মনতলা	,,	৩৯
১৮।	মেখলী বন্দ	,,	১১২
১৯।	কৃষ্ণপুর	,,	৩৭
২০।	সিমনা ছড়া	,,	৫৮
২১।	ব্রহ্মকুণ্ড	,,	২৪
২২।	রামচন্দ্র ভপুর	,,	২৯১
২৩।	মহাবীর	,,	২৮৮
২৪।	গারদ টীলা	,,	৬২
২৫।	দারং টীলা	চা বাগান	১৮
২৬।	খোয়াই	,,	১০০
২৭।	কল্যাণপুর	,,	৫৮
২৮।	লীলাগড়	,,	১৫
২৯।	লুধুয়া	,,	২৫
৩০।	দেবাস্থল	,,	২১
৩১।	হিরাছড়া	,,	২০৭
৩২।	সোনামুখি	,,	৩১
৩৩।	নটিংছড়া	,,	১০
৩৪।	জগন্নাথপুর	,,	৬৪
৩৫।	গোলকপুর	,,	৪৩১
৩৬।	হালাইছড়া	,,	১৯২
৩৭।	সরোজিনী	,,	২৯
৩৮।	কালিশাসন	,,	৮১
৩৯।	রাং রুং	,,	৯৫
৪০।	শোভা	,,	৪৭
৪১।	মনুভ্যালী	,,	৩১৪
৪২।	মুর্ত্তীছড়া	,,	২৩৬
৪৩।	হাফলং ছড়া	,,	২১৬
৪৪।	ধর্ম্মনগর	,,	২২৬
৪৫।	মহেশপুর	,,	২৩৪
৪৬।	সরলা	,,	৮৩
৪৭।	পিয়ারা ছড়া	,,	১৫৬
৪৮।	রাণীবাড়ী	} ,,	৩৯৪
৪৯।	মধুসূদন		

UNSTARRED QUESTION NO. 59
By—Shri Anil Sarkar

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকার আসামের কোন বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য আসাম সরকারের সাথে কোন চুক্তি করেছেন কিনা, করে থাকলে তার বিবরণ ;

২। ঐ চুক্তি অনুসারে ত্রিপুরা সরকার আসাম সরকারকে বর্তমানে বিদ্যুৎ সরবরাহ বাবদ কত টাকা দিচ্ছে, তার মাস ভিত্তিক হিসেব (১৫ই মার্চ ১৯৭২ পর্য্যন্ত) ;

উত্তর

১। আসাম সরকারের সঙ্গে নহে, পরন্তু আসাম স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের সঙ্গে একটি চুক্তি হইয়াছে। এই চুক্তি অনুযায়ী আসাম স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড ত্রিপুরা সরকারকে ১৯৭০—৭১ইং সন পর্য্যন্ত ৭৫০ KW হইতে ৮০০০ KW বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। ইহার পর বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ উভয় পক্ষের সম্মতিতে স্থির হইবে আসাম স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের গৃহীত রেট প্রযুক্ত হইবে এবং ১৩২ KW লাইনে বিদ্যুৎ সরবরাহ হইলে ৭½% রেহাই পাওয়া যাইবে। কমপক্ষের বার্ষিক ১২·৬ লক্ষ টাকার সরবরাহ গেরেন্টি দেওয়া হইয়াছে। এই চুক্তি ২৫—৯—৬৭ হইতে ১০ বৎসরের জন্য বলবৎ থাকিবে।

২।

এপ্রিল '৭১	—
মে '৭১	১১০০১ টাকা ০১ পয়সা
জুন '৭১	১০৮১২ টাকা ২২ পয়সা
জুলাই '৭১	—
আগষ্ট '৭১	—
সেপ্টেম্বর '৭১	৩৮০৪১৬ টাকা ৬০ পয়সা
অক্টোবর '৭১	১০৭৩৫০ টাকা ১৫ পয়সা ১০৭৬০২ টাকা ৬৫ পয়সা
নভেম্বর '৭১	—
ডিসেম্বর '৭১	১০৭৭৭৩ টাকা ৯২ পয়সা
ডিসেম্বর '৭১	১০৭৯৩৫ টাকা ৫১ পয়সা
জানুয়ারী '৭২	—
ফেব্রুয়ারী '৭২	১০৮৪৮৯ টাকা ৪১ পয়সা
ফেব্রুয়ারী '৭২	১১৪৮৬৯ টাকা ৩২ পয়সা
মার্চ '৭২ (১৫ই মার্চ পর্য্যন্ত)	

UNSTARRED QUESTION NO. 68.

By—Shri Abhiram Deb Barma.

প্রশ্ন

১। সদর চম্পকনগর Range Office এর অন্তর্ভুক্ত এলাকার কতজন জুমিয়ার নামে গত ১৯৬৮ইং থেকে ১৯৭১ ইং এর ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত জুম কাটার জন্য মামলা দায়ের করা হয়েছে ?

২। এর মধ্যে কতজনের জরিমানা হয়েছে তাহার বছর ভিত্তিক হিসাব।

উত্তর

১। ৩১২ জন।

২। ১২ জন।

১৯৬৮ইং —১ জন।
১৯৬৯ইং —২ জন।
১৯৭০ইং —৮ জন।
১৯৭১ইং —১ জন।

১২ জন।

UNSTARRED QUESTION NO. 75

By--Shri Nishi Kanta Sarkar

প্রশ্ন

১। ১৯৭০-৭১ইং সনে মাইনর ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট হইতে সেচ, বান্ধ, স্লুইস গেট ও এম্বেকমেন্ট ত্রিপুরায় কোথায় কোথায় নির্ম্মাণ করা হইয়াছে এবং তাহার মহকুমা ভিত্তিক বিবরণ ; এবং

২। সেই বাবত ঐ সময়ে কত টাকা ব্যয় হইয়াছে ?

উত্তর

১। এবং ২। সংযোজনী "ক" দ্রষ্টব্য।

সংযোজনী (ক)

১৯৭০—৭১ সালে সেচ, বান্ধ, স্লুইস গেইট ও এম্বাঙ্কমেন্ট ইত্যাদি কাজের তালিকা।

প্রকল্পের ধরণ	স্থানের নাম	১৯৭০—৭১ খরচ (টাকা)।
১	২	৩
	সদর—মহকুমা।	
লিফ্ট ইরিগেশন	২টি শেষ হইয়াছে— ১) সেকেরকোটের নিকট সোনাই নদীতে। ২) জিরানীয়া শুধু খাল কাটার কাজ।	২৮,২০০

১	২	৩
বাঁধ নির্মাণ—	২টি চলিতেছে—	
	১) আগরতলা শহরে চারিপাশে বাঁধের উন্নয়ন। ২) হাওড়া নদীর গাইড বান্ধ।	৬,৮৪,২০০
	খোয়াই—মহকুমা।	
লিফ্ট ইরিগেশন—	১টি শেষ হইয়াছে—	
	১) চন্দ্রাইছড়া—	২,৮০০
বাঁধ নির্ম্মাণ—	১টি চলিতেছে—	
	১) খোয়াই সহরের বাঁধ নির্ম্মাণ ও মেরামত—	১,৩৩,৬০০
	কমলপুর—মহকুমা।	
লিফ্ট ইরিগেশন—	২টি চলিতেছে—	
	১) কুলাই। ২) দেবীছড়া।	২২,০১০
ডাইভারসন স্কীম—	১টি শেষ হইয়াছে—	
	১) কুলাইছড়া—	৩,০৬০
	কৈলাসহর—মহকুমা।	
লিফ্ট ইরিগেশন—	১টি শেষ হইয়াছে—	
	১) সুরমাছড়া— শুধু খাল কাটার কাজ। ৫টি চলিতেছে— ১) কীর্ত্তনতলী (২) সৈদরপার ৩) কাঞ্চনবাড়ী ৪) কাউলিকুরা ৫) বিদ্যানগর।	২,৬৫,৯০০
রিক্লেমেশন স্কীম—	২টি চলিতেছে—	
	১) রাঙ্গাউটি—গোপীনাথপুর, ২) সৈদাঁছড়া। স্লুইস— ৩টি শেষ হইয়াছে :— ১) চণ্ডীপুর, ২) পূর্ব মাছলী জাম চৌধুরী পাড়া, ৩) কাউলীকুর।	২৫,৩০০

১	২	৩
ড্রেইনেজ স্কীম—	৭টি শেষ হইয়াছে—	
	১) দক্ষিণ আমড়াপাশা, ২) লাল-ধর (৩) সৈদারপার ৪) রাতাছড়া ৫) উত্তর আমড়াপাশা (৬) পাগল-ছড়া, (৭) রাজনগর।	১৭,৮০০
বাঁধ নির্ম্মাণ—	২টি চলিতেছে—	
	১) পশ্চিম মাছলী, ২) পূর্ব্ব মাছলী।	১৪,৮০০
	ধর্ম্মনগর—মহকুমা।	
লিফ্‌ট ইরিগেশন—	৪টী চলিতেছে—	
	১) হাফলংছড়া, ২) শুক্‌নাছড়া, ৩) গঙ্গানগর, ৪) উজানীজালা।	৯৯,৪০০
	সোনামুড়া—মহকুমা।	
লিফ্‌ট ইরিগেশন—	১টী চলিতেছে—	
(ভ্রাম্যমান)	১) বটতলী।	৩৪,৬০০
রিক্লেমেশন স্কীম—	২টী শেষ হইয়াছে—	
	১) পদ্মঢেপা, ২) কাসরাঙ্গাতলী।	৬০০
বাঁধ নির্মাণ—	৫টী	
(হানা সহ)	১) রুদ্রসাগর, ২) টাকারজলা, ৩) মোহনভোগ, ৪) সোনামুড়া টাউন, (হানা নির্ম্মাণ) ৫) দুর্গাপুর (হানা নির্ম্মাণ)	২,৪৫,১০০

১	২	৩
	উদয়পুর—মহকুমা।	
লিফ্ট ইরিগেশন—	২টী শেষ হইয়াছে—	
	১) মহারাণী, ২) উদয়পুর (ভ্রাম্যমান)	৬৬,৫০০
রিক্লেমেশন স্কীম—	৩টী শেষ হইয়াছে—	
	১) রাজার বাগ ২) গঙ্গাছড়া ৩) কমলাসাগর দীঘি (স্লুইস গেইট ইত্যাদি)	১৩,৬০০
বাঁধ নির্মাণ—	২টী	
	১) হাত্রাণীলঘটী ২) উদয়পুর সহর।	১২,৫০০
	অমরপুর—মহকুমা।	
*	*	*
	বিলোনীয়া—মহকুমা।	
লিফ্ট ইরিগেশন—	৩টী চলিতেছে—	
	১) পূর্ব বগাফা, ২) নলুয়াছড়া, ৩) ঘোড়ামারা ছড়া।	১,৪৯,৪০০
ড্রেইনেজ স্কীম—	৪টী শেষ হইয়াছে—	
	১) কাকলিয়া, ২) মনপাথারী লালমিলা গাঙ্গবাই এলাকা। ৩) রাঙ্গাছড়া, ৪) দেবীপুর।	১৭,৯০০
বাঁধ নির্ম্মাণ—	১টী	
	১) বিলোনীয়া সহর—	৩,৬৪০
	সাবরুম—মহকুমা।	
*	* *	*

UNSTARRED QUESTION NO. 76

By—Shri Nishi Kanta Sarkar.

প্রশ্ন

১। ১৯৭০-৭১ইং সনে পূর্ত্ত বিভাগ হইতে কোন মহকুমায় কয়টি গ্রাম্য রাস্তা করা হইয়াছে এবং মহকুমা ভিত্তিক কোন রাস্তায় কত টাকা খরচ হইয়াছে ?

উত্তর

১। ১৯৭০-৭১ সালে নির্মিত গ্রাম্য রাস্তার খরচ সহ মহকুমা ভিত্তিক বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

	রাস্তার নাম	মহকুমার নাম	১৯৭০—৭১ সালের খরচ
১।	কাকুলিয়া দেবতালুঙ্গা রাস্তা নির্ম্মাণ	বিলনীয়া	১১,৩৩১ টাকা
২।	গর্জি তুলামূড়া রাস্তা	উদয়পুর	২৪,০৮৯ ,,
৩।	গঙ্গাছড়া মগপুস্করিনী রাস্তার উন্নয়নের কাজ	ঐ	৭৩১ ,,
৪।	বক্সনগর রহিমপুর রাস্তা কাঠের পুল ও স্পান পাইপ কালভার্ট নির্ম্মাণ	সোনামুড়া	৪,৭৫৮ ,,
৫।	নিদয়া ইন্মতপুর রাস্তা উন্নয়নের কাজ	ঐ	৩,০৮৪ ,,
৬।	দুর্লভপুর নিদয়া রাস্তা উন্নয়নের কাজ	ঐ	৩,৩৯৬ ,,
৭।	পদ্মবিল উপ্তাকালি রাস্তা কাঠের পুল ও কালভার্ট নির্ম্মাণ	ধর্ম্মনগর	১,৮২৩ ,,
৮।	পদ্মবিল রামনগর রাস্তা কাঠের পুল ও কালভার্ট	ঐ	৮,৮১২ ,,

UNSTARRED QUESTION NO. 104.

By—Shri Jatindra Kr. Mazumder.

প্রশ্ন

১) ১৯৬০-৬১ হইতে ১৯৭০-৭১ পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে Jute Roting tank (পাট ভিজাইবার গর্ত্ত) খনন করা হইয়াছে কি ;

২) খনন করা হইলে ইহার জন্য উল্লেখিত বৎসরগুলিতে মোট বরাদ্দকৃত অর্থ ও মোট খরচের পরিমাণ কত ; এবং

৩) ব্লক ভিত্তিক খরচের হিসাব ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) ১৯৬০-৬১ ইং হইতে ১৯৭০-৭১ পর্যন্ত প্রতি বৎসর এই বাবত মোট বরাদ্দকৃত অর্থ ও মোট খরচের পরিমান নিম্নে দেওয়া গেল :—

বৎসর	বরাদ্দকৃত অর্থ	খরচের পরিমান
১৯৬০—৬১	টা ১১,৭০০	টা ১২,১৫০
১৯৬১—৬২	টা ১০,৫৭৫	টা ১১,২৫০
১৯৬২—৬৩	টা ১৪,০০০	টা ১৪,৭০০
১৯৬৩—৬৪	টা ৯,১৫০	টা ৯,৩৭৫
১৯৬৪—৬৫	টা ১৯,৭৫০	টা ১৫,২৫০
১৯৬৫—৬৬	টা ২০,২৭৫	টা ১৯,৯৫০
১৯৬৬—৬৭	টা ১৩,৯০০	টা ১৪,৬২৫
১৯৬৭—৬৮	টা ১১,২৪৫	টা ৯,৯০০
১৯৬৮—৬৯	টা ৪,৪৭৫	টা ৬৭৫
১৯৬৯—৭০	টা ১৪,৬০০	টা ১৪,৯০০
১৯৭০—৭১	টা ৮,১০০	টা ৮,৫০০

৩) ১৯৬০-৬১ ইং হইতে ১৯৭০-৭১ ইং পর্য্যন্ত পাট ভিজাইবার গর্ত্ত খনন ও পুনঃ খনন বাবত মোট খরচের ব্লক ভিত্তিক বাৎসরিক হিসাবের একটি তালিকা এতদ্ সংগে দেওয়া গেল।

১৯৬০-৬১ ইং হইতে ১৯৭০-৭১ ইং পর্য্যন্ত পাট ভিজাইবার গর্ত খনন ও পুনঃ খনন বাবত খরচের ব্লক ভিত্তিক বাৎসরিক খরচের তালিকা।

ক্রমিক নম্বর	ব্লকের নাম	মোট খরচ প্রতি বৎসরে (টাকায়) ১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩	১৯৬৩-৬৪	১৯৬৪-৬৫	১৯৬৫-৬৬	১৯৬৬-৬৭	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৮-৬৯	১৯৬৯-৭০	১৯৭০-৭১
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১)	উদয়পুর	৬৭৫	১,১২৫	১,৫৭৫	৯০০	৯০০	৯০০	৯৭৫	১,১২৫	—	১,৩০০	১,৭০৫
২)	বিলোনীয়া	৫২৫	৬২৫	৮২৫	৯০০	—	৪৫০	৬৭৫	৬৭৫	—	৭৪০	৪০০
৩)	রাজনগর	—	—	—	—	৯০০	৩০০	৬৭৫	৪৫০	—	৬০০	—
৪)	সাব্রুম	৯০০	১,৩৫০	১,৫০০	৯০০	৯০০	৯০০	৬৭৫	৬৭৫	—	৮০০	৩০০
৫)	অমরপুর	১,১২৫	—	৬৭৫	৯০০	৯০০	৯০০	৬৭৫	৪৫০	—	১,২৫০	৪০০
৬)	ডুম্বুরনগর	—	—	—	—	—	—	১৫০	৪৫০	—	১,৩০০	২০০
৭)	ধর্ম্মনগর	৬৭৫	৬৭৫	১,২৭৫	৯০০	১,৩৫০	১,৫০০	৪৫০	৩৭৫	—	২০০	১,০০০
৮)	কৈলাসহর	১,০৫০	১,১২৫	২,০২৫	১,১২৫	১,৮০০	১,২৭৫	১,২০০	৩০০	—	৯০০	৩০০
৯)	কমলপুর	৬৭৫	১,১২৫	৪৫০	৯০০	১,৩৫০	১,৫৭৫	১,০৫০	৪৫০	—	৮০০	৫০০
১০)	কাঞ্চনপুর	২,২৫০	১,১২৫	৬৭৫	৯০০	২,০২৫	১,১২৫	৬৭৫	৪৫০	—	৮০০	৩০০
১১)	ছামনু	—	—	—	—	—	১,৮০০	৯০০	৬৭৫	—	৬০০	৩০০
১২)	সোনামুড়া	৪৫০	৬৭৫	৯০০	—	১,৪০০	২,১০০	২,১০০	৬০০	—	১,১০০	৩০০
১৩)	বিশালগড়	—	—	১,১২৫	৯৫০	১,২২৫	১,৩৫০	১,২০০	৬৭৫	৬৭৫	৯০০	১,১০০
১৪)	মোহনপুর	—	—	১,৮০০	৬০০	৩০০	১,৩৫০	৮২৫	৬৭৫	—	৯০০	৩০০
১৫)	জিরানিয়া	৬৭৫	১,১২৫	৫২৫	—	৪০০	১,২০০	১,০৫০	৬৭৫	—	৯০০	৪০০
১৬)	তেলিয়ামুড়া	—	—	—	৪০০	১,১৫০	১,২০০	৬৭৫	৫২৫	—	১,১০০	৭০০
১৭)	খোয়াই	২,২৫০	১,১২৫	১,৩৫০	—	৫৫০	২,০২৫	৬৭৫	৬৭৫	—	৭০০	৩০০
	সদর মহকুমা ব্লক বহির্ভূত অঞ্চল	৯০০	১,১২৫	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	মোট—	১২,১৫০	১১,২৫০	১৪,৭০০	৯,৩৭৫	১৫,২৫০	১৯,৯৫০	১৪,৬২৫	৯,৯০০	৬৭৫	১৪,৯০০	৮,৫০০

UNSTARRED QUESTION NO. 117
By Shri Anil Sarkar

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমান সনে ত্রিপুরা সরকারের কোন কোন মৎস্য চাষের জলাশয় কোন কোন বেসরকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট লিজ দেওয়া হয়েছে ;

২। কাহাকে কি হারে দেওয়া হয়েছে এবং এই জন্য কোন টেণ্ডার ডাকা হয়েছিল কিনা :

৩। এ ব্যাপারে কাহারো নিকট বকেয়া পাওনা আছে কিনা ? থাকিলে তাদের নাম ?

উত্তর

১। বর্ত্তমান সনে কোন মৎস্য চাষের জলাশয় লিজ দেওয়া হয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। যাহাদের নিকট মৎস্য চাষের জলাশয় লিজ দেওয়ার ব্যাপারে বকেয়া পাওনা আছে তাহাদের নাম ও টাকার পরিমাণ নিয়ে দেওয়া গেল :—

কৈলাসহর মহকুমা :

ক)	শ্রীনলিনীকান্ত দাস, সেক্রেটারী, কৈলাসহর বিভাগীয় কো-অপারেটিভ সোসাইটি,	টাঃ ৮০২·০০
খ)	শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত, পিতা গগনচন্দ্র দত্ত, বিলাসপুর,	টাঃ ৭৩৮·০০
গ)	শ্রীরহন, পিতা রফাত উল্লা, খোওরাবিল	টাঃ ৭১৫·০০

ধর্ম্মনগর মহকুমা :

ঘ)	শ্রীপূর্ণেন্দু বিকাশ দত্ত	টাঃ ৬২৫·০০
ঙ)	শ্রীপ্রসন্নকুমার দেবনাথ	টাঃ ১০০·০০
চ)	শ্রীশশীমোহন চাকমা	টাঃ ২,০০০·০০
ছ)	শ্রীরমেশ দেবনাথ	টাঃ ১৮০·০০

সদর মহকুমা :

জ)	শ্রীসত্যেন্দ্র মোহন দাস, সেক্রেটারী, মহারাজগঞ্জ বাজার মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি	টাঃ ১০,৩৮৩·২০
ঝ)	শ্রীরাজেন্দ্রলাল সরকার, পিতামৃত বসন্ত সরকার, সাং জয়নগর ৩নং লেইক	টাঃ ৭৩০·৭৮
ঞ)	শ্রীসাধনচন্দ্র বর্ম্মণ, পিতা শ্রীউমেশচন্দ্র বর্ম্মণ, সাং বিশ্রামগঞ্জ	টাঃ ১৪৮·৭৮

UNSTARRED QUESTION NO. 155.

By—Shri Sunil Chandra Dutta & Shri Kalipada Banerjee

প্রশ্ন—

১। পাক সেলিং, মাইন বিস্ফোরণ ও সংক্রামক রোগে ত্রিপুরায় কি পরিমাণ গো-সম্পদ বিনষ্ট হইয়াছে তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব;

২। উপরোক্ত কারণে গো-সম্পদ বিনষ্ট হওয়ায় সমগ্র ত্রিপুরায় কৃষিকার্য ব্যহত হইয়াছে কি না?

উত্তর

১। উত্তর দেওয়ার জন্য বিষয় বস্তু সংগ্রহ করা হইতেছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 194.

By Shri Samarendra Choudhury

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া মহকুমার গোমতী নদীর পাড়ে ভাঙ্গন রোধের জন্য হানা ইত্যাদি তৈরী করার জন্য ১৯৫৬ইং থেকে ১৯৭২ইং মার্চ মাস পর্যন্ত কত টাকা খরচ করা হইয়াছে তাহার বৎসর ভিত্তিক হিসাব;

২। এই সকল হানা তৈরীর কন্ট্রাক্টরদের নাম (বৎসর হিসাবে) এবং তাহাদের কাহাকে মোট কত টাকা কন্ট্রাকট্ দেওয়া হয়েছিল?

উত্তর

১। বৎসর ভিত্তিক খরচের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বৎসর	মোট খরচ (টাকা)
১৯৫৫-৫৬	২৬,৪৪০
১৯৫৬-৫৭	৭,১২৫
১৯৫৭-৫৮	৫৭,০৮২
১৯৫৮-৫৯	২৫,৯৯১
১৯৫৯-৬০	১১,২৯৭
১৯৬০-৬১	১৯,১৪৮
১৯৬১-৬২	৪৪,৯৫৫
১৯৬২-৬৩	১,০১,১০০
১৯৬৩-৬৪	৫,৮০০
১৯৬৪-৬৫	৭৩,৮৯০
১৯৬৫-৬৬	১,০৬১০৪
১৯৬৬-৬৭	৮৯,৫৮৮
১৯৬৭-৬৮	৩,৫২,১১৯
১৯৬৮-৬৯	২,৯৫,১৫২
১৯৬৯-৭০	২,২৫.৪৬১
১৯৭০-৭১	১,৩৩,৯৪৮
১৯৭১-৭২	৪০,৪৭৫

২। সংযোজনী "ক" দ্রষ্টব্য

সংযোজনী "ক"

বিধান সভা ১৯৪ নং প্রশ্নের লিখি উত্তরের সংযোজনী

ঠিকাদারের নাম	কত টাকার কাজ দেওয়া হইয়াছিল (টাকা)
৩	৪
১৯৫৫-৫৬	
১৯৫৬-৫৭	
পূর্ত্ত বিভাগের নথিপত্রে এই দুই বৎসরে কোন ঠিকাদারের নাম পাওয়া যাইতেছে না।	
১৭৫৭-৫৮	
শ্রীডি, কে, চৌধুরী	১৭,১৩০
মোঃ ফিরোজ মজুমদার	৫,৬৪২
মোঃ ফরিদ উদ্দীন খান	১৩,০৬৪
শ্রীএস, বি, পাল	৪,৭১০
,, এম, কে, পাল	৭,৭৬৭
,, আবদুল সোভান ভুঁইয়া	৪,৭৬৯
১৯৫৮-'৯	
মোঃ ফরিদ উদ্দীন খান	১৩,৬১২
শ্রীজে, এম, ভুঁইয়া	১২,৩৭৯
১৯৫৯-৬০	
শ্রীআলী আহমেদ	৬,৪০২
শ্রীজে, এম. ভুঁইয়া	৩,৬৭৬
শ্রীএইচ, সি, চক্রবর্তী	১,৩১৯
১৯৬০-৬১	
শ্রীজে. এম, ভুঁইয়া	১,৯৬৪
শ্রীআলী আহমেদ	১৩,৭৬৬
শ্রীইসুফ আলী	৩,৪১৮
১৯৬১-৬২	
শ্রীরমেন্দ্র কুমার রায়	৭,৫৬০
শ্রীচিন্তা সিং	১৮,৪৮৮
শ্রীঅমৃত কুমার রায়	৫,৬৮১
শ্রীএস, কে, পাল	৮,২২৪
শ্রীডি, কে, চৌধুরী	৫,০০২

টিকাদারের নাম	কত টাকার কাজ দেওয়া হইয়াছে টাঃ
১৯৬২-৬৩	
শ্রীরমেন্দ্র কুমার রায়	১৮,০০২
শ্রীজে, এ, ভুঁইয়া	২৬,২৭৮
শ্রীজে. এম, ভুঁইয়া	১৮,৭৯৬
শ্রীআবদুল সোভান ভুঁইয়া	১২.৪৯৬
শ্রীআবদুল রহমান	১৮,০১৫
শ্রীচিন্তা সিং	৭,৫১৩
১৯৬৩-৬৪	
শ্রীএ, বি, পাল	৫.৮০০
শ্রীজে, এ, ভুঁইয়া	২,১০৩
শ্রীজে, এম, ভুঁইয়া	১,৬৬৩
শ্রীআবদুল রহমান	৪৯৮
শ্রীএইস, কে, ভৌমিক	৫৩,৬৮৭
শ্রীকবিউদ্দীন খান	২,০০০
শ্রীঅমৃত কুমার রায়	১,৫২৬
শ্রীপ্রফুল্ল কুমার ভট্টাচার্য	৩,৩৭৫
শ্রীনিরঞ্জন সাহা	৮,৩০১
শ্রীরসিক লাল রায়	৫,০০০
১৯৬৫-৬৬	
শ্রীপরিতোষ বর্দ্ধন	৬,৩৫৭
শ্রী এইচ, কে, ভৌমিক	১৯,৩৪১
,, নিরঞ্জন সাহা	৮,৪৩৪
,, রসিক লাল রায়	১৬,০৩৭
,, ফরিদ উদ্দীন খান	২৯,৮৬৪
,, নিবারণ চন্দ্র সাহা	১,০১১
,, এ, বি, পাল	১২,০০০
,, আশুতোষ লোধ	৬,০০০
১৯৬৬-৬৭	
শ্রী এ, বি, পাল	৩৫,৮৭০
,, এম, কে, পাল	৭,৭৩০
,, এইচ, কে, ভৌমিক	৮,০৩৪
,, আশুতোষ লোধ	৭,১৪৯
,, ফরিদ উদ্দীন খান	৮,২৪৯
,, রঞ্জিত কুমার পোদ্দার	৫,০০০
,, অমৃত কুমার রায়	৮,২৫৬

ঠিকাদারের নাম	কত টাকার কাজ দেওয়া হইয়াছে টাঃ
১৯৬৭-৬৮	
শ্রী এ, বি, পাল	৪৮,১৮৩
,, গোপীকা রঞ্জন সাহা	৮,৪৩০
,, এম, কে, ভৌমিক	২৭,০২৮
,, এ, কে, রায়	১,৫৭,৯৫৪
,, করিদ উদ্দীন খান	৪৭,৮৩১
,, নিরঞ্জন সাহা	২৪,৭৩৬
,, নিবারণ চন্দ্র সাহা	২২,০৫৭
,, রসিকলাল রায়	১৩,১১৯
,, আশুতোষ লোধ	২,০৮১
১৯৬৮-৬৯	
শ্রীনিরঞ্জন সাহা	১,৮৬,১৮৭
,, রসিক লাল রায়	৭,০০০
,, গোপীকা রঞ্জন সাহা	১৪,১০৩
,, এম, এম, লোধ	৩৭,৩৫২
,, দিলীপ কুমার পাল	১২,০৫৭
,, লচমন সেন	৭,৭৩৭
,, এইচ, কে, ভৌমিক	২৬,৩৫৬
,, প্রান কুমার চৌধুরী	৪,৩৬০
১৯৬৯-৭০	
শ্রী এইচ, কে, ভৌমিক	৪৮,৫৪৮
,, রসিক লাল রায়	৫১,৫১০
,, বুসুক আলী	৫০,১৩৩
,, কবিউদ্দীন খান	৩২,০৯১
,, মধুরঞ্জন সাহা	১১,৭৪৭
,, রঞ্জিত বসু	৯,২৫২
,, এ, বি, পাল	৮,২৩০
,, জে, সি, সেনগুপ্ত	১৩,৯৫০
১৯৭০-৭১	
শ্রীলাল মোহন সেন	২৪,৭৮১
,, শান্তি ভূষণ গুহ	১,৭৩১
,, এইচ, সী, চক্রবর্তী	৪৯,৭২৪
,, এম, এম, লোধ	৪০,৫১২
,, পরিতোষ লোধ	১,১৮০
,, বিশু রঞ্জন বর্দ্ধন	৮,০২০
১৯৭১-৭২	
শ্রী এ, বি, পাল	২৯,৬৮১
,, এইচ, কে, ভৌমিক	৬,৪৪৪
,, এইচ, সী চক্রবর্তী	২,৪০২
,, এম, এল, লোধ	৬২০
,, লালমোহন সেন	৯৯৮

UNSTARRED QUESTION NO. 204.
By Shri Samar Choudhury

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া মহকুমায় কত পরিমান ভূমি রিজার্ভ বনের জন্য সংরক্ষিত আছে? এবং সংরক্ষিত ভূমির কত পরিমাণ অংশে রিজার্ভ বাগান আছে ও নুতন প্ল্যানটেশন করা হয়েছে?

২। সংরক্ষিত রিজার্ভ বনভূমি হতে সোনামুড়ার রেভিনিউ মৌজা সমূহের লোক বসতিপুর্ণ গ্রাম গুলির মৌজা ভিত্তিতে দূরত্ব কতখানি?

৩। কত পরিমান ভূমি সংরক্ষিত এলাকা মুক্ত করে কৃষক জোতদারদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং কত পরিমান ভূমি ভূমিহীনরা দখল ও চাষাবাদ করে পুনর্ব্বাসনের জন্য সরকারের নিকট রিজার্ভ মুক্তির দাবী করেছে?

১। সোনামুড়া মহকুমায় ১৬০'০২ বর্গ কিলো মিটার ভূমি রিজার্ভ বনের জন্য সংরক্ষণের প্রস্তাব আছে এবং এই সংরক্ষিত ভূমির ১৪৭৯'৬ হেক্টর জাগায় বাগান আছে। এই বৎসর ১১৫ হেঃ প্ল্যানটেশান করা হইয়াছে।

২। বিভিন্ন রিজার্ভ ফরেষ্টের সীমানার বিভিন্ন অংশ হইতে বিভিন্ন গ্রাম গুলির দূরত্ব বিভিন্ন। ইহার যথাযথ উত্তর দেওয়া কঠিন।

৩। ৮৮৯'৪৮ হেঃ ভূমি সংরক্ষিত এলাকা মুক্ত করা হইয়াছে। ৭৩'০৭ হেঃ ভূমি ভূমিহীনরা। দখলও চাষাবাদ করিয়া পুনর্ব্বাসনের জন্য সরকারের নিকট রিজার্ভ মুক্তির দাবী করিয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 226
By Shri Samar Choudhury

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া মহকুমায় ধলিয়াই জলা ও গোমতী নদীর মধ্যে স্লুইস্ গেট তৈরী করার মোট কত টাকা খরচ হয়েছে;

২। ইহার ফলে ধলাই জলায় মোট কত জমির কত অংশ এক ফসলী, দু ফসলী এবং তিন ফসলীতে পরিণত হয়েছে;

৩। ইহা কি সত্য যে একটি খাল কেটে ধলাইজলা থেকে বর্ষায় জমা জল এবং ছোট ছড়ার টেনে আনা জল বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করলে এই জলার প্রায় সবটুকু জমিই চাষোপযোগী হতে পারে।

৪। যদি ইহা সত্য হয় তবে এই সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে?

১। ২,৫৮,২৪০ টাকা।

২। ধলিয়াই জলার মোট জমির পরিমাণ প্রায় ৪০০ একর স্লুইস গেইট হওয়ার ফলে প্রায় ১৫০ একর এক ফসলী ২৪০ একর দু ফসলী জমিতে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। তিন ফসলী কোন জমি নাই।

৩ এবং ৪। ইহার জন্য বিশেষ পরীক্ষা নিরীক্ষা দরকার।

UNSTARRED QUESTION NO. 236.

By Shri Abhiram Deb Barma.

প্রশ্ন

১। জিরানীয়া সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের কয়টি রাস্তা পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টকে হেণ্ড ওভার করা হয়েছে ; এবং

২। ঐ রাস্তাগুলির নাম।

উত্তর

১। কোন রাস্তা হেণ্ড ওভার করা হয় নাই।

২। এ প্রসঙ্গ উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 260.

By Shri Bidya Ch. Deb Barma.

প্রশ্ন

১। খোয়াই বাচাইবাড়ী হইতে বেলাবাড়ী হইয়া যে রাস্তা আসারামবাড়ী গিয়াছে এ বৎসর এই রাস্তা সয়োলিং মেটেলিং হইবে কিনা ?

উত্তর

১। এইরূপ কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 262.

By Shri Bidya Ch. Deb Barma.

প্রশ্ন

১। খোয়াই বামপুয়া বাজার হইতে যে রাস্তাটি আথড়া বাড়ী কলোনী হইয়া হনথলা বাজার গিয়াছে উক্ত রাস্তা সংস্কারের জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। যদি পরিকল্পনা থাকিয়া থাকে তাহা হইলে এই বৎসর উক্ত রাস্তাটি সংস্কার করা হইবে কি ?

উত্তর

১ এবং ২। বর্তমান আর্থিক বৎসরে ইহার সংস্কার করার কোন পরিকল্পনা নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 265.

By Bidya Ch. Deb Barma.

প্রশ্ন

১। খোয়াই চেবরী গুদারা হইতে খোয়াই বাগান হইয়া যে রাস্তাটি বেলছড়া পর্য্যন্ত গিয়াছে উক্ত রাস্তাটি উন্নয়নের জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। যদি কোন পরিকল্পনা থাকিয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত রাস্তাটি এই বৎসর কিরকম উন্নয়ন ব্যবস্থা করা হইবে ?

উত্তর

১। এই রাস্তাটি খোয়াই চা বাগান পর্য্যন্ত পাকা করার জন্য পরিকল্পনা আছে কিন্তু উহা বেলছড়া পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করার কোন প্রস্তাব নাই।

২। টাকার অভাবে এই বৎসর উক্ত রাস্তার উন্নয়নমূলক কার্য্যাবলী হাতে নেওয়া সম্ভব নয়।

UNSTARRED QUESTION NO. 290.

By—Shri Gunapada Jamatia.

প্রশ্ন

১) সরকার কি অবগত আছেন যে, অম্পিনগর প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের জল সরবরাহের পাম্পিং মেসিন দীর্ঘ দুই তিন বৎসর ধরে অচল অবস্থায় পরিয়া আছে, ফলে হাসপাতালের রোগীদের চিকিৎসার ব্যাপারে খুবই অসুবিধা হইতেছে ?

২) ইহা কি সত্য যে হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ ও অম্পির জনসাধারণ এই ব্যাপারে অনেকবার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করিয়াছেন ?

৩) সত্য হইয়া থাকিলে আজ পর্য্যন্ত উক্ত হাসপাতালে জল সরবরাহের সুব্যবস্থা না হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১ এবং ২) মাসেককাল পূর্ব্বে হসপিটেল কর্ত্তৃপক্ষ ব্যাপারটি পূর্ত্ত বিভাগের গোচরীভূত করেন। জনসাধারণের পক্ষ হইতে এইরূপ কোন খবর পাওয়া যায় নাই। পাম্পটিও দুই তিন বৎসর যাবৎ খারাপ ছিল বলিয়া প্রকাশ পায় না।

৩) পাম্প মেরামত ইতিপূর্বেই করা হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 296.

By Shri Bulu Kuki,

প্রশ্ন

১) কোন বৎসর অম্পিনগর তহশীল কাছারীর Construction এর কাজ আরম্ভ হইয়াছে এবং কোন বৎসর তাহার কাজ শেষ হইয়াছে ?

২) এই কাছারী ঘর Construction কোন্ Contractor এর মাধ্যমে করা হইয়াছিল এবং সম্পূর্ণ টাকার বিল তাকে দেওয়া হইয়াছে কিনা ? যদি হইয়া থাকে তবে টাকার পরিমাণ ?

৩) ইহা কি সত্য এই Contractor এর কাজ খুব Defective ছিল ?

৪) যদি সত্য হইয়া থাকে তবে এ সম্পর্কে তদন্ত হইয়াছিল কি না ?

৫) যদি হইয়া থাকে তবে তদন্তের রিপোর্ট ?

উত্তর

১) ১৯৬৬ সনে কাজ আরম্ভ হইয়াছিল এবং ১৯৬৮ইং সনে শেষ হইয়াছিল।

২) শ্রীদেশ চন্দ্র নন্দী, ঠিকাদার, বিলের সম্পূর্ণ টাকা দেওয়া হইয়াছে। মোট ১৭৪০ টাকা।

৩) এরূপ কোন অভিযোগ পাওয়া যায় নাই।

৪ ও ৫) ৩নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 353

By Shri Chandra Sekhar Dutta,

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কত ?	১৫,১০৬ রেজিষ্ট্রীকৃত বেকার। (Registered in Employment Exchange)
২। মহকুমা ভিত্তিক শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কত ?	মহকুমা ভিত্তিক কোন্ সংখ্যা রক্ষিত হয় নাই। অধুনা জেলা ভিত্তিক অফিস খোলার পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে মহকুমা ভিত্তিক সংখ্যা রাখা যাইতে পারে।
৩। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা করিয়া থাকিলে তাহা কি কি ?	ত্রিপুরার কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রের এখন মোট তালিকাভুক্ত বেকারের সংখ্যা আনুমানিক ৩১,৪৬৬ জন। সরকার এ বিষয়ে সদা জাগ্রত এবং দ্রুত সমাধানের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭০-৭১ ইং সনে একটি ক্ষুদ্র Manpower সংস্থা স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত সংস্থা বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য নানাবিধ নিম্নলিখিত পরিকল্পনা নিয়াছেন—

(১) শিক্ষিত ডিপ্লোমা ও ডিগ্রী প্রাপ্ত বেকারদের পূর্ত্ত বিভাগে ও সরকারী অন্যান্য বিভাগে চুক্তি কাজ কোন বাধ্যতামূলক টাকা জমা দেওয়া ছাড়াই পাওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(২) ১৯৭১-৭২ সনে দোকান করিবার জন্য বেকার যুবকদের মধ্যে তৈরী ঘর বন্টন করার পরিকল্পনা হইয়াছে। উক্ত পরিকল্পনা রূপায়ণে ভবিষ্যতে জেলা ভিত্তিক হইবার প্রস্তাবও আছে।

(৩) ত্রিপুরার বাহিরে চাকুরীতে ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্ম যাতায়াতের খরচ বহন করিবার সরকারী পরিকল্পনা আছে।

(৪) তাহা ছাড়া কেন্দ্র পরিচালিত "Rural crash Programme" কার্য্যে রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে কিছু সংখ্যক গ্রাম্য বেকার উপকৃত হইবে।

(৫) সরকার অধুনা একটি উচ্চ পর্য্যায়ের বোর্ড করিয়াছেন—যাহার কাজ বিভিন্ন দপ্তরে অপূর্ণ ও সম্ভাব্য পদগুলির সুষ্ঠুভাবে পূরণের ব্যাপারে সুপারিশ করা।

(৬) বেকার যুবকদের মধ্যে Auto-Rikshow বা Scooter সরকারী সাহায্যে বিতরণের পরিকল্পনাও ত্রিপুরা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTON NO. 379.

By Shri Amarendra Sarma,

প্রশ্ন

১। ধর্ম্মনগরের বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যার কবল থেকে ফসল রক্ষার জন্য নিম্নলিখিত বিভিন্ন ছড়ার বাঁধ নির্ম্মাণ বা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কালভার্ট নির্ম্মাণ সম্পর্কে সরকারের বিবেচনাধীন কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

ক) রাঘনা কাগজান ছড়ায় বাঁধ।

খ) পূর্ব্ব রাঘনায় ২টি বাঁধ, কুর্ত্তাপাশায় ১টি বাঁধ,

গ) মার্কাছড়ায় ও শুকনাছড়া সংস্কার এবং সাকাই ছড়ায় ২টি বাঁধ, (স্লুইস গেইট সহ), শুকনা ছড়ায় উত্তর পার্শ্বে বাঁধ,

ঘ) কালিপুরের (ভাগ্যপুর) জালাই জমির জল নিকাশের জন্ম একটি কালভার্ট।

উত্তর

১) ক, খ, গ, ঘ এইরূপ কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

UNSTARRED QUESTION No. 381

By Shri Amarendra sarma, M.L.A.

প্রশ্ন

১। গ্রামীন যোগাযোগ ব্যবস্থার জরুরী প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ রেখে নিম্নলিখিত রাস্তাগুলি সংস্কারের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হচ্ছে বা হয়েছে এবং কবে নাগাদ পোল কালভার্ট সহ সব রাস্তা সংস্কারের কাজ শেষ হবে ?

ক) ধর্মনগর টাউন—আলগাপুর বরুয়াকান্দি রাস্তা

খ) ধর্মনগর টাউন—সাকাইবাড়ী বরুয়াকান্দি রাস্তা

গ) চন্দ্রপুর (ধর্মনগর) মেইন রোড হইতে পশ্চিম চন্দ্রপুর রাস্তা

ঘ) চন্দ্রপুর (ধর্মনগর) গচাপুর বাজার—কুর্তার পাশা রাস্তা

ঙ) চন্দ্রপুর (ধর্মনগর) ভাগ্যপুর রাধনা B. O. P. রাঘনা রাস্তা

চ) ধর্মনগর টাউন—নুতন বাজার (ইছাই) কদমতলা রাস্তা

ছ) নূতন বাজার (ইছাই) ব্রজেন্দ্রনগর রাস্তা

উত্তর

১) ক), খ) এবং গ) এ বর্নিত রাস্তাগুলির উন্নয়নের জন্য এষ্টিমেট মঞ্জুর হইয়াছিল। স্থানীয় জনসাধারণ বিনামূল্যে রাস্তার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা ছাড়িয়া দিবেন বলিয়া আশ্বাস পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু কার্যকালে প্রয়োজনীয় জায়গা ছাড়িয়া না দেওয়ায় কাজগুলি আরম্ভ করিতে পারা যায় নাই, যাহা হউক শক্ত কাঠের পুল এবং স্পান পাইপ কালভার্ট নির্মাণ করার চেষ্টা চলিতেছে।

ঘ) এ বর্নিত রাস্তার জন্য ও একটি এষ্ট্রিমেট মঞ্জুর হইয়াছিল এবং কাজও আরম্ভ হইয়াছিল কিন্তু এ ক্ষেত্রেও কিছু কিছু জনসাধারণ আশ্বাস অনুযায়ী জায়গা ছাড়িয়া না দেওয়ায় কাজটি সম্পূর্ণ করিতে পারা যায় নাই। প্রয়োজনীয় জায়গা পাইলে কাজ পুনরায় আরম্ভ হইতে পারিবে।

ঙ) এ বর্নিত চন্দ্রপুর (ধর্মনগর) হইতে রাঘনা রাস্তা পর্যন্ত একটি ভাল আছে, কিন্তু চন্দ্রপুর রাঘনা রাস্তা হইতে রাঘনা বি, ও পি, এবং রাঘনা গ্রাম (পশ্চিম) রাস্তা (পূর্ত-বিভাগের নহে এবং উহার) উন্নয়নেরও কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

চ) এ রাস্তাটি ভাল। জুরী নদীর উপর একটি শক্ত কাঠের পুল তৈরী হইতেছে এবং ইহার কাজ মাসেক কালের মধ্যে শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ছ) এ বর্নিত রাস্তাটিও ভাল রাস্তা।

UNSTARRED QUESTION NO. 398.

By Shri Kalipada Banarjee,

প্রশ্ন

ক) ১৯৭১-৭২ সালে ও চলতি বৎসরের ৩১শে মে পর্য্যন্ত সাবরুম মহকুমায় দাদন কৃষিঋণ বাবত কত টাকা ঋণ সরকার দিয়াছেন ;

খ) এই প্রাপকদের নাম ঠিকানা ও টাকার পরিমাণ ?

উত্তর

ক) সন	দাদন ঋণ	কৃষিঋণ
১৯৭১-৭২	১,৪৫০ টাকা	নাই।
১৯৭২-৭৩ (৩১শে মে পর্যান্ত)	১০,০০০ টাকা	৮,০০০ টাকা (এখনও বিলি করা হয় নাই)।

খ) সঙ্গীয় তালিকা দ্রষ্টব্য।

Dadan Loan 1971-72

Sl. No.	Name and address of the receipients.		Amount paid
1	2		3
1.	Luxmi Ch. Tripura, Duluchara.	Daluchara	Rs. 50 00
2.	Adhin Ch. Tripura.	,,	Rs. 50·00
3.	Aswini Kumar Tripura.	,,	Rs. 50·00
4.	Daya Ram Tripura.	,,	Rs. 50·00
5.	Patuk Ch. Tripura.	,,	Rs. 50·00
6.	Taki Ch. Tripura.	,,	Rs. 50·00
7.	Purta Ch. Tripura.	,,	Rs. 50·00
8.	Kala Ch. Tripura.	,,	Rs. 50·00
9.	Bilash Ch. Tripura.	,,	Rs. 50·00
10.	Suna Ch. Tripura.	,,	Rs. 50·00
11.	Patia Tripura.	,,	Rs. 50·00
12.	Pathur Ch. Tripura.	,,	Rs. 50·00
13.	Hari Kr. Tripura.	,,	Rs. 50·00
14.	Mathu Mogh.	Lilachari.	Rs. 50·00
15.	Chatium Mogh.	,,	Rs. 50·00
16.	Chatong Mogh.	,,	Rs. 50·00
17.	Chathurai Mogh.	,,	Rs. 50·00
18.	Labrachai Mogh.	,,	Rs. 50·00
19.	Kumgchai Mogh.	,,	Rs. 50·00
20.	Kangchu Mogh.	,,	Rs. 50·00
21.	Chalang Mogh.	,,	Rs. 50·00
22.	Ram Mogh.	Sukunachari.	Rs. 50·00
23.	Nandi Kr.	,,	Rs. 50·00
24.	Sudha Mohan Tripura.	,,	Rs. 50·00
25.	Bejoy Krishna Tripura.	,,	Rs. 50·00
26.	Jamjoy Tripura.	,,	Rs. 50·04
27.	Lila Mohan Tripura.	,,	Rs. 50·0I
28.	Santanu Tripura.	,,	Rs. 50·00
29.	Girindra Kumar Tripura.	,,	Rs. 50·00

Dadan Loan—1972-73 (Upto 31. 5. 72)

Sl. No.	Name of address of the receipints.	Amount paid
1	2	3
1.	Shri Uttam Roy Tripura, Potachara.	Rs. 40·00
2.	,, Shashi Kr. Tripura, Potachara.	Rs. 40·00
3,	,, Kumorjoy Tripura, Potachara.	Rs. 40·00
4.	,, Deba Kr. Tripura, Potachara.	Rs. 40·00
5.	,, Narad Ch. Tripura, Potachara.	Rs. 40·00
6,	,, Chaitra Singh Tripura, Kaladefa Colony.	Rs 40·00
7.	,, Sandhya Kr. Taimang, Kaladefa Colony.	Rs. 40·00
8.	,, Sukuram Tripura, Kaladefa Colony.	Rs. 40·00
9.	,, Hari Ch. Tripura, Kaladefa Colony.	Rs. 40·00
10.	,, Subal Ch. Tripura, Kaladefa Colony.	Rs. 40·00
11.	,, Bani Ch. Tripura, Kaladefa Colony,	Rs. 40·00
12.	,, Garbadhan Tripura, Potachara.	Rs. 40·00
13.	,, Mani Chand Tripura, Kaladefa.	Rs. 40·00
14.	,, Jamini Tripura, Kaladefa.	Rs. 40·00
15	,, Jurdaram Tripura, Kaladefa.	Rs. 40·00
16	,, Jatindra Tripura, Potachara.	Rs. 40·00
17.	,, Jagan Tripura, Potachara.	Rs. 40·00
18.	,, Sap Ch. Tripura, Potachara.	Rs. 40 00
19.	,, Kagendra Kr. Tripura, Bhuratali.	Rs. 40·00

1	2	3
20.	Shri Purna Ch. Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
21.	„ Raj Mohan Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
22.	„ Pairam Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
23.	„ Surendra Kr. Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
24.	„ Suresh Ch. Deb Barma, Bhoratali.	Rs. 40·00
25.	„ Raj Kr. Tripura, Bhuratali.	Rs. 40·00
26.	„ Lebai Ch. Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
27.	„ Pusparam Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
28.	„ Dhan Mohan Tripura, Bhoratali,	Rs, 40·00
29.	„ Lal Mohan Tripura, Bhoratali.	Rs. 40/-
30.	„ Jogendra Mohan Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
31.	„ Hachaikrui Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
32.	„ Surendra Kr. Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
33.	„ Indra Kr. Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
34.	„ Sikai Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
35.	„ Birendra Kr. Tripura, Bhoratali.	Rs. 40-00
36.	„ Chauchairam Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
37.	„ Manirai Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
38.	„ Bhagaban Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
39.	„ Amrita Kr. Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
40.	„ Chakradhar Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00

1	2	3
41.	Shri Nishi Kanta Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
42.	,, Nishi Kr. Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
43.	,, Ratan Kr. Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
44.	,, Nandyram Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
45.	,, Brilla Mohan Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
46.	,, Hari Kr. Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
47.	,, Pancha Kr. Tripura, Bhoratali.	Rs. 40 00
48.	,, Seba Kanta Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
49.	,, Joy Kr. Tripura, Bhoratali.	Rs, 40·00
50.	,, Rai Charan Tripura, Bhoratali,	Rs. 40·00
51.	,, Dayamayee Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
52.	,, Abhab Ch. Tripura, Bhorataii.	Rs. 40·00
53.	,, Prabin Ch. Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
54.	,, Jar Kr. Tripura, Bhoratali.	Rs, 40·00
55.	,, Purna Kr, Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
56.	,, Buakirai Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
57.	,, Basanta Kr. Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
58.	,, Shymacharan Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00

1	2	3
59.	Shri Dharpamari Tripura,	
	Bhoratali.	Rs. 40·00
60.	„ Monmohan Tripura,	
	Bhoratali.	Rs. 40·00
61.	„ Kanya Rai Tripura,	Rs. 40·00
	Bhoratali.	Rs. 40·00
62.	„ Machak Laxmi Tripura,	Rs. 40·00
	Bhoratali.	Rs. 40·00
63.	„ Jamini Kr. Tripura,	
	Bhoratali.	Rs, 40·00
64.	„ Nanda Kr. Karbari,	Rs. 40·00
	Bhoratali.	
65.	„ Paresh Ch. Tripura,	
	Bhorataii.	Rs. 40·00
66.	„ Langu Mani Tripura,	Rs. 40 00
	Bhoratali.	
67.	„ Abhimunna Tripura,	
	Bhoratali.	Rs. 40·00
68.	.. Naba Kr. Tripura,	
	Bhoratali.	Rs. 40·00
69.	„ Sadaimani Tripura,	
	Bhoratali,	Rs. 40·00
70.	„ Anil Ch. Tripura,	
	Bhoratali.	Rs 40·00
71.	„ Ananda Kr. Tripura,	
	Bhoratali.	Rs. 40·00
72.	„ Sona Ch. Tripura,	
	Bhoratali.	Rs. 40·00
73.	„ Deb Ch. Tripura,	
	Bhoratali.	Rs. 40·00
74	„ Malin Tripura,	
	Bhoratali.	Rs. 40·00
75	„ Raj Ch. Tripura,	
	Bhoratali.	Rs. 40·00
76	, Dhara Kr. Tripura,	
	Bhoratali.	Rs. 40·00

1	2	3
77.	Shri Jamini Kr. Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
78.	„ Ichadhan Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
79.	„ Shadedhan Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
80.	„ Nanda Mohan Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
81.	„ Jayram Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
82.	„ Jarimohan Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
83.	„ Nabin Ch. Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
84.	„ Abadhan Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
85.	„ Bisham Ch. Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
86.	„ Sutiram Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
87.	„ Raj Prasad Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
88.	„ Hemanta Kr. Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
89.	„ Sandiram Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
90.	„ Charan Kr. Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
91.	„ Chandra Kr. Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
92.	„ Hari Kr. Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
93.	„ Kheladhan Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
94.	„ Sukal Ch. Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00

1	2	3
95,	Shri Amit Sen Tripura, Bhoratali.	Rs. 40·00
96.	,, Daibakini Tripura, Potachara.	Rs. 40·00
97.	,, Narendra Kr. Tripura, Potachara.	Rs. 40·00
98.	,, Sadhan Kr. Tripura, Potachara.	Rs. 40·00
99.	,, Rabi Ch. Tripura, Potachara.	Rs. 40·00
100.	,, Udai Tripura, Potachara.	Rs. 40·00
101.	,, Jadda Kr. Tripura, Potachara.	Rs. 40·00
102.	,, Harendra Kr. Tripura, Potachara.	Rs. 40·00
103.	,, Kabinda Tripura, Potachara.	Rs. 40·00
104.	,, Mobindra Tripura, Potachara.	Rs. 40·00
105.	,, Padma Tripura, Potachara.	Rs. 40·00
106.	,, Kacham Tripura, Amlighat.	Rs. 40·00
107.	,, Chancharai Tripura, Amlighat.	Rs. 40·00
108.	,, Sena Ch. Tripura, Amlighat.	Rs. 40·00
109.	,, Nandaram Tripura, Amlighat.	Rs. 40·00
110.	,, Chikaram Tripura, Amlighat.	Rs. 40·00
111.	,, Biswaroy Tripura, Amlighat.	Rs. 40·00
112.	,, Padma Tripura, Amlighat.	Rs. 40·00
113.	,, Chajan Tripura, Amlighat.	Rs. 40·00

1	2	3
114.	Shri Bishiram Tripura, Amlighat.	Rs. 40·00
115.	„ Manakarai Tripura, Amlighat.	Rs. 40·00
116.	„ Mangalcharan Tripura, Amlighat.	Rs 40·00
117.	„ Neyansingh Tripura, Srinagar.	Rs. 40·00
118.	„ Ananda Mohan Tripura, Srinagar.	Rs. 40·00
119.	„ Gari Kr. Tripura, Srinagar.	Rs. 40·00
120.	„ Jadha Kr. Tripura, Srinagar.	Rs. 40·00
121.	„ Ramandas Baishnab, Srinagar.	Rs. 40·00
122.	„ Kashiram Tripura, Srinagar.	Rs. 40·00
123.	„ Banshidhar Tripura, Rajdharpur.	Rs. 40·00
124.	„ Indra Mohan Tripura, Rajdharpur.	Rs. 40·00
125.	„ P.scabin Ch. Tripura. Rajdharpur.	Rs. 40.00
126.	„ Bidya Kr. Tripura. Rajdharpur.	Rs. 40.00
127.	„ Daiba Kr. Tripura. Rajdharpur.	Rs. 40.00
128.	„ Parbajoy Tripura, Rajdharpur.	Rs. 25.00
129.	„ Lalit Mohan Tripura, Rajdharpur.	Rs. 25.00
130.	„ Dina Kr. Tripura, Rajdharpur.	Rs. 25.00
131.	„ Chen Ch. Tripura, Rajdharpur.	Rs. 25.00

1	2	3
132.	Pravat Ch. Tripura, Rajdharpur.	Rs. 25.00
133.	Nandi Kr. Tripura. Rajdharpur.	Rs. 25.00
134.	Satish Tripura, Rajdharpur.	Rs. 25.00
135.	Hari Prasad Tripura, Rajdharpur.	Rs. 25.00
136.	Kalidhan Tripura. Rajdharpur.	Rs. 25.00
137.	Amin Ch. Tripura, Rajdharpur.	Rs. 25.00
138.	Dhan Mohan Choudhury Fulchari.	Rs. 20.00
139.	Ram Hari Choudhury, Fulchari.	Rs. 20.00
140.	Kanta Ch. Choudhury, Fulchari.	Rs. 20.00
141.	Diba Kr. Choudhury. Fulchari.	Rs. 20.00
142.	Luxmidhan Choudhury, Fulchari.	Rs. 20.00
143.	Baibadhan Choudhury, Fulchari.	Rs. 20.00
144.	Dhari Ch. Choudhury, Fulchari.	Rs. 20 00
145.	Sindhu Mohan Choudhury, Fulchari.	Rs. 20.00
146.	Singharam Choudhury, Fulchari.	Rs. 20.00
147.	Jabadhan Choudhury, Fulchari.	Rs. 20.00
148.	Kushiroy Choudhury, Fulchari.	Rs. 20.00
149.	Sadhuram Choudhury, Fulchari.	Rs. 20.00

1	2	3
150.	Krishna Mohan Choudhury, Fulchari.	Rs. 20.00
151.	Ramsingh Choudhury, Fulchari.	Rs. 20.00
152.	Madhumohan Choudhury, Fulchari.	Rs. 20.00
153.	Rangluxmi Tripura, Fajdharpur.	Rs. 40.00
154.	Jibansri Tripura, Fajdharpur.	Rs. 40.00
155.	Naradhuluxmi Tripura, Fajdharpur.	Rs. 40.00
156.	Punaram Tripura, Fajdharpur.	Rs. 40.00
157.	Kachadi Tripura, Fajdharyur.	Rs. 40.00
158.	Pitya Chakma, Fajdharpur.	Rs. 40.00
159.	Taita Chakma, Fajdharpur.	Rs. 40.00
160.	Basanta Luxmi Tripura, Fajdharpur.	Rs. 40.00
161.	Palsri Tripura, Fajdharpur.	Rs. 40.00
162.	Mangal Luxmi Tripura, Fajdharpur.	Rs. 40.00
163.	Gandhari Tripura, Fajdharpur.	Rs. 40.00
164.	Surendra Kr. Tripura, Fajdharpur.	Rs. 40.00
165.	Rangkuti Tripura, Fajdharpur.	Rs. 40.00
166.	Tansin Tripura, Fajdharpur.	Rs. 40.00
167.	Sarparam Tripura, Fajdharpur.	Rs. 40.00

1	2	3
168.	Suba Krishna Tripura, Taichama.	Rs. 25.00
169.	Bhajaman Ch. Tripura, Taichama.	Rs. 25.00
170.	Bashi Ch. Tripura, Taichama.	Rs. 25,00
171.	Jaisthya Ch. Tripura, Taichama.	Rs. 25.00
172.	Mahindra Tripura, Taichama.	Rs. 25.00
173.	Manindra Tripura, Taichama.	Rs. 25.00
174.	Sonaidhan Tripura, Taichama.	Rs. 25,00
175.	Anuadhan Tripura, Taichama.	Rs. 25.00
176.	Hariram Tripura, Fulchari.	Rs. 25.00
177.	Surendra Kr. Tripura, Fulchari.	Rs. 20.00
178.	Banchadhan Tripura, Fulchari.	Rs. 20.00
179.	Jadhuram Tripura, Fulchari.	Rs. 20.00
180.	Shib Chandra Tripura, Gardhang.	Rs. 25.00
181.	Gajan Chandra Tripura, Gardhang.	Rs. 25.00
182.	Krishna Tripura, Gardhang.	Rs. 25.00
183.	Jibendra Tripura, Gardhang.	Rs. 25.00
184.	Sen Ch. Tripura, Gardhang.	Rs. 25.00
185.	Rabi Kumar Tripura, Gardhang.	Rs. 25.00

1	2	3
186.	Chandra Kumar Tripura, Gardhang.	Rs. 25.00
187.	Bapar Prasad Tripura, Gardhang.	Rs. 25.00
188.	Barjan Kumar Tripura, Gardhang.	Rs. 25.00
189.	Ganja Ch. Tripura, Gardhang.	Rs. 25.00
190.	Rabiroy Tripura, Gardhang.	Rs. 25.00
191.	Bahu Ch. Tripura, Gardhang.	Rs. 25.00
192.	Dharmaram Tripura, Gardhang.	Rs. 25.00
193.	Charan Kumar Tripura, Gardhang.	Rs. 25.00
194.	Jumiram Tripura, Gardhang.	Rs. 25.00
195.	Mahendra Tripura. Gardhang.	Rs. 25.00
196.	Aba Kumar Tripura, Gardhang.	Rs. 25.00
197.	Dhirendra Tripura, Gardhang.	Rs. 25.00
198.	Haridas Tripura, Kalapania.	Rs. 20.00
199.	Bepin Chandra Tripura, Kalapania.	Rs. 20.00
200.	Shri Karna Ch. Tripura, Kalapania.	Rs. 20.00
201.	Dina Kr. Tripura, Kalapania,	Rs. 20.00
202.	Gunadhan Tripura, Kalapania.	Rs. 20.00
203.	Kailadhan Tripura. Kalapania.	Rs. 20.00

1	2	3
204.	Kalibhakti Tripura, Kalapania.	Rs. 20·00
205.	Karadhan Tripura· Kalapania.	Rs. 20·00
206.	Padma Kr. Tripura, Kalapania.	Rs. 20·00
207.	Mathumog, Kalapania.	Rs. 20·00
208.	Darparam Tripura, Kalapania.	Rs. 20·00
209.	Madhu Ch. Tripura, Kalapania.	Rs. 20·00
210.	Prabin Ch. Tripura, Kalapania.	Rs. 20·00
211.	Nabakrishna Tripura, Kalapania.	Rs. 20·00
212.	Mani Ch. Tripura, Kalapania.	Rs. 20·00
213.	Rabinsra Kr. Tripura, Kalapania.	Rs. 20·00
214.	Hardhan Tripura, Kalapania.	Rs. 20·00
215.	Hari Ch. Tripura, Kalapania.	Rs. 20·00
216.	Amar Krishna Tripura, Kalapania.	Rs. 20·00
217.	Bhairab Ch. Tripura, Kalapania.	Rs. 20 00
218.	Sudhai Mog, Kalapania.	Rs. 20·00
219.	Doanga Mog, Kalapania.	Rs. 20·00
220.	Augthai Mog, Kalapania.	Rs. 20·00
221.	Suchai Mog, Kalapania.	Rs. 20·00

1	2	3
222.	Jatansri Mog, Kalapania.	Rs. 20/-
223.	Judha Krishna Mog, Kalapania.	Rs. 20/-
224.	Radhamangal Mog, Kalapania.	Rs. 20/-
225.	Rana Ch. Tripura, Kalapania.	Rs. 20/-
226.	Chatari Mog, Kalapania.	Rs. 20/-
227.	Mongchai Mog, Kalapania.	Rs. 20/-
228.	Lathai Mog, Kalapania.	Rs. 20/-
229.	Angga Mog, Kalapania.	Rs. 20/-
230.	Chaiafru Mog, Kalapania.	Rs. 20/-
231.	Paichandu Mog, Kalapania.	Rs. 20/-
232.	Sachindra Tripura, Kalapania.	Rs. 20/-
233.	Britha Mohan Tripura, Kalapania.	Rs. 20/-
234.	Purnadhan Tripura, Kalapania.	Rs. 20/-
235.	Kshie Chandra Tripura, Kalapania.	Rs. 20/-
236.	Bibiroy Tripura, Kalapania.	Rs. 20/-
237.	Surendra Kr. Tripura, Kalapania.	Rs. 20/-
238.	Gobinda Kr. Tripura, Kalapania.	Rs. 20/-
239.	Sridhan Tripura, Kalapania.	Rs. 20/-

1	2	3
240.	Haridas Tripura, Kalapania.	Rs. 20/-
241.	Kushishan Tripura, Madhabnagar.	Rs. 40/-
242.	Lakshi Prasad Tripura, Madhabnagar.	Rs. 40/-
243.	Shyam Prasad Tripura, Madhabnagar.	Rs. 40/-
244.	Krishna Kr. Tripura, Madhabnagar.	Rs. 40/-
245.	Debendra Kr. Tripura, Madhabnagar.	Rs. 40/-
246.	Mahendra Tripura, Madhabnagar.	Rs. 40/-
247.	Jagat Ch. Tripura, Madhabnagar.	Rs. 20/-
248.	Nishi Ch. Tripura, Madhabnagar.	Rs. 20/-
249.	Jara Ch. Tripura, Madhabnagar.	Rs. 20/-
250.	Kacham Tripura, Madhabnagar.	Rs. 20/-
251.	Surendra Tripura, Madhabnagar.	Rs. 20/-
252.	Biahnuram Tripura, Krishnanagar.	Rs. 40/-
253.	Jari Kr. Tripura, Krishnanagar.	Rs. 40/-
254.	Bini Kr. Tripura, Krishnanagar.	Rs. 40/-
255.	Bichirai Tripura, Krishnanagar.	Rs. 40/-
256.	Sarat Ch. Tripura, Krishnanagar.	Rs. 40/-
257.	Jogendra Kr. Tripura, Krishnanagar.	Rs. 40/-

1	2	3
258.	Parba Kr. Tripura, Buratali.	Rs. 40/-
259.	Patirang Tripura, Buratali.	Rs. 40/-
260.	Parbasri Tripura, Buratali.	Rs. 40/-
261.	Bhabirang Tripura, Buratali.	Rs. 40/-
262.	Bipadjoy Tripura, Buratali.	Rs. 20/-
263.	Padma Kr. Tripura, Buratali.	Rs. 20/-
264.	Acnin Kr. Tripura, Sindhukpathar.	Rs. 30/-
265.	Dwija Kr. Tripura, Sinshukpathar.	Rs. 30/-
266.	Girindra Kr. Tripura, Sinshukpathar.	Rs. 30/-
267	Dharmaraj Tripura, Sinshukpathar.	Rs. 30/-
268.	Kabel Ch. Tripura, Sinshukpathar.	Rs. 30/-
269.	Chandradhan Tripura, Sinshukpathar.	Rs. 30/-
270.	Duria Tripura, Sinshukpathar.	Rs. 30/-
271.	Santanu Kr. Tripura, Sinshukpathar.	Rs. 30/-
272.	Karnadhan Tripura, Sinshukpathar.	Rs. 30/-
273.	Padmamohan Tripura, Sinshukpathar.	Rs. 30/-
274.	Balahari Tripura, Sinshukpathar.	Rs. 30/-
275.	Gagan Ch. Tripura, Sinshukpathar.	Rs. 30/-

1	2	3
276.	Kantaroy Tripura, Sinshukpathar.	Rs. 30/-
277.	Sanjiram Tripura, Sinshukpathar.	Rs. 30/-
278.	Luxmimohan Tripura, Sinshukpathar.	Rs. 30/-
279.	Chinthai Mog, Sinshukpathar.	Rs. 30/-
280.	Ankajoy Mog, Sinshukpathar.	Rs. 30/-
281.	Budhimohan Mog, Sinshukpathar.	Rs. 30/-
282	Sudharam Mog, Sinshukpathar.	Rs. 30/-
283.	Pecharai Mog, Sinshukpathar.	Rs. 30/
284.	Sarad Kr. Mog, Sinshukpathar.	Rs. 30/-
285	Sen Ch. Mog, Sunaichari.	Rs. 25/-
286.	Satyendra Mog, Sunaichari.	Rs. 25/-
287.	Amrita Kr. Mog; Sunaichari.	Rs. 25/-
288.	Biharma Kr. Mog, Sunaichari.	Rs. 25/-
289.	Debendra Kr. Mog, Sunaichari.	Rs. 25/-
290.	Benoy Kr. Mog, Sunaichari.	Rs. 25/-
291.	Sefru Mog, Sunaichri.	Rs. 25/-
292.	Banga Mog, Sunaichari.	Rs. 25/-
293.	Mankarai Mog, Sonaichari	Rs. 25/-

1	2	3
294.	Mangshi Mog, Sonaichari.	Rs. 25/-
295.	Bhabani Mog, Sonaichari.	Rs. 25/-
296.	Bharat Ch. Mog, Sonaichari.	Rs. 25/-
297.	Uggyajoy Mog, Sonaichari.	Rs. 25/-
298.	Sova Ch. Mog, Sonaichari.	Rs. 25/-
299.	Dhanabati Mog, Sonaichari.	Rs. 25/-
300.	Appai Mog, Sonaichari.	Rs. 25/-
301.	Birendra Kr. Mog, Sonaichari.	Rs. 25/-
302.	Nainda Mog, Sonaichari.	Rs. 25/-
303.	Raba Ch. Tripura, Sonaichari.	Rs. 25/-
304.	Abairam Tripura, Sonaichari.	Rs. 25/-
		Total :- Rs. 5,570/-

UNSTARRED QUESTION NO. 421

By **Shri Niranjan Deb**, M. L. A.

প্রশ্ন

১। চড়িলাম ও বিশ্রামগঞ্জ বাজারে বিদ্যুৎ Supply এর জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা হাতে নেবেন কি ?

উত্তর

১। পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। ১৯৭১-৭২ ইং বিশ্রামগঞ্জে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। Bulk Supply Stage—IIর অধীনে চড়িলাম অন্তর্ভুক্ত আছে; Bulk Supply Scheme Stage—II পরিকল্পনাটি রূপায়িত হইতেছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE ACT 174. OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Friday, the June, 30th 1972.

The Assembly met in the Legislative Assembly Chamber, Agartala, on Friday, the 30th June 1972 at 11 A. M.

PRESENT

Mr. Speaker Shri Manindra Lal Bhowmik, Chief Minister, 4 Ministers, Deputy Speaker, 3 Dy. Ministers and 46 Members.

QUESTION

Mr. Speaker :—To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Question. Shri Anil Sarkar.

Shri Anil Kumar Sarkar :—Question No. 119.

Shri S. Sen Gupta:—Mr. Speaker Sir, Question No. 119.

QUESTION	ANSWER
1. Whether any mis-appropriation was detected in the Sales Emporium Deptt. at Agartala and Kailashahar during the last 2 (two) years.	1. No.
2. If so, who are the persons involved and steps taken in this matter ?	2. Does not arise in view of the position stated against item No. 1.

শ্রীঅনিল সরকার :—ঐ সেলস এম্পোরিয়ামে কি অডিট হয়েছে এর মধ্যে।

Mr. Speaker:—Hon'ble Member can ask a separate question in this regard.

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—এখানে মিস-এপ্রোপ্রিয়েশনের কোয়েশ্চান আছে। অডিট না হলে মিস-এপ্রোপ্রিয়েশন হয়েছে কিনা বুঝা যাবে কি করে ?

মিঃ স্পীকার :—তিনি তো বলেছেন যে মিস-এপ্রোপ্রিয়েশন হয় নি।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—দুই বছরের মধ্যে হয় নি। কিন্তু তার আগে কোন মিস-এপ্রোপ্রিয়েশনের কেস হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটাও একটা সেপারেট কোয়েশ্চান। তবে এইটুকু বলতে পারি যে এর আগে দুটো কেস ডিটেকটেড হয়েছে। এখানে শুধু লাষ্ট টু ইয়ার্সের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীকালীপদ বানার্জী।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১১১।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১১১।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) বিগত পাক-ভারত যুদ্ধের ফলে সাবরুম মহকুমায় মোট কতটি পরিবার সাময়িকভাবে বাস্তুচ্যুত হইয়াছেন ;	ক) ১০,১০০ পরিবার
খ) এইসব বাস্তুচ্যুত নাগরিকদের সরকার কোন সাহায্য দিয়াছেন কিনা ;	খ) হঁ্যা।
গ). কি প্রকারের সাহায্য দিয়াছেন এবং তাহার পরিমাণ কত ?	গ) ডাল ১৬৪৬কুইন্টাল, চাল ২৯ কুইন্টাল, সরিষার তৈল ১৬·৫০ কুইন্টাল, লবন ৫৯ কুইন্টাল।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :—কবে বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং কবে তাদের সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী সুনীল চন্দ্র দত্ত।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—কোয়েশ্চ ন নাম্বার ১৮১।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৮১, স্যার

প্রশ্ন	উত্তর
ক) বিগত পাক ভারত যুদ্ধে পাক সৈন্যবাহিনী বা তাদের চরদের দ্বারা কমলপুর মহকুমায় মোট কতটি বাড়ী অগ্নিসংযোগের ফলে সম্পূর্ণ ধ্বংশ হইয়াছে ?	৫৬টি বাড়ী।
খ) এই বাড়ীগুলি গঙ্গানগর, মোহনপুর এবং মলয়াগ্রামে অবস্থিত কিনা ?	এই বাড়ীগুলি গঙ্গানগর গ্রামে অবস্থিত।
গ) বিনষ্ট বাড়ীগুলির মালিকদের প্রতি ক্ষেত্রেই আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে কিনা ? এবং	হঁ্যা।
ঘ) দেওয়া হইয়া থাকিলে কি হারে দেওয়া হইয়াছে ?	ক্ষতির পরিমাণ বিবেচনা করিয়া ৩০০ টাকা হইতে ১,০০০ টাকা হারে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—স্যার, আমি ক্যাটাগরীক্যালী প্রশ্ন করেছিলাম যে মলয়া এবং মোহনপুর গ্রামগুলির বাড়ীঘরও পাক চরদের দ্বারা ভস্মিভূত হইয়াছিল কিন্তু এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কোন উত্তর নেই কেন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—স্যার, আমি আগেই বলছি যে এই গ্রামগুলি গঙ্গানগর গ্রামে অবস্থিত।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—ক্ষতি পূরণ যে হারে দেওয়া হয়েছে, তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কি নির্দ্দেশ ছিল, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সেটা জানেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে পরে আমি আপনাকে জানাব।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্দেশ ছিল যে কাঁচা বাড়ীর জন্য গ্রেণ্ট হবে ৩ হাজার টাকা আর পাকা বাড়ীর জন্য গ্রেণ্ট হবে ৫ হাজার টাকা এবং লোন ৬ হাজার টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া যেতে পারে। এই যে করেস্‌পণ্ডেস ফ্রম গভঃ অব ইণ্ডিয়া, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখেছেন কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আমি বলেছি তো যে এই প্রশ্নের উত্তর আমি পরে দেব।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, গঙ্গানগরগ্রামের প্রতিটি পরিবারকে এই সাহায্য দেওয়া হয়েছে কিনা জানাবেন কি?

শ্রীএস, সেনগুপ্ত :—মোট ৫৬টি বাড়ী নষ্ট হয়েছে এবং তাদের সবাইকে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমতী লক্ষী নাগ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে ৫৬ জনকে সাহায্য দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে কত জনকে ৩০০ টাকা করে এবং কত জনকে এক হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মলয়া এবং মোহনপুর গ্রামে কতগুলি বাড়ী পাক চরদের দ্বারা ভস্মীভূত হয়েছে, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—তা দেখা হবে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—থার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩১।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—থার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৩১ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ১৩৭২ বাং হইতে ১৩৭৬ বাং পর্য্যন্ত জমির খাজনা মকুব করা হইয়াছে কি?	হ্যাঁ
এবং	

২) মকুব করা হইয়া থাকিলে যাহারা উল্লিখিত সনের খাজনা দিয়া ফেলিয়াছেন ১৩৭৬ বাং, ১৩৭৮, ১৩৭৯, ১৩৮০ ও ১৩৮১ বাং সনের খাজনার সংগে ইহা এ্যাড জাষ্ট করার কি ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে ?	২) যাহারা ১৩৭৪ ও ১৩৭৬ বাং সনের ভূমি রাজস্ব দিয়াছেন তাহাদের ঐ দুই সনের প্রদত্ত ভূমি রাজস্ব পরবর্ত্তী দেয় ভূমি রাজস্বে উশুল দেওয়া হইবে। যাহারা ১৩৭২, ১৩৭৩ ও ১৩৭৫ বাং সনের খাজনা দিয়াছেন তাহা-দের ঐ ৩ সনের প্রদত্ত ভূমি রাজস্ব পরবর্ত্তী ভূমি রাজস্বের উশুল দেওয়া বিবে-চনাধীন আছে।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে এই খাজনা মকুব করার সাথে সাথে আমরা যেটাকে পুর্ত্তবর্ত্তকর বলি, সেটা মাপ করে দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এটা যে রাজস্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে।

শ্রীকালীপদ বানার্জি :— তহশীল যে ট্যাক্স কালেক্ট করে তখন ভূমি রাজস্ব এত, পুর্ত্ত বর্ত্তকর এত এবং একুনে এত এইসব করে খাজনা আদায় করে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— প্রশ্নটা করা হয়েছিল ভূমি রাজস্ব সম্পর্কে এবং আমরা সেটার উত্তর দিয়ে দিয়েছি।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই খাজনা মকুব সম্পর্কে কাগজপত্র গ্রামাঞ্চলে যে সব তহশিল আছে সেখানে গিয়েছে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— যাওয়াটা স্বাভাবিক এবং গেছে বলেই আমার ধারণা। আর যদি তা না হয়ে থাকে, কোন অসুবিধা হয়, তাহলে আমাদের নোটিশে আনলে আমরা সেটা বিবেচনা করে দেখব।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ত্রিপুরার মধ্যে যারা বড় বড় জোতদার অর্থাৎ যাদের ২৫ একরের উপর জমি আছে তারা এই সুবিধা পেয়েছেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এটা তো সকলের সম্বন্ধে প্রজোয্য।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্বীকার করবেন যে যারা বড় বড় জোতদার তাদেরকে এই সুবিধা দেওয়ার জন্যই এই ব্যবস্থাটা করা হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— প্রশ্নটা যখন সকলের জন্য, উত্তরটাও সকলের জন্যই। এখানে এই প্রশ্নটা উঠে না, কেননা একটা বিশেষ সুবিধা দেওয়ার জন্যই এটা করা হয়েছে।

শ্রীআবুবোন রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্বীকার করবেন যে এই ৫ বছরের খাজনা মকুবের ফলে ভূমি রাজস্ব অনেক কমে যাবে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— দীস ইজ নট রিলেটেড।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :— ৩ বছরের খাজনা মকুবের কথা বিবেচনাধীন আছে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন। কাজেই এই সুবিধাটা লোক কবে পর্য্যন্ত পাবে, এটা বলতে পারেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— সঠিক ভাবে তারিখটা বলা মুষকিল, সেজন্যই বিবেচনার কথা এখানে বলা হয়েছে—যে যত শীঘ্র সম্ভব চেষ্টা করা হবে।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :— কত শীঘ্র সম্ভব, সেটা বলতে পারেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত : যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব বলেছি তো—সঠিক তারিখ বলা এখন সম্ভব নয়।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে জিনিষটা এটা আপনারা আসার আগেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— যেহেতু ৩ বছরের খাজনাটা আগেই মকুব করা হয়েছিল কাজেই এই প্রশ্নটা এর সংগে আসে না। তাই নূতন ভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে যে খাজনার পরিমাণ কত, এবং রাজস্বের ঘাটতি কত, এই সমস্ত দিক বিবেচনা করেই এটার উত্তর দেওয়া সম্ভব।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :— এখানে আছে ১৩৭২ বাং হইতে ১৩৭৬ বাং পর্য্যন্ত। কাজেই প্রশ্নটাও এর সংগে আসে। এখানে দুই বছরের কথা বলা হয় নি। সুতরাং আগে যে প্রস্তাবটা নেওয়া হয়েছে সেটার কোন সুবিধাই এখন পর্য্যন্ত লোকে পাচ্ছে না। অথচ আপনারা এর পরে এসে যে প্রস্তাবটা নিলেন, এটার সুবিধা লোকে পাচ্ছে। সেজন্য বলছি আপনারা দেখবেন কি যে এই সুযোগটা যাতে লোকে তাড়াতাড়ি পায়।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— বলেছি তো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ৩ বছরের খাজনা মকুব করার কথা যেটা বলছেন, তার সম্পর্কে যে সব সার্টিফিকেট কেইস হয়েছে, সেগুলি এখন বন্ধ রাখবেন কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— আমাদের নোটিশে আসলেই, আমরা তখন প্রপার ষ্টেপ নিতে পারি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত : – যে ৩ বছরের খাজনা মকুব করা হয়েছে, ইন দি মীন টাইম যাদের কাছ থেকে সার্টিফিকেট কেস করে খাজনা আদায় করা হয়েছে, তাদেরকেও এই সুযোগটা দেওয়া হবে কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মকুব করার সংগে সংগে এই প্রশ্নটাও এসে যায়।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে এই প্রস্তাব যখন করা হয়েছিল তখন নিম্ন আয় সম্পন্ন যে সব কৃষক তাদের জমির সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল এবং যারা বড় বড় কৃষক অর্থাৎ যাদের ২০/২৫ একর জমির আছে, তাদের খাজনা মকুবের কোন প্রয়োজন নেই ?

মিঃ স্পীকার— দীস ডাস নট কাম আণ্ডার দি পারভিউ অব দীস কোয়েশ্চান।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ত্রিপুরায় আর এক ধরণের কৃষক যারা জুমিয়া কৃষক, যারা ঘরচুক্তি খাজনা দেন তাদের ৫ বছরের খাজনা মকুব হয়েছে কি না বা হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—I demand notice. কারণ এটা বোধ হয় separate question.

শ্রীবুলু কুকী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি খাজনার সংগে পথকর টাকা প্রতি এক আনা করে নেওয়া হয় কিন্তু যখন খাজনা মকুব হয়ে যায় তখন এই পথকর কিভাবে থাকে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—প্রশ্নটা এসেছে খাজনা সম্পর্কে। খাজনার সংগে এসেসমেন্ট করে পথ কর বসানো হয় এবং প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে ভূমি রাজস্ব মকুব করা হয়েছে।

শ্রীবুলু কুকী :—এসেসমেন্ট হয় খাজনার উপর যদি সেই খাজনা মকুব হয়ে যায় তখন সেই পথ কর আসে কোথা থেকে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটা সেপারেট কোয়েশ্চান। প্রশ্নটা করা হয়েছে জমির খাজনা সম্পর্কে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং : খাজনা মকুবের কথাটা যখন আমাদের পার্টির তরফ থেকে উঠেছিল এবং জনসাধারণের তরফ থেকে উঠেছিল তখন মাত্র সাড়ে সাত কানির কথাই বলা হয়েছিল (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—প্রশ্নে এটা আসে না। (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—অর্ডার প্লীজ। শুনুন মাননীয় সদস্য আপনারা অনুগ্রহ করে কথা বন্ধ করুন। প্রশ্ন করার অসুবিধা হচ্ছে। (গণ্ডগোল)

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—জমির খাজনার সংগে ঘর চুক্তি খাজনার তফাত কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার মনে হয় এটা সেপারেট কোয়েশ্চান।

মিঃ স্পীকার :—ঘর চুক্তি আর খাজনার সংগে পার্থক্য আছে বলে মনে হয়। This should be separate question.

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ১৪-১৬বাং সালের খাজনা মকুবের পরও ডম্বুর বাঁধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের থেকে খাজনা আদায় করা হচ্ছে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটাও বোধ হয় সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :—আমি বলেছি আদায় করা হয়েছে কি না।

মিঃ স্পীকার :—এ্যাডজাষ্ট হবে বলেছেন উনি একটু আগে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—প্রশ্ন নং ২৪৫

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—প্রশ্ন নং ২৪৫

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনীয়া মহকুমায় একটি Plywood Factory স্থাপনের প্রস্তাব ছিল এবং এই ব্যাপারে নানা তথ্যানুসন্ধান করা হইয়াছিল ?	হ্যাঁ।
২। যদি সত্য হইয়া থাকে, তবে বর্ত্তমানে এই প্রস্তাব বাস্তবে রূপায়িত করা হইয়াছে কি না ?	চুক্তি পত্রে এবং মাশুলের হার বিষয়ে ভারত সরকার এবং দরখাস্তকারীর সংগে এখনো লেখাপড়া চলিতেছে।
৩। না হইলে তাহার কারণ কি ?	

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—কোন সময় প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—১৯৬৫ ইং সালে।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :—কোন কোম্পানী দরখাস্ত দিয়াছিল।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—Joyshree Tea & Industries Ltd.

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে দরখাস্তকারীর যে আলাপ আলোচনা চলছিল তাদের ট্যাক্স ইত্যাদি সম্পর্কে সেখানেই কি এই ইস্যুটা শেষ হবে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—ভারত সরকারের সংগে আলোচনা চলছে দরখাস্তকারীর সেটি শেষ হওয়ার পর এখানে সেই সম্পর্কে বিবেচনা করা হবে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—আর কত সময় লাগবে শেষ হতে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—সেটি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের ব্যাপার, এই সমপর্কে প্রশ্ন করে লাভ নাই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—প্রশ্ন নং ৪৪৭

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—প্রশ্ন নং ৪৪৭

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৭১-৭২ সালে বিভিন্ন স্কীমে Small dustrialist দের ঋণ দানের জন্য State-Aid-Industrialists এর অধিনে কত টাকার বাজেট প্রভিশন ছিল।	১। ১৯৭১-৭২ সালে Small Industrialistদের ঋণ দানের জন্য State Aid to Industries Rules এর অধিনে মং ২,৫৮,০০০ টাকার বাজেট প্রভিশন ছিল।
২। এ থেকে কত টাকা Small Industrialistsদের disburse করা হয়েছে ?	২। কিছুই না।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—২,৫৮,০০০ টাকার বাজেট ছিল অথচ কোন কিছুই 'ডিসবার্স' করা হয় নাই এর কারণ মন্ত্রী মহোদয় করবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সমপর্কে ২৯টি দরখাস্ত এসেছিল তার মধ্যে ২টিকে বিবেচনা করা হয়েছিল কিন্তু তারাও necessary documents করার জন্য আসে নি। আর ১৯৭১-৭২ সালে যে ইমার্জেনসী ছিল তার জন্যও টাকা খরচ করা সম্ভব হয় নাই আর যারা দরখাস্ত করেছিল তাদেরও এই সম্পর্কে খুব আগ্রহ ছিল না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৬১।

শ্রীএস, সেনগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বারর ৪৬১ স্যার।

প্রশ্ন

১। শিল্পবিভাগ কর্তৃক ১৯৬৬-৬৭ সন হইতে মোট প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন এবং সমবায় সমিতি এই দুই অংশে প্রদত্ত মোট ঋণ প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা।

২। কতগুলি ক্ষেত্রে ঋণ যে উদ্দেশ্যে দেওয়া হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইয়াছে।

উত্তর

১।

সন	যে স্কীমের ঋণ দেওয়া হইয়াছে তাহার নাম	ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সংস্থা সংখ্যা	মোট ঋণের পরিমাণ	সমবায় সমিতি সংখ্যা	মোট ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬
১৯৬৬-৬৭ হইতে	শিল্পের রাষ্ট্রীয় সাহয্য বিধি	৪৫	মং ৬,৩৩,০০০ টাকা	৯	মং ৮০,২০০ টা
জুন ১৯৭২	ঐ পুনর্বাসন স্কীম	না	না	না	না
পর্য্যন্ত	ঐ গ্রামীণ শিল্প প্রকল্প	১৪	মং ১,০৯,০০০ ,,	না	না
ঐ	তাঁত শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প	না	না	১৮	মং ৮৫,৪৫৭ টা

২। শিল্পে রাষ্ট্রিয় সাহায্য বিধি অনুযায়ী মোট ৪৫টি ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়া হইয়াছিল। এর মধ্যে ৩৮টি ক্ষেত্রে ঋণের ব্যবহার করা হইয়াছে। বাকী ৭টি ক্ষেত্রে ঋণের টাকার ঠিকমত ব্যবহার হয় নাই।

গ্রামীন শিল্প প্রকল্পের সর্বসমেত ১৪টির ক্ষেত্রে ঋণের টাকা ব্যবহার করা হইয়াছে।

তাঁত শিল্প উন্নয়ন প্রকল্পের সর্বসমেত ১৮টির ক্ষেত্রে ঋণের টাকা ব্যবহার করা হইয়াছে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—বিফোর আই গো টু সাপ্লিমেন্টারী, আমার একটা রিকোয়েস্ট হচ্ছে তার যে এই ধরণের কমপ্লিকেটেড ফিগারের কেস থাকলে পরে, আগে যদি সেটা টেবিলে লে করে দেওয়া হয় তার উত্তরটা, তাহলে আমাদের সাপ্লিমেন্টারী কি হবে সেটা আমরা তৈরী করতে পারব। ভবিষ্যতে এই সুবিধা যাতে আমাদের দেওয়া হয় টেবিলে লে করে দিয়ে দেন, তার জন্য আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি স্যার। কারণ আজকে যে ভাবে তিনি উত্তর দিয়েছেন, আমার স্মৃতি শক্তি দ্বারা তা আমি ধরে রাখতে পারিনি, যার জন্য আমার সাপ্লিমেন্টারী করতে অসুবিধা হচ্ছে, কাজেই এটা বিবেচনা করে দেখতে আমি বলব।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তরে বলেছেন যে ১৮টি সমবায় সমিতি ঋণ ব্যবহার করেছেন, সেই ঋণের টাকা মকুব হবে কিনা কারণ দুই দুই বার করে এই সেলস এম্পোরিয়াম পুড়ে গেছে ?

শ্রী এস, সেনগুপ্ত :—আই ডিম্যাণ্ড নোটিস।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৬৯।

শ্রী এস, সেনগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৬৯।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) ইহা কি সত্য যে গত জরীপের সময় অনেক খাস জমি দখলকারীদের নামে রেকর্ড করা হইয়াছে ;	হ্যাঁ
খ) যদি সত্য হইয়া থাকে তবে দখলকারীদের বন্দোবস্ত দেওয়া হইতেছে না কেন ?	হইতেছে।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :—কত দিনের মধ্যে ইহা হইবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীএস, সেনগুপ্ত :—প্রসেস চলছে, যতদিনে হয়।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, গত জরীপের সময় খাস জমি দখলকারদের নামে রেকর্ড করা হয়েছে কিনা তার উত্তর'এ তিনি বলেছেন 'হ্যাঁ', এই ধরণের সংখ্যা কত ?

শ্রীএস, সেনগুপ্ত :—১ লক্ষ ৪ হাজার ৬৬। এর মধ্যে এ্যালটমেন্ট দেওয়া হয়েছে ৮৩৩৯ জন, এভিকশনের জন্য বলা হয়েছে ৩৬০৯ জন, রিমেইনিং ৯২ হাজার ১১৯ জন, সেটা দেখা হচ্ছে যে কিভাবে বন্দোবস্ত দেওয়া যায় ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে সংখ্যা বলেছেন ৮ হাজারকে দেওয়া হয়েছে; তাদের জোত জমি ছাড়া কতদূর খাসের জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট কোটা ছাড়া খাস জমি দখল করে যদি থাকেন, সেগুলি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীএস. সেনগুপ্ত :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীবাজুবাম রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, সেটেলমেন্ট অপারেশন শেষ হয়ে গেছে এবং সেটেলমেন্ট স্টাফ এখন নাই বললেই চলে, কাজেই এই বন্দোবস্ত কে দেবে?

শ্রীএস. সেনগুপ্ত :—এটা কালেক্টরী অফিস থেকে দেওয়া হবে।

শ্রীরাধিকারঞ্জন গুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যারা বে-আইনিভাবে খাস জমি দখল করে আছে, তাদের আগামী কত বৎসরের মধ্যে বন্দোবস্ত দেওয়া হবে?

শ্রীএস. সেনগুপ্ত :—প্রসেস করে যত শীঘ্র সম্ভব দেওয়া হবে। প্রসেস করতে কত সময় লাগবে সেটা সঠিক বলা সম্ভব নয়।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—যত শীঘ্র সম্ভব বলতে আমরা কি এক বছরের মধ্যে সেটা চিন্তা করতে পারি?

শ্রীএস. সেনগুপ্ত :—প্রসেসে যত সময় লাগবে, সেটা এক বৎসরও হতে পারে, তিন বছরও হতে পারে, চার বৎসরও হতে পারে।

শ্রীবাজুবাম রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে ত্রিপুরা সরকার ল্যাণ্ডলেসদের ভূমি দেওয়ার ব্যাপারে কোন নীতি নির্ধারণ করেছেন কিনা, যে কাদের আগে দেওয়া হবে এবং কাদের পরে দেওয়া হবে?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এটা পৃথক প্রশ্ন হওয়া উচিত কারণ ইট ইজ এ মেটার অব পলিসী অব দি গভর্ণমেন্ট।

শ্রীএস. সেনগুপ্ত :—এটা প্রায় ডিস্‌কাশনের পর্য্যায়ে পড়বে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এই আশ্বাস দিতে পারেন, যে ১৯৬৮ পর্যন্ত অন্ততঃ যারা খাস জমি দখল করে আছে, প্রসেসিং'এর সময় তাদের প্রেফারেন্স দেওয়া হবে?

শ্রীএস. সেনগুপ্ত :—যতদূর সম্ভব দেওয়া হবে।

শ্রীবাজুবাম রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেন যে কালেক্টরেট থেকে বন্দোবস্ত দিতে গিয়ে যেই সমস্ত অভিজ্ঞ এবং টেকনিক্যাল স্টাফ দরকার, সেই রকম এডিকোয়েট স্টাফ কালেক্টরেট অফিসে আছে?

শ্রীএস. সেনগুপ্ত :—এ প্রশ্নের সঙ্গে এটা আসে না।

শ্রীবাজুবাম রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি বলেছেন যে কালেক্টরেট থেকে বন্দোবস্ত দেওয়া হবে, আমি জানি সেখানে এডিকোয়েট টেকনিক্যাল স্টাফের অভাবে বন্দোবস্ত দেওয়ার কাজ বন্ধ আছে। এই ব্যাপারে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীএস, সেনগুপ্ত :—ইট ইজ এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—কালেক্টরেট অফিস বলতে এস, ডি, ও, অফিসগুলি বুঝায় কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীএস, সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ইট ইজ এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

মিঃ স্পীকার :—নো।

শ্রীরাধিকারঞ্জন গুপ্ত :—এই ভূমিহীনরা জমি বন্দোবস্ত না পাওয়ায় উন্নয়নের কোন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেনা, এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাদের সঙ্গে একমত কিনা ?

শ্রীএস, সেনগুপ্ত :—সেই জন্যই ভূমি দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কালেক্টরেট থেকে জায়গা বন্দোবস্ত দেওয়া হচ্ছে, সাব-ডিভিশনে এস, ডি, ও অফিসগুলিতে ডিপুটি কালেক্টার সেই বন্দোবস্ত দিতে পারেন কিনা, যেহেতু জমিগুলি সাব-ডিভিশনে ছড়িয়ে আছে ?

শ্রীএস, সেনগুপ্ত :—কালেক্টরদের পাওয়ার যদি তাদের দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে পারতে পারেন। কালেক্টার বলতে সাধারণতঃ ডি, এম, কে বোঝায়।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী—ডেপুটি কালেকটারও কালেকটার কিনা ? কেন আমি এই প্রশ্ন করেছি কারণ ডিস্‌ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট অফিস যদি বুঝায় তাহলে জমিগুলি ছড়িয়ে আছে সাব-ডিভিশনগুলিতে। সেজন্য বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যাপারে এই প্রশ্ন এসেছে কারণ ডেপুটি কালেক-টারও কালেকটরেটের স্টাফ, কাজেই ডেপুটি কালেকটার কালেকটারের মধ্যে পড়ে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—কালেকটারের পাওয়ার যদি দেওয়া হয় তাহলে করতে পারে।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি এই যে বন্দোবস্ত দেওয়ার বেলায় দেরী হচ্ছে তাতে সরকার এবং কৃষকের ক্ষতি হচ্ছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এটা উভয় দিকের ক্ষতি এবং সেজন্য এটাকে নীতিগতভাবে স্বীকার করা হয়েছে।

Mr. Speaker—Shri Jitendra Lal Das.

Shri Jitendra Lal Das—Question No. 481.

shri sukhamoy sengupta—Mr. Speaker, Sir, question No.481.

প্রশ্ন	উত্তর
১) চলতি বৎসরে ত্রিপুরায় খয়রাতি সাহায্য বাবতে কত টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে ;	১) ৩,৮৩,৮৫০·০০ টাকা ২৯।৬।৭২ ইং পর্যন্ত।
২) খয়রাতি সাহায্য কি কি ভিত্তির উপর দেওয়া হয় ;	২) প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্থ উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে ঊর্দ্ধক্রমে ১০০ টাকা করিয়া প্রতি ক্ষেত্রে খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয়।

৩) কারা খয়রাতি সাহায্য পাবে ইহা নির্দ্ধারণ করে কাহারা ?

৩) সাধারণতঃ মহকুমা শাসক অথবা জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণ ব্যক্তি বিশেষে সাহায্য মঞ্জুর করেন।

শ্রীজীতেন্দ্র লাল দাশ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই সমস্ত ব্যাপারে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে যে সমস্ত সাহায্য দেওয়া হয় সেই সমস্ত ব্যাপারে গ্রাম পঞ্চায়েতের কোন পরামর্শ নেওয়া হয় কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এই সম্পর্কে ম্যাজিষ্ট্রেট বা মহকুমা শাসক যারা আছেন তারা নিশ্চয়ই একটা অনুসন্ধান করে দেওয়ার নিয়ম করে দেন। এমনিতে খয়রাতি সাহায্য দেওয়া যায় না।

Mr. Speaker—Shri Purna Mohan Tripura.

Shri Purna Mohan Tripura—Question No. 488.

Shri Sukhamoy Sengupta—Mr. Speaker, Sir, question No. 488.

প্রশ্ন

১) উত্তর ত্রিপুরা জেলার হেডকোয়ার্টার কুমারঘাট করার সরকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল কিনা এবং সেই উদ্দেশ্যে তথায় জমি একুইজিশান করে কিছু সরকারী ঘরবাড়ী (কোয়ার্টার) নির্মাণ করা হয়েছিল কিনা;

২) বর্ত্তমানে সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ সেই পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তনের কথা ভাবছেন কিনা ?

উত্তর

১) উত্তর ত্রিপুরা জেলার হেডকোয়ার্টার কুমারঘাট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছিল। সেই উদ্দেশ্যে তথায় জমি একুইজিশান করে কোন সরকারী ঘরভাড়ী (কোয়ার্টার) নির্মাণ করা হয় নাই।

২) পরিবর্ত্তিত অবস্থায় পূর্ব্বতন সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন আছে কিনা সরকার চিন্তা করিতেছেন।

শ্রীআব্দুল ওয়াজিদ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে এবারের বাজেটে দেখা যায় গত বছর আড়াই লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে বাড়ী ঘর করার জন্য। এই টাকা কি অ্যাকুইজিশন না করেই খরচ করা হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—প্রশ্নটা যে রকম করা হয়েছে সেইরকম উত্তর দেওয়া হয়েছে। তবে সদস্যদের জ্ঞাতার্থে বলতে পারি এটা খাস জায়গার মধ্যে করা হয়েছিল। কাজেই অ্যাকুইজিশনের প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীআব্দুল ওয়াজিদ—এই যে বাড়ীটা করা হয়েছিল সেটা কি ডিস্ট্রিক্ট হেড কোয়ার্টারের বিল্ডিং না কি সেটা বলবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—সেটা আগেই বলা হয়েছে। প্রথম প্রশ্নের উত্তরেই বলা হয়েছে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—যেখানে কাজ শুরু করা হয়েছে সেখানে কাজ কমপ্লিট করার অসুবিধা কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—সুবিধা অসুবিধার কথা নয়। পরিবর্তিত অবস্থায় এটা পরিবর্তন করার প্রয়োজন আছে কিনা সেই সম্পর্কে সরকার ভেবে দেখছেন।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে পরিবর্তিত অবস্থাটা কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—ষ্টেটহুড হয়েছে এখন। নুতন ভাবে চিন্তা করার কিছু আছে কিনা সেটাই দেখা হচ্ছে।

শ্রীআব্দুল ওয়াজিদ—এইবার কুমারঘাটে বিল্ডিং করার জন্য বাজেটে এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ রেখেছেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—যেখানে ডিস্ট্রিক্ট হবে সেখানেই হবে।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে নুতন মন্ত্রীসভা এবং নুতন ষ্টেটহুডের জন্য বেশী চিন্তা করতে করতে শেষে বেশী দেরী হয়ে যাবে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—মাননীয় সদস্যরা যদি সাহায্য করেন তাহলে বেশী দেরী হওয়ার কোন কারণ নাই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জি :— উত্তর ত্রিপুরার জেলার কথা যখন চিন্তা করছেন তখন দক্ষিণ ত্রিপুরার কথাও বিবেচনা করছেন কি ?

মিঃ স্পীকার :— এই প্রশ্ন আসে না। নর্থ ডিস্ট্রীক্টের কথা বলা হচ্ছে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, স্টেটহুড শুধু উত্তর ত্রিপুরার জন্য হয়নি। দক্ষিণ ত্রিপুরার জন্যও হয়েছে। সুতরাং পরিবর্তিত অবস্থা যদি অ্যারাইজ করে তাহলে দক্ষিণ ত্রিপুরার জন্যও অ্যারাইজ করবে।

মিঃ স্পীকার :— কিন্তু এই প্রশ্নে এই সাপ্লিমেন্টারী আসেনা।

শ্রীআব্দুল ওয়াজিদ :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলেছেন পরিবর্তিত অবস্থায় ডিস্ট্রীক্ট হেডকোয়ার্টার পরিবর্তনের কথা চিন্তা করছেন। সেটা ডিস্ট্রীক্ট হেডকোয়ার্টার কি রাখবেন উত্তর জেলা সদরের না টৌট্যালী বন্ধ করে দেবেন মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— সেটা পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে কিনা সেই সম্পর্কে চিন্তা করা হচ্ছে বলা হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন উত্তর ত্রিপুরার ডিস্ট্রীক্ট হেডকোয়ার্টার কৈলাসহরে স্থানান্তরের জন্য একটা পরিকল্পনা করা হচ্ছে কিনা ?

মিঃ স্পীকার :— এই প্রশ্ন আসে না। Shri Samir Ranjan Barman.

Shri Samir Rn. Barman :— Qusstion No. 516.

Shri Sukhamoy Sengupta :— Mr. Speaker, Sir, Question No. 516.

Questions	Answers
(1) What are the conditions required to be fulfilled for getting advertisement in the newspaper ?	1) The conditions to be fulfilled are indicated seriatim below :— (a) Status : (b) Effective circulation : (c) Regularity in publication ; and (d) Production standard.

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— ইহা কি সত্য যে এই সমস্ত রিকোয়ার্ড কনডিশান থাকা সত্বেও অনেক পত্রিকাকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না এবং তারা সমহারে বিজ্ঞাপন পান না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এই সম্পর্কে সরকারের জানা নাই।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— সরকার কি এই সম্পর্কে অনুসন্ধান করে দেখবেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— যদি এইরকম থাকে তাহলে নিশ্চয়ই দেখব ?

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :— দেশের কথা একটা পত্রিকা আছে। এই পত্রিকাতে শুধু ডিসপ্লে ফিচারস দেওয়া হয়, অন্য কোন ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— যে কনডিশানগুলির কথা বলা হয়েছে সেগুলি ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপনের জন্য। সাধারণত ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপনের জন্য এই কনডিশানগুলি। আমাদের এখানে নিউজপেপারগুলির আর্থিক অবস্থা চিন্তা করে মাঝে মাঝে হয়ত ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। কিন্তু ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দেওয়া যায় না।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— মন্ত্রীবাহাদুর সার্কুলেশনের কথা বলেছেন। কত নাম্বার সার্কুলেশন হলে বিজ্ঞাপন পেতে পারে ?

শ্রীএস, সেনগুপ্ত :— একটার উপর নির্ভর করে না। তার কতকগুলি কনডিশন দেওয়া আছে। সবগুলি ফুলফিল করতে হবে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— অন্যান্য কনডিশনগুলি ফুলফিল হলে এবং কত সার্কুলেশন হলে একটা পত্রিকা বিজ্ঞাপন পেতে পারে ?

শ্রীএস, সেনগুপ্ত :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রীরাধিকারঞ্জন গুপ্ত :— ডিসপ্লের কথা যা মন্ত্রীমহোদয় বললেন তাতে কি আমরা বুঝে নেব যে পত্রিকাগুলির ব্যাপারে এটা একটা এ্যাচুশাস রিলিফের মত দেওয়া হচ্ছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এটা ঠিক তা নয়। সমস্ত জায়গাতেই একটা পলিসি রয়েছে যে ছোট পত্রিকাগুলিকে সাহায্য করতে হবে। এবং সেই চিন্তা থেকে ডিসপ্লে দেওয়া হচ্ছে যাতে তারা দাঁড়াতে পারে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্দ্ধণ :— ইহা কি সত্য যে, যে সমস্ত পত্রিকা বিজ্ঞাপন পায় এবং কণ্ডিশানগুলি ফুলফিল করে আছে তারা সমহারে বিজ্ঞাপন পায় না কয়েকটি পত্রিকা ছাড়া ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে যে অনুসন্ধান করে দেখা হবে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— অন্যান্য রাজ্যে পত্রিকা সম্পর্কে একটা ক্লাসিফিকেশন করা হয়। ত্রিপুরায় এইরকম ক্লাসিফিকেশন করা হয়েছে কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীবুলু কুকী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যারা ডিসপ্লে এ্যাডভারটাইজমেণ্ট নিতে চায়না, তাদের এ্যাডভারটাইজমেণ্ট দেওয়া হয় না, এটা সত্যি কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এ্যাডভারটাইজমেণ্ট নিতে চায় না এমন কোন কাগজ আছে বলে আমার জানা নেই।

শ্রীবুলু কুকী :—আমার প্রশ্ন হল ক্লাশিফাইড এ্যাডভারটাইজমেণ্ট দেওয়া না এটা সত্য কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— না।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, দেশের কথা এ্যাডভারটাইজমেণ্ট চাইলে তাকে এ্যাডভারটাইজমেণ্ট দেওয়া হয় না, এটা তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটা ঠিক নয়, কাজেই তদন্তের প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅনিল সরকার।

শ্রীঅনিল সরকার :—কোয়েশ্চান নাম্বার—১৬৬।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৬ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) তেলিয়ামুড়া বাজার উন্নয়নের জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?	হ্যাঁ।
২) তেলিয়ামুড়া খোলা বাজারটির সংস্কারের জন্য স্থানীয় পি, ডবলিউ, ডি থেকে কোন এষ্টিমেট সরকারের কাছে পেশ করা হইয়াছে কিনা ?	হাঁা।
৩) যদি পেশ করা হয়ে থাকে, তবে ঐ প্লেন কার্য্যকরী করার জন্য কবে পর্যন্ত অর্থ বরাদ্দ ও কাজ শুরু করার আদেশ দেওয়া হবে ?	তেলিয়ামুড়া বাজারের উন্নয়নের জন্য ১৯৭১-৭২ সন থেকে কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে। এই কাজে মোট ৩১, ১০৫ টাকা ব্যয় হয়েছে।

শ্রীঅজিল সরকার :—বাজারটি পোড়া যাওয়ার পর সেখানে নুতন করে দোকানগুলি তৈরী করবার জন্য কাজ কবে পর্যন্ত আরম্ভ করা হবে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—একটা কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। তারপরে আর একটা কাজ হাতে নেওয়া হবে যাতে ৪,৮৮,৯০০ টাকা ব্যয় হতে পারে।

শ্রীঅজিল সরকার :— এই কাজটা কবে পর্যন্ত শুরু হবে জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—প্রসেসের কাজ শেষ হয়ে গেলেই, সেটা হবে।

শ্রীঅজিল সরকার :—তার জন্য একটা সঠিক তারিখের কথা বলবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—বললাম তো যে প্রসেসের কাজ হয়ে গেলে, সেটা হবে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১১২।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১২ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) বিগত পাক ভারত যুদ্ধের ফলে সাবরুম মহকুমায় কতজন নাগরিক নিহত হইয়াছেন ?	১৪ জন।
২) নিহতদের পরিবারবর্গকে কত টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?	১৪ হাজার টাকা।
৩) আরও আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা সরকার চিন্তা করেন কিনা ?	বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বিবেচনাধীনটা কি ধরণের জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—স্কীম তৈরী করা হচ্ছে, কি ভাবে তাদের আরও সাহায্য দেওয়া যায়।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪২১।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪২১ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) আগরতলা সদরের অন্তর্গত মজলিসপুর অথবা দোকান বাড়ীতে (জিরানিয়া ব্লক এলাকায়) একটি এ্যাক্সপেরিমেন্টাল সাব পোষ্ট অফিসের জন্য ত্রিপুরা সরকার এন, আর, সি দিতে রাজী আছেন কি ?	এটা যদি নেফা, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড এবং ত্রিপুরার পোষ্ট এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ এডভাইসরী কমিটি যদি মজলিশপুরে পোষ্ট অফিস খোলার জন্য সুপারিশ করেন তাহলে সরকার এন, আর, সি, দেওয়ার কথা বিবেচনা করতে পারেন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ঐ এলাকার জনসাধারণ বারবার সেখানে একটা পোষ্ট অফিস খোলার জন্য পোষ্ট এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ এ্যাডভাইসরী কমিটি এবং ডিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেটের কাছে আবেদন করে আসছেন। পোষ্ট এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ এ্যাডভাইসরী কমিটি এক চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন যে সেখানে একটি পোষ্ট অফিস দিতে রাজি কিন্তু ত্রিপুরা সরকার যদি এন, আর, সি না দেন তাহলে তারা সেই কাজ করতে পারেন না। অথচ ডিষ্ট্রিক্ট মেজিস্ট্রেট সেটা দিচ্ছেন না। এর পিছনে কি কারণ আছে, জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—বললাম তো এ্যাডভাইসরী কমিটির রিকমেণ্ডেশান এসে গেলে সেই সম্পর্কে বিবেচনা করা হবে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৩৮

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৩৮, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে সকল ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন গত বছর যেখানে ২৮·৫০ পঃ দরে (জি, পি, সীট ২৪।২) পার পীস বিক্রি করেছেন সেখানে ঐ বছর একই সীট ৪০·০০ টাকা দরে বিক্রি করেছেন ?	হাঁ।
২) যদি তা হয়ে থাকে, তাহলে দরের ঐ পার্থক্যের কারণ কি ?	সরবরাহ স্থলে মুল্য বৃদ্ধির জন্য।

শ্রীজীতেন্দ্র লাল দাস :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৮৪।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৮৪ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ত্রিপুরায় চট কল স্থাপনের জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?	হ্যাঁ।
২) থাকলে, তা কার্যকরী করার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।	বে-সরকারী মলিকাধীন চটকল স্থাপনের জন্য দরখাস্ত চাহিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। দরখাস্তগুলি পাওয়ার পর পরীক্ষা করিয়া তন্মধ্যে উপযুক্ত একটিকে লাইসেন্স দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠানো হইবে।

শ্রীজীতেন্দ্রলাল দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে বে-সরকারী ছাড়া পাবলিক সেকটারে এই চটকল করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই প্রশ্ন উঠে না। কারণ একটা ডিসিশান অলরেডি নেওয়া হয়ে গেছে যে এটা প্রাইভেট সেক্টারে হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এখন পর্যন্ত কোন দরখাস্ত এসে পৌছছে কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—কোন দরখাস্ত এখন পর্যন্ত এসে পৌঁছায়নি।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই চটকল কোন জায়গায় করা হবে জানাবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—যারা স্থাপন করবে তারাই এটা ঠিক করবেন যে কোন জায়গায় করলে তাদের পক্ষে ভাল হয়।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৩।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৩ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) বিগত পাক-ভারত যুদ্ধের ফলে সাবরুম মহকুমার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সরকার নির্দ্ধারণ করিয়াছেন কিনা?	হঁ্যা।
২) করিয়া থাকিলে উহার পরিমাণ কত?	শস্যের জমি —১০০ একর গো-মহিষাদি —৫৮ টি। বাড়ী —২৫টি। জিনিষপত্র সহ দোকান —১১টি। নিহত ভারতীয় নাগরিক —১৪ জন। আহত ভারতীয় নাগরিক —২৭ জন
৩) ক্ষতি পুরণ করা সম্পর্কে সরকারী পরিকল্পনা কি।	যাহাদের ক্ষতি হইয়াছে তাহাদিগকে সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :—কি কি সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে যোগাযোগ করছি। ওদের এই সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে একটা স্কীম আছে এবং সেই স্কীম অনুসারে কি সাহায্য পাওয়া যায় সেটার খবর নিয়ে আমাদের এখানে সেই ধরনের একটা স্কীম করা হবে।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে স্কীমের কথা বলছেন, সেই স্কীম করা হয়ে গিয়েছে কিনা, জানাবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—সেটা করা হচ্ছে।

Mr. Speaker :—Question hour is over The Ministers may lay on the Table of the House the replies to the Unstarred Questions and also to Starred Questions which were not answered orally.

There is one Calling Attention given notice of by Shri Tarit Mohan Dasgupta on 27-6-72 "১৮/১৯শে জুন ১৯৭২ইং তারিখে" to which the Minister concerned agreed to make a statement to day, the 30th June, 1972.

I would call on Hon'ble Minister in-charge of the Home (Police) Department to make a statement on—১৮/১৯শে জুন, ১৯৭২ ইং তারিখে জি, বি, সেনট্রাল মেডিক্যাল ষ্টোর হইতে ১২ হাজার টাকার ঔষধপত্র চুরি যাওয়া এবং ২৩শে জুন ঔষধ উদ্ধার, গ্রেপ্তার ও জামিন দেওয়া সম্পর্কে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—গত ২০শে জুন ১৯৭২ইং সন বেলা প্রায় ১১ ৪৫ মিনিটের সময় জি, বি. হাসপাতালের রেসিডেন্ট ফিজিসিয়ান শ্রী এম, কে, ভৌমিক পুলিশের নিকট খবর প্রেরণ করেন যে ১৮/ ১৯শে জুন রাত্রিতে জি, বি, হাসপাতাল সংলগ্ন Store Building হইতে কতিপয় দুঃস্কৃতকারী ৭/৮ হাজার টাকার মূল্যের ঔষধ চুরি করিয়া নিয়া গিয়াছে। তিনি ইহাও জানাইয়াছেন যে ষ্টোর বিল্ডিংএর ভেন্টিলেটর ভগ্ন অবস্থায় দেখিতে পাইয়াছেন। কোতয়ালী পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৫৭ নং এবং ৩৮০নং ধারা অনুযায়ী ঘটনাটি ৫৪ (৬) (৭২) নম্বরে নথিভুক্ত করিয়াছেন। ২২শে জুন ১৯৭২ইং তারিখে চুরি যাওয়া ঔষধের একটি তালিকা পুলিশের নিকট সমর্পন করা হইয়াছে। ২৩শে জুন তদন্ত চলাকালীন পুলিশ নিম্নলিখিত ছয় ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন এবং ২৪ তারিখে আদালতে প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে পুলিশ হাজতে আটক রাখিবার নির্দেশ প্রার্থনা করেন। কিন্তু এই দিনই আদালত তাহাদিগকে জামিনে মুক্তি দিয়াছেন।

১। শ্রীবিমল সাহা

২। শ্রীকুমুদ পাল

৩। শ্রীসূর্য্যকান্ত মজুমদার

৪। শ্রীসুনীল দেবনাথ

৫। শ্রীনুর মিঞা

৬। শ্রীদেবাশীষ সাহা

প্রায় ১২ হাজার টাকা মূল্যের চুরি যাওয়া ঔষধ আগরতলায় একটি ঔষধের দোকান হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। স্বাস্থ্য অধিকর্ত্তা বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন। নিম্নলিখিত অফিসারগনকে নিয়ে একটি বোর্ড গঠন করা হইয়াছে।

১। ডাঃ এ, কে, বিশ্বাস, চেয়ারম্যান

২। ডাঃ এন, বি, বড়ুয়া, মেম্বার

৩। ডাঃ এস. বসু, মেম্বার

এই মামলার তদন্ত কার্য্য চলিতেছে। তদন্ত কার্য্য ত্বরান্বিত সমাধানের জন্য এবং আদালতে মামলা দায়ের করার জন্য সরকার দৃষ্টি রাখিতেছেন।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :—যে দোকান থেকে ঔষধ উদ্ধার করা হইয়াছে সেই দোকানদারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—দোকানদারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি না সেই সম্পর্কে জানা নাই যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—যে দোকান থেকে ঔষধগুলি পাওয়া গেছে সেই দোকানের নাম বলতে পারেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—ওরিয়েন্টেল মেডিকেল ষ্টোর।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের মধ্যে জি,বি, হাসপাতালের ষ্টাফ আছে কি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—I demand notice.

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :— এই সম্পর্কে কোন কোন মাল যোগেন্দ্র নগরে এক বিশেষ ব্যক্তির বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে না সমস্ত ঔষধ এক জায়গায় পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে যতটুকু খবর নেওয়া হয়েছে। তাতে এক জায়গা থেকেই এইগুলি উদ্ধার করা হয়েছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মন :— ইহা কি সত্য f i. r. এ informant কারও নাম বলেনি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—ষ্টেমেন্ট দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মন :—ষ্টেটমেন্টের কথা হচ্ছে না f. i. r. এ first information report এ কেউ আসামীর নাম বলে নাই। ডাক্তার বাবু কোন আসামীর নাম বলে নাই ইহা কি সত্য।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—ষ্টেটমেণ্টে যা আছে তার বেশী বলা সম্ভব নয়।

মিঃ স্পীকার ;—মাননীয় সদস্য, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ষ্টেটমেণ্ট করলেন তার উপর আপনারা অন্য পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন করতে পারেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মন :—ঔষধগুলি যে জি, ব, হাসপাতালের এই রকম কোন মার্ক ঔষধগুলিতে ছিল কি না যে ঔষধের দোকান থেকে জিনিষগুলি আনা হয়েছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটা তদন্ত সাপেক্ষ তদন্ত চলছে যখন (গণ্ডগোল)

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—এই ধরনের চুরি এর আগেও হাসপাতালের ষ্টোস থেকে হয়েছে সেজন্য যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের চুরি বন্ধ করা যায় তার জন্য কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়ার চিন্তা সরকার করছেন কি না এবং যারা এই ধরনের চুরির ব্যাপারে সাহায্য করছেন তাদের কঠোর সাজা দেওয়ার জন্য সরকার চিন্তা করছেন কি না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—সাজা দেওয়ার জন্য কেইস দেওয়া হয়েছে কোর্টে। সাজা দেওয়াটা নির্ভর করছে কোর্টের উপর।

Mr. Speaker :—I have received calling Attention Notices from the following Members,

1. Shri Ajoy Biswas.
2. Shri Tapash Dey

on the subject of :

গত ২৯শে জুন ১৯৭২ ইং এম, বি, বি, কলেজে পরীক্ষা হলের মধ্যে ঢুকে বি, এম, পি, ও পুলিশ ছাত্রও অধ্যাপকগনের উপর নির্মমভাবে মারপিট করা সম্পর্কে।

I have given consent to the Motions of Shri Ajoy Biswas and Shri Tapash Dey to day,

Now I will request the Hon'ble Minister in charge of the Department namely Shri S. Sen Gupta, Home (Police) to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

Shri S. Sengupta :—আমি এই সম্পর্কে ৪ঠা জুন ১৯৭২ ইং তারিখে ষ্টেটমেন্ট করব।

Mr. Speaker :—Hon'ble Minister-in-change will make a statemant on the 4th July, 1972.

শ্রীকালীপদ বানার্জী :—এটা একটা ব্যপার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি একটু বিবেচনা করবেন যাতে সোমবারের আগে করা যায় কি না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—৪ঠা জুন বলেছি যদি সম্ভব হয় তাহলে এর আগেও দেওয়ার চেষ্টা করব।

Mr Speaker :—Hon'ble Members I have received two motions from Deputy Speaker, Shri Usha Ranjan Sen regarding consideration of the recommendation of the Rules Committee regarding amendment of Rules of procedure and Conduct of Business and passing thereof.

Mr, Deputy Speaker :— Mr. Speaker Sir, before you proceed to take up these motions I would like to move that rule 222 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of Tripura Legislative Assembly be suspended in its application to those particular motions.

Mr. Speaker :—Yes, you may move the motion.

Mr. Dy. Speaker :—Mr. Speaker Sir with your permission I beg to move that rule 222 of the rules of procedure and Conduct of Business be suspended in its application to the motions given notice of by me.

Mr. Speaker :—The question before the House is the motion moved by Shri Usha Ranjan Sen, Dy. Speaker that rule 222 of the Rules of Procedure and conduct of Business be suspended in its applicatian to the motions given notices of by me.

Then the motions were given to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—The question before the House is the motion moved by Shri Usha Ranjan Sen, Dy. Speaker that Rule 222 of the rules of Procedure and Conduct of business be suspended.

Shri Kalipada Banerjee :—এর বিষয় বস্তুটা বুঝিয়ে দিবেন কি ?

Mr. Speaker :—I think all of you have received the Rule.

Shri Tarit Mohan Dasgupta :—I agree this. এই যে গরম পড়েছে, তার জন্য যাতে আমাদের সেশন টাইমটা চেঞ্জ করা যায় এবং আমাদের সুবিধামত করা যায়, তার জন্য সাত দিন আগে নোটিশ দেওয়ার যে প্রভিশন আছে রুল এ্যামেণ্ডমেন্ট করতে হলে, সেই রুলকে সাসপেণ্ড করার জন্য মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় যে প্রস্তাব এখানে রেখেছেন, আই এ্যাগ্রী দিস।

Mr. Speaker :—The question before the House is the motion moved by Usha Ranjan Sen, Deputy Speaker that rule 222 of the rules of Procedure and Conduct of Business be suspended in its application to the motions given notices of by him.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

(voices Ayes)

As many as are of contrary opinion please say Noes.

Mr. Speaker :—Ayes, have it. Ayes have it, Ayes have it.

Mr. Speaker :—The motion is passed and rule 222 is suspended in its application to the motions given notice of by the Deputy Speaker, Shri Usha Ranjan Sen.

Now. I would determine the following procedure indisposing of the motions to be moved by the Hon'ble Dy. Speaker. Before the Dy. Speaker moves his motion for consideration of the report of the Rules Committee, I would request him to lay the report before the House.

(Yes already laid)

Thereafter the Dy. Speaker will move his motion that report of the Rules Committee as placed before the House be taken into consideration at once. The report of the Rule Committee will be on the Table upto 2 P.M.

within which any member may give notice of amendment to the recommendations contained in the report of the Rules Committee. If any amendment is received those will be disposed of first and thereafter the motion for adoption will be taken up.

PRESENTATION OF PETITION

Mr. Speaker :—Next item in the List of Buisness is Presentation of Petition.

I have received a notice given by Sarbasree Sudhanwa Deb Barma and Abhiram Deb Barma expressing thier intention to present petition.

Before I give my consent to present the petition to the House, I would like to hear the subject matter of the petition in order to decide admissiblity (under rule 209).

Now I would call on Shri Sudhanwa Deb Barma to read the subject matter of his petition.

Shri Sudhanwa Deb Barma :—Sir, I beg to present the petition signed by 236 petitioners under rule 217 of the Rules of Procedure and Conduct of business regarding Tripura Bidhansabha—কার্যাবলীর ২১০ ধারা মতে সংশ্লিষ্ট ভূমি সংস্কার আইন সংশোধনের জন্য গণ আবেদন।

Mr. Speaker :—I am not aware of the subject matter of the Petition that is why I am taking time.

(At this stage the petitions were laid on the table).

Mr. Speaker : —Is it for amendment or enactment ?

Shri Sudhanwa Deb Barma :—ভূমি সংস্কার আইন সংশোধনের জন্য গণ আবেদন।

Mr. Speaker :—If it is amendment I can not allow it.

Shri Bajuban Riyan :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, ভূমি সংস্কার আইন সংশোধন করার দাবী জানিয়ে যে দরখাস্ত করা হয়েছে, সেইগুলি এখানে রাখা হয়েছে।

Mr. Speaker :—Hon'ble Member, আমি আমার কনসেণ্ট আপনাদের দিতে পারি না। তার কারণ আমি রুল কোট করে বলছি।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, পিটিশনগুলিতো অলরেডি পে করা হয়ে গেছে।

Mr. Speaker :—He could place it, that does not mean that I have given my consent.

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—স্যার, ভাল করে দেখে তারপর রুলিং দিন।

শ্রীসুধন্বা দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আবেদন করব এটা পিটিশন কমিটিতে পাঠিয়ে দিন।

মিঃ স্পীকার :—অসুবিধা হচ্ছে কি আপনাদের পিটিশনের সাবজেক্ট ম্যাটার আমি জানিনা। আমি অনুরোধ করব, ভবিষ্যতে পিটিশনের সাবজেক্ট ম্যাটারটা ইন এ্যাডভান্স জানিয়ে দেবেন। যদি ইন এ্যাডভান্স না দেন, তাহলে ডিসিশন নিতে দেরী হবে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—আমরা রুলস'এ যা আছে, সেই অনুসারেই দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :—আপনাদের মতে তা হতে পারে।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :—রুলস্ অনুসারে পিটিশন কমিটিতে সেটা রেফার করে দিলেইতো চলে।

Mr. Speaker :—I have refused my consent to your petition.

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অনুরোধ করব এটা পিটিশন কমিটির কাছে পাঠানোর জন্য। পিটিশন কমিটিই সেখানে ডিসিশন নেবে এটা বৈধ কি অবৈধ, বিধিসম্মত হল কি না সেটা দেখার জন্যই পিটিশন কমিটি রাখা হয়েছে এবং সেখানে রেফার করা ঠিক হবে বলে আমি মনে করি।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, তিনি তাঁর ইনটেনশান জানিয়েছেন, হোল ইনটেনশান এখানে বলেছেন, এরপর কারদার যদি কিছু বলার থাকে তাহলে আপনার চেম্বারে সেই সম্পর্কে আলোচনা করতে পারেন, এখানে আর এই বিষয়ে ডিসকাশন হতে পারেনা।

মিঃ স্পীকার :—কেন দেওয়া হলনা, তারজন্য কোন রকম আলোচনা হতে পারেনা।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—আমরা বিষয়টি বুঝতে পারিনি।

মিঃ স্পীকার :—আপনারা আমার চেম্বারে আলোচনা করবেন। I have told you that I have refused to give my consent to your petition according to rule. আপনাদের সংগে এই বিষয়ে পরে আলোচনা করব।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—আমরা ২১০ ধারা এখানে কোট করছি।

মিঃ স্পীকার :—Before you read Rule 210, read out rule 209.

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—আমাদের সম্পর্ক হচ্ছে ২১০ ধারার সংগে, ত্রিপুরা সরকারের রুলস, এ্যাক্টে আছে যে আমরা দরখাস্ত সাবমিট করতে পারি এবং এই এ্যাক্ট অনুযায়ী আমি দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :—আমার রুলিং দেওয়ার পর কোন বিতর্ক হবে আমি আশা করি না।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—আমার বক্তব্য হচ্ছে এ্যাকরডিং টু রুল তিনি তাঁর রুলিং দিয়েছেন, আপনাদের যদি কোন কিছু ক্ল্যারিফিকেশনের থাকে তাহলে উনার চেম্বারে যেয়ে করুন, উনি উনার কনসেন্ট রিফিউজ করছেন, এর উপর ডিবেট করার প্রভিশন রুলে নেই, কোন স্কোপ সেখানে নেই। উনাকে কনভিন্স করার চেষ্টা করুন, ডিবেট করে লাভ নেই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আমার এই কনসেন্ট যখন আমি দিইনি তারপর আর কেন এই বিষয়ে বিতর্ক করছেন। আমি আপনাকে বলেছি এই বিষয়ে আপনি আমার চেম্বারে এই বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি বলেছেন আপনি রিফিউজ করেছেন। কিন্তু যদি পিটিশনটা রিফিউজ করবার আগে আপনার চেম্বারে যেতে বলতেন তাহলে আমার কোন আপত্তি থাকত না। আমার কথা হচ্ছে রুলস্ অব প্রসিডিউরের ২১০নং রুল অনুযায়ী আমরা এটা করতে পারি। কিন্তু কনসেন্ট না দিয়ে আপনি মিসইউজ অপ্ পাওয়ার করছেন।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার ইউ ক্যান নট চ্যালেঞ্জ মাই ডিসিশান ইন দি হাউস।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—রুল ২০৯তে আছে স্যার। সেখানে স্পীকারের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে স্পীকার ইচ্ছা করলে রিফিউজ করতে পারেন। ইন দিস কেস স্পীকার কনসেন্ট দেন নি। কাজেই এটা ডিবেটেবল নয়। আর যদি তারা দেখেন যে এটা লজিক্যাল তাহলে স্পীকারের চেম্বারে তিনি তাঁদের কথা শুনবেন। বাট উই মাষ্ট নট ডিবেট হীয়ার।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার কাছে জানতে চাই আমাদের যে পিটিশান কমিটি আছে তার ফাংশানটা কি? পিটিশান কমিটি দেখবে হোয়েদার ইট ইজ অ্যালাউড অর নট।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :— স্পীকার'স ডিস্ক্রিশান গিভেন অন সেক্শান ২০৯। তিনি কন্সেন্ট দেন নি। কাজেই এটার উপর ফারদার কোন ডিবেট চলবে না।

শ্রীবাজুবন রিয়াং : — মাননীয় সদস্য যে যুক্তি দিয়েছেন সেই যুক্তি আমি বলছি। স্পীকার কন্সেন্ট দিয়েছেন হাউসে লে করার জন্য এবং জেনারেলী তিনি এটা অ্যাক্সেপ্ট করেন এবং পিটিশান কমিটিতে দেন।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— কিন্তু স্পীকারের যে ডিসক্রিশান আছে তাতে তিনি আপনার কথা শুনবার পর তিনি যদি কন্সেন্ট দেন তাহলে দি ম্যাটার এনড্স হীয়ার। তারপর আপনার কি ভিউ সেটা আপনারা এখানে ডিসকাশন করতে পারেন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— উনি প্রথমে বলেছেন আমি জানি না। জেনে যদি রিফিউজ করতেন তাহলে আমাদের কোন বক্তব্য থাকত না। তিনি না জেনে রিফিউজ করেছেন। কাজেই এই অবস্থায় আমরা হাউস চলতে দিতে পারি না।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :— উনি যদি তাঁর চেম্বারে আপনাদের সন্তুষ্ট না করতে পারেন তাহলে আপনারা যা করবার তা করবেন। কিন্তু যেহেতু এখানে তিনি রিফিউজ করছেন সেজন্য এটা হতে পারে না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা : — যেহেতু পিটিশান লে করা হয়েছে, আর রিফিউজড হতে পারে না। এই হাউসে এর আগেও হয়েছে এরকম; আমরাই করেছি তখন তো এই প্রশ্ন উঠেনি। নজীর আছে গত পাঁচ বছরের বিধানসভায়। আমাদের এখানে পিটিশানের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে—ভূমি সংস্কার আইন যে আছে, এটাকে সংশোধন করে ত্রিপুরার গরীব কৃষক যাতে সুযোগ সুবিধাটা অতিসত্বর পায় সেজন্য এখানে দরখাস্ত দাখিল করা হয়েছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— সংশোধন সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলে সেটাকে বিল এনে করতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আমি কণ্ডিশান ফর অ্যাডমিসিবিলিটি অব পিটিশান্স এর রুলটা পড়ে শোনাচ্ছি—209 (1) Petitions may be presented or submited to the House with the consent of the Speaker.

(2) Petitions to the Assembly must either—

(a) relate to a Bill which has been published in the Gazette or which has been introduced in the House or to any business pending before the House, or (b) contain a proposal for the enactment of any law.

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— আমাদের পয়েন্ট হচ্ছে এটা প্রপোজাল আছে।

মিঃ স্পীকার :— আপনি বলেছেন অ্যামেণ্ডমেন্ট। অ্যামেণ্ডমেন্ট না এনাক্টমেন্ট।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— উনি বলেছেন যে, যে আইনটা আছে সেই আইনটাকে সংশোধন করার জন্য বলছেন। এনাক্টমেন্টকেই তারা বলছেন এটা আসতে পারে বলে।

মিঃ স্পীকার :— এনাক্টমেন্ট ইজ নট অ্যামেণ্ডমেন্ট, উনি সংশোধনের কথা বলছেন ক্লীয়ারলী। সো আই অ্যাম রাইট। নাউ আই অ্যাম গোয়িং টু দি নেক্সট আইটেম অব বিজনেস।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যে গন দরখাস্ত সাবমিট করে ছিলাম এবং এই গণদরখাস্ত টেবিলে লে করতে দেওয়ার পর এটাকে ভালভাবে না জেনে রুলিং যে দিয়েছেন এর প্রতিবাদে আমরা ৫ মিনিটের জন্য হাউস লীভ করছি।

(The entire C. P. M Block including two Independents walked out for five minutes).

Mr. Speaker :— To-day is the List of Business 5—Demands viz. Demand Nos. 1—Taxes on Income other than Corporation Tax—Agricultural Income Tax, 3—State Excise Duties, 4—Taxes on Vehicles, 5—Other Taxes and Duties and 23—Labour and Employment are to be disposed of.

Moreover, there are 3 Demands namely—34—Miscellanes, 13—Miscellaneous Department and 24—Miscellaneous, Social and Development Orgenisations carried over from the List of Business for 29.6.72 will be taken up to day 30th June, 1972. ১৩ এর উপর যে কাটমোশন ছিল তার আলোচনা শেষ হয়ে গেছে। আর ২৪ এর উপর যে কাটমোশন ছিল তার আলোচনা শেষ হয় নি।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :— স্যার, এখানে প্রসিডিউর হচ্ছে কাটমোশন আপনি ডাকবেন। যদি মেম্বার না থাকেন তাহলে কাটমোশন উইল বি লষ্ট। তারপর হাউস চলতে থাকবে।

Mr. Speaker :— There are 7 cut motions on Demand for Grant No. 24,

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— স্যার, এগুলির অধিকাংশ তো গতকাল হয়ে গিয়েছে। হরিজনদের সম্পর্কেও বলা হয়ে গেছে। এখন বাকী রয়েছে ৪ এর ১ আর ২ নং।

Mr. Speaker :— Let me satisfy first. Now, I would call on Shri Bulu Kuki to move his cut motions. As the member is absent from the House, his Cut motions falls through. Next, I would call on Shri Radha Ranan Debnath to move this cut motion. As the member is absent from the House his cut motion falls through. Next, I would call on Shri Bajuban Riyan to move his cut motions, but as the member is absent from the House, his cut motions falls through. Next, I would call on Shri Jitendra Lal Das to move his cut motion that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on "Inadequacy of provision for educational grants for welfare of Sch. tribes and scheduled castes and other back ward classes."

Shri Jitendra Lal Das :— Mr Speaker Sir, আমার এই কাট মোশানটা হচ্ছে তপশীলি জাতি ও তপশীলি উপজাতিদের শিক্ষার ব্যাপারে গ্রেন্ট সম্পর্কে। তপশীলি জাতি ও তপশীলি উপজাতি ছেলে মেয়েদের শিক্ষার খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে সেটা প্রয়োজনের তুলনায় কম। তাই এই বিষয়ে আমার আপত্তি জানানোর জন্য আমি এই কাট মোশানটি উত্থাপন করেছি। মাননীয় স্পীকার স্যার: তপশীলি জাতি ও তপশীলি উপজাতিদের শিক্ষার খাতে যদিও এই আলোচনা, কিন্তু এই বিষয়টা সর্বাঙ্গীনভাবে তপশীলি জাতি ও তপশীলি উপজাতিদের সামগ্রিক উন্নয়নের সংগে জড়িত। ত্রিপুরা রাজ্যে তপশীলি জাতি ও তপশীলি উপজাতির উন্নতির জন্য শিক্ষা খাতে যে গ্রেন্ট বরাদ্দ করা হয়েছে সেই গ্রেন্ট পশ্চাতপদ তপশীলি উপজাতিদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খুবই কম। বিভিন্ন স্কুল বোর্ডিং এ তপশীলি জাতি উপজাতি ছেলে মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা, তাদের চাহিদার প্রয়োজনে খুবই কম। আমরা দেখছি বিভিন্ন স্কুলে, যেমন বগাফা বেসিক স্কুল বা অন্যান্য স্কুলে তপশীলি জাতি ও তপশিলী উপজাতি ছাত্ররা থাকার জন্য ভর্তি হওয়ার সময় আবেদন করেন, কিন্তু অধিকাংশ ছাত্র এই সব স্কুল বোর্ডিং এ থাকার সুযোগ পান না। কাজেই তাদের শিক্ষা অধিকাংশে ব্যাহত হয়। এই তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার ব্যাপারটা হচ্ছে সর্বভারতীয়, এটা শুধু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের প্রশ্ন নয়। কাজেই অন্যান্য প্রদেশের মত আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও এই পশ্চাদপদ জাতির ব্যাপক উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। ভারতীয় সংবিধানে এই তপশীলি জাতি ও তপশীলি উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা দিয়ে অন্যান্য জাতির সমকক্ষ করে তোলার অঙ্গীকার ছিল। কিন্তু সেটা স্বাধীনতার ২০ বছরের মধ্যে পুরণ করা সম্ভব হয়নি। তাই ভারত সরকার তাদের উন্নয়নের জন্য সংবিধানের যে গ্যারান্টি ছিল, সেটার সময় সীমা আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন আগামী কয়েক বছরের জন্য। কাজেই এই সব পশ্চাদপদ সম্প্রদায়ের উন্নয়নের প্রশ্ন, তা শিক্ষার ব্যাপারেই হউক আর অন্য কোন ব্যাপারেই হউক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাবে বিচার বিবেচনা করা উচিত এবং এই তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতিয়র যে দুরাবস্থা ভোগ করছেন তাদের পশ্চাদপদ অবস্থার জন্য, স্কুল ষ্টাইপেণ্ড, বোর্ডিং এ থাকার ব্যবস্থা ইত্যাদি আরও ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করে, তা দূর করা উচিত বলে আমি মনে করি। এবং এই ব্যাপারে বাজেট বরাদ্দ আরও বাড়ানো উচিত বলে আমি মনে করি। আর ত্রিপুরা রাজ্যের তপশীলি উপজাতিয় ছাত্রছাত্রীরা প্রাইমারী গ্রেজ পর্যন্ত তাদের মাতৃভাষায় যাতে শিক্ষালাভ করতে পারে, সেই ব্যবস্থা করার জন্য অনেক দিন ধরে আলোচনা হয়ে আসছে। কিন্তু আমার মনে হয় এই বিষয়টার উপর যে স্বাভাবিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত, সেটা দেওয়া হচ্ছে না। আজকে আমাদের এটা বুঝা দরকার যে কোন ছেলেমেয়েকে যদি তার মাতৃভাষাতে প্রাথমিক স্তরে লেখাপড়া সেখানো যায়, তাহলে সেটা তাদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ ও সুবিধাজনক হয়। কিন্তু তাদের মাতৃভাষা বাদ দিয়ে যদি তাদের জন্য আর একট ভাষাতে লেখা পড়া সেখানো হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতির পথে সাংঘাতিকভাবে বাধার সৃষ্ট হয়। আমাদের দেশের স্বাধীনতার পরে আজ ২৫ বছর পার হওয়ার পরও যদি আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের একটি উপজাতিকে প্রাইমারী

ষ্টেজেও তার নিজের মাতৃভাষায় শিক্ষা দিতে না পারি তাহলে এর চাইতে দুঃখের কথা আর কি হতে পারে তাহা আমার জানা নাই। এখানে "ত্রিপুরা ককবরক উন্নয়ন পরিষদ" নামে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আছে। সেই পরিষদ ককবরক ভাষা উন্নয়নের চেষ্টা করছেন এবং সেই পরিষদ কয়েকটি বই বের করেছেন। সেই পরিষদের বইগুলি উপজাতিদের মধ্যে প্রাইমারী স্টেজে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চালু করার জন্য আমি মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব। এই সম্পর্কে ভারতবর্ষে যতটুকু আমি জানি তপশীলি জাতি ও তপশিলী উপজাতিদের অগ্রগতির ক্ষেত্রে আমাদের দেশে স্বাধীনতার আগে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সেই প্রতিশ্রুতি আমরা প্রতিপালন করতে পারি নাই বলেই আমার ধারণা। কাজেই তপশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতিদের শিক্ষার প্রশ্নে এবং অন্যান্য প্রশ্নে যেন যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং বিশেষভাবে তপশিলী উপজাতিদের ত্রিপুরী ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে প্রাইমারী ষ্টেজ পর্যন্ত অবিলম্বে গ্রহণ করা হয় এই ব্যবস্থা করা উচিত। আমি এই ব্যাপারে এই বিধানসভারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই কারণ এখানে অনেক সদস্যই আসবেন তপশীলি উপজাতি সম্প্রদায় থেকে সরকারী বেঞ্চেই হউক আর বিরোধী বেঞ্চেই হউক, যারা খোলাখুলি নিজের মনের কথা নিজের মাতৃভাষায় ছাড়া বলতে পারবেন না। আমার মনে হয় তখন প্রয়োজন বোধে এই সমস্ত ভাষাকে বাংলায় বা অন্য কোন গ্রহণযোগ্য ভাষায় অনুবাদ করার জন্য দোভাষীর দরকার হবে এই বিধান সভায় অন্যান্য সদস্যদের অবগতির জন্য কাজেই সেই দিকে চিন্তা করে আমাদের ককবরক ভাষাকে প্রাইমারী স্টেজ পর্য্যন্ত চালু করা উচিত বলে আমি মনে করি। মাননীয় স্পীকার স্যার, তপশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতি ছাত্রদের জন্য যে গ্র্যান্ট আছে সেই সব গ্রান্ট যাতে তাদের প্রয়োজনে যথাযথ ব্যয়িত হয় এবং আদি-বাসী ছাত্ররা যাতে শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকার থেকে যেসব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় তার পূর্ণ ব্যবহার করা হয় তার জন্য মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়কে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি এই প্রস্তাব করেই আমি আমার কাট মোশান উত্থাপন করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— উনার কাট মোশানের বিষয় বুঝতে পারলাম না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার একটা কাট মোশান ছিল।

মিঃ স্পীকার :— আপনারা তখন হাউসে ছিলেন না।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসে নজির আছে কোন মেম্বার এর নাম ডাকা হলে উনি অনুপস্থিত থাকলে দ্বিতীয়বার চান্স পায় (গণ্ডগোল)।

মিঃ স্পীকার :— এই রকম নজির আছে বলে আমার জানা নাই।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— গতকালও এই নজির ছিল (গণ্ডগোল) নাম দিচ্ছি চন্দ্রশেখর দত্ত প্রথম যখন ডেকেছেন তখন উনি ছিলেন না হাউসে ......

মিঃ স্পীকার :— প্রশ্নের ব্যাপারে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— না না (গণ্ডগোল) কাজেই প্রতিবাদ করছি এখানে (গণ্ডগোল) রুলস ২০৯এ আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি (গণ্ডগোল) হাউসে, এডমিট করবেন কিনা সেটি আপনার উপর নির্ভর করছে (গণ্ডগোল)।

মিঃ স্পীকার :— আপনারা বসুন অনুগ্রহ করে (গণ্ডগোল)।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পরিস্থিতি আমাকে বাধ্য করছে আমি আলোচনা করছি (গণ্ডগোল) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় I like to draw your kind attention to agenda 1 & 2 (Interruption)

মিঃ স্পীকার :— আপনি বসুন।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— আমি বসতে পারি না স্যার, (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি অনুগ্রহ করে বসুন।...

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— আমার কাট মোশান মুভ করতে দিন।

মিঃ স্পীকার :— You are forcing me to allow···

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— না না, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার অধিকার সম্পর্কে বলছি (গণ্ডগোল)।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এই সম্পর্কে মাননীয় অধ্যক্ষের রুলিং চাই। আগে একবার রুলিং হওয়ার পরেও যদি আবার আসে কথা বলতে (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য বিষয়ের উপর আমি রুলিং দিয়াছিলাম এর প্রতিবাদে আপনারা ওয়াক আউট করেছিলেন অতএব এই বিষয়ে কোন প্রকার আলোচনার স্কোপ নাই। সুতরাং আমি অনুরোধ করছি আপনারা বসুন Let us start the Business of the House.

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—আমার যে কাট মোশান আছে, সেটা আমাকে মুভ করার সুযোগ দিন। এই হাউসে তার নজির আছে। জেনারেল ডিস্‌কাশনের সময় সরকার পক্ষের প্রথম সদস্য'এর অনুপস্থিতে দ্বিতীয় জনকে বলতে দেওয়া হয়েছে, এই নজির আছে, অতএব আমি অনুরোধ করছি আমাকে আমার কাট মোশান মুভ করতে সুযোগ দিন।

শ্রীবুলু কুকী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমার কাট মোশান আছে। সেটা মুভ করার সুযোগ আমি আপনার কাছে চাইছি। আমি মনে করি আপনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে সেই সুযোগ আমাদের দিতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :—আপনারা হাউসে অনুপস্থিত থাকার জন্য সেগুলি ফল থ্রু হয়েছে। আপনারা ওয়াক আউট করে চলে গেলে আমাদের হাউসের প্রসিডিংস তো বন্ধ থাকতে পারে না।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—আমাদের বিজনেসটা না করে অন্য বিজনেস আরম্ভ করলেই হত।

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—এখানে কি মাননীয় সদস্যদের ইচ্ছামত সব কিছু করতে হবে?

মিঃ স্পীকার :—ডিমাণ্ডের উপর আপনারা আলোচনা করতে পারেন, নট অন দি কাট মোশান।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—গত কালকে এই ডিবেট সুরু হয়েছিল, হওয়ার পর আমাদের পক্ষ থেকে আমি কাট মোশান মুভ করলাম, তারপর অজয়বাবু তার কাট মোশান মুভ করলেন, এর পর সরকার পক্ষ থেকে একজন মাননীয় সদস্য কালীবাবু এবং মাননীয় সদস্য যতীনবাবু এই কাট মোশানের উপর আলোচনা করেন। এই আলোচনার পর, আমাদের দিকে না ডেকে অন্যদিকে ডাকতে পারতেন। কারণ এটা কালকের থেকে সুরু হয়েছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে আজকে আমাদের প্রথম ডেকেছেন, এটার অর্থ হচ্ছে আমাদের কাট মোশান মুভ করতে দেবেন না কারণ আপনি জানেন আমরা হাউসে নেই, তথাপি আপনি আমাদের ডেকেছেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—আমি আপনাদের অনুরোধ করছি যে আপনারা ডিমাণ্ড এর উপর ডিবেট করতে পারেন, (গণ্ডগোল)...

আপনারা এক সঙ্গে কথা বলেন, এটা কি ডেকরাম অব দি হাউস?

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—আমার ডিসিশন কি হবে, সেটা কি আপনি ডিক্টেট করবেন? (গণ্ডগোল)......

শ্রীডি, কে, চৌধুরী :—উনারা ডিমাণ্ডের উপর বক্তব্য রাখতে পারেন, কাট মোশান মুভ করতে পারেন না।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—আপনারা যে গ্রীভেন্স ভেন্টিলেট করতে চান সেটা ডিমাণ্ডের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে, তার মধ্য দিয়ে বলতে পারেন... (গণ্ডগোল)...

মিঃ স্পীকার :—আপনাদের কাট মোশানের বক্তব্য বিষয় ডিমাণ্ডের উপর আলোচনায় বলতে পারেন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—উনার বক্তব্য হচ্ছে এই ডিমাণ্ডের উপর বলবেন কি বলবেন না সেটা হচ্ছে অধিকারগত।

মিঃ স্পীকার :—আপনাদের বক্তব্য শুনে মনে হচ্ছে যে আপনারা চলে গেলে (আপনারা হাউস থেকে ওয়াক আউট করে চলে গেছেন) হাউসের বিজনেস বন্ধ থাকবে। কিন্তু হাউসের কাজ বন্ধ থাকতে পারে না।

শ্রীবাজুবান রিয়াং ...

মিঃ স্পীকার :—Please withdraw your utterance.

Shri Bajuban Riyan :—Yes I withdraw it.

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—অনারাবল মেম্বার জিতেন্দ্রলাল দাস উনার কাট মোশান মুভ করেছেন যখন তার টারম আসল, তখন তিনি বলেছেন। যখন আপনাদের ডেকেছি, তখন আপনারা ছিলেন না।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—উনারা কাট মোশান মুভ করতে পারছেন না, কিন্তু কাট মোশানের ভিতর দিয়ে যেই জিনিষটা ভেন্‌টিলেট করতে চাইছেন, সেটা করতে পারছেন।

মিঃ স্পীকার :— ডিমাণ্ডের উপর উনাদের কাট মোশানের বক্তব্য বিষয় বলতে পারেন।

শ্রীসুধন্বা দেববর্মা :—এই ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা চলছে, এখনও ভোট নেওয়া হয়নি, কাজেই এটা এখনও শেষ হয়নি, সেইজন্য এর উপর কাট মোশান মুভ করার আইনগত বাধা আছে কিনা ?

মিঃ স্পীকার :—বাধা আছে। যে অর্ডার অনুসারে সাজানো আছে, সেইভাবে নাম নাম ডাকা হয়েছে, আপনারা ছিলেন না, কাজেই সেটা ফল থ্রো হয়ে গেছে।

শ্রীসুধন্বা দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার ডিস্‌ক্রিশানে দিতে পারেন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—যারা কাট মোশান আনবেন তাদের প্রথমে মুভ করতে দেওয়া হয়, যদি তা না করেন, তাহলে সেটা ভোটে দেওয়ার স্কোপ নেই। যখন মুভারকে ডাকা হ... মুভার হাউসে ছিলেন না, সেটা ফল্‌স থ্রো হয়ে গেছে। কাজেই এখন তার উপর ডিবেট করা, সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—আমি মনে করি অপজিশন মেম্বাররা রীজন্যাবল হবেন।

শ্রীসুধন্বা দেববর্মা :—কাট মোশান মুভ করতে দিন স্যার।

মিঃ স্পীকার :—আমি সেটা দিতে পারিনা··· (গণ্ডগোল)···

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আমার কাট মোশান মুভ করছি····· (গণ্ডগোল)·····

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—মিঃ স্পীকার স্যার··· (গণ্ডগোল)···

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 2 P.M. to-day.

(The Assembly met after recess at 2 P. M.)

Mr. Speaker :—Any member to discuss in the cut motion moved by Shri Jitendra Lal Das ?

শ্রীসুধন্বা দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ২৪ এর উপর আলোচনা চলছে। এটাতে আমার কাট মোশন ছিল সেটা আমি পড়ছি।

মিঃ স্পীকার :—এটা আপনি পড়তে পারেন না। শুধু আলোচনা করতে পারেন ডিমাণ্ডের উপর।

শ্রীসুধন্বা দেববর্মা :—এটার উপর আমি বলছি। আমার কাট মোশন ছিল এই—

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আপনার কাট মোশন তো—

শ্রীসুধন্বা দেববর্মা :—আমার কাট মোশনে যা ছিল সেটাই আমি বলছি। সেখানে ছিল 'ভূমিহীন তপশীল উপজাতি ও তপশীল জাতির পুনর্ব্বাসনের নীতি সম্পর্কে। আমি লক্ষ্য করেছি বাজেট ডিস্কাশনে গতকালও তপশীলি জাতি ও উপজাতির ওয়েল-ফেয়ারের জন্য সবাই চীৎকার করেছেন, কথা বলেছেন। কিন্তু আমি জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসনের ব্যাপারে কয়েকটা ইন্সটেন্স তুলে ধরে বুঝিয়ে দিতে চাই যে ব্যাপারটা বাস্তবে কি এবং কিভাবে তাদের স্বার্থকে নষ্ট করা হচ্ছে এবং তাদের ডেভেলাপমেন্টের কাজে কিভাবে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। বেলবাড়ী একটা ট্রাইবেল কলোনী আছে এবং তার অবস্থা কি সেটা শুনলে উপজাতি পুনর্ব্বাসনের ব্যাপারে কি অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে বুঝবেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন যে উপজাতিরা কলোনীতে থাকতে চায় না। কিন্তু কেন থাকতে চায় না, কেন কলোনী ছাড়তে বাধ্য হয় তার কারণ কি, সেটা যদি তিনি অনুসন্ধান করতেন, আমি জানি তিনি অনেক কলোনীতে গিয়েছেন, কিন্তু শুধু এদিকটা তার হয়ত জানা নাই। বেলবাড়ী ট্রাইবেল কলোনীতে গত বছর ১৯৭১ সনে বাকী যে ২০০ টাকা ছিল, যে টাকা দিয়ে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন দেওয়ার কথা ছিল, সেই টাকা গত ১৯৭১ সালে তার শেষ কিস্তি ২০০ টাকা পেয়েছে। প্রথম ইন্‌ষ্টলমেণ্ট পেয়েছে তারা ১০ বছর আগে। দশ বছর পরে আজকে বাকী ২০০ টাকা দেওয়া হতে পারে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এইভাবে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন হতে পারে কিনা? প্রথম ৩০০ টাকা দেওয়ার পর তাতে এক জোড়া বলদ এবং বীজধান এবং কৃষি ঋণ এবং আরও যে সমস্ত জিনিষ প্রয়োজন এবং তাদের খাওয়ার জন্য যা প্রয়োজন তাতে এই ৩০০ টাকাতে চলতে পারে কিনা? যদিও বা এক জোড়া বলদ কম দামে কেনে, তারপরে দরকার হয় বীজধানের, সেটাতো তারা পায় না। কাজেই তারা সেখানে থেকে কি করবে? এর জন্য তাদের দোষ দেওয়া হয় যে তারা জমিতে বসতে চায় না। এই টাকার জন্য তারা কলোনীতে যায় না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে জুমিয়াদের দোষেই পুনর্ব্বাসন হচ্ছে না। ব্রজনগর কলোনীতে ১৯৫৫ সনে ৯৪টি ফেমিলিকে দেওয়া হয়েছিল ৩০০ টাকা। তারপরে ২৬টি ফেমিলিকে ২০০ টাকা দেওয়া হয়, ৯৪টি পরিবারকে নয়। কি জন্য সেটা হল? সেখানে দোষ দেওয়া হয় যে তারা টাকা তিনশ' পেয়েছে, সে জন্যই কলোনীতে এসেছিল এবং পরে তারা চলে গিয়েছে। এই কথা বলে তাঁরা নিজেদের ত্রুটিকে ঢাকবার চেষ্টা করছেন। তারপর দেখা গেল যে ৫০০ টাকায় হয় না এবং পরবর্তী সময়ে একটা বেশী অংকের টাকা স্যাংশান করা হয়েছে, ১৯১০ টাকা। আগামী রবিবারে গুরুপদ কলোনীতে বন মহোৎসব করা হবে। কিন্তু তার পূর্ব্বে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ খোঁজ করেছেন কি যে সেখানে লোক আছে কিনা? তাদের জুমিয়া পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছিল নাল জমিতে নয়;

টিলার উপর। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই. আজকে মার্চ মাস পার হয়ে যাওয়ার পর এখন যে মাসে তাদেরকে বীজ ধান দেওয়া হয়েছে। তারা এখন কি করে তাদের জুমে এই সব বীজ রোপন করবে, তারপরে বাকী টাকাটাও তাদের এখন পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নি। এই রকম আমরা দেখেছি আঠার মুড়া রেঞ্জে অনেকগুলি কলোনী করা হয়েছে, সেখানেও আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি যে মাথুরাই রিয়াং চৌধুরী পাড়া কলোনী, বেলাঘর কলোনী এবং তপচাইয়া কলোনীতে মাত্র এক কিস্তির টাকা দেওয়া হয়েছে বাকীটা তাদেরকে দেওয়া হয় নি। কিন্তু আবার কিছু কিছু বীজ ধান এবং ফলের চাড়া ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। কাজেই তাদের প্রতি সরকারের এই যে নীতি, তাদের উপর সব সময়ে দোষ দেওয়া হয় যে ট্রাইবেলরা পুনর্ব্বাসন চায় না, তারা শুধু টাকার লোভে এই জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের জন্য দরখাস্ত দেয় এবং প্রথম কিস্তির টাকা পেলেই তারা সংঙ্গে সঙ্গে স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়। কিন্তু আমরা যতটুকু জানি, এটা ঠিক নয়। কারণ আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের টাকা পেতে হলে মাঝখানে কিছু দালাল ধরতে হয় এবং সেই সব দালালেরা তাদের থেকে ১০০ থেকে ১৫০ টাকা নিয়ে নেয়। অথচ তারা মাত্র ৩০০ টাকা পায়। কাজেই বাকী যে ১৫০ টাকা রইল, এ দিয়ে কোন মতেই জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসন হতে পারে না, এটা শুধু একটা কল্পনার কথা এবং তা কল্পনাতেই থেকে যাবে। সেজন্য আমরা দেখি যে সব কলোনী ১০ | ১২ বছর আগে করা হয়েছিল, সেগুলির এখন আর অস্তিত্ব নেই। এটা বেশী দূরের কথা নয় বিশ্রামগঞ্জে যে একটা কলোনী আছে, সেখানে গেলেও এটা দেখতে পারবেন। কেন না সেই কলোনীতে এখন সরকারী অফিস হয়েছে, সে নানা ধরণের অফিস বাড়ী, যেমন পূর্ত্ত বিভাগের জন্য বাড়ী, স্কুল ঘর এবং রেশম পোকার ঘর ইত্যাদি করা হয়েছে। অথচ তাদেরকে এর বিকল্প কোন জায়গাই দেওয়া হয় নি। আজকে এই অবস্থাটা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যেই চলছে। তাই আমার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয় সরকার কি শুধু বাজেট ডিসকাশনের সময়ে তাদের জন্য অনেক দরদ দেখান, অনেক মায়া কান্না করেন, অথচ কাজের বেলায় কিছু নেই। আমাদের কথা হল যদি প্রকৃতই তাদের জন্য কিছু করবার ইচ্ছা থাকে, তাহলে স্পটে গিয়ে কাজ করে দেখান এবং দেখুন যে তাদের প্রতি কি অবিচার করা হয়েছে। আজকে আপনারা একটা কথাই প্রায় বলে থাকেন, যে আমরা যারা বিরোধী পক্ষ তারা নাকি বাস্তব চিত্র নিয়ে গঠনমূলক কোন সমালোচনা করি না। কাজেই গঠনমূলক জিনিষটা যে কি, সেটা আপনারাই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করতে চান না এবং প্রকৃত অবস্থাটাকে স্বীকার করতে চান না। আপনারা শুধু তাদের জন্য এখানে মায়া কান্নাই করে যাবেন, কিন্তু তাদের যে সমস্যা সেটার মোকাবিলা করবার কোন চেষ্টাই আমরা আপনাদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না।

শ্রী অভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. ডিমাণ্ড নাম্বার টুয়েন্টি ফোরের উপর আমার একটা কাট মোশান ছিল, কিন্তু আমি দুঃখিত যে সেই কাট মোশান নিয়ে আমার এখানে আলোচনা করার সুযোগ হয় নি। তবে এই ডিমাণ্ডের উপর আমার যে মূল

বক্তব্য অর্থাৎ যেটা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের তপশীলি জাতি এবং উপজাতিদের মধ্য থেকে অল্প শিক্ষিত যুবক যুবতীদের শিল্প শিক্ষণের নীতি সম্পর্কে, এই কংগ্রেসের সমাজবাদের ছায়ায় দেশের পশ্চাদপদ অংশের মানুষকে শিল্পের ভিতর দিয়ে তাদের সুপ্ত শিল্প শক্তিকে জাগিয়ে তোলার যে চেষ্টা নিয়েছেন, সেই চেষ্টা গত ২৫ বছরের কংগ্রেস শাসনে কি রূপ নিয়েছে এবং সেই সঙ্গে এই পশ্চাদপদ মানুষেরা পশ্চাদপদ সমাজের যুবক যুবতী শিল্প বিকাশে কি সুযোগ সুবিধা লাভ করেছে, সেটাই আমি এখানে তুলে ধরতে চাই। তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা পর্য্যন্ত ত্রিপুরাতে মোট ৯টি ট্রেনিং কাম প্রডাক্শান সেন্টার ছিল এবং এগুলিতে প্রায় ৪০০এর মত উপজাতীয় ছেলে মেয়ে শিল্প বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করত। এই ট্রেনিং কাম প্রডাকশনের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে উইভিং, কারপেন্টারী, ব্লাকস্মীথি এই ধরনের কতগুলি বিষয় এবং এই ৯টি সেন্টার হচ্ছে বাইহারবাড়ী, দশদা, রামবাবুর বাড়ী, জলাইবাড়ী, দয়ারাম পাড়া, শিলাছড়ি, রাণী কিল্লা, পিতা ময়নার মা ও ছনখোলা প্রভৃতি জায়গায়। কিছুদিন আগেও এই কংগ্রেসী সমাজবাদের ছায়ায় এগুলি ভিন্ন ভিন্ন করে চলছিল, কিন্তু এখন তেল ফুড়িয়ে আসার ফলে, সেগুলির চাকাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে —কৃষকদের যেমন হালের বলদের অভাবে কৃষিকাজ বন্ধ রয়েছে। তাদের শিল্প বিকাশের যতটুকু সুযোগ ছিল, তাও আজ বন্ধ হয়ে গেছে—স্যার, এ বড় লজ্জার কথা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৬১ সাল থেকে আজ পর্য্যন্ত এই খাতে যে টাকা বরাদ্দ ছিল, তার পরিমাণ হল—৯ লক্ষ ৫১ হাজার ৯ শত টাকা এবং এই টাকা দিয়ে ওরা এতদিন পর্য্যন্ত কোন রকমে চালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সেগুলির মধ্যে ৬টিকে যাতে কো-অপারেটিভ বেসিসে চালানো যায়, সেজন্য একটা প্রস্তাব উঠেছিল. শেষ পর্য্যন্ত এটাও বাতিল হয়ে যায়। কাজেই বর্ত্তমানে ট্রেনিং কাম প্রডাকশান সেন্টার বলে কোন কিছু নেই। সেগুলি আজকে কি করছে? না সেগুলি গত ২৫ বছরের কংগ্রেসের সমাজবাদের সাক্ষী হয়ে এখানে ঐখানে দাঁড়িয়ে আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে দেখতে হবে এই শাসক গোষ্ঠী শুধু মুখে বলে বেড়ান যে আমাদের সমাজবাদে সাধারণ মানুষ যারা, পিছিয়ে পড়া মানুষ, তাদের জন্য আমাদের দুঃখের শেষ হয় নি। এইভাবে আজ এইসব তারা করছে। আমি আটটি উইভিং সেন্টার সম্পর্কে উদাহরণ দিতে পারি সেটি হচ্ছে অমরপুর বোলংবাসা বাজারে। সেই উইভিং সেন্টার চালু নাই কিন্তু আজও সেখানে কর্ম্মচারী আছে উইভিংয়ের যন্ত্রপাতি সবকিছুই আছে সেখানে কিন্তু কোন ট্রেইনিং নাই এবং ট্রেইনিদের যে সমস্ত ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল সেই সমস্ত বন্ধ হওয়ার ফলে ছাত্ররা আর সেই ট্রেনিং সেন্টারে আসে না এবং সেটি বন্ধ হয়ে গেছে। এবং সেখানকার দুইজন কর্ম্মচারীকে মাসের পর মাস বেতন দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু সেই পরিবর্ত্তে কাজ কিছুই হচ্ছে না। এই হচ্ছে সমাজতন্ত্রের রক্ষক এবং বাহকের এই হচ্ছে চিত্র। আমি বেশী দূর যেতে বলব না। আমাদের জিরানীয়া ব্লকের অন্তর্গত জয়নগর গ্রামে গেলে দেখতে পাবেন উইভিংয়ের যন্ত্রপাতিগুলি উইয়ের খোরাকের বস্তু হয়েছে এই হচ্ছে অবস্থা। তারা আগেও বলেছেন আমরা সমাজতন্ত্র করতে চাই। এই অবস্থা সম্পর্কে আজকে মন্ত্রী সভাকে দেখতে হবে ভাবতে হবে এই গ্রামের সাধারণ মানুষের সুযোগ দিতে

হবে কিন্তু সেই জায়গায় যদি তাদের সমস্তগুলি খেলায় পরিণত করতে চায় তাহলে তারা কি সেটি সহ্য করবে। এর প্রতিকার করার জন্য কি তারা এগিয়ে আসবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই চলছে এই ডিপার্টমেন্টের মধ্যে একটি লুটের রাজত্ব চলছে। যে সমস্ত টাকাগুলি বরাদ্দ হয় সেখানকার আমলারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাতায় সই করিয়ে নেয় আর তারা নিজেরা বলে আমরা সিডিউলড কাস্টের জন্য এই পরিকল্পনা করছি। এইভাবে খাতায় পত্রে পরিকল্পনার শোভাবর্দ্ধন করছে। আজকে নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে কোন কোন মন্ত্রী মহোদয়রা যখন আগের বিধানসভা ছিল তখন শচীন বাবুর নেতৃত্ব মানছিলেন না এবং জেহাদ ঘোষণা করে নূতন মুখোশ পরে সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। আজ তাঁরা এখন ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছেন। তাঁরা তখন বলেছিলেন এই সরকার দুর্নীতি করছে মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় তিনি উন্নয়নমূলক কাজে সহযোগীতা করছেন না। জনসাধারণের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ওরা তখন সেদিকে লক্ষ্য করেন নি। এখন নূতন মন্ত্রীসভা নবরূপে সেজে নব বধুর মত উপস্থিত হয়েছেন চেহারার পরিবর্ত্তন হয়েছে কিন্তু বাবুদের আসল চেহারার পরিবর্তন হয়েছে কি। যদি সত্যিই হয়ে থাকে তাহলে এইসব টি. সি. পি. সি. গুলি চালু করুন। গ্রামের এই সমাজের পিছিয়ে পড়া জাতিদের শিল্প শিক্ষার সুযোগ করে দিন নতুবা আপনাদের মুখের দিকে চেয়ে মানুষ সন্তুষ্ট থাকবে না।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটু বলতে চাই।

মিঃ স্পীকার :— বলুন।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— অভিরাম বাবু সুন্দর বলেন এই ডিমাণ্ডের উপর বলতে গিয়ে তিনি খুব সুন্দর সুন্দর উপমা দিয়েছেন নব বধুর সাজে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি এটা appreciate করছি। উনি উনার বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি অভিযোগ করেছেন সেই অভিযোগটি অত্যন্ত গুরুত্বর বলে আমি মনে করি। জিরানীয়া এলাকায় জয়নগর গ্রামে যে Training-cum-Production Centre ছিল সেই সেন্টারের যন্ত্রপাতিগুলি উয়ের খাবারের বস্তু হয়েছে বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ সরকারী জিনিষ এইভাবে নষ্ট হতে দেওয়া কোন মতেই উচিত নয় আমি সেজন্য প্রস্তাব রাখছি গ্রামের যেসব ছাত্র এই সেন্টার থেকে শিক্ষা নিয়েছে যদি এই জিনিষগুলি তাদের দেওয়া হয় কাজ করবার জন্য তাহলে যন্ত্রগুলি এইভাবে নষ্ট হতো না এবং গ্রামের লোকও তাতে উপকৃত হতেন। তাছাড়া কোঅপারেটিভের হাতেও দেওয়া যেত কিন্তু কোঅপারেটিভের ত্রিপুরা রাজ্যে যে দুরবস্থা তাদের হাতে গেলেও যে এই গুলির ঠিক ঠিক ব্যবহার হবে তারও আশা খুব কম। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব উপযুক্ত তদন্ত করে সেই সব জিনিষগুলি গ্রামের শিক্ষার্থীদের যারা আগে এখানে শিক্ষা করেছিলেন তাদের দেওয়া যায় কি না বা অন্য কোন ব্যবস্থা করবেন যাতে এই জিনিষগুলি যথাযথ ভাবে রক্ষা পায়।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে কাট মোশান এনেছেন ......

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য ডিমাণ্ডের উপর বলুন।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— আমার ট্রেজারী বেঞ্চের যারা আছেন আর আমার বেঞ্চের যারা আছেন তারা সবাই তপশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতি সম্পর্কে অনেক বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু এইভাবে বক্তব্য যদি খাতাপত্রেই চলতে থাকে তাহলে আমার মনে হয় সেটি তপশীলি জাতি এবং তপশিলী উপজাতির কোন কল্যাণে আসবে না। আমি দেখেছি এই তপশীলি জাতি এবং উপজাতির লোকেরা আজকে লেখাপড়ায় অন্যান্য জাতি থেকে পেছনে পড়ে আছে কিন্তু তাদের অন্যান্য জাতির সমতুল্য করার জন্য সংবিধানে নানারকম ধারা আছে। কিন্তু আজকে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এইসব তপশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতির যে অধিকার যে গণতান্ত্রিক অধিকার পাওয়ার কথা সেই অধিকার থেকে তারা আজ বঞ্চিত। কিন্তু আজকে দেখতে পাচ্ছি এই যে উপজাতি যারা উন্নত সম্প্রদায়ের চেয়ে পেছনে পড়া জাতি গণতান্ত্রিক অধিকার তাদের পাওয়ার কথা, তা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। আমি মনে করি আমাদের এখানে যারা অল্প শিক্ষিত যুবক যুবতী আছে, ট্রেনিং কাম প্রডাক্শান সেন্টার করা হয়েছিল, তাকে নতুন করে সাজিয়ে সেইসব বেকার যুবক যুবতীদের যারা গ্রামে আছেন, তাদের জন্য চাকুরীর ব্যবস্থা করে দেওয়া এবং এইভাবে পশ্চাদপদ তপশীলি জাতি এবং উপজাতি শিক্ষায় উন্নয়ন করে দেওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। যদিও আমাদের এখানে নতুন করে শিল্প গড়ে বেকার সমস্যার সমাধান করার জন্য এই হাউসে যে বাজেট উপস্থিত করা হয়েছে এই বছরের জন্য তাতে কোন অর্থের বরাদ্দ দেখছিনা, তবুও পুরানো যে আমাদের শিল্প বা যেসব ইণ্ডাষ্ট্রি আছে, সেগুলিকে ঢালাও ভাবে সাজিয়ে যাতে নতুন করা যায়, ট্রেজারী বেঞ্চে যারা আছেন, সেটা চিন্তা করা উচিত বলে আমি মনে করি এবং যাতে শিল্প শিক্ষণের নীতি সম্পর্কে তার পরিবর্তন করে আগামী দিনে আমাদের গ্রামের এবং শহরের যে বেকার সমস্যা আছে তার যাতে সমাধান করা যায়, আমাদের নতুন মন্ত্রী সভা সেইদিকে দৃষ্টি দেবেন বলে আমি মনে করি।

শ্রীনিশীকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হাউসের সামনে ২৪ নং ডিমাণ্ড যে এসেছে, তাকে সমর্থন করি এবং ডিমাণ্ডের উপর বিরোধি দলের সদস্যরা যেসব বক্তব্য রেখেছেন, সেটা আমি বিরোধীতা করি। কারণ... ... ... (গণ্ডগোল)
তপশীলি জাতি এবং উপজাতির সম্পর্কে উনারা বলেছেন যে আমরা সবাই চোখের জল ঢালি, দরদ দেখাই, কাজের বেলায় কিছু করি না, তাই আমি বলব যে আমরা দরদও দেখাই, কাজও করি। এই উপজাতির সর্বনাশ কারা করে, আমি তার দুই একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যেমন জুমিয়া পুনর্বাসন সম্বন্ধে একটা কথা উঠেছে, যে তারা কলোনীতে থাকে না। আগে পাঁচশত টাকার স্কীম ছিল. তিন শত টাকা তাদের দেওয়া হয়েছে, আর দুইশত টাকা অনেকদিন পর্য্যন্ত পায়নি, সেটা আমি স্বীকার করি। তার কারণ পাঁচশত টাকায় জুমিয়া সেটেলমেন্ট হয় না বিধায় রুলিং পার্টি ১৯১০ টাকা করেছে। তিন শত টাকা পেল, দুইশ টাকা কেন পেল না, তার কারণ আমি জানি। এই এ্যাসেম্বলী হাউসে রুলিং পার্টি থেকে এই সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়েছে। সেখানে ফরেষ্টের ভিতর পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল ফলে এটা দিতে অসুবিধা হয়, তার জন্য দেরী হয়েছিল। আর এখানে বিশ্রামগঞ্জ কলোনী সম্বন্ধে যেটা বলা

হয়েছে—সেটা সবার সামনে পরে, যে সেখানে সরকারী বাড়ী উঠেছে কারণ সেই লোকগুলি সেখানে ছিল না। বিভিন্ন কলোনী থেকে উপজাতি সরিয়ে দিচ্ছে কারা, যারা তাদের প্রতি দরদ দেখান, বিরোধী দলের কথা বলছি, অনেক ক্ষেত্রে তারা তাদের বলে যে তোমাদের অন্য জায়গায় পুনর্বাসন দেওয়া হবে, তাই তারা অন্য জায়গায় চলে যায়। এই ধরণের লোক আছে, তারা অস্বীকার করতে পারবে না। অমরপুর, বিলোনীয়া প্রত্যেক জায়গায় তাদের দলকে শক্তিশালী করার জন্য অশিক্ষিত, অজ্ঞান, অচেতনায় অবুঝ, তাই তাদের হাতে রাখার জন্য এইসব কাণ্ড তারা করছেন। তাছাড়া আজ সোয়া সের চাউল থেকে আরম্ভ করে জুমের ফসল যখন উঠে, তাদের থেকে অর্থ আদায় করে। আরেকটা কথা আমি এখানে বলছি যে সরকারের ইনটেনশান ছিল তাদের ট্রেণিং দেবে, এবং তারপর ট্রেনিং প্রাপ্ত ছেলেরা মিলে সমবায় সমিতি গঠন করবে, সরকার অর্থ যোগাবে, সূতা দেবে, রং দেবে সব দেবে, তারা করবেন কি আমার জানা আছে কারণ জলাই বাড়ী আমার নাকের ডগার উপর, রাণীরকিল্লা আমার নাকের ডগার উপর, সেখানে সরকার জমি দিয়েছে, ট্রেনিং দেওয়া কর্ম্মচারী আছে সেখানে আমি জানি ট্রাইবেলদের কাজ শিখবে, কিছু করবে, কিন্তু সেই দল সেখানে চলে যায়, তারা জানে যদি তারা শিক্ষিত হয়ে যায়, কাজ পায়, তাদের যদি উন্নতি হয়, তারা যদি পয়সা পায়, তাহলে তারা তাদের দলে আর থাকবে না, তাই তারা তাদের সরকারী সুযোগ সুবিধা নিতে দিচ্ছেন। মিটিং করে, সভা সমিতি করে তারা এই অবস্থার সৃষ্টি করছে। সরকার যেটা করছে, ট্রেনিং কাম প্রডাকশান সেন্টার করার অর্থ এই নয় যে সরকার তাদের চাকুরী দেবে, তারা যাতে শিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে নিজেরা উৎপাদন করতে পারে, সেইজন্য তাদের ট্রেনিং দেওয়া হয়। রাণীর কিল্লা যে ট্রেনিং সেন্টার আছে, সেটা বন্ধ হয়ে আছে। এখানে আমি জানি যে পরিচালক মণ্ডলীর মধ্যে ত্রুটি আছে, সেখানকার যে ট্রেনিং দেওয়ার ভদ্রলোক অনেক দিন যাবত সেখানে যান না, কাজেই সেটা বন্ধ। তাই আমি অনুরোধ করব মাননীয় মন্ত্রী মণ্ডলীর কাছে প্রত্যেকটি ট্রেনিং সেন্টার সুদক্ষ কারিগর দিয়ে এবং তাদের যে মালটা প্রডাকশান হবে সেটা যাতে তারা উৎপাদন করতে পারে সেই-ভাবে তদারকী করেন। আজকে যেসব শিল্প অচল বলে বলা হচ্ছে, সেগুলি আসলে অচল নয়, সেগুলিতে নুতনভাবে, নুতন পদ্ধতিতে যদি সরকার উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টা করে তাহলে ট্রেনিং সেন্টারগুলি সুন্দরভাবে চলবে। আরেকটা কথা বলা হয়েছে যে তপশিলী জাতি এবং উপজাতির জন্য কিছুই করা হয় নাই, একথা আমি স্বীকার করিনা যতটুকু করার ছিল (রেড লাইট)..

(স্যার আমাকে দুই মিনিট সময় দেন)

ধাপে ধাপে তা হচ্ছে। আমি জানি একথা কেন বলছি আজকে সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতি এবং অনুপজাতির সংখ্যা দেখলে বুঝা যাবে তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার বেড়ে গেছে এবং বিভিন্ন ভাবে তাদের ষ্টাইপেণ্ড যারা তারা উপকৃত হচ্ছেন, তবে আরও যাতে বেশী পায় তার ব্যবস্থাও করতে হবে। কারণ আমরা দেখছি যে বোর্ডিং'এর অভাবে উপজাতি ছেলে মেয়েরা অনেক সময় লেখাপড়া করতে পারেনা, বেশী

করে যাতে বোর্ডিং হয়, বোর্ডিং এর অভাবে আদিবাসী ছেলে মেয়েরা, তপশিলী জাতির ছেলে মেয়েরা অনগ্রসর যাতে না থাকে, তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। এই প্রসংগে আমাদের সরকারকে আরেকটি কথা আমি জানিয়ে দিতে চাই যে প্রত্যেকটি জাতীর মধ্যেই আমরা দেখি অভাব আছে, গরীব আছে। আদিবাসী এবং তপশীলি জাতি অনেক পিছিয়েছিল বিধায়ই তো সংবিধানে তাদের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে আজকে গ্রামে, শহরে, বন্দরে যেমন কুমার আছে, পাল আছে, কায়স্থ আছে, বৈদ্য আছে, ব্রাহ্মণ আছে, তাদের মধ্যেও ভূমিহীন আছে, তাদের মধ্যেও গরীব আছে, তাদের মধ্যেও পয়সার অভাবে, পোষাকের অভাবে স্কুলে যেতে পারছে না। কিন্তু সরকার তার জন্য কিছুই করছেন না। তাই আমি অনুরোধ রাখছি যারা সমাজে গরীব, দুঃস্থ তাদের জন্য যাতে ধাপে ধাপে তারা উন্নতি করতে পারে সেই ব্যবস্থাও করা দরকার বলে মনে করি। তা না হলে যারা উন্নত ছিল তারাও আবার অনুন্নত হয়ে যাবে।

আর একটা সাজেশান আমি রাখছি—জুমিয়া পুনর্বাসন যে স্কীমটা আমরা তৈরী করেছি এটা বড় সুন্দর। তবে কয়েক বছর ধরে শুধু পাইলট প্রজেক্টের উপর নির্ভর করে গভর্ণমেন্ট দাঁড়িয়ে আছে। শুধু এতেই কাজ হবে না। তাই প্রত্যেক সাবডিভিশনে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যাতে খুব তাড়াতাড়ি জুমিয়া পুনর্বাসন পায় এবং যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার মধ্যেও ত্রুটি আছে কেন না তার উপর সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া চলে না। যার উপর এই ২৫।৩০ পরিবারের পরিচালনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাকে এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়ী থাকতে হবে। তাকে দায়িত্ব দিতে হবে যে পাঁচ বছরে যেন সে পুনর্বাসন করতে সক্ষম হয়। যদি সেই অর্থ দিয়ে সে কাজটা হয় তাহলে আমি মনে করি সরকার যে প্রস্তাব নিয়েছেন সেটা সুন্দরভাবে হবে এবং আমি মনে করি ধাপে ধাপে এই অনুন্নত সম্প্রদায় উন্নত হবেই। এই বলে আমি এই ডিমাণ্ডের সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ডিমাণ্ডের উপর আমি আলোচনা করছি। উপজাতি এবং তপশীলি জাতির উপর এই সরকারের যে ২৫ বছরের নজীর সে সম্পর্কে আমি প্রথম বলব তেলিয়ামুড়া ব্লকের অন্তর্ভুক্ত খোয়াই বিভাগের গজানগর এরিয়ার কথা। এখানে ১৭টি বাড়ী কোন সরকারের খাতায়, কোন সরকারের লিষ্টে, কোন সরকারের সাহায্য, এমন কি তারা কোথায় আছে, কি তাদের বলব, এই বলার সুযোগটুকু আমি দেখছি না। আজকে যারা ৫০।৬০ বছর সেখানে বাসিন্দা হিসাবে আছে, সেখানে জন্ম হয়, সেখানে মৃত্যুও হচ্ছে। তারা আজকে উপজাতি গরীব প্রজা। তাদের মধ্যে আমাদের কংগ্রেসী সরকার মনে করেন না যে তাদের শাসনের কবলে তারা আছে। তারা কি এইসমস্ত উপজাতিদের ত্রিপুরার বাইরে চলে যেতে বলবেন? যদি না বলে থাকেন তাহলে ২৬৪টি পরিবারে ৩,১১৭ জন আছে। সেখানে সেই সমস্ত লোক এক ফোঁটা সরকারী সাহায্য পায় না কেন? আজকে দরদ দিয়ে লম্বা লম্বা বক্তৃতা রাখছেন। যখন প্রাক্তন মন্ত্রী রাজপ্রসাদ

চৌধুরী ছিলেম, তিনি তো ট্রাইবেল ছিলেন, পূর্ব পাকিস্তান, এখন বাংলা দেশ থেকে তারা উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিল রাইমাশর্ম্মায়, মুসলমানদের অত্যাচারে থাকতে না পেরে, ধর্মীয় মনোভাব নিয়ে ইয়াহিয়া মুসলমানদের একাংশকে লেলিয়ে দেওয়ার পরে তারা থাকতে না পেরে ত্রিপুরায় চলে এল, তখন ত্রিপুরায় উপজাতিদের জন্য দরদ দেখাতে পারেননি। তাদের পুলিশ মিলিটারী দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হল। এখানে আছে, আমাদের মাননী কৃষি মন্ত্রী, মুনসুর আলী, তখনো তিনি বোধ হয় এই হাউসে ছিলেন। অমরপুরে মুসলমানদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল কি অপরাধে ?

মিঃ স্পীকার :—দিস ইজ নট এ ম্যাটার অব ডিসকাশন।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :—এই সমস্ত উপজাতিদের তাড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। ডম্বুরনগর টি, ডি, ব্লক আছে, এই ডম্বুরনগর টি, ডি, ব্লকে সি, ডি, স্কীম আছে। সেই সি, ডি, স্কীমে তপশীল জাতিদের কি সাহায্য দেওয়া হয়েছিল ? উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের কি সাহায্য দেওয়া হয়েছিল ? সেখানে উপজাতিদের পুনর্ব্বাসনের বেলায় ৩০০ টাকা দেওয়া হত। সেই ৩০০ টাকাও আমলাদের সংগে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেওয়া হত। এখানে নজীর আছে কামরাখাল যদুবন এরিয়ার সাধারণ উপজাতিরা টেষ্ট রিলিফের কাজ, জংগল কাটা, নালা কাটা, ছোটখাট বন ইত্যাদি সম্পর্কে দেখা গেছে যে গাঁও প্রধানরা টাকা লুঠছে। আমি প্রমাণ দিতে পারি চলুন এলাকায়। সেখানে গরীব উপজাতিরা নির্য্যাতিত হচ্ছে। সেখানে একটি বোর্ডিং নাই। হাইস্কুল নাই। এই উপজাতিদের আরও পেছনে ফেলে রাখা হয়েছে তারও নজীর আছে। সুধাংশু দাস নামে দারোগা আছে। সেই দারোগা যদুবন কলোনীতে জমি কিনেছে। তার আগে যে দারোগা ছিল সে কিনেছে থানার সামনে জমি। আনরেজিস্টার্ড। তাই আজকে আমরা বলব উপজাতিদের স্বার্থের জন্য সরকার কি পুলিশকে জমি দিয়েছিলেন ঐ উপজাতিদের জমি কেড়ে নেবার জন্য ? আমি বলব এখনো সুধাংশু দাস জমি চাষ করছে দ্রোণকে দ্রোণ জমি। এটার কি তদন্তের ব্যবস্থা সরকার করেছে ? কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার আমি আশা করি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিয়েছিলেন আমাদের ক্যাটমোশনগুলির বিরোধিতা করবেন বলে কিন্তু তাদের বুঝা উচিত ছিল উপজাতিদের প্রতি দরদ দেখানো দরকার কিনা। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবুলু কুকী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ডিমাণ্ডের উপর আমার যে কাট মোশান ছিল, দুঃখের বিষয় সেগুলি আমি মুভ করতে পারি নি। তাই আমি এই ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করছি। এখানে আমার কাট মোশানগুলি ছিল—(১) Management in maintaining Special Nutrition Programme. (2) Maintenance of buffer stock to face the crisis of essential commodities.

মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে নিউট্রিশান প্রগ্রামটা কি এবং কোথায় কি হইতেছে ? এই সম্পর্কে আমরা অবশ্য বাজেটের মধ্যে দেখতে পেলাম যে একটা বিরাট অংক এর জন্য ধরা

হয়েছে। কিন্তু কার্য্যতঃ সেটা কি হচ্ছে এবং কোথায় কোথায় হচ্ছে তার কোন উল্লেখই এই বাজেটের মধ্যে নেই। তাতে আমাদের সন্দেহ হচ্ছে যে উপজাতিদের নামে এই টাকাটা বাজেটে ধরা হয়েছে বটে কিন্তু এটা অন্যত্র চলে যাচ্ছে। কারণ সরকার পক্ষ থেকে অথবা মাননীয় অর্থমন্ত্রীও এই ব্যাপারে কোথায় কি হচ্ছে, না হচ্ছে, সেই সম্পর্কে এখানে কোন কিছু বলতে পারেননি। যদি বা কিছু কিছু হচ্ছে, তাহলে সেটা কোথায় হচ্ছে...৩।৪টা জায়গায় হচ্ছে যেটা আমি নিজেও জানি। এখানে মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে ১৮ হাজার উপজাতির ছেলেদের খাওয়াবার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু মাননীয় কনসার্নিং মিনিষ্টার যদি স্পষ্ট করে বলতেন যে এগুলি এখানে ঐখানে হচ্ছে এবং এভাবে হচ্ছে, তাহলে আমার মনে হয় ভাল হত। এখানে দেখতে পাচ্ছি এর জন্য ১৯ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে এই ব্যাপারে নানাবিধ জিনিষপত্র কেনাকাটি করবার জন্য এবং সেগুলি কোথায় যাচ্ছে, আমি যতটুকু জানি, সেগুলি ছামনুতে যাচ্ছে। আর বাকী যদি কিছু হয়ে থাকে, তাহলে সেগুলি নন-ট্রাইবেল এরিয়াতে হচ্ছে, কিন্তু সেটাও প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম হচ্ছে। আমি এও জানি যে রাইমাশর্মাতে এমন কিছু হয়নি, যেখানে শতকরা ৮০ জন ট্রাইবেল আছে, যেখানে নাকি ট্রাইবেলদের জন্য স্কুলও আছে, অথচ সেখানে কিছুই হচ্ছে না। অর্থাৎ কমপ্লেক্স ট্রাইবেল এরিয়াতে এই স্কীমটার কোন ইমপ্লিমেনটেশানই হচ্ছে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, সেজন্য আমরা নির্বাচনের ফলাফল দেখলে এটার প্রমাণ পাই যে কংগ্রেসীরা এই উপজাতীয়দের জন্য যা কিছু করছে, তাদের কার্য্যকলাপের মধ্যে বেশ একটা সন্দেহ হয়। তাই আমি এখানে বলতে চাই যে টাকাটা অবশ্য বাজেটে ধরা হয়েছে, কিন্তু এই উপজাতিদের নাম করে তারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এটা করছেন। আর এ যদি না হত, তাহলে যেখানে নাকি এইটি পারসেন্ট উপজাতি রয়েছে, সেখানে কেন এই সবকিছু করা হচ্ছে না, সেজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি জানি যখন নাকি আমাদের ট্রাইবেল মিনিষ্টার টুরে যান, তখন তারা সেই মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে এই সব বিষয়ে দাবী দাওয়াপেশ করেছিল এবং তা করার পর তিনি বলেছেন যে এই ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই। কাজেই আমি বলব উনার যদি কিছু না করার থাকে, তাহলে আমি বলব তার এই মন্ত্রীত্বের গদীতে বসে থাকার কোন সার্থকতা নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার, তারপরে আছে মেনটেইনান্স অব বাফার ষ্টক টু ফেস দি ক্রাইসীস অব এসেন্‌সিয়েল কমডিটিজ। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ১৬ লক্ষ লোকের বাস এবং এর সংগে তাদের বাঁচার প্রশ্নটা জড়িত, তাই এটা আমাদের সবার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজকে এই ত্রিপুরা রাজ্য একটা যোগাযোগ বিহীন এলাকা, কাজেই এই বাফার ষ্টক রাখার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যেখানে নাকি ক্রাইসীস হবে, সেখানে যাতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম না বাড়তে পারে সেজন্য এই বাফার ষ্টকের মাধ্যমে চেক দেওয়ার কথা। কিন্তু আমরা দেখছি যে দিনের পর দিন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম বেড়েই চলেছে, অথচ সরকার থেকে প্রচার বিভাগের দ্বারা প্রচার করা হচ্ছে—যে জিনিষের দাম বাড়তে দেবেন না। কিন্তু এই যে প্রচার করা হচ্ছে, এটা কাদের উদ্দেশ্য করা হচ্ছে? কেন আজকে জিনিষপত্রের উর্দ্ধগতিকে চেক দেওয়া

যাচ্ছে না ? আমরা জানি যে গত ১৯৭১ সালে ব্যবসায়ী এ্যাসোসিয়েশানকে ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল যাতে করে বাজারে জিনিষপত্রের দাম না বাড়ে। তারা এই টাকা দিয়ে ষ্টক করার পর মন্ত্রীদের কাছে এসে বল্লো যে দেখো আপনারা জিনিষপত্রের দাম যে ভাবে ফিক্সড করে দিয়েছেন, সেই দামে আমরা সেগুলি বিক্রী করতে পারব না, আমাদের আরও বেশী দামে বিক্রী করতে হবে, যেহেতু সেগুলি ষ্টক করতে আমাদের অনেক বেশী খরচ পড়ে গিয়েছে। তখন এই কংগ্রেস সরকারের মন্ত্রীরা বল্লেন যে তোমরা যে দর ঠিক করেছ, সেটা আমরা মেনে নিচ্ছি, কিন্তু মনে রাখতে হবে নির্বাচনের সময়ে আমাদের কিছু বেশী টাকা দিতে হবে। কাজেই সরকার ঐ ব্যবসায়ীদের কাছে মাথা নত করেছে এবং তাদের দ্বারা সমাজের মধ্যে নিম্ন আয়ের যে সব লোক আছে, তাদের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। তারা শুধু সমাজের যে অংশে বড় বড় ব্যবসায়ী আছে, তাদের যে সমস্যা সেই সমস্যার সমাধানই করতে পারবে, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে অন্য আর যারা আছে, তাদের সমস্যার কোন সমাধানই তারা করতে পারবে না। কাজেই এভাবে গরীব জনসাধারণের কোন অভিযোগ দূর করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই বলে আমি আমর বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ডিমাণ্ড নাম্বর টুয়েন্টি ফোরের উপর মাননীয় সদস্য জিতেন্দ্র লাল দাস মহাশয় একটা কাট মোশান রেখেছেন, সেটা হল—**In adequacy of provision for educational grants for welfare of Scheduled tribes and Scheduled castes and other backward classes.** তাঁর এই যে কাট মোশান এসেছে, এটার উদ্দেশ্যে যদিও মহৎ কিন্তু তার আগে যে সব কাট মোশান এসেছে আমি এটাকে ব্যক্তিগত ভাবে সমর্থন করতে পারছি না। তার কারণ হচ্ছে মাননীয় সদস্য তপশীলি উপজাতি এবং তপশীলি জাতির ছাত্ররা যাতে বোর্ডিং এর ফেসিলিটিস আরও বেশী করে পায়, সেজন্য এই কাট মোশান এনেছেন এবং তিনি তাঁর বক্তব্যেও এই সব কথাই বলেছেন। কিন্তু তার আগের প্রশ্নটা কি ? কেন সিডিউল্ড কাষ্ট এবং ট্রাইব্‌সের ছাত্ররা বোর্ডিং ফেসিলিটিস এবং ষ্টাইপেণ্ড পায় ? এরজন্য আমি এখানে একটা আভাস দিতে চাই। সেটা হল যে এলাকাতে স্কুলটা আছে, সেই এলাকার ৫ মাইল বা ৮ কিলোমিটারের মধ্যে যদি কোন সিনিয়র বেসিক স্কুল বা হাই স্কুলে না থাকে, তাহলে সেই সব ছাত্র-ছাত্রীদের পড়া-শোনা করবার জন্য বোর্ডিং এর সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য এই আইনটা রচিত হয়েছে এবং এর জন্য টাকাও বাজেটে বরাদ্দ করা থাকে। কিন্তু আজকে দেখতে হবে এই ৫ মাইলের বাইরের সিডিউল্ড কাষ্ট এবং ট্রাইবসের ছেলে মেয়েরা এই সুযোগ পায় কিনা ? আর এটা হল একটা মৌলিক প্রশ্ন। সেজন্য তারা দূর থেকে রোজই স্কুলে আসতে পারে না। ক্লাস সিক্সে যে ছাত্রটি পড়ে তার বয়সের সীমা কতটুকু তার পক্ষে ৮ কিলো মিটার দূর থেকে স্কুলে পায়ে হেটে এসে সম্পূর্ণ ক্লাসগুলি করে তার পর বাড়ী ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই সিডিউল্ড কাষ্ট ও সিডিউল্ড ট্রাইব ছাত্রেরা যাতে বোর্ডিংয়ে থাকবার সযোগ পায় সেদিকে জোর দিতে হবে বেশী। আর এই ক্ষেত্রে বোর্ডিংয়ে শুধু গরীবেরা থাকবে তার কোন আইন নাই। বোর্ডিংয়ে থাকবে তারাই যারা ৫ মাইলের বেশী দূর থেকে পড়াশুনা করতে চায় বা করছে

এবং এই সুযোগ তাদের কাছে নাই কাজেই এই কাট মোশান আমি সমর্থন করতে পারি না। তবে সাজেসান যা রেখেছেন যে ৪৫ টাকা করে তাদের দেওয়া হচ্ছে ৬,৪৩০টি সিডিউল্ড কাষ্ট ও সিডিউল্ড ট্রাইবের ছেলেদের দেওয়া হচ্ছে এবং এই বারেও বাজেটে তার বরাদ্দ রয়েছে সেই সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই দিকে সিডিউল্ড কাষ্ট ও ট্রাইবের ছাত্র যারা অনেক দূর থেকে এসে পড়তে হয় তাদের সেই সুযোগ দেবার জন্য। এবং সেজন্য যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আসন সংখ্যাও বোর্ডিংয়ে বাড়াতে হবে। কাজেই এটার আমি বিরোধীতা করছি এবং মূল ডিমাণ্ডের সমর্থন করছি। তারপর আসছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ডিমাণ্ডগুলির উপর যেগুলি মুভ হওয়ার কথা ছিল। সেগুলি মুভ হয়েছে ১৪, ১৩, ২৪ সেই সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যগণ অনেক কথাই বলেছেন তার মধ্যে তাদের দরদও প্রকাশ পেয়েছে। সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইব ছাত্রদের জন্য তাদের এবং আমাদের সকলেরই দরদ থাকা উচিত ঠিকই কিন্তু কথা হচ্ছে এই হাউসে কোন ভুল তথ্য বা কোন অতিরঞ্জিত তথ্য পরিবেশন করে হাউসকে বিভ্রান্ত করা সেটি কোন মতেই সরকার পক্ষের বা বিরোধী পক্ষের উচিত নয় বলে আমার মনে হয়। আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি আজ একজন মাননীয় সদস্য, অপজিশন পার্টির সদস্য নামও বলতে পারি, তিনি ট্রাইবেলদের কথা উঠতেই এমন আকুল হয়ে গিয়েছেন যে ট্রাইবেল বল্লেই তার চোখে জল এসে পরে। সুধন্য বাবু উল্লেখ করেছেন গুরুপদ ট্রাইবেল কলোনীতে বন-মহোৎসব হবে এবং সেখানে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী আনন্দ করতে যাবেন। কিন্তু সেখানে ট্রাইবেলদের দিকে তাঁর নজর নাই অথচ বনমহোৎসব করতে যাবেন। তিনি উল্লেখ করেছেন সেজন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলছি এই গুরুপদ ট্রাইবেল কলোনী সেটি জিরানীয়া ব্লকে আমার বাড়ীর পাশে সেখানে আমরা যখন সেখানকার আদিবাসীদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য ব্যাপক ভাবে চেষ্টা নিলাম, সেখানে প্রচুর খাস ভূমি দখল করে বসে আছে জোতদাররা অথচ অধিকাংশ আদিবাসীদের থাকবার জায়গা নাই। সেই আদিবাসীদের যখন পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করছি কংগ্রেস কমিউনিষ্ট বিচার না করে তখন বিশেষ করে সি, পি, এম, সদস্যরা, একজন আমাদের সামনেই রয়েছেন নাম বলতে পারি অভিরামবাবু, অপপ্রচার সুরু করে দেন কারণ তাদের মনে ভয় হল এর ফলে হয়তো আদিবাসীরা আস্তে আস্তে কংগ্রেসের দিকে ঝুকবে তাঁরা যেই জোতদার-দের মধ্যে অপপ্রচার সুরু করে দিল এবং সমস্ত জোতদারকে উস্কানি দিল তোমরা সকলে মিলে তাদের পিটা দাও। এই ভাবে তাদের ট্রাইবেল দরদ উথলে উঠেছিল তখন। আমি নিজে অভিরাম বাবুকে আহ্বান করেছিলাম আসুন অভিরাম বাবু ভূমিহীনদের সমস্যা কি ভাবে সমাধান করা যায় সেজন্য আমরা সকলে মিলে আলোচনা করি কিন্তু তখন তাদের সহযোগীতা পাইনি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর একটি কথা হচ্ছে মাননীয় সদস্য অভিরাম বাবু জয়নগর গ্রামের টি, সি, পি, সি, সম্পর্কে বলেছেন। তিনি জিরানীয়া ব্লক কমিটির একজন সদস্য এবং আমিও সদস্য। যার কাছে মামার বাড়ীর গল্প তিনি করতে পারেন কিন্তু আমি উনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই বলুন তো অভিরাম বাবু টি, সি,

পি, সি, জয়নগরে কোথায় আছে আমি চেলেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি এই সম্পর্কে তিনি যে অভিযোগ করেছেন তাহা সম্পূর্ণ ভুল (গণ্ডগোল) উনি কয়দিন ব্লক কমিটির মিটিং এ্যাটেণ্ড করেছেন। এই সব ট্রাইবেল আদিবাসীদের উইভিং ট্রেনিং দিতে হবে সেই সম্পর্কে কমিটির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এইসব আদিবাসী অঞ্চলে টি. সি. পি. সি, খুলতে হবে এবং সরকারের কাছে এই সম্পর্কে প্রস্তাব এসেছে। আমরা বাস্তবিকই কিছু করতে চাই। আমরা ফাঁকা বুলি দিয়ে মানুষের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে চাই না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই সম্পর্কে বেশী কিছু বলে মূল্যবান সময় নষ্ট করতে চাই না। আমার আর একটি কথা হচ্ছে সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে—আজকে গ্রামের জনসাধারণ সিমেন্ট, ঢেউটিন ঠিক মত পাচ্ছে কি না—সরকারের সেদিকে নজর দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। কারণ এই ব্যাপারে সরকারের দায়িত্ব রয়েছে। আজকে দেখা যাচ্ছে গ্রামের একজন লোক একটি টিউব ওয়েল দিয়ে সেটি বাঁধানোর জন্য এক বস্তা সিমেন্ট পাচ্ছে না এবং তার জন্য সে নানা রকম হয়রানি পোয়াতে হচ্ছে। গ্রামের কৃষক একটা টিনের ঘর করার জন্য যদি দুই বান টিন চায়, সেটা যাতে তারা পায়, তার জন্য সরকারের দায়িত্ব রয়েছে সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট এর দায়িত্ব রয়েছে যদিও সেটা ডি-কন্‌ট্রল করা হয়েছে, তবুও আমি বলব গভর্ণমেন্টের করার দায়িত্ব রয়েছে, এইদিকে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে কিছু কিছু জিনিষ গ্রামের জনসাধারণ পায়।

আজকে পঞ্চায়েত সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলব যে পঞ্চায়েতে যে টাকা রাখা হয়েছে, যথেষ্ট টাকা রাখা হয়েছে আমি বলছিনা প্রয়োজনের তুলনায়, আমরা সামর্থ অনুযায়ী করেছি। আজকে এই পঞ্চায়েত যদি একটা ঘর করতে চায়, একট বিল্‌ডিং করতে গেলে যে পাঁচ ব্যাগ সিমেন্ট দরকার, সেটা পাওয়ার কোন সুবিধা নেই। আজকে পঞ্চায়েতের বিল্‌ডিং করতে গেলে যে সিমেন্ট পাওয়ার সুবিধা নেই, আমি একজন ভুক্তভোগী। আমি সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টকে বলেছি (রেড লাইট)।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া যাবে কি কাইণ্ডলি ?

সেখানে বিল্‌ডিং করার জন্য গ্রামবাসী থেকে কন্‌ট্রিবিউশান নিয়ে আমরা স্থির করেছি পঞ্চায়েত ঘর করব, সেখানে সিমেন্টের অভাব রয়েছে, সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টে ১৯৭০ সালের জানুয়ারী মাসে দরখাস্ত করা হল, পঞ্চায়তকে দশ ব্যাগ সিমেন্ট দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় কি না, কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, একজন জনপ্রতিনিধি তিনি যদি সিভিল সাপ্লাই সরকারী বিভাগের হেড অব দি ডিপার্টমেন্টএর কাছে একটা আবেদন করে দুই বছর তার কোন উত্তর না পান,

তাহলে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক তাদের অবস্থা কি, এদিকে তাঁদের চিন্তা করতে হবে, দৃষ্টি দিতে হবে, মাননীয় মন্ত্রীদের দৃষ্টি দিতে হবে, সরকারী কর্মচারীদের দৃষ্টি দিতে হবে। গ্রামের জনসাধারণ খুব বেশী কিছু পেতে চায় না, যদি কোন কিছুর জন্য আবেদন করে, তার একটা জবাব 'হ্যাঁ বা না' দিতে পারবে কি পারবেনা, তার একটা উত্তর দিয়ে তাদের স্যাটিসফাই করতে হবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারপর ওয়েলফেয়ার অব সিডুল কাষ্ট এবং সিডুল ট্রাইব সম্পর্কে এখানে গুরুপদ ট্রাইবেল কলোনীর কথা উঠছে, ভাল কথা কিছু টাকা সেখানে পেয়েছে, বাকী টাকা এখনও পায় নাই। অবশ্য তাদের কোন ত্রুটি বিচ্যুতি নেই আমি সেকথা বলিনা, তারা আইন কানুন বুঝেনা, কি করে দরবার করতে হবে জানেনা, শুনেছি এবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বন মহোৎসব'এ সেখানে উপস্থিত থাকবেন, কাজেই আশা করব তাদের কথা তিনি শুনবেন এবং ভবিষ্যতে কি করে ঐ কলোনীটা সুন্দরভাবে গড়তে পারা যায় তার চেষ্টা করবেন। এই বলে কারণ আমি পাঁচ মিনিট সময় নিয়েছি সেটা শেষ হয়ে গেছে, আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ডিমাণ্ড পেশ করেছেন, আমি তা সমর্থন করছি এবং বিরোধী দলের সদস্যগণ যে সমস্ত কাট মোশান এনেছেন, আমি তার বিরোধীতা করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি অনুগ্রহ করে পাঁচ মিনিট বলুন।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের বক্তব্যে বিশেষভাবে তাদের আবহাওয়া যেটা তুলে ধরেছেন বিভিন্ন জায়গায় সমাজের জনসাধারণ যারা দেশের খবরাখবর রাখেননা, তাদের ভাল বুঝেন না, তাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে চলতে পারেননা, যাদের অর্থনীতি গড়ে তুলার জন্য বুদ্ধি বা চিন্তা যাদের নেই, সেই সমস্ত অসহায় মানুষদের তাদের নেতা বলে মানে, এবং তাদের জীবন নিয়ে তাঁরা ছিনিমিনি খেলেন, তার একজন প্রত্যক্ষদর্শী আমি। মাননীয় সদস্য যতীন বাবু এই সম্পর্কে কিছু বলেছেন, আমি সেই সম্বন্ধে আবার হাউসে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করছি আমার যে অভিজ্ঞতা—যদি দেশকে ভালবাসি, যদি আমাদের সম্প্রদায়কে আমি ভালবাসি, কি চিন্তায়, কি প্রাণের অনুভূতি দিয়ে তাঁদের এই সব লোকের সাহায্যে এগিয়ে আসা উচিত ছিল এবং কি করা প্রয়োজন ছিল সেকথাই আমি এখানে বলব। মাননীয় স্পীকার স্যার, বাংলাদেশ তৎপূর্বে এই পাকিস্তান—হিন্দুস্থান বিভেদ হওয়ার পর ত্রিপুরার জননেতা, ত্রিপুরার আদিবাসীদের জননেতা বলে যারা দাবী করেন, সেই সমস্ত নেতৃবৃন্দের উচিত ছিল যে এই যে আমার জাতি—পিছনে পড়ে আছে, জুম করবার সম্ভাবনা ভবিষ্যতে নেই, তাই সেই জুম ছেড়ে জমি লাঙল দিয়ে চাষ যদি না করে, বাংলাদেশ থেকে স্রোতের মত উন্নত সমাজের মানুষ এখানে এসে পড়ছে, তাদের হাত থেকে তাদের জাতিকে, তাদের সম্প্রদায়কে বাঁচাতে হলে পূর্বাহ্নে তাঁদের চিন্তা করা উচিত ছিল জমিতে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া এবং সেইভাবে তাদের সম্প্রদায়ের মানসিক প্রস্তুতের দিকে তাদের লক্ষ্য রাখা দরকার ছিল। কিন্তু তা তারা করেননি। কিন্তু তৎকালীন কংগ্রেস

সরকার পেছনে পড়া জাতি যারা আছে, পশ্চাতে যারা পড়ে আছেন, তাদের টেনে উপরে আনার চিন্তা রেখেই সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য, তাদের উন্নতিকল্পে বাজেট রচনা করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য এমন যে যাদের জন্য বাজেট রচনা হয়েছে, যাদের কথা বলে তারা অশ্রু বিসর্জন করছেন—অনেকে এটাকে বলে কুম্ভীরাশ্রু সেটা অবশ্য আমি দেখিনি, কিন্তু তাদের বলার মধ্য দিয়ে মনে হচ্ছে সেই ক্রকোডাইল টীয়ারস যে বলা হয়, তাই তাঁরা করছেন। যদি তাদের সত্যি দরদ থাকত আপন সমাজ এবং আপন জাতির জন্য তাহলে তাঁদের কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ হত, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে যে পুরানো আবহাওয়া চলে আসছে, সেটাকে রুখে দাঁড়াতে চেষ্টা করত এবং আপন সমাজকে এমনভাবে গড়ত যে, সরকার যে পরিকল্পনা নিয়েছেন তাদের উন্নয়নের জন্য, ত্রিপুরাকে গঠন করবার জন্য, সেইদিকে লক্ষ্য রেখে তাদের মানসিক প্রস্তুতি—তাদের মনকে গঠন করা দরকার ছিল। যারা আজকে ট্রাইবেল দরদী সাজছেন, উপজাতির নেতৃত্ব দাবী করেন, আপনারা কি করেছেন, ত্রিপুরার যে প্রতিবন্ধক এই উপজাতি, তাদের অবস্থা সুযোগ নিয়ে আপনাদের চিন্তার ফলে আপনাদের কর্মের ফলে সেই সব উপজাতিদের আপনারা শোষণ করেছেন, রাজনৈতিক শোষণ করেছেন, কি করেছেন তাদের জন্য, আপনারা নেতৃত্বের কোঠায় বসে এই যে অসহায় মানুষ, ত্রিপুরার অধিকাংশ লোক যারা পরিশ্রম করতে পারে, যাদের শ্রমদ্বারা কৃষির সমৃদ্ধি গড়ে উঠতে পারে, ত্রিপুরাকে যারা শক্তিশালী করতে পারে, সেই সমস্ত পশ্চাতে পড়া মানুষের উন্নতির পথে আপনারা বাদ সেজেছেন, কিন্তু আজ আপনারা তাদের জন্য দরদ দেখাচ্ছেন। আপনারা কি করেছেন তা অতীতের ইতিহাস বলবে। আপনারা এই ত্রিপুরায় যাতে রাস্তা ঘাট না হয়, তার জন্য চেষ্টা করছেন। ত্রিপুরার সমস্ত দিক দিয়ে পাকিস্তান দ্বারা ঘেরাও একমাত্র রাস্তা খোলবার জন্য যে স্কীম নেওয়া হয়েছিল যাতায়াতের জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য ত্রিপুরার রক্ষার্থে এবং ত্রিপুরার জনসাধারণের খাদ্য সামগ্রী আনবার জন্য, সেই সঙ্কল্পিত রাস্তা ব্যর্থ করবার জন্য আপনারা বাঁধা দিয়েছেন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি এই যে আপনারা এ্যাডরেস করছেন, সেটা করতে পারেন কিনা ?

মিঃ স্পীকার :— আপনি চেয়ারকে এ্যাড্রেস করুন।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই যে ত্রিপুরা রাজ্যের আবহাওয়া, সেই আবহাওয়ার দিকে লক্ষ্য রেখে বিশেষ করে আজকে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের যে মন্ত্রী পরিষদ, সেই পরিষদ আজকে ইন্দিরা গান্ধীর যে গরীবি হটাও কল্পনা সামনে রেখে, জনগণের আশা আকাঙ্খা পূরণ করবেন, এই আশা আমি রাখছি। আজকে যদি কোনদিক থেকে এই গরীবি হটাও চিন্তাকে ন্যাস্ত করতে বাধা আসে, ত্রিপুরার ভৌগলিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে, ত্রিপুরার পশ্চাদপদ জাতির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, তাহলে তারাই তার জন্য দায়ী হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দেখেছি অনেক জায়গায় সেইসব লোক, সরকারের এক পয়সা সাহায্য না নিয়েও আপন বাহুবলে বলীয়ান হয়েছে। আমি তাদের

চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি যে সরকার তাদের কিছু না দিলে পরেও, তাদের পাশে যদি থাকেন, তাদের যে অনুভূতি, তাদের যে মমত্ববোধ, তা দিয়েও যদি তাদের সাহায্য করেন, তাহলেও সরকার এর অর্থ নৈতিক সাহায্য ছাড়াও এই উপজাতিকে গড়ে তোলা যায়। যারা আজকে পশ্চাদপদ, তাদের জমিতে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য, কংগ্রেস সরকার তাদের সেটেলমেন্ট দেওয়ার জন্য জমি টাকা দিয়েছে, কিন্তু আমি দেখেছি তাঁদের পার্টির থেকে সেইসব নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন। আমাদের জাতি, আমাদের সম্প্রদায় হলে আমরা তা করতামনা, আমরা তাদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, তাদের জমিতে পুনপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা করতাম। এই সমস্ত সরল প্রাণ জাতিকে যদি উৎসাহ দেওয়া যেত, তাহলে তারা কৃষি উৎপাদনে সহায়ক হত, আজ যদি সেই চিন্তা সকলে মিলে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে কাজ করতাম তাহলে ত্রিপুরার এই যে একটা সম্প্রদায় যাদের খুব বেশী চাহিদা নাই, তারা ফ্যান, পাকা রাস্তা কিছুই চায় না এবং তাদের যদি আমরা কিছু দিতে পারতাম তাহলে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক উন্নতি হত এবং তার সাথে সাথে এক শান্তিপূর্ণ জনতার সৃষ্টি হত এবং ত্রিপুরার একটা অর্থনীতি গড়ে উঠত। কিন্তু আজ সেখানে দেখছি একটা অশান্ত অবস্থা। উচ্ছৃংখলতার মধ্যে সমাজের আবর্জনা সৃষ্টি করার জন্য এবং সেই আবর্জনার মধ্যে তাদের জন্মের স্থান সৃষ্টি করার জন্য এই সমাজটাকে একটা আবর্জনাপূর্ণ করে তুলছে। তাই মন্ত্রীসভার কাছে আমি আবেদন করছি যে পূর্ণ রাজ্যে উন্নীত হয়েছে যে ত্রিপুরার সেই ত্রিপুরার মন্ত্রীসভার পিছনে আমরা সব সময় থাকব এবং এই সাথে আমি কয়েকটা কথা বলব যে যদিও এই কথা সত্য যে সরকারী পরিকল্পনার মধ্যে আমি দেখেছি যে এই সমস্ত হতভাগ্য যারা অসহায় তাদের জন্য বাজেটে অংক আছে। কিন্তু এই বাজেটে মন্ত্রী পরিষদের শুভ ইচ্ছা থাকা সত্বেও, আমরা ইন্দিরাজীর যে ইমেজ সেই ইমেজকে রূপায়ণ করে গরীবি হটানোর চিন্তা করছি। কিন্তু এই চিন্তাকে যারা বানচাল করতে চায় তাদের যেন এটা করতে না দেওয়া হয় এবং আমি আবেদন করব নব গঠিত মন্ত্রী পরিষদের কাছে যে তারা যেন ইন্দিরাজীর এই পরিকল্পনাকে রূপায়িত করেন। আমি জানি যে এখানে টি, বি, রোগীর জন্য টাকা ধরা আছে। আমি জানি তারা সাহায্য চায়। কিন্তু সেই সাহায্য যদি তারা সময় মত না পেয়ে ৭।৮ মাস পরে একসংগে পায় তাহলে তাদের সেটা কোন কাজে আসে না। সে অনির্দিষ্টকালের জন্য এই সাহায্যের আশায় বসে থাকে। সুতরাং আমি বিশ্বাস করি ত্রিপুরা মহান উদ্দেশ্যে রচিত এই বাজেটকে তারা কার্যে রূপায়িত করবেন এবং যে আমলা কর্মচারী তারাও যেন এটাকে রূপায়ণ করতে সাহায্য করেন। সেই আবেদন রেখে আমি এই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে এই বাজেটের বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ডিমাণ্ড নাম্বার—২৪ এ যে টাকা দেখানো হয়েছে সেটা হচ্ছে ৫৫ লক্ষ টাকা। আর গত আর্থিক বছরে ছিল ২৯.২৫ হাজার টাকা। আমার বক্তব্য রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে ৫৫ লক্ষ টাকা রাখা হল এই খাতে এবং এই ডিমাণ্ডের এই আইটেমে উপজাতিদের শিক্ষা প্রদানের জন্য যে ৭,২৬,৫০০ টাকা রাখা হয়েছে এটা আমরা জানি না কি নীতিতে সরকার খরচ করবেন কেন না আমরা গত ২৫ বছর

যাবত দেখেছি এটা যে নীতিতে খরচ করা উচিত সেই নীতিতে খরচ করেন নি। সেজন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি পলিসিকে ক্রিটিসাইজ করে কাট মোশন রেখেছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার সেই কাটমোশানটা মুভ করতে পারি নি। কারণ আজকে হাউসে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মিষ্টির খড়্গ যে ডিসক্রিশনারী পাওয়ার আছে সেটা অপোজিশানের সি, পি, এম, ব্লকের উপর যেভাবে প্রয়োগ করা হল তাতে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। তবে আলোচনার সুযোগ পেয়েছি আমরা তার জন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাই।

মিঃ স্পীকার:— আলোচনার সুযোগ তো আগেই দিয়েছিলাম।

শ্রীবাজুবান রিয়াং:— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যখন সুযোগ পেয়েছি তখন আমি আমার সেই কাটমোশনটা পড়ে দিচ্ছি। (ভয়েস আপনি কাটমোশনের উপর বলতে পারবেন না, ডিমাণ্ডের উপর বলুন) আমার কাটমোশনটা ছিল তপশিলী উপজাতি ও তপশিলী জাতির ছাত্রছাত্রীদের ষ্টাইপেণ্ডের ব্যাপারে এবং আর একটা ছিল সরকারী নীতি সম্পর্কে। আর এই মাননীয় সদস্য জিতেনবাবু যে কাটমোশনটি রেখেছেন তাকেও সমর্থন করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হেডে যে টাকা আছে সেটা ডাইরেক্টলী কন্ট্রোল করে এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট। কিন্তু এটা হচ্ছে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্টের টাকা। আমার মনে হয় গভর্ণমেণ্টের যে ইকনমিক পলিসি আছে তার উপর একটা গোলমাল আছে। এই সম্পর্কে যখন একটা প্রশ্ন উঠেছিল তখন ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্টের ইনচার্জ বলেছিলেন যে এটার দায়িত্ব তাদের নয়। তারা শুধু টাকা স্থাণ্ড অভার করেন দস্তখত দিয়ে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাই এই টাকা যে উদ্দেশ্যে বাজেটে রাখা হয়েছিল সেই বাজেটকে যদি কার্যকরী করতে হয় তাহলে এই টাকা আমাদের তপশীলি জাতি ও তপশীলি উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ, বুক গ্র্যাণ্ট ইত্যাদি বাবতে খরচ করতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাটমোশন ছিল বিশেষ করে এটার রেট সম্পর্কে। মাথাপিছু যে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়, সেটা প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম এবং এই রেট ছিল অনেক আগে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে একটা রিপোর্ট উল্লেখ করছি। একটা কমিটির রিপোর্ট। সেই কমিটি হচ্ছে কমিটি অন ওয়েলফেয়ার অব সিডিউলড কাষ্টস অ্যাণ্ড সিডিউলড ট্রাইবস্। ফোর্থ লোকসভার। পেজ হচ্ছে ৬৭। এই কমিটির চেয়ারম্যান হলেন মাননীয় এম, পি, বসুমাতারি। এই কমিটির রিপোর্টে আছে ৬৭ পেজে যে কলেজে যারা পড়বে, অর্থাৎ প্রি-ইউনিভার্সিটি, বি, এ, বি, কম, ইত্যাদি, তারা মাসিক ৪০ টাকা করে পাবে। যারা হোষ্টেলে থাকবে তারা মাসিক ২৭ টাকা করে পাবে। আর যারা বাইরে থাকবে তারা মাসিক ৪০ টাকা করে পাবে। আরও পাওয়ার কথা ৩০০ টাকা। সেটা কেন? এই ৩০০ টাকা দিয়ে তারা টেক্সট বুক কিনতে পারবেন, যারা সায়েন্সের ছাত্র তারা সায়েন্সের যন্ত্রপাতি কিনতে পারবেন। এই যে ৩০০ টাকা, আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করছি যারা ত্রিপুরার ছেলে তারা যেন এই টাকার সুযোগ পান। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সুযোগটা দেওয়া

হলে, রেট যেটা কম, মাসে মাত্র ৪০ টাকা করে দেওয়া হয় তাতে মোটামোটি চলে যাবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাসে ৪০ টাকা করে পাওয়া যায় তা ঠিক, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এটা দেওয়া হয়, সেই উদ্দেশ্যটা সার্ভ হয় না। কেন উদ্দেশ্য সার্ভ হয় না তার কারণ হল এই ষ্টাইপেণ্ড পেতে অনেক সময় বিলম্ব হয়, কি রকমের বিলম্ব হয়? সেটা হল সাধারণতঃ যে, জুন অথবা জুলাই মাসে পাওয়ার কথা, কিন্তু কোন সময়ে এটা পাওয়া যায়, পাওয়া যায় ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারী মাসের মধ্যে। তাতে কি হয়? তাতে উপজাতি-দের মধ্যে যে গরীব ছেলে আছে, তাদের ঐ হোষ্টেলে বা মেসে থেকে লেখাপড়া করা সম্ভব নয়। ষ্টাইপেণ্ডটা যখন পাওয়া যায়, তখন ৫/৬ মাসের এক সংগে পাওয়া যায়, এবং নিজেও এই ব্যাপারে একজন ভুক্তভোগী। আমি যখন ছাত্র ছিলাম তখন আমি ঠিক সময়ে এই টাকা না পাওয়ার দরুন, যখন এক সংগে কয়েক মাসের পেয়েছি, তখন তা দিয়ে পেন্ট, ফুটবল, কেরাম বোর্ড ইত্যাদি কিনতাম। কিন্তু এভাবে এক সংগে দিলে মাসে মাসে মেসিং চার্জ দেওয়া সম্ভব হয় না। তাই মাননীয় অধক্ষ্য মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে তাদেরকে অনুরোধ করব, তারা যেন কলেজ হোষ্টেলে গিয়ে এটা দেখে আসেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, কেন ডিলে হয়, সেই সম্পর্কে আমি লোক সভার কমিটি অন দি ওয়েল ফেয়ার অব সিডিউল্ড কাষ্ট এণ্ড ট্রাইবস এর যে রিপোর্ট তার থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি, যেটার চেয়ারম্যান ছিলেন, ডি, বসুমাতারী "The Committee note that with a view to avoid delay in disbursement of post matric scholarships, the scheme was decentralised in 1959—60" ডিলে যাতে না হয়, সেজন্য এটাকে ১৯৫৯—৬০ তে ডিসেনট্রেলাইজড করা হয়েছে। আগে যে সীষ্টেম ছিল, তাতে পিটিশান সাবমিট করতে হত থ্রু ষ্টেট গভর্ণমেন্ট টু সেনট্রাল গভর্ণমেন্ট, কাজেই যেখানে ডিলে হচ্ছে, সেজন্যই এটাকে ডিসেনট্রেলাইজড করা হয়েছে, যাতে আর ডিলে না হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সেনট্রাল গভর্ণমেন্টের এই হেন ডাইরেক্শান থাকার পরেও কেন ষ্টেট গভর্ণমেন্ট ষ্টাইপেণ্ড দিতে দেরী করছে? আমার মনে হয় এই ষ্টেট গভর্ণমেন্ট যেটা কংগ্রেসের নেতৃত্বে চলছে, তার যে মেসিন সেটা খুবই দুর্বল হয়ে গেছে। আর তা না হলে এই রকম হওয়ার কথা নয়। এই সব রিপোর্ট আমাদের ত্রিপুরা সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে যাতে সরকার এই ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে পারে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কলেজে যদি এই সুযোগ নিতে হয়, তাহলে একটা সার্টিফিকেট দিয়ে নিতে হয়। আমি মনে করি, সার্টিফিকেট দিয়ে এই সুযোগটা নেওয়া অত্যন্ত ক্ষতিকর। সার্টিফিকেট কি সর্ত্তে ইস্যু করা হবে; এবং কারা এই সার্টিফিকেট ইস্যু করবে, এর মধ্যে বেশ কিছু গণ্ডগোল আছে। আমি বেশ ভাল করে জানি যে এই বিধান সভারই কিছু সদস্য এমন সার্টিফিকেটও দেন যারা নাকি ট্রাইবেল নয়, বা তপশীলি জাতি নয়, সেই ধরনের ছাত্ররাও তপশীলি বনে যায়। কাজেই এটা বড়ই দুঃখের কথা। সেখানে এই ধরনের অনেক নকল সার্টিফিকেট দেওয়া হয়ে থাকে। অথচ এই সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যাপারে একটা রুলস আছে, যদি কারো বাড়ী থেকে স্কুল বা কলেজ ৫ মাইলের মধ্যে হয়, তাহলে সে এই ষ্টাইপেণ্ড পাবে না বা হোষ্টেলে থাকারও সুযোগ পাবে না। অথচ এই স্বার্থটা ফুলফিল করতে হচ্ছে, একটা সার্টিফিকেট

নিয়ে। আমরা যদি ভাল করে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখব এই সব সার্টিফিকেটের মধ্যে অনেক ভুল রয়েছে, যেমন যার বাড়ী ৫ মাইলের মধ্যে রয়েছে, সেও এমন সার্টিফিকেট নিয়ে আসছে যে তার বাড়ী ১০ কিলোমিটারের বাইরে। তাই আমি বলব সরকার যাতে এই সব সার্টি-ফিকেট ভালভাবে যাচাই করে দেখেন, তাহলে অনেকটা ভাল হয়। তারপরে স্কুলে যে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় সেজন্যও একটা কমিটি আছে এবং ১৯৬৭ সালেই এজন্য একটা রুলস করা হয়েছে, তার নাম হচ্ছে দি ত্রিপুরা বোর্ডিং হাউস গ্রেন্টস রুলস—এর সেক্শন ২ (কে) তে আছে দি কমিটি মীন্স—বোর্ডিং হাউস কমিটি, সেখানে সবই রুলসের মধ্যে আছে, কিন্তু বাস্তবে কিছুই করা হচ্ছে না। সেখানে ডিপার্টমেণ্ট থেকে যা খুশী তা করে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাই আমার সাজেশন হল, হয় কমিটি রাখা হউক, না হয় এটা তুলে দেওয়া হউক। কারণ এসব কমিটিতে যারা আছেন তাদের মধ্যে হচ্ছে এস, ডি, ওরা, স্কুলের হেড মাষ্টারেরা এবং বি, ডি, ওরা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারপরে আছে আশ্রম স্কুল সম্পর্কে এবং আমাদের ত্রিপুরাতেও একটা আশ্রমস্কুল খোলা হয়েছে। এটা হচ্ছে সারা ভারতে তপ-শীলি জাতির কল্যাণের জন্য যা কিছু করা হচ্ছে, তারই একটা অংশ। এটা হবে রেসিডেন্সী-য়েল সীষ্টেম অব স্কুল। এখানে ডি, বসুমাতারী তাঁর রিপোর্টে বলছেন— "The Committee note that Ashram type of schools especially set up for the Sch. tribes children are residential schools with vocational basis. The inmates are provided free boarding and lodging, education and medical facilities. They also note that the cost of establishment and running of Ashram schools is a very expensive proposition and Govt. are very hesitant in opening such schools.

এই আশ্রম স্কুল অবশ্য আমাদের ত্রিপুরাতেও খোলা হয়েছে, অথচ অল ইণ্ডিয়ার এর যে প্রগ্রাম; তার সংগে এখানকার কোন মিল নেই। এতে আমার সন্দেহ হয়, ত্রিপুরাতে যে কংগ্রেস সরকার চলছে, তাতে কেন্দ্রের যে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার, তার যে নীতি সেটার সং এটার কাজের কোন মিল নেই। তারপরে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই উপজাতিদের শিক্ষার ক্ষেত্রে উৎসাহ দেওয়ার জন্য একটা জায়গায় বলা হয়েছে, যে সব ট্রাইবেল ছেলেরা মেট্রিক ফেল করেছেন, তাদের আর্থিক অবস্থার জন্য আর লেখা পড়া করতে পারেন নি অথবা যে সব তপশীলী জাতির ছেলেরা হায়ার সেকেণ্ডারী ফেল করে বসে আছেন, তাদের আর্থিক অবস্থার জন্য পড়তে পারেন নি বা হোষ্টেলে থেকে পড়াশুনা করার মত কোন সুযোগ সুবিধা পাননি, উনারা যখন মেট্রিক ফেল করে বসে থাকেন তখন ভারতের অনেক স্কুলে এই সুবিধা আছে ঐ স্কুলে নিজেরা মাষ্টারী করার সুযোগ পায় নিচের ক্লাশে পড়ানোর জন্য এবং নিজেরাও প্রাই-ভেট পড়ে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পায়। সেজন্য আমি আশা করব হাউস ত্রিপুরার উপজাতি অল্প শিক্ষিত যুবকদের এইরূপ সুযোগ দেওয়ার জন্য স্বীকার করে নেবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় স্কুলে বা কলেজে এডমিশান নেওয়ার ব্যাপারে আমি একটি সাজেশান রাখতে চাই সেটি হচ্ছে বিনা টেষ্টে বা পরীক্ষায় তাদের ভর্তির সুযোগ দেওয়ার কারণ যখন তারা স্কুলে বা কলেজ থেকে পাশ করে তখন তাদের কোয়ালিফায়িং মার্ক থাকে বলেই তাদের পাশ করা হয়েছে

বলে ঘোষণা করা হয়ে থাকে। কাজেই তাদের কোন ভর্ত্তির পরীক্ষা নেওয়ার কোন যুক্তি নাই। কারণ এতে যে স্কুল বা কলেজ থেকে তারা পাশ করল পরীক্ষা নিয়ে ভর্ত্তির অর্থ সেই স্কুল বা কলেজকেই অস্বীকার করা এবং সেই সঙ্গে সেখানকার শিক্ষকদের শ্রম শক্তিকেও প্রকারান্তরে অস্বীকার করা হয়। কাজেই এই ক্ষেত্রে স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট নিয়েই তাদের ভর্ত্তি করা চলে সেজন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে অনুরোধ রাখছি। এই প্রসঙ্গে আমি আর একটি কথা রাখছি তা হল এই যে এই সব পরীক্ষা প্রায়ই দেখা যায় ২।১ দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় এর ফলে একটি ছাত্র যদি একটি স্কুলে ভর্ত্তি পরীক্ষায় ফেল করে পাশ করল কিনা সেই খবরের জন্য বসে থাকে এবং যদি সে সেই পরীক্ষায় ফেল করে তাহলে তার আর অন্য কোন স্কুলে পরীক্ষা দেওয়া আর সময় থাকেনা এবং তার একটি বছর নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই আমি এই সম্পর্কে বলছি আমার কাট, মোশান সমর্থন না করলেও এটাকে কার্যকরী কর-বেন এই আশা নিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—Time at disposal is every short.

. I think the discussion on Demand No. 34, 13 & 24. is over

Now I am putting the Cut Motion on Demand No. 34 to vote. That the demand be reduced to Rs. 1/- moved by Shri Bajuban Reang on গাঁও পঞ্চা-য়েতের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে স্বায়ত্ত শাসন মূলক শাসন ব্যবস্থা চালু করার নীতি সম্পর্কে It was put to voice vote and lost (Interuption)

. **Shri Bajuban Reang** :—এই সম্পর্কে আমি ডিভিশন চাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহো-দয় আমি ডিমাণ্ড করছি আমি ডিভিশন চাই (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—I am again taking the decision by vote. Then it was put to voice vote and lost (interuption).

Shri Bajnban Reang :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনি ডিভিশান নেবেন না ? আমার পক্ষে বেশী হয়েছে (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—প্লিজ টেক ইউর সিট। অনারেবল মেম্বার, যখন হাউসে ডিভিশান নেওয়ার সময় হবে তখন আমি নেব। (গণ্ডগোল)

শ্রীসুধন্বা দেববর্মা :—যদি পার্টি তরফ থেকে মনে করে যে এখানে ডিভিশান প্রয়ো-জন এবং আমরা যদি দাবি করি সেই দাবিকে সম্মান দেখানো হবে আশা করি।

মিঃ স্পীকার :—Now the question before the House is that the Cut Motion moved by Shri Ajoy Biswas to discuss on পৌরসভার নির্বাচন ও নির্বাচিত প্রতি-নিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে সরকারী নীতি সম্পর্কে।

Then it was put to voice vote and lost.

Shri Ajoy Biswas :—এই ব্যাপারে আমি ডিভিশান চাইছি। কারণ অনেকেই সমর্থন করবেন (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—প্লীজ টেক ইউর সিট (গণ্ডগোল)

শ্রীসুধন্বা দেববর্মা :— শুধু মুখে সমর্থন করলেই বুঝা যাবে না আমরা হাত দেখতে চাই (গণ্ডগোল) এই জন্য 'ডিভিশান দাবি করছি। (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার .—প্লীজ টেক ইউর সিট (গণ্ডগোল)

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—পৌরসভার নির্বাচনের ব্যাপারে আমি হাত তুলে ডিভিশন চাই আমার মনে হয় অনেকেই এটা সমর্থন করবেন (গণ্ডগোল) ডিভিশন চাই এটা অধিকার (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—Now I am taking the decision of the House by show of your hands (interruption). Plasee raise hands who are in favour of this Cut Motion (interuption)

Shri Bajuban Reang :—আপনি বলেছেন Please raise your hands সেই জন্য দুই হাত তুলেছি।

Mr. Speaker :—Please raise only one hand (interruption)

Mr. Speaker :—Members who are against this Cut Motion please raise your hand (interruption)

The Cut Motion is lost by 30—14 votes.

Mr. Speaker :— Now I am puting to vote the Cut Motion moved by Shri Ajoy Biswas.

The question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—

'ডিসপ্লেসড গোল্ডস্মিথদের সাহায্য দানের ক্ষেত্রে বৈষম্য সম্পর্কে।

The Cut Motion was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker :— Now I am puting to vote the Cut Motion moved by Shri Ajoy Biswas.

The question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—

'আগরতলা শহরের রাস্তা, ড্রেন, জল ও অন্যান্য পৌর সুযোগ সুবিধার অভাব সম্পর্কে।

The Motion was put to voice vote and negatived.

Mr. Speaker :— Now I am puting to vote the Cut Motion moved by Shri Ajoy Biswas.

The question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—

ছাঁটাই পেইড ভলান্টিয়ার্স ও রিলিফ কর্মচারীদের পুনর্নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতার প্রতিবাদ।

The Cut motion was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker :— Now I am put to vote the Cut motion moved by Shri Ajoy Biswas.

The question before the House is that the Demand be reduced bp Rs. 100/- to discuss on—

বাংলাদেশের শরণার্থীদের ত্রানকার্যে অফিসার ও আমলাদের ব্যপক দুর্নীতির সুযোগ গ্রহণ সম্পর্কে।

The Motion was put to voice vote and negatived.

Mr. Speaker :— Now I am puting the Demand No. 34 to vote.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 3,56,03,000 [inclusive of the sum of Rs. 1,49,95,000 authorised by the President under sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act 1971, for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 34, Major Head '71'—Miscellaneous.

The Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :— Now I am puting the Cut Motion of Shri Bhadramani Deb Barma to vote on Demand No. 13.

The question before the House is that the demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি রোধে সরকারের নীতি সম্পর্কে।

The Cut Motion was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker :— Now I am puting the Cut Motion of Shri Purna Mohan Tripura to vote.

The question before the House is that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—

ত্রিপুরার মহকুমা সহরগুলিতে এবং গুরুত্বপূর্ণ বাজার সমূহে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা সম্পর্কে।

The Cut Motion was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker :— Now I am puting the Demand for Grant No. 13 to vote.

Mr. Speaker :— The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 11,52.000/- [inclusive of the sum of Rs. 5,17,000/- authorised by the President under sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisotion) Act 1971, for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 13, Major Head 26—Miscellaneous Department.

The Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—Now there is only one Cut Motion moved by Shri Jitendra Lal Das on Demand for Grant No. 24. I am putting the Cut Motion to vote first.

Shri Bajuban Riyan :— I draw the attention of the Hon'ble Speaker—আমাদের একটা কাট মোশান মুভ করা হয়েছে—মোশান নাম্বার—২ যেটা অজয় বাবু মুভ করেছেন।

মিঃ স্পীকার ;— মাননীয় সদস্য আমার যতটুকু মনে হয় আমি বলেছিলাম আপনাদের যে কাট মোশান আছে, সেইগুলি এক সঙ্গে মুভ করবেন কিন্তু কাট মোশান মুভ করার সুযোগ আপনারা পান নি, ডিমাণ্ডের উপর ডিসকাশন হয়েছিল।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— তিনি কাট মোশান মুভ করেছেন। একজনের যদি পাঁচটি কাটমোশান থাকে, তাহলে উনি পাঁচবার বক্তৃতা করবেন না, নরমেলী যা হয়ে থাকে উনি এক সঙ্গে সেটা করেছেন, আর যদি তিনি না-ও করে থাকেন, ইট স্নুড বি টেক্ন এ্যাজ রেড আউট। কাট মোশান পড়ে সময় নস্ট করা, সেটা তিনি করেন নি, সেইদিক থেকে কাট মোশান মুভ করা হয়েছে বিকজ হি হ্যাজ স্পোকেন অন দিস সাবজেক্ট।

মিঃ স্পীকার :—ঠিক আছে। যে গরম পড়েছে, ভুল হওয়া স্বাভাবিক। আচ্ছা তাহলে আমি অজয়বাবুর কাট মোশান আগে ভোটে দিচ্ছি।

Now the question before the House is that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—

'হরিজনদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের ক্ষেত্রে সরকারের নীতি সম্পর্কে।'

The Cut Motion was put to voice vote and negatived.

Mr. Speaker—Now I am putting the Cut Motion Moved by Shri Jitendra Lal Das to vote.

The question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—

"Inadequacy of provision for educational grant for welfare of scheduled tribes and scheduled castes and other backward classes."

The Cut Motion was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker :—Now I am putting the main Motion to vote.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 1,17,76,000/- [inclusive of the sum of Rs. 28,86,000 authorised by the President under sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 24, Major Head '39'—Miscellaneous, Social and Development Organisations.

The Demand was put to voice vote and affirmed.

Mr. Speaker :—Now I would call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 1—Taxes on Income other than Corporation Tax, Agricultural Income Tax, Demand No. 3—State Excise Duties, Demand No. 4—Taxes on Vehicles & Demand No. 5—Other Taxes & Duties together.

Shri Debendra Kishore Choudhury :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 13,000/- [inclusive of the sum of Rs. 5,000/- authorised by the President under sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971, for the period from the 1st April 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973, in respect of Demand No. 1 (Major Head '4'—Taxes on Income other than Corporation Tax—Agricultural Income Tax).

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 8,35,000 [inclusive of the sum of Rs. 82,000 authorised by the President under sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971, for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 3,—State Excise Duties.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,13,000/- [inclusive of the sum of Rs. 36,000/- authorised by the President under sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973, in respect of Demand No. 4—Taxes on Vehicles.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,000/- [which is less by Rs. 8,000/- than the amount authorised by the President under sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971, for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of Payment during the year ending on the 31st day of Mrach, 1973, in respect of Demand No. 5—Other Taxes and Duties.

Mr. Speaker :—Now, any member may discuss on these demands.

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই চারটি ডিমাণ্ড পাশ হতে চলেছে। এই চারটি ডিমাণ্ডের সবগুলির উপর আমি বক্তব্য রাখব না। আমি শুধু একটাতে রাখব। সেটা হচ্ছে ট্যাক্সেস অন ভেহিক্যালস্। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত আর্থিক বছরের বাজেটে আমরা দেখেছি গাড়ীর লাইসেন্সের যে ট্যাক্স, জীপ এবং ট্যাক্সির ছিল মাত্র ৭৫ টাকা, আর এই আর্থিক বছরে সেটা হয়েছে ৪৫০ টাকা। গাড়ীর ট্যাক্স বাড়ল। ট্যাক্স বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ভাড়াটাও বাড়ল। গাড়ীর ট্যাক্স বাড়াতে সরকারের আয় বাড়ল ঠিকই, কিন্তু ট্যাক্স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণ পথে যে কাঁটা পড়ল সেটা সরকার দেখছেন না বলেই মনে হয়। এই ট্যাক্স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী মেন্টেনেন্স করতে খরচ বেশী হচ্ছে এবং তাদের ইনটেনশন হচ্ছে কেমন করে বেশী ভাড়া আদায় করা যায় এবং আমরা দেখেছি একটা ট্যাক্সিতে ১২/১৪ জনের কমে নেয় না। এমন কি আমি মোটা মানুষকেও এইভাবে যেতে হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—আপনি মোটা বলে কি ভাড়া বেশী নিয়েছে?

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মত মন্ত্রী মহোদয়েরাও যদি এইভাবে যেতেন তাহলে তারাও বুঝতেন যে এটা কিরকম ব্যাপার। আমি এই হাউসের কাছে অনুরোধ রাখব যে ট্যাক্স যে বাড়ল, সেটা বাড়ল জনসাধারণের উপর। এটা প্রত্যক্ষ ট্যাক্স নয়, পরোক্ষ ট্যাক্স জনসাধারণের উপর। সেই জনসাধারণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই আমি অনুরোধ করব সরকারকে যাতে এই গাড়ীর ট্যাক্স কমিয়ে দেওয়া হয়। আর পুলিশ অভার লোড ধরার জন্য যাত্রীদের সুবিধার জন্য থাকার কথা। কিন্তু আমি জানি ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত বড় রাস্তার সাইডে যেসব পুলিশ ষ্টেশান করা থাকে সেই পুলিশের সামনে দিয়ে গাড়ী চলে যায় এবং প্রত্যেকটি পুলিশ ষ্টেশনে পুলিশেরা নামে মাত্র একটা চেক করে, সেখানে ওভার লোড থাকলেও তারা ছেড়ে দেয়। এভাবে পুলিশের সংগে তাদের একটা গোপন চুক্তি আছে যে মাসে তাদের ২৫।৩০ টাকা করে দিতে হবে। অথচ এই চুক্তি বে-আইনী। তারপরে হচ্ছে লাইসেন্স, এই লাইসেন্সের রেট আগেও ছিল ৪ টাকা, আর এখনও সেই ৪ টাকাই বহাল আছে। এই লাইসেন্স ইস্যুর ব্যাপারে নাকি একটা চেইন আছে, সেখানে যিনি ভিহিক্যাল

ইন্সপেক্টার তিনিই নাকি এই চেইনের বড় কর্ত্তা এবং সেখানে যেসব হ্যাণ্ডিম্যান এবং এ্যাসিস-টেণ্ট আছেন তাদের ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়ার ব্যাপারে এই এজেন্সীর মাধ্যমে অসৎ উপায়ে টাকা নেওয়া হয়ে থাকে। এই তো কিছুদিন আগে আমি যখন কাতলামারার দিকে যাচ্ছিলাম তখন আমি যে গাড়ী করে যাচ্ছিলাম, সেই গাড়ীটা এ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। পরে অবশ্য আমি জানতে পারলাম, যে যিনি গাড়ীটা ড্রাইভিং করিতেছিলেন, তিনি কিছুদিন আগেও একজন হ্যাণ্ডিম্যান ছিলেন। কাজেই যাদের গাড়ী চালাবার মত ভাল অভিজ্ঞতা নেই, তাদেরকে যদি কিছু টাকা পয়সা নিয়ে ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়া হয়, তাহলে এভাবে গাড়ী এ্যাক্সিডেন্ট হবে, তাতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সেজন্য এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে এই ডিমাণ্ডের জন্য যে টাকা ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, সেটা যেন কার্য্যকরী হয়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী—মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যেসব গাড়ী চলছে, সেগুলি যে প্রায় দিনই এ্যাকসিডেন্ট হয় এবং এই নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে তাতে মাননীয় সদস্য বাজুবান বাবু যে কথা বলেছেন, আমি তার সংগে একমত যে এই রকম জিনিষ হচ্ছে। শুনেছি এমনসব হ্যাণ্ডিম্যান ও এ্যাসিসষ্টেন্টদের লাইসেন্স দেওয়া হয়, যাদের নাকি ড্রাইভিং এর ব্যাপারে কোন অভিজ্ঞতা নেই, তাদেরকেও হেভী গাড়ী চালাবার জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়ে থাকে। এর মধ্যে নিশ্চয় একটা দুর্নীতির চক্র রয়েছে, তাই আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীকে অনুরোধ করব, তিনি যেন এই ব্যাপারে একটা তদন্ত করেন। সেদিনও এই রকম একটা প্রশ্ন উঠেছিল এবং মাননীয় মন্ত্রীরা সেটার উত্তরও দিয়েছেন কিন্তু আমি বলব মানুষের জীবন নিয়ে এভাবে ছিনিমিনি খেলাটা কোন মতেই উচিত নয় এবং মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা যাতে খেলতে না পারে, সেজন্য এদিকে বিশেষভাবে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া দরকার তারপরে ত্রিপুরাতে পরিবহন ব্যবস্থার যে অবস্থা তাতে গ্রামাঞ্চলের মানুষের অনেক অসুবিধা দূর করার জন্য সরকারকে আরও বেশী করে বাস চালু করতে হবে যাতে করে মানুষ সহজে ত্রিপুরার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাতায়াত করতে পারে এবং সরকার এই দিকে দৃষ্টি দিবেন বলে এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীমংচাই মগ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের দলুবাড়ী থেকে কমলপুর পর্য্যন্ত যেতে হলে বাসে আগে ১ টাকা লাগতো, এখন সেটা বেড়ে ৩॥ টাকা হয়েছে। অথচ সময় মত সেখানে বাস চলে না, ফলে সেই এলাকার লোকজনের অনেক দুর্গতি হয়। এমন কি মধ্যে মধ্যে সেই বাস চলাচল একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। কাজেই আমি আশা রাখব, যে এই জন-বহুল এলাকার কথা চিন্তা করে ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রী সভা যাতে দলুবাড়ী থেকে কমলপুর পর্য্যন্ত একটা বাস সার্ভিস চালু হয়, সেজন্য অতিদ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তারপরে বিরোধী পক্ষ থেকে এখানে যেসব প্রস্তাব রাখা হয়েছে, আমি সেগুলিকে কিছুতেই সমর্থন করতে পারি না। কেননা আমরা কিছুদিন আগেও লক্ষ্য করেছি এই বিরোধী দলের মধ্যে যেসব সমাজ দ্রোহী আছে, তারা ত্রিপুরার জনজীবনের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য এখানে সেখানে রাস্তার যেসব পুল আছে সেগুলি পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে তারা

সেগুলি ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু আমাদের সরকারের সুতীব্র দৃষ্টি থাকার জন্য তাদের সেইসব পরিকল্পনা ব্যহত হয়েছে। কাজেই তারা যে প্রস্তাব এখানে রেখেছেন সেগুলিকে সমর্থন করে আমাদের দলুবাড়ী থেকে কমলপুর পর্য্যন্ত যাতে একটা বাস সার্ভিস চালু হয়, সেজন্য আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে ভিহিক্যালসের উপর টেক্স বাড়ানোর প্রস্তাব রাখা হয়েছে, কিন্তু মোটর মালিকদের উপর মোটরের যে রেট, সেটা বেঁধে দেওয়ার কোন ক্ষমতাই এই সরকারের নেই। যার ফলে আমরা দেখতে পাই যে টেক্স যতটা বাড়ানো না হয়েছে, গাড়ীর ভাড়া তার দ্বিগুণ বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু আমরা মনে করি যে ত্রিপুরা সরকারের জনসার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। আজকে এই বিহিক্যালসের উপর সমস্ত ত্রিপুরার পরিবহন ব্যবস্থা নির্ভর করে। যেমন আমি বলতে পারি আগে গাবর্দি থেকে টাকারজলা পর্যন্ত গাড়ীর ভাড়া ছিল মাত্র ২ টাকা, এখন সেটা ৪ টাকা হয়েছে। অর্থাৎ মোটর মালিকেরা যার থেকে যেমন ভাড়া আদায় করতে পারে, সেই ভাবে তারা চলছে. সেখানে সরকার কোন মতেই হস্তক্ষেপ করতে পারছে না এবং এই কারণে বিভিন্ন জায়গাতে চলাচলের ক্ষেত্রে মানুষের অনেক হয়রানি হতে হচ্ছে। কাজেই এই সব দিক দিয়ে জনসাধারণের উপর যে হয়রানি হচ্ছে, সেটা বন্ধ করবার কোন ক্ষমতাই সরকারের নেই অথচ টেক্স বাড়িয়ে জনসাধারণের মাথার উপর খরচের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার যথেষ্ট ক্ষমতা এই সরকারের আছে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি অল্প সময়ের মধ্যে বলব। এখানে মাননীয় সদস্য বাজুবান রিয়াং যে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আমি তার সংগে মোটা-মোটি একমত তবে একটা বিষয় ছাড়া, যেখানে তিনি নাকি বলেছেন যে টেক্স কমিয়ে দেওয়া হউক। তার এই মতের সংগে আমি কোন মতেই একমত হতে পারি না। তিনি এখানে যে সমস্ত অসুবিধার কথা বলেছেন, সেগুলি ত্রিপুরা মোটর ভিহিক্যাল্স এ্যাক্টের সংগে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। কাজেই এই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করবার সংগে সংগে আমি বলব অন্ততঃ একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কি বাস সার্ভিস, কি ট্যাক্সী সার্ভিস বা কি জীপ সার্ভিস এর প্রত্যেকটি যেন নির্দিষ্ট পরিমান লোক যাতায়াত করতে পারে, সেজন্য যেন সরকার থেকে ব্যবস্থা দেওয়া হয়। আমরা প্রায় একটা কথা শুনে থাকি যে এইসব লোকের সংগে পুলিশের নাকি একটা অংশ আছে এবং পুলিশের সংগে যোগাযোগ করে এই জিনিষটা করা হচ্ছে। আজকে আমাদের এই ত্রিপুরা একটা ফুল প্লেজেট ষ্টেট হয়েছে। এই ধরণের কোন কিছু ভারতবর্ষের অন্য কোন অঞ্চলে আছে কিনা আমার জানা নেই। তবে আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে অন্ততঃ একটা জিনিষ দেখিয়ে দেব যে আমাদের এখানে আইন অনুযায়ী একটা জিনিষ চলছে। জনসাধারণের যে উপকার হবে, সেই মত ভিহিক্যালস ডিপার্টমেন্টের কোন আইন প্রকৃতপক্ষে এখানে চালু হচ্ছে না। এখানে যেটা হচ্ছে, সেটা হল কি বাস, কি জীপ কি ট্যাক্সী সবই তাদের ইচ্ছা মত চলছে তারা ইচ্ছা করলে ছাড়ছে, আবার ইচ্ছা করলে বসে আছে। জনসাধারণের কথা চিন্তা করে তারা চলতে চাইছে না যা সরকারও তাদের চালাতে পারছে না। কাজেই আমি এই দিকটার প্রতি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এবং এই সব পরিবহন যাতে ঠিক সময়ে চলাচল

করে সেজন্ত যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করেন। আর যদি দরকার হয়, তাহলে মোবাইল কোর্ট বসিয়ে এই সব পরিবহন নির্দিষ্ট পরিমান লোক নিয়ে যাতায়াত করছে কিনা দেখতে পারেন এবং এটা করলে পরে হয়তো তাদের ইচ্ছামত চলতে পারবে না এবং ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণ এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সচ্ছন্দ মত চলতে পারবেন। এই বলে আমি প্রস্তাবটিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Discussion on this demand is over. There is no cut motion on this Demand.

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—স্যার, মন্ত্রীরা কিছু এর উপর বলবেন না? অন্ততঃ আমরা যে সব অভিযোগ করেছি, সেগুলির তো উত্তর দেওয়া দরকার।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মোটর ভিহিক্যালস ট্যাক্স সম্পর্কে যে সব আলোচনা হয়েছে এই হাউসে এর আগেও এই সম্পর্কে ডিস্‌কাশন হয়েছে এবং সেই ডিসকাশন সম্পর্কে আমি আমাদের বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করেছিলাম যাহা হউক এই ডিসকাসন যখন আবার এসেছে কাজেই এই সম্পর্কে কিছু বলা দরকার।

মিঃ স্পীকার :—৫ মিনিট বলবেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এর কমেও হয়তো হবে। কারণ ডিসকাশন একবার হয়ে গিয়েছে। অন্যান্য ষ্টেটে যা ভিকল্‌স ট্যাক্স আছে তার চাইতে ত্রিপুরায় অনেক কম। কাজেই সেইদিক থেকে ট্যাক্স বাড়ানো হয়েছে সেই প্রশ্ন আছে বলে মনে হয় না। অনেক প্রসংগে বলা হয়েছে কিন্তু এই সম্পর্কে যদি কোন ব্যবস্থা নিতে চাই তখন দেখা যায় বিভিন্ন দিক থেকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা হয় এবং সরকার তরফ থেকে যখনই করাপশন বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করা হয় তখনই বাধার সৃষ্টি হয়। আমি কিছুদিন আগে চেষ্টা করেছিলাম যে মবাইল কোর্ট করে সেগুলিকে কিছু করা যায় কি না কিন্তু আমাদের মাননীয় জুডিশীয়াল কমিশনার এটা পছন্দ করে উঠতেন না। আমি কিছুদিন আমাদের যারা আরক্ষা বাহিনী আছে তাদের এই কাজে লাগিয়েছিলাম যাতে এই ওভার লোডিংটা বন্ধ করা যায়। তখন পাবলিক এবং ড্রাইভারদের দিক থেকে একটি প্রতিরোধ সৃষ্টি করা হল। এই যে করাপশান করাপশান বলে আমরা চিৎকার করি এবং যারা করাপশান সম্পর্কে বলেন আমরা এখানে মাত্র তিন মাস হল গদিতে এসেছি কিন্তু তার আগে আমরাও পাবলিক ছিলাম এবং এটা আমরাও কিছু কিছু জানি। কিন্তু প্রশ্ন হল এটা বন্ধ করার উপায় কি। সরকার তরফ থেকে বন্ধ হবে না পাবলিক তরফের কোপারেশনে এটা বন্ধ হবে। এই দুটো জিনিষ যদি পাশাপাশি না চলতে পারে তাহলে এটা থেকে কোন মুক্তি নাই বলে মনে আমার মনে হয়। আজ দেখা যাচ্ছে জনসাধারণের দিক থেকে যতটুকু কোপারেশন পাওয়া দরকার সেটুকু পাওয়া যাচ্ছে না। যেমন ওভার লোড সেটি বন্ধ হতে পারে যারা পেসেঞ্জার তারা যদি এ্যাগ্রি না করেন। আমরা বেধে দিই এর বেশী পেসেঞ্জার নেওয়া যাবে না সেখানে যারা পেসেঞ্জার যদি বলেন এর বেশী আমার উঠব না তাহলে আমার মনে হয় এটা বন্ধ হতে পারে। কিছুদিন অসুবিধা হবে হয়তো। গাড়ীর সংখ্যা বাড়ানোর

প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে গাড়ী তৈরী হয় না। গাড়ীর এ্যালট্‌মেন্টের জন্য আপনারা জানেন এই প্রসংগে বলছি আমি কয়টি রুটে ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট করপোরেশান থেকে করার প্রস্তাব ছিল কিন্তু সেখানে আমি দেখেছি আমাদের যতগুলি চেসিস্‌ দরকার যার উপর গাড়ীর বডি তৈরী হয় সেগুলি আসছে না কারণ সেই ফ্যাক্টরীতে ধর্মঘট চলছে। আমরা চেষ্টা যতই করি না কেন যেহেতু আমরা প্রত্যেকটি ব্যাপারে অন্যের উপর নির্ভর করতে হয় সেজন্য যতটা আমরা করতে চাই ততটা করা হয়ে উঠে না। এই জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়ে যায়। যদি কেউ মনে করেন আমরা এই সব ব্যাপারে সচেতন নই তাহলে আমাদের উপর Injustice করা হবে বলে আমি মনে করি। কাজেই আমি আশা করি মাননীয় সদস্যদের যে অনুভূতি আছে যে ফিলিংস নিয়ে আপনারা এই পয়েন্ট ডিসকাশন করেছেন সেই ফিলিংসটা যদি জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয় এবং জনসাধারণ এবং সরকারী প্রচেষ্টার সংগে যদি একটা মিলনক্ষেত্র তৈরী হয় তাহলে অনেকটা সহজ হয়ে যেতে পারে এই মুসকিল আসানের ব্যাপারে। যাহা হউক এই সম্পর্কে যে ডিমাণ্ড আছে এটাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি।

মিঃ স্পীকার :— Now I am putting the Demands to vote one after another.

Now the question before the House is that a sum not exeeeding Rs. 13,000 [inclusive of the sum of Rs. 5,000/- authorised by the President under sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Ro-organisation) act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of Payment during the year ending on the 31st day of March, 1973, in respect of Demand No. 1, Major Head '4', Taxes on Income other than Corporation Tax— Agricultural Income Tax.

Then it was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 8,35,000 [inclusive of the sum of Rs. 82,000 authorised by the President under sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 3, Major Head '10', State Excise Duties.

Then it was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs, 1,13,000 [inclusive of the sum of Rs. 36,000 authorised by the President under sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of

payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 4, Major Head "11" Taxes on Vehicles.

Then it was put to voice vote and passed.

Mr Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 2,000 [which is less by Rs. 8,000 than the amount authorised by the President under sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1271. for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 5, Major Head "13", Other Taxes & Duties.

Then it was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :— Now as there is no amendment of Rules to move Sri Usha Ranjan Sen Hon'ble Deputy Speaker will move his Motion.

Sri Usha Ranjan Sen, Deputy Speaker :— Mr. Speaker Sir, I beg to move that the report of the Rules Committee as laid before the House be taken into consideration at once.

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the motion moved by Sri Usha Ranjan Sen, Deputy Speaker that the report of the Rules Committee as laid before the House be taken into consideration at once.

The Motion was put to voice vote and carried.

Mr. Speaker :— As there is no amendment I would request Sri Usha Ranjan Sen, Dy. Speaker to move his motion that the report of the Rules Committee be adopted.

Sri Usha Ranjan Sen, Deputy Speaker :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the report of the Rules Committee as laid before the House be adopted.

Mr. Speaker :— The question before the House is the motion...

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— স্যার, এক মিনিট। যে রিপোর্টটা এসেছে, আমি তা সমর্থন করছি। আমি একটা পয়েন্ট'এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, সময় যেভাবে আছে, সেটাকে সরিয়ে নিয়ে বিকেলের দিকে নিয়ে যাওয়া। এখানে আমরা যা করলাম, তার দ্বারা—আমাদের রুল'এ আছে The Assembly shall meet from 11 A. M. to 5 P. M. with one hour's break from 1 P. M. to 2 P. M. এখানে এ্যামেণ্ডমেন্ট করে তার সংগে এ্যাড করা হয়েছে—'আনলেস দি স্পীকার আদারওয়াইজ ডাইরেক্ট'স, এর দ্বারা রিসেস পিরীয়ড ব্রেক করা চলবে কি না ? দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে যে, আগে যে রুল ছিল, তাতে আমরা দেখেছি যে পাঁচটার পরও যদি কাজ করতে হত, তাহলে সেটা সেই রুল দ্বারা করা যেত। একেবারে টাইমটা বদলে দেওয়া এ্যামেণ্ডমেন্ট করলে কভার করবে কি না ? তবে আমি এই রুল সমর্থন করছি।

মিঃ স্পীকার :— কর্তার করবে বলেই আমরা তা করেছি।

Now the question before the House is the motion moved by Sri Usha Ranjan Sen, Deputy Speaker that the report of the Rules committee as laid before the House be adopted.

The motion was put to voice vote and passed.

মিঃ স্পীকার :— রুলস কমিটির রিপোর্ট এ্যাডপ্ট করার ফলে আমাদের সিটিং আওয়ার্স আমরা চেঞ্জ করতে পারব। কয়েকদিন যাবত যে অসহায় গরম তা আমরা সকলেই জানি। কাজেই এই সেশনেই আমাদের সিটিং টাইমটা চেঞ্জ করছি। আগামী সোমবার থেকে আমরা বিকেল ৩টা থেকে রাত্র ৮টা পর্যন্ত আমাদের সিটিং চলবে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— রীসেস থাকবে?

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য, রীসেস না থাকলে পরেও মাঝে মাঝে আপনারা ঘোরাফেরা করে রেষ্ট নিয়ে আসতে পারবেন। আমাদের সব কিছুতেই অভিজ্ঞ হওয়া দরকার।

শ্রী ডি, কে, চৌধুরী :— আমি বলছিলাম আপনি যে সময় পরিবর্তন করেছেন সেটাতো আনটিল ফারদার নোটিশ। আবার আমরা ১১টায় আসতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— ইয়েস।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— একটু রিসেস রাখুন, রিসেস না থাকলে আমাদের কাট মোশন মিস হতে পারে—আজকের মত।

Mr. Speaker :—Now I would request Hon'ble Finance Minister to move his Demand for Grant No. 23.

Shri D. K. Choudhury :— Demand No. 23— Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 12,35,000 [inclusive of the sum of Rs. 3,60,000 authorised by the President under sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 23, Major Head '38'—Labour & Employment.

Mr. Speaker :— There is a Cut Motion to be moved by Shri Ajoy Biswas. Please speak only for five minutes.

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— ১০ মিনিট সময় দিন স্যার, এখানে একটা কাট মোশান আছে। অনেকগুলি আইন ইমপ্লীমেন্টেশান হচ্ছে না, এটা খুবই ইমপোর্টেন্ট সাবজেক্ট স্যার।

মিঃ স্পীকার— তাহলে আমি হাউসের ডিউরেশন এক্সটেণ্ড করব, আমার কোন আপত্তি নেই। যদিও গরমে কষ্ট পাচ্ছি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— এক একটি ডিম্যাণ্ড উপস্থাপিত করা হচ্ছে, কিন্তু মিনিষ্টারের তরফ থেকে কোন বক্তব্য মোশানের উপর নেই। উনারা কাট মোশান আনছেন, কোন্‌টা সমর্থন জানাব, আর কোন্‌টা সমর্থন জানাব না, সেটা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয়। মিনিষ্টাররা কি করছেন, এর মধ্য দিয়ে কি করবেন, আর কি করবেন না, তার একটা ষ্টেটমেন্ট যদি দেন, যেটা শুনে আমরা মনে মনে খুশি হতে পারি, যারা পার্টি ইন-পাওয়ারে আছেন তার থেকে একটা ষ্টেটমেন্ট থাকা উচিত, তা না থাকাতে আমাদের পক্ষে বুঝতে অসুবিধা হয়।

শ্রী ডি, কে, চৌধুরী :— এই নিয়ে ডিসকাশনের পুর্ব্বে মিনিষ্টারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে নিলেই ভাল হয়।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— আমরাও পারব আলাপ করে নিতে না শুধু সরকার পক্ষ?

শ্রী ডি, কে, চৌধুরী :— আপনারাও পারবেন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি ডিমাণ্ড নাম্বার ২৩'র উপরে যে কাট মোশান এনেছি সেটা হচ্ছে—'শ্রম আইন সমূহ কার্যকরী করার ক্ষেত্রে শ্রম দপ্তরের ব্যর্থতা সম্পর্কে' আমরা সবাই জানি যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর, বৃটিশ চলে যাওয়ার পর শ্রমিক দের স্বার্থে কিছু কিছু আইন হয়েছে এবং বৃটিশ চলে যাওয়ার পরও যে আইনগুলি ব্রিটিশরাই মোটামোটি সে আইনগুলি করেছিল কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে ব্রিটিশ চলে গেছে আজকে ২৫ বছর আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, কিন্তু ব্রিটিশ যে আইন করল, ব্রটিশ আমলে যে আইনগুলি হয়েছিল, সেই আইনগুলি শ্রমিকদের ক্ষেত্রে বিবেচনা বা সেইগুলি ইমপ্লিমেণ্টেশান করা হচ্ছে না। আমি উদাহরণ স্বরূপ বলছি যে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিসপিউট এ্যাক্ট ১৯৪৬ সালে এটা হয়েছিল, বা ফ্যাক্টরী এ্যাক্ট যেটা ব্রিটিশ আমলে ব্রিটিশরা করে গিয়েছিল, সেই আইনের মধ্যে যে সুযোগ সুবিধাগুলি ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যারা ভারতবর্ষকে শোষণ করতে এসেছিল, তবুই এই আইনগুলি তারা করেছিল, কিন্তু আজকে কংগ্রেসের রাজত্বে শ্রমিকরা সেই আইনগুলির সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না। আমি উদাহরণ দিয়ে বলছি, যেহেতু আমি শ্রমিকদের নিয়ে চলি, আমি তাদের সঙ্গে দৈনিক মিশি, তাদের সমস্যাটা আমি নিশ্চয়ই বুঝব। আপনাদের বেশীদূর যেতে হবে না, আপনারা যদি মোটর ওয়ার্কশপের কাছাকাছি যান, শ্রমিকদের জিজ্ঞাসা করেন কত ঘণ্টা তাদের খাটতে হয়, তাহলে নিশ্চয়ই উত্তর পাবেন আইনে আট ঘণ্টা থাকা সত্ত্বেও তারা উত্তর দেবে এটা মালীকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে। আশ্চর্যের বিষয়, ব্রিটিশ যে আইন করে গেল, আজকে পঁচিশ বছর পরও কংগ্রেসী রাজত্বে আইনের সুযোগ সুবিধা শ্রমিকরা পান না, মালীক'এর ইচ্ছার উপর তাদের চলতে হবে। আমাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে তাদের সঙ্গে মিশতে গিয়ে যে তাদের ১২/১৪ ঘন্টার উপর খাটতে হয়। আজকে আমাদের এই অভিজ্ঞতা হয়েছে শ্রমিকদের সঙ্গে মিশতে গিয়ে যে তাদের ৮ ঘণ্টার পরিবর্ত্তে ১২ | ১৪ | ১৫ ঘণ্টা অবধি তাদের খাটতে হয় এটা দেখেছি। ব্রিটিশরা করে গেছে অভার টাইমের প্রভিশন। কিন্তু এখনও চলুন স্যার, আমার সঙ্গে, আমি একের পর এক শ্রমিকদের আপনার সামনে এনে দেব, তারা ৮ ঘণ্টা খাটার পর কোন ওভার টাইম তারা পায়না। বিভিন্ন ভাবে এখন যে আইনগুলি আছে

সেই আইনগুলি তারা পাচ্ছে না। শপস্ অ্যাণ্ড এষ্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্টের কথা তারা বলেছেন। নূতন শপস্ অ্যাণ্ড এষ্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট পশ্চিম বঙ্গে যেটা ছিল সেটা চালু করতে গিয়ে তারা কি কীর্তি করেছেন সেই কথা আমি বলতে চাই না। পুরনো যে আইন চালু ছিল শপস অ্যাণ্ড এষ্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট, সেই আইনে যে প্রভিশান আছে এই মন্ত্রী সভা কি জানে যে শ্রমিকরা সেই আইনগুলিও ঠিকমত পাচ্ছে না। আমি মিষ্টান্ন দোকান কর্মচারী সমিতির সঙ্গে যুক্ত। আমি সেই সমিতির সভাপতি। কিন্তু তাদের জিজ্ঞাসা করুন, উনাদের মধ্যে তাকে সারা রাত্রি খাটতে হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, শ্রম মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করুন পুরনো যে আইন ছিল শপস অ্যাণ্ড এষ্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট সেখানে একটা শ্রমিকের কয় ঘন্টা খাটার প্রভিশান ছিল। উনি হয়ত বলবেন জানেন না। এটা অসত্য কথা। শ্রমিকেরা বার বার রিপ্রেজেন্টেশান দিয়েছে শ্রম দপ্তরে। একটা শ্রম দপ্তর আছে। সেই শ্রম দপ্তর লেবার অফিসার থেকে চীফ লেবার অফিসার হয়েছে। ২৫ বছরে সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার বেড়েছে। কিন্তু ব্রিটিশের আমলের যে সুযোগ সুবিধা ছিল সেইগুলিও সেই শ্রমিকরা পাচ্ছে না। আমরা দেখেছি আরও করুণ অবস্থা। যদি প্ল্যানটেশানের ক্ষেত্রে যান, সেই প্ল্যান্টেশান যে অ্যাক্ট আছে সেখানে কি নির্মমভাবে চা-বাগানের শ্রমিকদের বঞ্চনা চলছে। হাউসে আমি বলেছিলাম। আমার কথার প্রতিবাদ উঠেছিল যে চা বাগানের শ্রমিকরা রেজিষ্টার্ড শ্রমিক নয়। রেজিষ্টার্ড যদি না হয় তাহলে তারা কোন সুযোগ সুবিধা আইনের আওতায় পাবে না। আমার একটা প্রশ্ন ছিল। সেই প্রশ্নের উত্তরে আমি দেখেছি গত সেসনে কলকলিয়া বাগানের শ্রমিকদের সম্বন্ধে। তারা কি উত্তর দিয়েছিলেন? তারা উত্তর দিয়েছেন যে সেখানে মাত্র দুইজন শ্রমিক রেজিষ্টার্ড আছে। কিন্তু মাত্র দুইজন শ্রমিক দিয়ে বাগান চলতে পারে না। আর একটা কলকলিয়া উত্তর। সেখানে চা বাগানের শ্রমিক আছে ৮ জন রেজিষ্টার্ড। মালাবতী চা বাগান। সেখানে রেজিষ্টার্ড শ্রমিক হচ্ছে ১০ জন। আমি বলেছিলাম যে কেন রেজিষ্টার্ড শ্রমিক তারা নয়? শ্রমিক সেখানে নিশ্চয়ই আছে। তাদের নাম পাল্টে যায়। আজকে যে নাম আছে সেই নাম কালকে পাল্টে যায়। ২৫ বছর ধরে তাদের বঞ্চিত। এই কংগ্রেসী সরকার— মন্ত্রীসভা পাল্টে যায়। কিন্তু শ্রমিকদের আইনের অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত থাকতেই হচ্ছে। আমরা দেখেছি বিভিন্ন আইন সেখানে যে প্রয়োগ হচ্ছে সেটা তারা পাচ্ছে না। শ্রম দপ্তরকে শ্রম দপ্তর না বলে মালিক দপ্তর বলতে ইচ্ছা করে আমার। মালিকেরা সাহায্য পায় সেখানে, শ্রমিকেরা পায় না। ব্রিটিশের আমলের সেই আইনগুলিতে ছাঁটাইয়ের কতগুলি নিয়ম কানুন ছিল। সেখানে নিয়ম ছিল যে ছাঁটাই করতে হলে নোটিশ দিতে হবে। অথবা কমপেনসেট করতে হবে। মালিক ইচ্ছা করলে তার কারখানা থেকে তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে পারে না। কিন্তু এখন সেই আইনের সে সাহায্য পায় না। শ্রম দপ্তর থেকে সে সাহায্য পায় না। ২৫ বছর ধরে যে সমাজবাদের রথ তারা চালাচ্ছেন, আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেই রথের উপর তারা শ্রমিকদের তুলতে চান না। রথের চাকার তলায় শ্রমিকদের পিষে তারা মারতে চান। শ্রমিকদের শোষণ করে তারা ২৫ বছর চালিয়েছে। আজকে মাননীয় সদস্য যারা ট্রেজারী,

থেকে আছেন তাদের আমি বলতে চাই যে ঘটনাগুলি আমি তুলে ধরছি চলুন আমি চ্যালেঞ্জ করছি যে আজকে অধিকাংশ শ্রমিক আইন পাচ্ছে না সেটা আমি আপনাদের দেখিয়ে দেব এবং সেই সম্পর্কে আপনার কি চিন্তা করছেন। তবুও এখানে বিরোধিতা করা হবে। তবুও এখানে সেই আইন পাশ করার ক্ষেত্রে বিরোধিতা আসছে। আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল এই প্রসঙ্গে যে তারা বিরোধিতার নামে বিরোধিতা করে। কারণ গভীর রাতে যখন মরা নিয়ে যাওয়া হয় সেই মড়ায় জীবন আসে না। সেই সমাজতন্ত্রের মরা নিয়ে তারা চলেছেন। যত দিন যাবে সেই মরা পচে যাবে। কিন্তু যখন গভীর রাতে তারা মরা বহনে অপারগ হন এবং বিভিন্ন ভাবে তারা মড়া বহনে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং হা হুতাশ করেন যে এটা পারছি না আর বয়ে নিয়ে যেতে তখন মধ্যে মধ্যে তাদের হরিবোল বলতে হয়। কারণ হরিবোল না বলে তাদের যে মেম্বারশিপ সেই মেম্বার খারিজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সেজন্যই আজকে শ্রমিকদের উপর অবিচার করা হচ্ছে। আমি জানি গত ২৫ বছর ধরে যে মন্ত্রীসভা এসেছে সেগুলি পুঁজিবাদীদের মন্ত্রীসভা। এই মন্ত্রী সভাও এটা অস্বীকার করতে পারে যে ব্রিটিশের আমলে যে আইন হয়েছে সেই আইনের সুযোগ আজকেও শ্রমিকেরা পাচ্ছে না। আজও তাদের মালিকের উপর নির্ভর করতে হয়। আমি আশা করতে পারি না যে নূতন মন্ত্রীসভা শ্রমিকের পক্ষে যাবে এবং শ্রমিকের স্বার্থ নিয়ে এই আইনগুলি প্রয়োগ করবেন। তবে আমি আশা করব যে নূতন মন্ত্রীসভা এসেছেন, সমাজতন্ত্রের কথা বলছেন, গরীবি হটাও এর কথা বলছেন তারা ঐ যে শ্রমিক শ্রেণী আছে, যারা পিছিয়ে পড়া মানুষ আছে, যাদের উপর ভিত্তি করে আপনারা সমাজতন্ত্রের রথকে চালিত করছেন তাদের কথা ভাবুন। নয়ত নিশ্চয়ই শ্রমিক শ্রেণী আপনাদের ক্ষমা করবে না। যে আইন বললাম এর বাইরেও প্রচুর আইন আছে যে আইনগুলির এখানে প্রয়োগ হচ্ছে না। সেজন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই কাট মোশান এনেছি এবং আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এখানে যে আইনগুলি পাচ্ছে না, যে সুবিধা সুযোগগুলি পাচ্ছে না সেই সুবিধা সুযোগগুলি তারা পাবে এবং তাদের জন্য এই আইনগুলি কার্যকরী করা হবে এই আহ্বান রেখে আমি বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে যে ডিমাণ্ড ফর গ্র্যান্টস্ এসেছে আমি তার সমর্থন জ্ঞাপন করছি এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যে কাটমোশন এসেছে তার বিরোধিতা করছি। তার কারণ আমি বলব না। কারণ আমাকে যে সময় দেওয়া হয়েছে সেই সময়ের মধ্যে সেটা বলা সম্ভব নয়। সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেবেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে শ্রমিক বিভাগের গ্র্যান্ট আমরা পাশ করতে যাচ্ছি। কিন্তু আমি দুঃখিত যে এই বছরে কি কাজ হল শ্রমিকদের উন্নয়নমূলক তার যদি একটা ফিরিস্তি আমি পেতাম তাহলে হয়ত আমার এই বক্তব্য রাখতে হত না। কারণ সেই বক্তব্যের মধ্যে আমি সেগুলি পেয়ে যেতাম এবং আমার কোন অবজারভেশন এখানে রাখার প্রয়োজন পড়ত না। আজকে নূতন বৎসর চলেছে। আমি যতটুকু জানি আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে শ্রমিকদের, যেমন চা বাগানের শ্রমিক ১.৯০ পয়সা করে পাচ্ছে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে আসাম চা বাগানের শ্রমিকদের উচ্চ হারে মজুরী দেওয়া হচ্ছে এবং তার রেট বেড়ে হয়েছে ২.৬৫ পয়সা এবং কাছাড়েও মজুরী

বেড়ে ২·৪৭ পয়সা হয়েছে। আর ত্রিপুরা রাজ্যে শ্রমিকদের মজুরী মাত্র ১·৯০ পয়সার মধ্যে আছে। আমি যতটুকু জানি এখানকার শ্রমিকদের মধ্যে তারা তাদের মজুরী বাড়াবার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী খবরে জানা যায় যে কোন কোন বাগানে ষ্ট্রাইক হচ্ছে। কিন্তু এই সম্বন্ধে মন্ত্রী সভার বক্তব্য সেটা আমি শুনতে পেলাম না। যদি শুনতে পেতাম তাহলে আমাকে এই বক্তব্য রাখতে হত না। কাজেই মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আজকে যেখানে পার্শ্ববর্ত্তী আসাম অঞ্চলে তাদের রেট বাড়িয়েছে সেখানে ত্রিপুরার শ্রমিকদের বেতন বাড়ছে না কেন? কেন মালিকদের ডাকলে এখানে এসে উপস্থিত হয় না? কি অসুবিধার জন্য নেগোসিয়েসন ফেল করছে। কিন্তু সেই সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা করলেন যেখানে কাছাড় অঞ্চলে ২·৪৭ করা হয়েছে? তাদেরকে দেওয়ার জন্য কি ব্যবস্থা হয়েছে? আমি শুনেছি হরেন্দ্রনগর বাগানে ষ্ট্রাইক চলছে তাদের দাবীর জন্য। আবার শুনছি মনুতলা বাগানে লক আউট চলছে, তারা বন্ধ করে দিয়েছে। শ্রম দপ্তর থেকে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সেগুলি যদি আমরা জানতে পারতাম, তাহলে আমি একথা এখানে উপস্থিত করতাম না। কাজেই আজকে যখন প্রশ্ন করে আমাকে এসব বাইর করতে হয়. এটা এত বড় একটা সমস্যা যেখানে নাকি শ্রমিকদের মাত্র ১·৯০ পয়সা করে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, অথচ তার পার্শ্ববর্ত্তী কাছাড়ে যে চা বাগান আছে, সেখানে পারিশ্রমিকের হার এখান থেকে অনেক বেশী এবং এই ব্যাপারে আমাদের সরকার কি করলেন, তার সম্পর্কে কোন কিছুই এই বাজেট বক্তৃতার মধ্যে উল্লেখ করা হয় নি। কাজেই আমার মনে হয় ভবিষ্যতে এই ব্যাপারটা আরও সিরিয়াস হবে। তাই আমি প্রস্তাব করব, আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী কাছাড়ে যে চা বাগান আছে, সেখানকার শ্রমিকেরা যে হারে পারিশ্রমিক পায়, আমাদের এখানকার চা বাগানের শ্রমিকেরাও যাতে সেই হারে পারিশ্রমিক পেতে পারে, সেজন্য মাননীয় মন্ত্রীরা এবং মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় প্রচেষ্টা নেন, তার জন্য আমি অনুরোধ জানাব। কৈলাসহরের নবীনছড়া চা বাগান সম্পর্কে আমার একটা প্রশ্ন ছিল, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমি সেটার কোন উত্তরই পাইনি। এই বাগানটা বিগত ৬ মাস ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে। এই যে চা বাগানটা বন্ধ হয়ে আছে, তাতে তার শ্রমিকদের কর্ম্মসংস্থানে জন্য সরকার থেকে কি করা হয়েছে বা সরকারের শ্রম দপ্তর এই ব্যাপারে কি করেছে, না করেছে সেটা আমাদের বলতে কি অসুবিধা থাকতে পারে, আমি বুঝে উঠতে পারি না। কিন্তু সরকার যদি আমাদের বলতেন যে আমরা তাদের জন্য এইসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি, তাহলে আমরা সেটা শুনে খুসী হতে পারতাম। কিন্তু সরকার থেকে তাদের সম্পর্কে কিছুই বলা হল না। কাজেই এই বাগানের শ্রমিকেরা যাতে অবিলম্বে কাজ পেতে পারেন, সেজন্য আমি মাননীয় ভার-প্রাপ্ত মন্ত্রী মশাই এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে মূল প্রস্তাব এখানে রাখা হয়েছে, তাকে আমার সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার টুয়েন্টি থ্রি, এর উপর মাননীয় সদস্য অজয় বিশ্বাস যে কাট মোশান এনেছেন, আমি তার সম্পূর্ণ বিরোধীতা করছি এবং বিরোধীতা কি কি কারণে করছি, সেটাও আমার জবাবে এখানে রাখতে চেষ্টা

করছি। আজকে যারা শ্রমিকদের দরদী হয়ে চীৎকার করেন বা তাদের নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় প্রসেশান করেন যদি সেই শ্রমিকদিগকে লাল চোখে দেখেন এবং তাদেরকে গো-স্লো চলতে বলেন তারাই যদি আমাদের এখানে বলেন যে আমরা শ্রমিকদের কোন স্বার্থই দেখছি না তাহলে সেটা বোধ করি তেমন শোভা পায় না। কাজেই যারা বাইরে শ্রমিকদের বলছেন গো স্লো, আর এখানে এসে শ্রমিকদের স্বার্থের কথা বলে এই হাউসকে গরম করে তোলার পিছনে নিশ্চয়ই একটা উদ্দেশ্য আছে। যিনি এখানে শ্রমিকদের স্বার্থের কথা বলছেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে কয়টি শ্রমিকের বেতন পান, সেটা চিন্তা করে যদি তার কিছুটা অংশও একজন শ্রমিককে দিতেন তাহলে অনেক ভাল হত বলে আমি মনে করি। কিন্তু তিনি কি সেটা করতে রাজী আছেন? নিশ্চয়ই না। তিনি যে নিজেই লাল চশমা পরে আছেন, তারপর আবার তাদেরও পরাতে চাইছেন। কিন্তু ভুলে যাবেন না যে শ্রমিকেরা ভোটের মাধ্যমে সেই জবাব দিয়ে দিয়েছে। আবারও বলেছেন যে আমরা বৃটিশ আমলের পুরানো আইন শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছি। কিন্তু আমি বলি আইন বৃটিশ আমলের হলেও, সেখানেও অনেক ভাল ভাল আইন আছে। কাজেই আপনারা যে শ্রমিকদের জন্য কাঁদছেন, সেটা হচ্ছে একটা কুম্ভিরাশ্রু এবং ভূতের মুখে রাম নাম এর মতই। তারপরে এখানে কয়েকটা চা বাগানের কথা বলা হয়েছে এবং সেগুলির মধ্যে রাইভেলরী ইউনিয়ন থাকাতে গোলমাল করছে। আমাদের ভূতপূর্ব শ্রম মন্ত্রী বলেছেন যে আমরা নাকি এই ব্যাপারে কিছু বলি নি। কিন্তু এই বইতে তো এক্সপ্লেনেটরী নোট রয়েছে, তিনি সেটা না দেখেই মনে হয় এসব বলছেন। তাছাড়া আমরা তো মন্ত্রীত্বে এসেছি মাত্র ৩ মাস হল, কিন্তু এর আগে তিনি তো দীর্ঘ অনেকদিন যাবৎ শ্রম মন্ত্রী হিসাবে ছিলেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতা আছে তিনি যদি এই ব্যাপারে কিছু-বলতেন, তাহলে আমরা খুবই খুসী হতাম। কাজেই ঐ এক্সপ্লেনেটরী নোট পড়তে পারেন নি বলে তিনি এখানে চার্জ এনে জগন্নাথপুরের ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। এটার সম্পর্কে উনার আমলে যে একটা কোর্ট কেস হয়েছিল, সেটা তিনি জানেন কি না, আমি জানি না। ......

শ্রীরাজবল রিয়াং :— স্যার, অন এ পয়েণ্ট অব অর্ডার। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটা অসত্য তথ্য পরিবেশন করেছেন বলে আমার মনে হয়। উনি বলেছেন যে আমরা মাত্র ৩ মাস হয়েছে, এসেছি, কিন্তু আমরা জানি যে এই কংগ্রেস গভর্ণমেন্ট গত ২৫ বছর ধরে রাজত্ব করে আসছেন।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার, দাস ইজ নট এ পয়েন্ট অব অর্ডার।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে অজয় বাবু যে প্রশ্ন তুলেছেন যে শ্রমিকদের জন্য এগুলি পুরানো আইন, কিন্তু আমি বলি এইসব পুরানো আইনেও অনেক কিছু ভাল আছে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— স্যার, অন এ পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান। তিনি বলেছেন যে আমি মন্ত্রী থাকা কালীন সময়ে এই ঘটনা ঘটেছিল। তাই আমি বলছি তিনি যদি

হলপ করে বলেন, অথবা তিনি এমন কোন সরকারী কাগজপত্র দেখাতে পারেন কি না যে আমার সময়ে এইসব ঘটনা ঘটেছিল ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— স্যার, আমি বলেছি উনি মন্ত্রী থাকা কালীন এইসব ব্যাপারে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— স্যার, তিনি যে ষ্টেটমেন্ট এখানে দিয়েছেন জগন্নাথপুরের ঘটনা সম্পর্কে, সেই সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকারের কাছে এমন কোন ইনফরমেশন আছে কিনা বা তিনি এখানে যে ইনফরমেশন দিলেন, তা তিনি ত্রিপুরা সরকার থেকে ইনফরমেশন নিয়ে দিলেন কি না, এটা আমি জানতে চাই ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— স্যার, উনি যে সব কথা বলছেন, আমি তো সেই সম্পর্কে কিছুই বলি নি। আমি যেটা বলেছি, সেটা হল, তিনি মন্ত্রী থাকা কালীন এই সব ব্যাপারে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— স্যার, তিনি বলেছেন যে আমি মন্ত্রী থাকা কালীন জগন্নাথপুরের ঘটনা সম্পর্কে কেস হয়েছিল এবং আমি সেটা জানতাম। কাজেই সেই রকম কোন ইনফরমেশন তার শ্রম দপ্তরে আছে কি না, সেটা তাঁকে এখানে জানাতে হবে ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— স্যার, জগন্নাথপুর সম্পর্কে কেস হয়েছে, সেটা তিনিই এখানে বলেছেন।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— কালকে যদি টেপ রেকর্ড থেকে এই প্রসিডিংসটা দেওয়া হয়, তাহলে আমরা দেখতে পারব যে তিনি কি বলেছেন, আর কি বলেন নি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— স্যার, আজকে তড়িৎ বাবু বলছেন যে উনি এটা বলেছেন, আর উনি বলছেন আমি এটা বলি নি, এভাবে সময় নষ্ট করার কোন অর্থ হয় না।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— তাহলে তিনি তো সেটা নিজে থেকে ক্লিয়ার করে বলতে পারেন ?

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— উনি মন্ত্রী থাকা কালীন সময়ে এমন কিছু হয়েছে কি না, এবং হয়ে থাকলে এখন মন্ত্রী মহাশয় সেই ফাইল থেকে বলছেন কি না, এটা ক্লিয়ার করে বললেই তো হয়ে যায় ?

মিঃ স্পীকার :— আপনি তো রেকর্ড দেখে কিছু বলেন নি ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— না স্যার। কাজেই এখানে যে সব কাট মোশান আনা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে কোন যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না। এবং পরবর্তী সময়ে আমাদের মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় সেগুলির জবাব দিবেন। আমি এখন প্রস্তাবের পক্ষে এবং কাট মোশানের বিপক্ষে আমার বক্তব্য রেখে এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—Hon'ble Member, time is over (interruption) যদি House agree করেন I may extend the duration of sitting (interruption).

Shri Tarit Mohan Das Gupta :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন চিফ্ মিনিষ্টার বলবেন। (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার— I may extend the duration of sitting by 10 minutes (interruption)

Shri Tarit Mohan Das Gupta :— না স্যার, যতক্ষণ মাননীয় চিফ্ মিনিষ্টারের শেষ করতে লাগে...

মিঃ স্পীকার :—ততক্ষণ...

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—হ্যাঁ স্যার।

মিঃ স্পীকার :—All right, if the House agree I have no objection (interruption) Now order please.

Shri Sukhamoy SenGupta :—. মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নং ৩৩ এই সম্পর্কে যে কাট মোশান এসেছে সেই কাট মোশান প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে একটি উত্তপ্ত আবহাওয়া এই হাউসে সৃষ্টি হয়েছে। এটা অনেকটা চায়ের কাপে তুফান উঠার মত। কারণ হল এই যখন সেই আলোচনা চলছিল সেই সময় আলোচনাটা এত উত্তপ্ত না হলেও চলত। কাট মোশানের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রম দপ্তর সম্পর্কে যেসব অভিযোগ করা হয়েছে সেই অভিযোগ সম্পর্কে আমি এই কথাই বলতে চাই শ্রম দপ্তরে যে আইন এখন চালু আছে সেই আইনকে রক্ষা করার জন্য আইনকে হুবহু চালনার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। আইনের কোথায় গলদ থাকে তার প্রতিকারের ব্যবস্থাও আছে এবং সেই প্রতিকারের জন্য যদি কোন আবেদন বা ডিসপিউট হয় তাহলে তাও কি করে মীমাংশা হয় তারও ব্যবস্থা আছে। আইন সম্পর্কে বোধ হয় কাট মোশানটা নয় কাট মোশান হয়েছে implementation সম্পর্কে। আইনকে implement করতে গিয়ে কোথাও কোথাও আইনটাকে যেভাবে অনুসরণ করা দরকার কোন পক্ষই অনেক সময় সেটি করেন না। যে রকম মালিক পক্ষও কোন কোন ক্ষেত্রে আইনকে লঙ্ঘন করার যত রকম পথ আছে সব রকম চেষ্টা করেন আর যারা শ্রমিকদের পক্ষে বলেন একটা অরগেনাইজড ফোর্স হিসাবে একটি ইউনিয়ন মারফত হয় তাদের তরফ থেকেও এমন সব যুক্ত হয় যখন আইনকে কি করে ফাঁকি দেওয়া যায় সেজন্য তারা সচেষ্ট হয়ে উঠেন। ৮ ঘণ্টা ডিউটির কথা বলা হয়েছে। ৮ ঘণ্টা ডিউটি কোন শ্রমিক করেন কি না শ্রমিক ইউনিয়ন যারা পরিচালিত করেন তারা নিশ্চয়ই সেটি অবগত আছেন। সে দিকটা কোন ইউনিয়নই সহজে দেখতে চান না। সেটি স্বাভাবিক কারণ তখন আমাদের কাছে পাওনাটাই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। সেক্ষেত্রে নিজেদের যে রেস্পন্সিবিলিটি সেটি আর পালন করতে চাই না। কাজেই বিক্ষোভ প্রকাশ করেই যদি দাবি আদায় করাটাই একমাত্র পথ বলে মনে করা হয় তাহলে সেই সব ইউনিয়নের কোন মূল্য থাকে না। তখন উভয় পক্ষই কিভাবে আইনকে ফাঁকি দেওয়া যায় সেদিকে সচেষ্ট হয়ে পড়ে। শ্রম আইনকে in toto follw

করাটা তখন কঠিন হয়ে পড়ে। সরকার পক্ষ তার প্রসিডিউর ঠিক করে দেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ষ্ট্রাইক করা হয়—আমি কোন সংস্থাকে এই ব্যাপারে কোন কটাক্ষপাত করছি না—সেটি আইন সংগত উপায়ে হয়েছে কিনা আমরা যারা শ্রমিকদের পক্ষে কথা বলি সেই সম্পর্কে কোন খোঁজ নেই না, আমাদের বেশী লোকের ভোটের দরকার আছে একটা গোলমাল বাধাবার দরকার আছে, সেজন্য অনেক সময় করি না। সেজন্য অসুবিধা হয়ে যায় আইনটাকে ঠিক মত চালনা করতে। কারণ কি আমরা শ্রমিকদের দলে, শ্রমিকদের জন্য কাদব, কারন বেশী লোকের ভোটের প্রয়োজন আছে বা গোলমাল লাগাবার দরকার আছে সেইজন্য আমরা বলিনা, সেইজন্য অসুবিধা হয়ে যায় আইন প্রয়োগ করতে। আইন প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে আমি বলছি যে আরেকটা পক্ষ আছে, মালীক পক্ষ, তারা চায় এটাকে কি করে ফাঁকি দেওয়া যায়। সরকার যে আইন করেছে, সেটাকে ফাঁকি দেওয়ার কোন প্রশ্ন নেই, কো-অপারেশন চাই, দুই পক্ষের কো-অপারেশনেই সেটা চালাতে হয় এবং সেটা চলবে। সেখানে যদি মালীক পক্ষ না করেন তার জন্য ব্যবস্থা করতে হয়, সেটা যেমন শ্রমিক দপ্তর জানে, শ্রমিকরা যদি না করে তাহলে ইউনিয়ন এর পক্ষ থেকে সেটা যদি না করা হয়, যদি ইউনিয়ন এই মনোভাব নেয় যে আমরা পাঁচ ঘণ্টা কাজ করব অথচ আট ঘণ্টার মজুরী দাবী করব, সেটা যদি মালীক পক্ষ চেষ্টা করে যে এটা হবে না, সেইক্ষেত্রে শ্রমিকরা পাল্টা ব্যবস্থা নিচ্ছে, এই সব ক্ষেত্রে কোন কোন জায়গায় অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—পাঁচ ঘণ্টা খেটে আট ঘণ্টার পয়সা নেয়, এই রকম উদাহরণ তিনি দিতে পারেন কি না ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার—নো. নো, হি হেজ নট টোল্ড লাইক ত্যাট।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আমরা জানি যে কাট মোশান যারা এনেছেন, তাঁরা শ্রমিক দরদী কারণ অনেক বেশী চীৎকার তাঁরা করতে পারেন, অনেক বেশী লোক জমাতে পারেন। শ্রমিক দরদী বলেই তাঁদের আমি বলছি আইন ঠিক আছে কি না, এবং এই আইন কে করেছে, সরকার করেছে, যে সরকারকে গালাগালি দিচ্ছেন, সেই সরকারই এই আইন করেছেন, মালীক পক্ষের জন্য নয়, যদি মালীক পক্ষের জন্য হত, তাহলে আজকে শ্রমিকদের ক্ষেত্রে যে ইমপ্লীমেন্টেশনের কথা বলছেন, তা বলতেন না। সরকারের গলতি থাকতে পারে, দোষ ত্রুটি থাকতে পারে, তা দূর করতে যত সত্বর সম্ভব চেষ্টা করা হবে, আমি বার বার বলছি এটা দুই দিকের কো-অপারেশন ছাড়া এই আইন চালু করার পক্ষে অসুবিধা হচ্ছে। এখানে বলা হয়েছে যে মিষ্টির দোকানে আগুনে বসে কাজ করেন আগুনে, বসে নয়, আগুনের পাশে বসে কাজ করতে পারেন, কিন্তু ১৮ ঘণ্টা কোন শ্রমিক মিষ্টির দোকানে কাজ করেন, সেই অতি রঞ্জিত কিনা আমি বলতে পারি না, যদিও মাননীয় সদস্যের অভিযোগ, তাকে অবিশ্বাস করার কারণ থাকে না। যাই হউক, কিন্তু প্রশ্ন হল এইরকম শ্রমিক যদি

আমাদের দেশে থাকে, সত্যি আমাদের দেশের সুদিন। যেদিন ১৮ ঘন্টা কোন শ্রমিক কাজ করবে অথচ কোন প্রতিবাদ থাকবে না, কোন ষ্ট্রাইক্ করছেন না, গোলমাল করছেন না, বাজারে হল্লা করছেন না, এতেই মনে করছি হয়তো সেগুলি অতি রঞ্জিত থাকতে পারে কিন্তু যেহেতু মাননীয় সদস্য বলছেন, ধরে নিচ্ছি বোধ হয় এটা সত্য। এখন প্রশ্ন হল যে এই মেশিনারীকেও আমাদের ঠিক করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক ইউনিয়ন যিনি বা যাঁরা চালান, তাদেরও একটা কর্ত্তব্য রয়েছে, অধিকার ভোগ করব, কর্ত্তব্য করব না, তা হতে পারে না। আজকে যান গ্রামে, গ্রামের লোকদের কোথায় আটকাচ্ছে, যাদের জন্য চীৎকার করছেন, নীচের দিকে যেসব লোক আছে সরকারীই হউক আর বেসরকারীই হউক, যান গ্রামে জিজ্ঞাসা করুন কাদের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ। তারা চেনেননা মন্ত্রীদের, চেনেননা ডিরেক্টরকে, চেনেননা গভর্ণরকে, চেনেন না চীফ কমিশনারকে, তারা চেনেন নীচের দিকে যে সমস্ত লোক আছেন তাদের। আজকে চীৎকার উঠেছে, সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন এসেছে কিনা গ্রামে যেয়ে দেখে আসুন। দুর্নীতি দুর্নীতি বলে চীৎকার আমরা করতে পারি, কিন্তু আমরা যারা ইউনিয়ন চালান, তারা কি কোনদিন কোন প্রস্তাব পাশ করিয়েছি যে আমরা দুর্নীতি বন্ধ করব, তা আমরা করিনি। আমি দেশের নাগরিক হব, আমার যা কর্ত্তব্য ছিল, সেই কর্ত্তব্য পালন করি নি, সেই কর্ত্তব্য পালন করছি না। আজকে মিলে মিশে কাজ করার সময় এসেছে, যদি আমরা কিছু করতে চাই, মালিকদের কথাই বলুন, আর শ্রমিকদের কথাই বলুন, মিলে মিশে কাজ করুন, তাহলে ওদের উপকার তাদের কাছে পৌছে দিতে পারব, আর যদি আংশামী করেন, তাহলে আমি বলতে পারি না কোথায় যেয়ে দেশ পৌছবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Discussion on Demand No. 23 is over. Now I am putting to vote the Cut Motion moved by Shri Ajoy Biswas first.

The question before the House is that the demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—

'শ্রম আইন সমূহ কার্য্যকরী করার ক্ষেত্রে শ্রম দপ্তরের ব্যর্থতা সম্পর্কে।'

The Cut Motion was put to voice vote and negatived.

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ডিভিশন চাইছি। কারণ মাননীয় সদস্য শ্রীতড়িৎ দাশগুপ্ত আমার কাট মোশান সমর্থন করেছেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—অনারাবল মেম্বার, মাননীয় সদস্য তড়িৎ বাবু আপনার কাট মোশান সমর্থন করেন নি।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি স্পষ্ট বলেছেন যে আমি কাট মোশানের বিরোধিতা করি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের ডিভিশন চাওয়া অধিকার আছে, অতএব আমি ডিভিশন চাইছি।

Mr. Speaker :—I am taking the decision of the House again by voice vote.

The Cut Motion was put to voice vote again and lost.

Now I am putting the Demand No. 33 to vote.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 12,35,000 [inclusive of the sum of Rs. 3,60,000 authorised by the President under sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 23—Labour & Employment.

The Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 3 P. M. on Monday the 3rd July, 1972. আগামী ৩রা জুলাই, সোমবার তিনটা থেকে আমাদের হাউস বসবে।

PAPERS LAID ON THE TABLE

APPENDIX—"A"

STARRED QUESTION NO. 200

By—Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় কোন মহকুমায় জিরাতিয়া জমির পরিমাণ কত তার হিসেব ;

২) ঐ জমির মধ্যে কোন জমি বন্দোবস্ত বা লীজ দেওয়া হয়ে থাকলে তার পরিমাণ ;

৩) ঐ জমি থেকে তহশীল অফিস কোন রাজস্ব আদায় করে থাকলে তার বিবরণ ?

উত্তর

১।

মহকুমার নাম	ভূমির পরিমাণ
কমলপুর	৮৫·৪৬ একর
কৈলাসহর	৭৮·০১ ,,
সদর	২২৫·৭৬ ,,
সোনামুড়া	৩৯৭·১৮ ,,
বিলোনিয়া	২৭·০০ ,,
সাব্রুম	১১৩০·৩৫ ,,

২। কোন জিরাতিয়া জমি বন্দোবস্ত বা লীজ দেওয়া হয় নাই।

৩। উত্তর ত্রিপুরার কমলপুর হইতে ৪৯১·৯৫ ও কৈলাশহর হইতে ২৯৮·৫১ পঃ আদায় হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 349
By—Shri Nripendra Chakraborty.

QUESTION

1. The names of Industries who received loans and advances from Tripura Small Industries Corporation during last 5 years
2. Whether all these industries are in running condition ? If not, names of the industries which have been closed down.
3. Whether accounts of the Tripura Small Industries Corporation have been audited.

ANSWER

1. Nil.
2. Does not arise.
3. Yes.

STARRED QUESTION NO. 437
By—Shri Amarendra Sarma

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে Small Industries Corporation ৩১৫·•• টাকা দরে বর্তমানে G. C. I. sheet এর বাণ্ডিল বিক্রয় করছেন ;

২। এ সম্পর্কে শিল্প বিভাগে কোন অভিযোগ এসেছে কি না ;

৩। যদি অভিযোগ থাকে, তাহলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এর কি প্রতিকার করেছেন

উত্তর

১। এবং ২। হ্যাঁ।

৩। ইহা বিবেচনাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 487
By—Shri Purna Mohan Tripura

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে কৈলাসহর বিভাগের সিদংছড়ায় অনেক জুমিয়া বর্তমানে অনাহার ক্লিষ্ট অবস্থায় আছে ? যদি তাহা সত্য হয় তবে ঐ জুমিয়াদের সরকার থেকে আর্থিক সাহার্য্য দেওয়া হয়েছে কি না ?

২। দেওয়া হয়ে থাকলে কত পরিবারকে দেওয়া হয়েছে এবং পরিবার পিছু প্রদত্ত সাহায্যের পরিমাণ কত .

৩। এখনও কোন সরকারী সাহায্য প্রদত্ত না হলে সরকার শীঘ্রই সেই অনাহার ক্লিষ্ট সিদংছড়ার জুমিয়াদের খয়রাতি সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করবেন কি ?

উত্তর

১। } ইহা সত্য নহে যে জুমিয়ারা অনাহার ক্লিষ্ট অবস্থায় আছে।
২। }

৩। প্রশ্নের ১নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 167

By—Shri Anil Sarker

প্রশ্ন

১। তেলিয়ামুড়া ব্লকের উত্তর মহারানীপুর ভূমিহীন কলোনীতে কত পরিবার ভূমিহীন পুনর্বাসন পেয়েছেন,

২। তাদের পরিবার পিছু কত টাকা সরকারী ঋণ দেওয়া হয়েছে? ঋণ পেয়েছে তাদের নাম ও ঋণের পরিমাণ?

৩। এই ভূমিহীন কলোনীর উন্নয়নের জন্য সরকার কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন?

উত্তর

১। ১৩৬ তপশীলভুক্ত জাতি ও উপজাতি ভূমিহীন পরিবার।

২। ঋণ দেওয়া হয় নাই।

৩। নিম্নলিখিত উন্নয়ন কার্য্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

ক) পাঁচ মাইল ইন্টারনেল রাস্তা

খ) আর, সি, সি কূপ।

গ) নলকূপ বসানের কার্য্য চলিতেছে।

ঘ) রিলিফ প্রোগ্রামে অনুমানিক ৪০০ একর টীলা ও লুঙ্গা জমি সংস্কার।

ঙ) টেষ্ট রিলিফ প্রোগ্রামে পাট ভিজাইবার পুকুর খনন করা হইয়াছে।

চ) ১৯৭২ ইং সনের মে মাসে গৃহিত স্পেসিয়েল নিউট্রেসান প্রোগ্রাম মতে ৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ১০০জন বালক বালিকার জন্য একটি খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

APPENDIX—"B"

UNSTARRED QUESTION NO. 225

By—Shri Samar Choudhury

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া মহকুমায় জোতদারদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর কয়টি বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; এইরূপ বাজার সমূহের নামের তালিকা;

২। এইরূপ বাজার সমূহে গ্রামের উৎপাদক বিক্রেতাদের নিকট হতে যে বিক্রয় মাশুল বা কর জোতদাররা সংগ্রহ করে থাকেন তাহা কি সরকার অনুমোদিত?

৩ এইরূপ বাজার সমূহকে সরকার গ্রহণ করে ঐ বাজার সমূহের উন্নয়ন ও সম্প্রসারনের কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কিনা? যদি না থাকে তবে তাহার কারণ।

উত্তর

১। ১৬টি বাজার তাহাদের নামের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

১) উঠামুড়া বাজার
২) বটতলী বাজার
৩) বলছড় বাজার
৪) বৈরাগী বাজার (আংশিক)
৫) খাসচৌমুহনী বাজার (আংশিক)
৬) নোয়া বাজার (শুভপুর)
৭) মতিনগর বাজার
৮) কমলনগর বাজার
৯) কলমচোড়া বাজার
১০) বরাজলা বাজার
১১) শান্তিনগর বাজার
১২) মাছিম বাজার
১৩) কাঁঠালিয়া বাজার
১৪) মনাইপাথর বাজার
১৫) আজগর রহমান বাজার
১৬) কামরাঙ্গাতলী বাজার

২। না।

৩। এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

STARRED QUESTION NO. 229

By Shri Samar Choudhury.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার খাসভূমি ও বন বিভাগের রিজার্ভ সংরক্ষিত এলাকা থেকে মুক্ত করে সেই সমস্ত স্থানে ভূমিহীন ও জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

২। সমগ্র ত্রিপুরায় ভূমিহীনদের পুনর্ব্বাসনের জন্য প্রার্থনা করে কতগুলি দরখাস্ত ১৯৭০ থেকে ১৯৭২ এর ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত সরকারের নিকট জমা হয়েছে। মহকুমা ভিত্তিতে তাহার হিসাব। তন্মধ্যে অ-উপজাতি এবং উপজাতি কতজন ?

৩। ১৯৭০ থেকে ১৯৭২ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত সোনামুড়া মহকুমায় কত সংখ্যক ভূমিহীনদের তাদের দখলী জমিতে পুনর্ব্বাসনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২।

মহকুমার নাম	প্রাপ্ত দরখাস্তের সংখ্যা		
	উপজাতি	অ-উপজাতি	মোট
সাবরুম	২৫০	২০০	৪৫০
বিলোনিয়া	১৩০১	১০৩০	২৩৩১
অমরপুর	১৫০	২৬০	৪১৩
উদয়পুর	১৪০০	২৮০০	৪২০০
ধর্ম্মনগর	২০০	১৫০	৩৫০
কৈলাসহর	৭৫০	৬৫০	১৪০০
কমলপুর	৩০০	১৭৫	৪৭৫
সদর	৬০০	৪০৩	১০০৩
খোয়াই	২২৫	৩৬৯	৫৯৪
সোনামুড়া	৩৪২	৫৫	৩৯৭

৩। ২২৬ জন।

UNSTARRED QUESTION NO. 235.

By Shri Abhiram Deb Barma.

প্রশ্ন

১। সমগ্র ত্রিপুরায় ১৯৬৯, ১৯৭০-৭১ সালে কয়টি নূতন টিওবওয়েল ও রিংওয়েল কোন কোন গাঁওসভায় দেওয়া হয়েছে এবং ঐ বছরগুলিতে কয়টি অকেজো টিউবওয়েল ও রিংওয়েল মেরামত করা হয়েছে ; তাহার বছর ভিত্তিক হিসাব।

উত্তর

১। সমগ্র ত্রিপুরায় ১৯৬৯ সালে ১১০টি টিউবওয়েল ও ৪৯টি রিংওয়েল এবং ১৯৭০-৭১ সালে ১১৪টি টিউবওয়েল, এবং ৭৮টি রিংওয়েল নতুন দেওয়া হইয়াছে। গাঁওসভার নাম এতৎসহ দেওয়া হইল।

উক্ত বছরগুলিতে অর্থাৎ ১৯৬৯ সালে ৩১১টি টিউবওয়েল ও ২৯০টি রিংওয়েল এবং ১৯৭০-৭১ সালে ৫৫৬টি টিউবওয়েল ও ২৬৬টি রিংওয়েল মেরামত করা হয়েছে।

গাঁওসভার তালিকা

জেলা—পশ্চিম ত্রিপুরা।

ব্লকের নাম	গাঁও সভার নাম
মোহনপুর ব্লক	
	১) কলকলিয়া
	২) বালুরবন্দ
	৩) উত্তরদশগড়িয়া
	৪) পূর্ব সীমনা
	৫) গান্ধীগ্রাম
	৬) তাড়ানগর
	৭) সুরেন্দ্রনগর
	৮) ঈশানপুর
	৯) বামুটিয়া
	১০) লংকামুড়া
	১১) চান্দপুর
	১২) লক্ষীলোংগা
	১৩) ইন্দ্রনগর
	১৪) কুঞ্জবন
	১৫) মেঘলীবন
	১৬) ফটিকছড়া
	১৭) তাড়াপুর
	১৮) কলাছেড়া
	১৯) বড়জলা

ব্লকের নাম	গাঁও সভার নাম
	২০) নরসিংগড়
	২১) ইন্দ্রনগর
	২২) উত্তর দেবেন্দ্রনগর
	২৩) দেবেন্দ্রনগর
	২৪) বিজয়নগর
	২৫) বুধজংনগর
	২৬) মনতলা
	২৭) সনথলা
	২৮) সিঙ্গারবিল
তেলিয়ামুড়া ব্লক	
	১) তেলিয়ামুড়া
	২) তেলিয়ামুড়া আর, এফ
	৩) লক্ষীপুর
	৪) মোহরছড়া
	৫) গিলাতলী
	৬) কমলনগর
	৭) দুর্গাপুর
	৮) গৌরাঙ্গটিলা
	৯) দক্ষিণ রামচন্দ্রঘাট
	১০) কৃষ্ণপুর
	১১) দক্ষিণ পুলিনপুর
	১২) মধ্য কল্যাণপুর
	১৩) কুঞ্জবন
	১৪) সাহ্‌কারকরি
	১৫) উত্তর গকুলনগর
	১৬) দক্ষিণ মহারাণীপুর
	১৭) উত্তর মহারাণীপুর
বিশালগড় ব্লক	
	১) টাকার জলা
	২) জম্পাইজলা
	৩) গোলাঘাটি
	৪) মধুপুর
	৫) প্রতাপগড়
	৬) আমতলী

ব্লকের নাম	গাঁও সভার নাম
	৭) গকুলনগর
	৮) মধুবন
	৯) বাধারঘাট
	১০) ঈশানচন্দ্রনগর
	১১) বিশালগড়
	১২) বিক্রমনগর
	১৩) কৃষ্ণকিশোরনগর
	১৪) যোগেন্দ্রনগর
	১৫) দক্ষিণ চড়িলাম
	১৬) আমতলী (বিশ্রামগঞ্জ)
	১৭) রামনগর
	১৮) কমলাসাগর
	১৯) রাঙ্গাপানিয়া
	২০) উত্তর চড়িলাম
	২১) লক্ষীবিল
	২২) ঘনিয়ামারা
	২৩) মধ্য ঘনিয়ামারা
	২৪) প্রভাপুর
	২৫) বড়জলা
	২৬) পেকোওরজলা
খোয়াই	১) শিকারী বাড়ী
	২) দক্ষিণ পদ্মবিল
	৩) পি, আর, ঘাট
	৪) বেলছড়া
	৫) বগাবিল
	৬) বাগাই
	৭) অফিসটিলা
	৮) রতনপুর
	৯। পাহাড়মুড়া
মেলাঘর	১। মেলাঘর
	২। চণ্ডীপুর
	৩। নলছড়

ব্লকের নাম	গাঁও সভার নাম :
	৪। চৌমুনী
	৫। দুর্লভ নারায়ণ
	৬। গ্রামতলী
	৭। দক্ষিণ এন, সি, নগর, আড়ালীয়া ও খেদাবাড়ী
	৮। ধনপুর
	৯। বক্সনগর
	১০। নিদয়া
	১১। শোভাপুর
	১২। মতিনগর
	১৩। কাঠালীয়া
	১৪। বালুর চড়
জিরানীয়া	১। পাতনি
	২। বঙ্কিম নগর
	৩। পূর্ব বড়জলা
	৪। রাধা কিশোর নগর
	৫। শিব নগর
	৬। মান্দাই
	৭। ওকী নগর
	৮। লক্ষীপুর
	৯। ভোলাকুনা
	১০। মেঘলী পাড়া
	১১। দীনবন্ধু পাড়া
	১২। মজলিসপুর
	১৩। পূর্ব্ব দেবেন্দ্র নগর
	১৪। রাধা মোহনপুর
	১৫। পূর্ব নোয়া গাঁও
	১৬। জয় নগর
	১৭। খয়েরপুর
	১৮। চাম্পামুড়া
	১৯। বৃদ্ধনগর
	২০। পশ্চিম বড়জলা
	২১। বৃগুদাস নগর
	২২। কাথীরাম বাড়ী
	২৩। রামচন্দ্র নগর

গাঁও সভার তালিকা

জেলা—উত্তর ত্রিপুরা

ব্লকের নাম	গাঁও সভার নাম :
কৈলাসহর	১। পূর্ব্ব রাতাছড়া
	২। কৌলী কুয়ারা
	৩। শ্রীপুর
	৪। জারুলতলী
	৫। ইরাণী
	৬। কুমারঘাট
	৭। টিলাগাঁও
	৮। গোকুলনগর
	৯। মামুলী
	১০। কাঞ্চনবাড়ী
	১১। দুধপুর
	১২। সোনাইমুড়ী
	১৩। পাবিয়াছড়া
	১৪। চণ্ডাইল
	১৫। কৈলাসহর টাউন
	১৬। সোলধারপুর
	১৭। পূর্ব্ব রাতাছড়া
	১৮। পশ্চিম রাতাছড়া
	১৯। শ্রীনাথপুর
	২০। বিলাসপুর
ছামেমা	২১। কালাছড়ি
	২২। নলীছড়া
ছাওমনু	২৩। ছইলেংটা
	২৪। কাঠালছড়া
	২৫। গৈনামা
	২৬। মনু
	২৭। পূর্ব্ব মহলী
	২৮। মানিকপুর

ব্লকের নাম	গাঁও সভার নাম
	২৯। করমছড়া
	৩০। ধুমাছড়া
	৩১। লালছড়া
	৩২। দুর্গা ছড়া
	৩৩। মৈনামা
	৩৪। পশ্চিম মাসুলী
	৩৫। ছাও মনু
	৩৬। কাঞ্চন ছড়া
	৩৭। উত্তর ধুমাছড়া
পানিসাগর	
	৩৮। ধর্ম্মনগর গাঁও সভা
	৩৯। কৃষ্ণপুর
	৪০। রোয়া
	৪১। হুরুয়া
	৪২। পানিসাগর
	৪৩। রাধাপুর
	৪৪। দেওয়ান পাশা
কাঞ্চনপুর	
	৪৫। খেদাছড়া
	৪৬। গচিরাম পাড়া
	৪৭। লালজুরী
	৪৮। তুইছামা
	৪৯। আজার ছড়া
	৫০। লাম্বাছড়া
	৫১। যাতনালা
	৫২। উজান লালজুরী
	৫৩। দামছড়া
	৫৪। দশদা
	৫৫। পিপলা ছড়া

গাঁও সভার তালিকা

জেলা—ত্রিপুরা

ব্লকের নাম	গাঁও সভার নাম :
উদয়পুর	
	১। খিল পাড়া
	২। কাকড়াবন

ব্লকের নাম	গাঁওসভার নাম
	৩। গঙ্গাছড়া
	৪। গকুলপুর
	৫। বগাবাসা
	৬। ফুলকুমারী
	৭। জামজুরী
	৮। শালগড়া
	৯। মহারাণী
	১০। পিত্রা
বগাফা	
	১। লাউগাং
	২। কাঠালিয়া ছড়া
	৩। গাধাং
	৪। পূর্ব্ব চরকবাড়ী
	৫। মুহুরীপুর
	৬। পশ্চিম পিলাক
	৭। বীরচন্দ্রনগর
	৮। পত্তিছড়া
	৯। মধ্য পিলাক
	১০। কলসী
	১১। জোলাইবাড়ী
	১২। বীরেন্দ্রনগর
অমরপুর	১) তৈদু
	২) অম্পি
	৩) রামপুই
	৪) অমরপুর
	৫) আর পি, এইচ, সি
	৬) মালবাসা
	৭) বীরগঞ্জ
	৮) দুলুমা
	৯) তৈজিলিং
	১০) রাঙ্গামাটি
	১১) জাম্বুকছড়া
	১২) সরবং

ব্লকের নাম	গাঁও সভার নাম
রাজনগর	১) শ্রীরামপুর
	২) বরপাথারী
	৩) শরসীনা
	৪) কিসানগর
	৫) বাসপাথোয়া
	৬) রাঙ্গামুড়া
	৭) রাজনগর
	৮) ধ্বসমুখ
সাতচান্দ	১) দম্বুবাড়ী
	২) বৈশনগর
	৩) চালিতাবাড়ী
ডম্বুরনগর	১) মুখছড়ী
	২) দলপতি পাড়া
	৩) বুলংবাসা
	৪) রাণীপুকুর
	৫) লক্ষীপুর
	৬) পশ্চিম গণ্ডাছড়া
	৭) তৈচাকমা

UNSTARRED QUESTION NO. 268.

By Shri Bidya Ch. Deb Barma.

প্রশ্ন

১) কল্যাণপুর বাজার, আমপুরা বাজার; ছনখলা বাজার, হাতটাকা বাজার ও রতনপুর বাজার গুলি উন্নয়নের জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি?

২) যদি বাজার উন্নয়নের পরিকল্পনা থাকে তাহা হইলে ঐ উন্নয়নের কাজ কখন হইতে শুরু হইবে?

উত্তর

১) চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই বাজারগুলি উন্নয়নের কোন প্রস্তাব নাই;

২) প্রশ্নের ১নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 444.

By Shri Amarendra Sarma.

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর শহরের বাজার থেকে ১৯৭১-৭২ সালে কত দোকানদারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে?

২) যাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে তাদের নাম;

উত্তর

১) কাহাকেও উচ্ছেদ করা হয় নাই।

২) প্রশ্নের ১নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।